গৌরদাস বসাক

কবি ও কথাকার
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
প্রীতিভাজনেষু

রাজনারায়ণ ব

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

স্বীকৃতি। মধুসূদনের চিত্র সুব্রত রুদ্রের সৌজন্যে প্রাপ্ত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চিত্র সন্তোষকুমার অধিকারীর সৌজন্যে প্রাপ্ত। রাজনারায়ণ বসু ভূদেব মুখোপাধ্যায় গৌরদাস বসাক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দিরে রক্ষিত চিত্র থেকে গৃহীত ও পরিষদ-সম্পাদকের সৌজন্যে প্রাপ্ত। হেনরিয়েটার চিত্র শিল্পী অতুল বসু কর্তৃক অঙ্কিত ত্রিবর্ণ চিত্র থেকে গৃহীত ও শিল্পীর পুত্রের সৌজন্যে প্রাপ্ত।
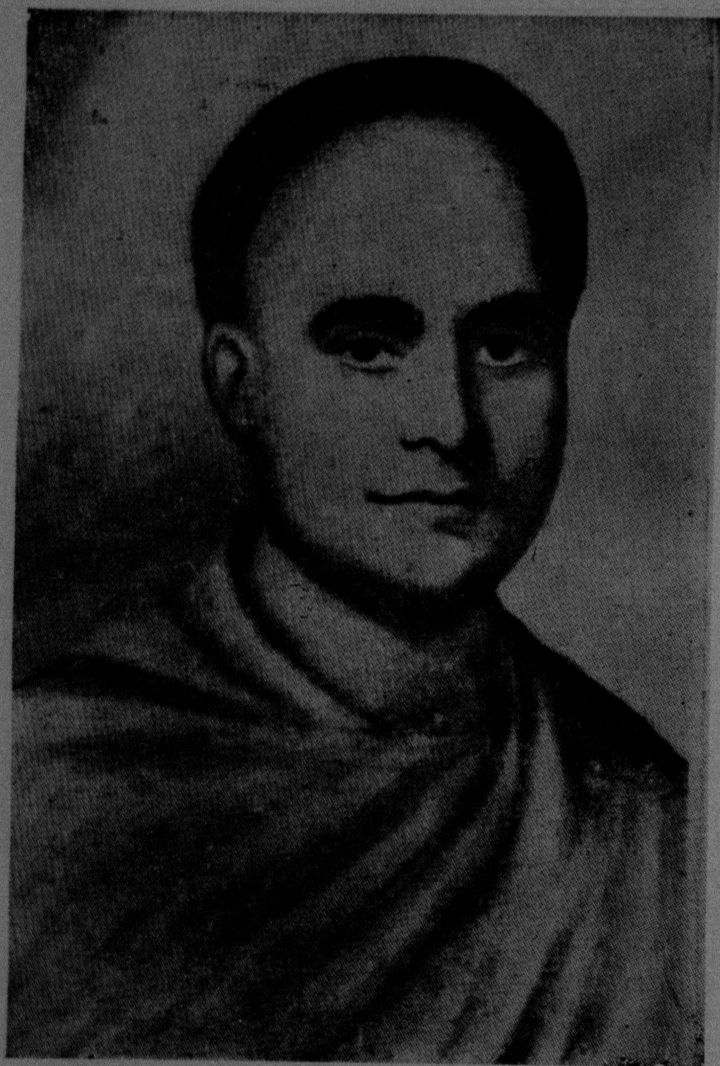
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

চিত্রাবলী
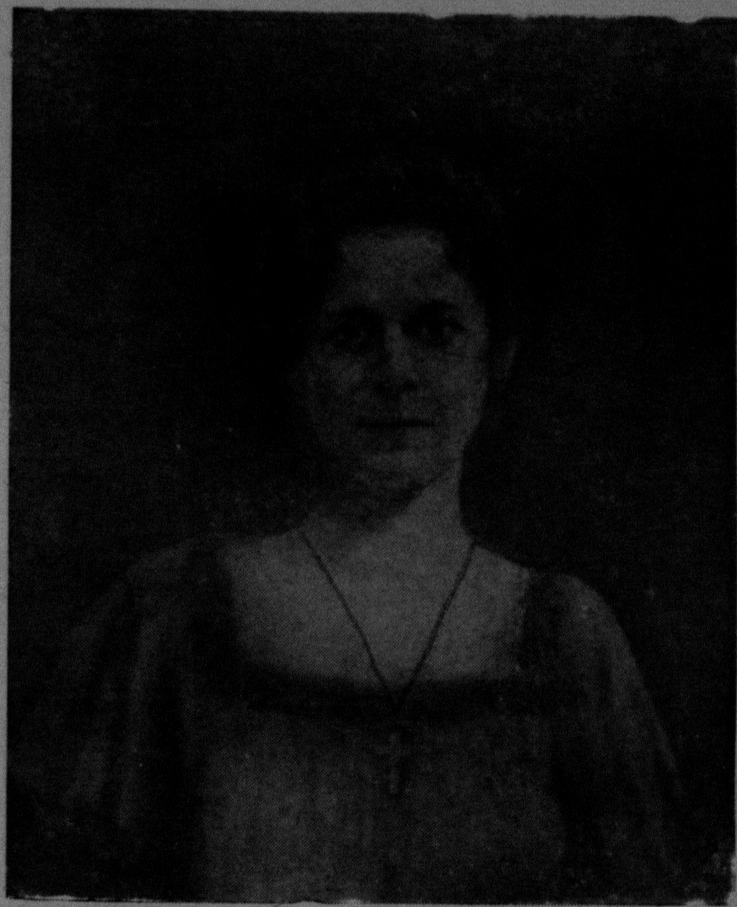
হেনরিয়েটা দত্ত

প্রসঙ্গকথা

কাব্যে ও নাটকে নিজ মাতৃভাষা বঙ্গভাষায় নিজের প্রতিভার উজ্জ্বল প্রমাণ দিয়েছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। কিন্তু চিঠি লিখেছেন তিনি ইংরেজিতে। ছাত্রাবস্থায় ইংরেজি ভাষার প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে, ইংরেজি ভাষায় কবিতা রচনা করে স্বনামধন্য কবি হতে পারবেন এমন স্বপ্নও তাঁর ছিল। এই জন্যেই আঠারো বছর বয়সের বালক মধুসূদন ইংরেজিতে কবিতা লিখে তা প্রকাশের জন্যে পাঠিয়ে দিতে পেরেছিলেন লণ্ডনের এক পত্রিকায়। সে কবিতাটি হয়তো প্রকাশিত হয়নি, কিন্তু মধুসূদনের উদ্যম তাতে কমে না। তিনি ইংরেজিতে রচনা করলেন কাব্য। তাঁর সেই Captive Ladie পাঠ করে অনেকেই আনন্দ প্রকাশ করেছেন বটে, কিন্তু যাঁর অভিমত মধুসূদনের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেই বীটন (বেথুন) সাহেব বইটির অপ্রশংসা না-করেও লেখককে মাতৃভাষায় কাব্যচর্চার পরামর্শ দিলেন। পরদেশী ভাষায় যে এমন কাব্যমাধুর্য সৃষ্টি করতে পারে আপন ভাষায় রচনা করলে তার কাছ থেকে আরও আশ্চর্য ফসল পাওয়া যেতে পারে—এই ছিল তাঁর অভিমত।

মধুসূদন তখন মাদ্রাজে, সেই সময়ে গৌরদাস বসাককে এক চিঠিতে তাঁর প্রাত্যহিক রুটিন কি তা জানিয়ে লিখছেন মাতৃভাষার উন্নতির জন্যে তিনি কি যথেষ্ট পরিশ্রম করছেন না? সেই রুটিনে দেখা যায় তিনি কত প্রকার ভাষা অনুশীলন করে চলেছেন, কিন্তু তার মধ্যে বঙ্গভাষার উল্লেখ নেই। (পত্র ৪৪ পৃ ৪০–৪১ দ্রষ্টব্য)। মাতৃভাষাকে পুষ্ট করতে হলে বহুবিধ ভাষায় পারদর্শী হওয়া প্রয়োজন বলে মধুসূদন জানতেন। সেই প্রত্যয় নিয়েই তিনি অগ্রসর হয়েছেন। এইটেই অবশ্য তাঁর জীবনের সাফল্যের হেতু নয়, তাঁর সাফল্যের হেতু হচ্ছে পরিশ্রম নিষ্ঠা আত্মপ্রত্যয়। জীবনে জেদ না-থাকলে কেউ নাকি বড় হতে পারে না, মধুসূদন যে জেদী ছিলেন এতে সন্দেহ নেই। তাঁর অনেক চিঠি থেকে তাঁর এই মেজাজের পরিচয় পাওয়া যায়।

মধুসূদনের যাবতীয় ইংরেজি চিঠির বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হল। এর আগে প্রক্ষিপ্তভাবে দু-একটি চিঠির অনুবাদ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে থাকতে অবশ্য পারে। কিন্তু সমগ্র চিঠির ভাষান্তরিত সংকলন এই প্রথম।

যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত' ও নগেন্দ্রনাথ সোমের 'মধুস্মৃতি' মধুসূদনের এই দুইটি মুখ্য জীবনী-গ্রন্থে মধুসূদনের ইংরেজি পত্রাবলী সংকলিত আছে। কবির জীবনী পাঠের সময়ে অনেকে সেইসব পত্র অবশ্যই পড়েছেন। কিন্তু তেমন বিবিক্ত ভাবে পড়া হয়তো হয়ে ওঠে নি।

কিন্তু, রবীন্দ্রনাথের উক্তি এই প্রসঙ্গে মনে করা যেতে পারে, তিনি বলেছেন, 'কবিকে পাবে না তাহার জীবনচরিতে'। জীবনচরিতে জীবনের ঘটনা থাকে, জীবনের ব্যঞ্জনা বুঝি থাকে না। কিন্তু কবি যেখানে অরূপণ অন্তরঙ্গ অসংকোচ অবারিত ও অকুণ্ঠ, সেইখানে জীবনের ব্যঞ্জনা বেজে ওঠে। কবিকে পেতে হলে আমাদের সেই রকম রচনার শরণাপন্ন হতে হবে। সে রচনা হচ্ছে চিঠি। এখানে কোনো তৃতীয়পক্ষ নেই, সুতরাং এখানে সাবধানতার প্রয়োজন নেই, ভাবপ্রকাশের বা শব্দনির্বাচনের বা ভাষা-ব্যবহারের জন্যে হুঁশিয়ার হতে হয় না, এখানে একজন আর-এক জনকে তার মনের কথা জানায়। একজনের কথা দ্বিতীয় জন কেবলমাত্র শুনছে, চিঠি এই ধরণের জিনিস। এ যেন অনেকটা কানে-কানে কথা বলার মতন। যা অন্য-কেউ শুনছে না জানছে না, যা প্রকাশের অভিপ্রায়ে লেখা নয়, সুতরাং যা নিয়ে সমালোচনার ভয় নেই। অতএব কলমের মুখে মনের যে কথা এসে ধরা দেবে সেইটেই খাঁটি কথা, তাকে মাজাঘষার দরকার হয় না।

অন্য সব রকম রচনার ক্ষেত্রেই লেখককে সতর্ক থাকতে হয়, কবিতা হোক গল্প হোক উপন্যাস হোক সর্বত্র লেখক নিজেকে একটু আবরণের মধ্যে রাখতে চান, যেন তিনি নিজের ব্যক্তিগত কোনো কথা বলছেন না, এই রকম চেষ্টা তাঁর থাকে।

কিন্তু চিঠিতে ব্যক্তি নিজেকে যেমন ধরা দেন, তাঁর ব্যক্তিত্বও সেই সঙ্গে ধরা পড়ে।

মধুসূদনের মূল চিঠিপত্র যে সংকলিত আছে তার জন্যে তাঁর জীবনীকারদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। চিঠিপত্র যে রক্ষা করতে হয় এই শিক্ষা বা অভ্যাস আমাদের তেমন ছিল না। তবুও সেই উদাসীনতার মধ্যে সব চিঠি যে নষ্ট হয়ে যায় নি, এবং যা রক্ষিত ছিল তাও সংগৃহীত হয়েছে এটা আমাদের ভাগ্যের কথা। সেই জন্যে এই পত্রাবলীর মধ্য দিয়ে মধুসূদনকে জানবার ও চিনবার

সুযোগ আমাদের ঘটেছে। তাঁর মনের বলিষ্ঠতা তাঁর আত্মপ্রত্যয় ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে। যা তাঁর জীবনচরিত থেকে কখনোই আমরা পেতাম না।

মধুসূদনপূর্ব বা মধুসূদনের সমকালীন ক'জন কবির বা কর্মীর পত্রসংকলন আমরা পেয়েছি? হেম-মধু-বঙ্কিম-নবীন এই চারটি নাম একত্র উচ্চারিত হচ্ছে অনেক দিন থেকে। এঁদের মধ্যে হেমচন্দ্রের (১৮৩৮-১৯০৩) কোনো পত্র-সংকলন নেই, বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮-১৮৯৪) মাত্র কয়েকটি পত্র সংকলিত আছে 'বঙ্কিম-রচনাবলী'তে। তাঁদের এইসব রচনা থেকে তাঁদের আমরা যেটুকু জানতে পারি সেইটুকুই আমাদের সম্বল। বঙ্কিমচন্দ্রকে কিছুটা জানবার উপায় অবশ্য আছে, সে উপায় 'কমলাকান্তের দপ্তর', বেনামে বঙ্কিমচন্দ্র এখানে নিজেকে অনেকটা বেআব্রু করেছেন, আবরণ অনেকটা যেন উন্মোচন করেছেন, এঁতে প্রসন্নগয়লানি সম্বন্ধে কিছু মন্তব্যে তাঁর সরস মনের পরিচয়ও পাওয়া যায়, অনেক উপন্যাস রচনা করেছেন, অনেক নায়িকার রূপলালিত্যের বর্ণনাও দিয়েছেন, কিন্তু ঘটোঘ্নি শব্দটি কারও উপর প্রয়োগ করতে পারেন নি একমাত্র প্রসন্নগয়লানি ও তার গাভী ছাড়া। শব্দটি অতি মারাত্মক কিছু নয়, কিন্তু ওর প্রয়োগের দ্বারা বঙ্কিম তাঁর প্রসন্ন চিত্তের পরিচয় আমাদের কাছে দাখিল করতে পেরেছেন। নবীনচন্দ্র সেনের (১৮৪৭-১৯০৯) ভ্রমণকাহিনী-মূলক পত্র সংকলিত আছে তাঁর 'প্রবাসের পত্র' (১৮৯২) গ্রন্থে, এখানেও ব্যক্তি-নবীনচন্দ্রকে পাওয়া যায়। এবং রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬) তো ছিলেন একজন দিলদরিয়া মানুষ, তাঁর লেখা অনেক চিঠি প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে তাঁর এই মেজাজ অতি পরিচ্ছন্ন ও স্পষ্ট ভাবে দেখা যায়।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮০৬-১৮৫৮) স্বভাবকবিরূপে চিহ্নিত, তাঁরও পত্রের সন্ধান পাওয়া যায়; সংবাদপ্রভাকরের দায়িত্বভার অপরকে দিয়ে ঈশ্বর গুপ্ত তখন নদী-পথে ভ্রমণে বের হন, তখন তাঁর কাছ থেকে প্রাপ্ত পত্রাদি প্রভাকরে প্রকাশিত হয়, বহুকাল পরে তা সংকলিত হয়ে 'ভ্রমণকারিবন্ধুর পত্র' নামে প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালে। এইসব পত্রের মধ্য দিয়ে তিনি প্রকৃতিবর্ণনা ও মনুষ্যবর্ণনা করেছেন, যে ঘাটে যখন ঠেকেছেন সেখানকার কথা অকৃত্রিম অবলীলায় লিখেছেন।

এই মোটামুটিভাবে গেল আমাদের দেশের কথা। বিদেশের কথা এখানে তুলে বিশেষ লাভ নেই। মধুসূদনের কাছাকাছি সময়ের কয়েক জনের কথা তবু বলা যেতে পারে। উইলিয়ম কুপার (১৭৩১-১৮০০), গ্যেটে (১৭৪৯-১৮৩২), ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ (১৭৭০-১৮৫০), কীট্‌স্‌ (১৭৯৫-১৮২১), রবার্ট লুই স্টিভেনসন (১৮৫০-১৮৯৪), য়েট্‌স্‌ (১৮৬৫-১৯৩৯) প্রভৃতির চিঠিপত্রের বৈচিত্র্য যেমন আছে তেমনি সংখ্যাও অনেক। আমাদের দেশবাসীর জীবনধারণপ্রণালী এবং ওদেশের মানুষের জীবনধারণের ধরণ একেবারে আলাদা, সমাজব্যবস্থাও পৃথক। ওদের জীবনের অভিজ্ঞতা অনেক বেশি। এইসব বিবিধ বিষয় একত্র হয়ে বিদেশী কবির চিঠিপত্রে আমরা যেমন অকপট স্বীকারোক্তি পাই, আমাদের দেশের কবির কাছে তেমন পাইনে। তা যদি পেতাম তাহলে তা ভালো হত কি মন্দ হত এ তর্কে না-গিয়ে কেবল বলতে পারি তাহলে মানুষটাকে পূর্ণ জানা হত।

রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রের সংখ্যা সামান্য নয়, তাঁর 'ছিন্নপত্র' ছাড়াও অনেক উল্লেখযোগ্য পত্রসংকলন আছে, সেগুলিকে ব্যক্তিগত সাহিত্যবিষয়ক সমাজ ধর্ম রাজনীতি ভ্রমণকাহিনী ডায়ারি ইত্যাদি বিবিধ ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা— কয়েক খণ্ডে 'চিঠিপত্র' 'ভানুসিংহের পত্রাবলী' 'পথে ও পথের প্রান্তে' 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র' 'জাভাযাত্রীর পত্র' 'রাশিয়ার চিঠি' 'য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি' 'জাপানযাত্রী' 'পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি' 'পারস্যভ্রমণ'। রবীন্দ্রনাথের জীবনের অভিজ্ঞতাও অসামান্য, তিনি সারা বিশ্ব পরিক্রমা করেছেন, অনেক প্রকার মানুষের সান্নিধ্যে এসেছেন। তাঁর 'ছিন্নপত্র' পত্রসাহিত্যে এক বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। 'ছিন্নপত্রাবলী'র কথা বলতে আমরা চাইনে, কেননা, এ নাম রবীন্দ্রনাথের দেওয়া নয়, রবীন্দ্রতিরোধানের বহু বৎসর পরে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক পরিত্যক্ত বহু পত্র এতে যুক্ত করে এবং কিছু পত্র বাদ দিয়ে নূতন নামকরণ করে রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্র' উৎখাত করার অভিপ্রায়ে 'ছিন্নপত্রাবলী'র আবির্ভাব। অতিরিক্ত পত্র পৃথক্ ভাবে প্রকাশ করা যেতে পারত বা 'ছিন্নপত্র' গ্রন্থের সংযোজন হিসাবেও দেওয়া যেত; সে কাজ না-করে এমন গর্হিত অন্যায় যাঁরা করেছেন দেশবাসী তাঁদের ক্ষমা করবেন বলে মনে হয় না।

রবীন্দ্রনাথের সংখ্যাহীন চিঠি থাকা সত্ত্বেও আমরা তাঁকে পরিপূর্ণরূপে জানতে পারলাম না, মানুষ-রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে অচেনা রয়ে গেলেন। তাঁর তথাকথিত অনাকরেক ভক্ত তাঁকে কুলুঙ্গির ঠাকুর করে রাখতে চায় বলেই এ বিভ্রাট। কিন্তু বিদেশের যে কয়জন মাত্র কবির কথা আমরা উল্লেখ করে এলাম, তাঁদের চেনায় আমাদের কোনো কষ্ট নেই, তাঁদের দেশের লোক সংকীর্ণ মনের ও বিকৃত রুচির মানুষ নন বলে তাঁদের দেশের কবিদের চারদিকে প্রাকার রচনা করে তাঁরা প্রহরী হয়ে দাঁড়িয়ে নেই।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন আমরা জানি। জানতে কোনো বাধা নেই। যেটুকু জানতে পারিনি তা আমাদেরই উদ্যোগ ও উৎসাহের অভাবে। মধুসূদনের মাদ্রাজ-বাসকালীন সময়ের যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা এ পর্যন্ত যায়নি। তাঁর প্রথমা স্ত্রী রেবেকা সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানতে পারিনি; মধুসূদনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কচ্ছেদ হয়েছিল এইটুকুই মাত্র আমাদের জানা। তাঁর গর্ভে জাত মধুসূদনের সন্তানদের খোঁজও আমরা রাখিনি, তাদের বংশধারা আছে কিনা এখবরও আমরা জানিনে। রেবেকার অন্তত একটি চিত্র এই গ্রন্থে দেবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু অনেক খোঁজ করেও তা পাইনি। হেনরিয়েটার (আঁরিয়াতার) একটি চিত্র অবশ্য দিতে পেরেছি।

গৌরদাস বসাক, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়— মুখ্যত এঁদের কাছে মধুসূদন যেসব পত্র দিয়েছেন সেইগুলি পৃথক্ পৃথক্ গুচ্ছে কালানুক্রমে সজ্জিত করে এখানে প্রকাশ করা হল, সঠিক তারিখ যেখানে পত্রে উল্লিখিত হয়নি সেখানে পত্রের বিষয়বস্তুর উপর নির্ভর ক'রে বন্ধনীর মধ্যে সাল উল্লেখ করা হয়েছে। লণ্ডনের বেণ্টলীজ মিসলেনীর সম্পাদককে, কুচবিহারের অধিপতিকে, হাইকোর্টের প্রধানবিচারপতিকে ও মনোমোহন ঘোষকে লিখিত ফরাসি ভাষায় লেখা ও ইতালীয় সম্রাট ভিক্টর ইমান্নুয়েলকে ইতালীয় ভাষায় লেখা চিঠি তারিখ অনুসারে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং মধুসূদনের কয়েকটি গ্রন্থের মূল বাংলায় লিখিত উৎসর্গপত্র ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মনোমোহন ঘোষের জননী ও রামদাস সেনকে মূল বাংলায় লিখিত পত্র সংকলিত হয়েছে।

গৌরদাস বসাককে লিখিত পত্রের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। হিন্দু কলেজে

গৌরদাসের সঙ্গে মধুসূদনের প্রথম সাক্ষাৎ, ও পরে তা নিবিড় বন্ধুত্বে পরিণত। অন্তরঙ্গতা দুজনের মধ্যে খুবই গভীর ছিল। সুতরাং কাজের বা অকাজের অনেক কথা গৌরদাসকে লিখেছেন। যখন নিজেকে নিঃসঙ্গবোধ করেছেন তখনই গৌরদাসকে স্মরণ করে তাঁকে লিখেছেন চিঠি। কলকাতার খিদিরপুর থেকে বিশপস কলেজ থেকে, মাদ্রাজ থেকে, যুরোপ থেকে গৌরদাসকে লেখা চিঠিগুলি উভয়ের মধ্যের বন্ধুত্বের পরিচয় দেয়। প্রথম-জীবনের অনেক চিঠি গৌরদাসকে লিখেছেন কবিতার আকারে— ছন্দে তা অনুবাদ করে দিয়েছি কেবলমাত্র পত্রলেখকের মেজাজ ধরে রাখবার জন্যে।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় ছিলেন মধুসূদনের সহাধ্যায়ী। তাঁদের মধ্যে বন্ধুত্বও গড়ে উঠেছিল। সে কথা স্মরণ করে তাঁকে মধুসূদন পত্র দেন যথারীতি ইংরেজিতে। মধুসূদন তাঁর জীবনের শেষপর্বে ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে হেক্টর-বধ উৎসর্গ করেন, বাংলায় লিখিত এই পত্রটিও এই গ্রন্থে অন্তত্র সংকলিত হয়েছে। এঁতে উভয়ের জীবনের দীর্ঘকালীন সম্পর্কের কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে বলে মনে হয়।

রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত চিঠিগুলির অন্ত-একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে। এই চিঠির অনেকগুলিতেই মধুসূদন তাঁর কাব্যেরই ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাতারূপে প্রকাশিত হয়েছেন। মধুসূদনের কাব্যের প্রথম টীকাকার মধুসূদন স্বয়ং। রাজনারায়ণের জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনার উপর মধুসূদনের কতটা আস্থা ছিল—এই পত্রগুচ্ছ থেকে তা ধরা যায়। মেঘনাদবধকাব্য-রচনার সময়ে রাজনারায়ণকে খুঁটিনাটি যাবতীয় বিবরণ দিয়ে, কোন্ ছত্র কী ছিল এবং তা সংশোধন করে কী দাঁড়াচ্ছে তা দেখিয়ে রাজনারায়ণের অভিমত জানতে চান্। অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্বন্ধে বিবিধ সংশয় নিরসন করেন। এক কথায়, কাব্যের ব্যাপারে রাজনারায়ণই যেন তাঁর বন্ধু ও পথপ্রদর্শক। রাজনারায়ণের সমালোচনা মধুসূদনের কাছে মূল্যবান, কিন্তু বন্ধু বলে যেন তাঁকে ছেড়ে কথা বলা না হয় সে কথাও মনে করে দেন রাজনারায়ণকে। এঁতে মধুসূদনের মনের বলিষ্ঠতা ও তাঁর আত্মবিশ্বাস অতি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মাইকেল মধুসূদন দুই বিপরীত বৃত্তের মানুষ। ঈশ্বরচন্দ্র হচ্ছেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণপণ্ডিত, মধুসূদন হচ্ছেন বিধর্মী ইংরেজিনবিশ

ও গ্যাকেলজ্জার সাহেব। দুইজনে প্রায় সমবয়সী, বয়সে চার বছরের মাত্র তফাত। এসব সত্ত্বেও এবং এত কাছাকাছি হওয়া সত্ত্বেও মধুসূদনের প্রতিভা ধরতে পেরেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। তেলছবি যেমন একটু দূর থেকে দেখতে হয় যাতে রঙের ও তুলির দাগ চোখে না-পড়ে, প্রতিভাও সেইরকম একটু দূরে থেকে দেখলে তা স্পষ্ট হয়। কিন্তু মধুসূদনের ব্যক্তিজীবনে এত রঙের ও তুলির দাগ থাকা সত্ত্বেও সেসব উপেক্ষা করে আসল বস্তুটি চিনতে পেরেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। ঈশ্বরচন্দ্রের এটি দ্বিতীয় প্রতিভা, তাঁর প্রথম প্রতিভা হচ্ছে তাঁর নিজস্ব কর্মশক্তি। এই প্রতিভা তিনি চিনতে পেরেছিলেন বলেই মধুসূদনের দুঃসময়ের সহায় হয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। মধুসূদন ইউরোপে গিয়ে যখন অর্থকষ্টে পড়েন, তখন সেই অসময়ে বিদ্যাসাগর প্রমাণ করলেন যে তিনি করুণার সিন্ধুও। সে কথা চতুর্দশপদী কবিতায় কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করছেন মধুসূদন। বিদ্যাসাগরকে অনবরত চিঠি লিখতে হয়েছে মধুসূদনকে অর্থের সংস্থানের জন্যে, অনেক অনুনয়-বিনয়ও করতে হয়েছে, কিন্তু উন্নতশিরেই একাজ করেছেন মধুসূদন। এটি লক্ষ করার বিষয়। কখনো মত্ন প্রসঙ্গ কখনো সংস্কৃতশাস্ত্রজ্ঞ গোল্ডস্টুকারের কথাও এই সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রকে লিখে জানাতে মধুসূদনের ভুল হয়ে যায়নি। দেশে ফিরেও বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল, লিখিত পত্র থেকে তাও জানা যায়।

কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি সবই নাটক সংক্রান্ত। মধুসূদন নাটক লিখতে উদ্যোগী হয়ে তা মঞ্চস্থ করার ব্যবস্থাদির জন্যে কেশবচন্দ্রের সহায়তার জন্য তাঁর সঙ্গে পত্রালাপ করেন। এইসব পত্র থেকে মধুসূদনের নাটক-রচনার বৃত্তান্ত জানতে পারা যায়। 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' ও 'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রহসন দুটি মঞ্চস্থ হবার কথা ছিল কিন্তু অনেকের অসম্মতির দরুণ কেশবচন্দ্র কিছু করে উঠতে পারেন না। এতে মধুসূদন খুশি হন নি, তিনি কেশবচন্দ্রকে লেখেন অনুরূপ কৌশল যদি পুনরায় করা হয় তাহলে তিনি বঙ্গভাষায় নাট্য রচনা ছেড়ে দিয়ে নাটক লিখবেন চীনা বা হিব্রু ভাষায়। মধুসূদনের তখন কাব্যে-নাটকে কোনো প্রতিষ্ঠা হয়নি, নূতন-জীবনের আরম্ভেই তাঁর এ তেজোদীপ্ত উক্তি।

মধুসূদনের সমগ্র পত্র বাংলায় অনুবাদ সমাপ্ত করে বেশ তৃপ্তি অনুভব

করছি, নিজের কাছেই যে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ ছিলাম, দীর্ঘকাল পরে তা রক্ষা করা গেল। সে অনেক কাল আগের কথা, আমাদের ছাত্রজীবনের কথা। মধুসূদনের কাব্যপাঠে তখন বিভোর হয়ে ছিলাম। মেঘনাদবধ কাব্যোব্যবহৃত দুরূহ সব শব্দের মানে তখন জানি নে, তা সত্ত্বেও সমস্ত কাব্যটি একেবারে কণ্ঠস্থ হয়ে গেল। সেই সময়ে মধুসূদনের জীবনীগ্রন্থে তাঁর লিখিত ইংরেজি পত্রাবলী পড়ে মনে-মনে সংকল্প করি এগুলি বাংলায় অনুবাদ করতে হবে। কিন্তু সে কাজ করি-করি ক'রেও করা হয়ে ওঠে না।

অবশেষে এই কিছুকাল আগে অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য আমাকে উদ্দীপ্ত করে দিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সার্ধ-জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে 'চতুষ্কোণ' পত্রিকা বিশেষ সংখ্যা প্রকাশে উদ্যোগী হন, সেই সংখ্যার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে লিখিত মধুসূদনের পত্রাবলী অনুবাদ করে দিতে তিনি বললেন। মধুসূদন সম্বন্ধে আমার মনোভাবের কথা তাঁর জানা ছিল বলেই তাঁর এই অনুরোধ। কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। এবং অবশেষে সব চিঠিই অনুবাদ সমাপ্ত করা গেল। এজন্যে অমিত্রসূদনের কাছে কৃতজ্ঞ রইলাম। মহাকবি গ্যেটের একটি সূক্তি আছে, তিনি বলেছেন, কোনো কাজ করার আকাঙ্ক্ষা থাকলে অবিলম্বে তা আরম্ভ করে দাও, আরম্ভ করা মানেই আধখানা কাজ হয়ে যাওয়া। অন্য-এক ক্ষেত্রেও এই কথা অনুসারে কাজ করে উপকার পেয়েছি। পুনরায় উপকার পাওয়া গেল।

এই কাজে আর যাঁদের সাহায্য ও সহযোগিতা পেয়েছি তাঁদের মধ্যে আছেন দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, পল্লব সেনগুপ্ত, অরুণ রায়, সুব্রত রুদ্র। এঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই। বইটি প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করে সুপ্রিয় সরকার ধন্যবাদভাজন হয়েছেন।
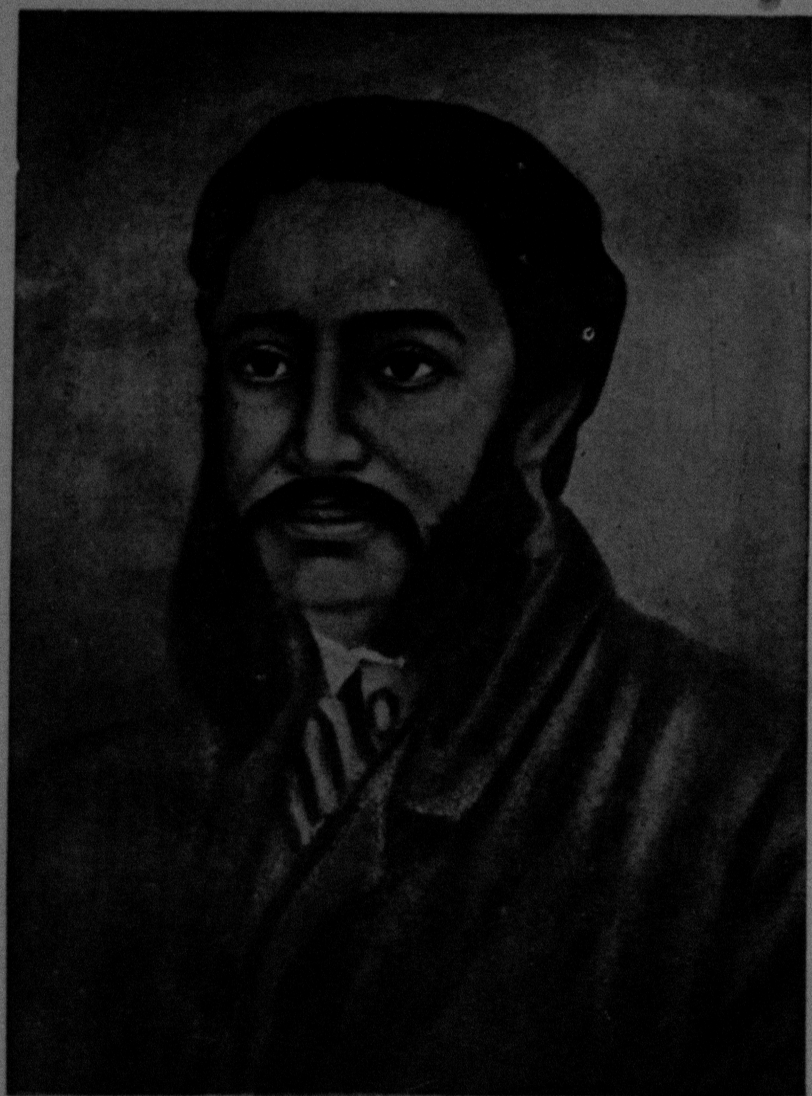
শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্তঃ।

গৌরদাস বসাককে লিখিত

১

আমার প্রিয় গৌর, [১৮৪১]

শোনো, তুমি যদি বি. এবং এম.-কে সঙ্গে করে আনতে না-পার তাহলে আজ সন্ধ্যাবেলা এস না—অর্থাৎ নৈশভোজে যোগ দিতে এস না; কিন্তু তুমি এমনিই এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে পার। অবশ্যই এস। আমার মেডালটি আমার বাবার কাছে আছে। আমি একটা কবিতা ছাপাখানায় পাঠাবার জন্যে বেশ ব্যস্ত আছি (প্রকাশ করার জন্যে নয়, আমার নিজের জন্যে এর একটা প্রুফ আনার জন্যে)। বলাইকে আমার শ্রদ্ধা জানিয়ো। আজ সন্ধ্যাবেলা তুমি যদি না-আস তাহলে যেমন দুঃখ পাব তেমনি হতাশ হব। তোমাকে বলার আমার অনেক কথা জমেছে। এই চিঠির উল্টো দিকে বি'র জন্যে একটু নোট পাঠালাম। তোমার—

২

আমার প্রিয় গৌর, [১৮৪১]

তোমার লোক বেড়াবার ছড়িটা নিতে যখন এসেছিল আমি তখন খুবই ব্যস্ত ছিলাম। তুমি কী ঠিক করলে? হাঁ কিংবা না? এই সঙ্গে যে চিঠিটা পাঠাচ্ছি তা ডাকে দেবার ব্যবস্থা কোরো। এ বিষয়ে আমার বিশ্বাস দ্বিগুণ। তোমার বরাবরের

৩

আমার প্রিয় গৌর, [১৮৪১]

তোমাকে শেষ চিঠিটা লেখার পর থেকে আমি খুবই অশান্তিতে ও দুর্ভাগ্যের মধ্যে কাটাচ্ছি। প্রথমত আমার মা অসুস্থ, দ্বিতীয়ত কলেজের আমার প্রিয়তম বন্ধুদের একজন প্রায় মৃত্যুশয্যায়। গত চার দিন যাবৎ আমি এক বিন্দু ঘুমাইনি। আমি কী করতে পারি? আমার বিষয়ে একটু ধৈর্য ধারণ কর, প্রিয় গৌর, সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমার স্নেহাস্পদ

৪ [১৮৪১]

তোমার জানা উচিত, বাবু গৌর, যে, আমার জন্তে যে-কোনো কাজ করতে পারে ও যে-কোনো জায়গায় যেতে পারে এমন ৫০ জন প্রাণীও আমার আর নেই। তোমার টুপীটা অনন্তকাল ধরে আমার কাছে পড়ে আছে। এমন কেউ ছিলনা যাকে দিয়ে সেটা পাঠিয়ে দিই। এখন আমি এই বিলম্বের জন্তে মার্জনা চেয়ে সেটা পাঠিয়ে দিচ্ছি, এবং সেইসঙ্গে নিশ্চিতভাবে জানাচ্ছি যে (তুমি যদিও আমাকে ভুলে গিয়েছ) এককালে তোমার প্রতি আমার যে প্রগাঢ় আকর্ষণ ছিল, এখনো সেই নিবিড়তার সঙ্গেই তোমাকে ভালোবাসি। তোমার একান্ত

৫ [১৮৪১]

বাবু জি. ডি. বসাকের প্রতি বাবু এম. এস. দত্তর অভিনন্দন-সহ জানানো যাচ্ছে যে, সময় নষ্ট করে তিনি দেখা করতে এসেছিলেন, সঙ্গে কিছু টাকাও এনেছিলেন যাতে বাবু জি.'র সঙ্গসুখ একটু পান। মনে হচ্ছে, আজকাল বাবু জি. 'নট অ্যাট হোম' হওয়াটাই অদ্ভুত ভাবে পছন্দ করছেন। বাবু এম. এমন ভাষা চাচ্ছেন যার দ্বারা তিনি তাঁর এই হতাশার তীব্রতা প্রকাশ করতে পারেন; কিন্তু, বাবু এম.'এর পক্ষে এখন 'প্রস্থান' করা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই। তিনি একা-একা বসে থাকতে পারেন না।

৬ [১৮৪১]

আমার প্রিয় গৌর,

আমি অস্বীকার করতে পারি নে যে, তোমার অভিযোগের কোনো কারণ আমি ঘটাইনি। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে আমি শারীরিক অসুস্থতা নিয়ে নিদারুণ ভাবে কাবু ছিলাম, মাথাধরা ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার পুরনো পীড়কেরা মাস-খানেক ধরে আমাকে বড় জ্বালাতন করছে। তার উপর আমার সময়ও সর্বদাই কাজ নিয়ে বিব্রত। আমি আবার পরীক্ষার জন্তেও তৈরি হচ্ছি। এ বিষয়ে তোমার বক্তব্য কী? ল্যাটিন কবি যেমন বলেছেন, 'O tempus! O mores', যার অর্থ হচ্ছে 'হায় রে সময়! হায় রে

আচরণ!' সে কথা যাক, দিন-কয়েক আগে এক সন্ধ্যাবেলা তোমার বাড়িতে গিয়েছিলাম, আমার মনে হচ্ছে তোমার বর্বর ভৃত্যেরা এ-খবরই তোমাকে জানায়নি। তুমি বাড়ি ছিলেনা। ব্যাপার কি? আমার ভয় হচ্ছে। আমাদের লেখাপড়া-জানা যুবকের দলে আজকাল যেসব অনাচার ঢুকেছে তুমিও তাতে লিপ্ত হয়ে গিয়েছ কিনা। কিন্তু নিপাত যাক ওসব কথা। আমি কী লিখছি তা আমিই জানিনে, আমার মাথার এখন ঠিক নেই। তাই বলে মনে কোরো না আমি মদ খেয়ে মত্ত হয়ে আছি; সাংঘাতিক বাতের আক্রমণে আমি ক'বু, গেঁটে-বাত আমার হাড় গুঁড়ো করে দিচ্ছে। বেদনার্ত ও বাতগ্রস্ত তোমার

৭

খিদিরপুর, কবির বাসগৃহ

৬ই এপ্রিল ১৮৪২

প্রিয় মহাশয়,

'তোমার রঙিন ধার দাও' কতবার বলেছি হে,
তবুও দিলে না, তুমি বার-বার চলেছ এড়িয়ে
হাস্যকর যুক্তি দিয়ে প্রত্যহই বেণী[১]'র মতন,
তোমার নিকটে কিন্তু আশাতীত এই আচরণ।
যেহেতু তোমাকে ভালোবাসি, করি শ্রদ্ধা ও সম্মান,
যেহেতু তোমাতে জানি সততা সর্বদা মূর্তিমান।
আছে বালখিল্য এক, নাম তার কী কাজ উল্লেখে—
আমাতে সে প্রীতি নয়, তা'তে ক্ষুণ্ণ না-করে নিজেকে
আমি তাকে ভালোবাসি। সে নিজেই অযাচিতভাবে
দিতে চেয়েছিল ধার। দিল না সে আপন স্বভাবে।
সম্মানের পরিবর্তে অপমান করা অভিপ্রেত—
এমন শ্রেণীর বন্ধু। কথা তার বলা তাই এত।
ভালোবাসা জানে না সে, তার কথা অধিক আর কী—
তোমার সেবক, প্রিয় বন্ধু, শ্রীল এম. এস. ডি.।

---

১ মধুসূদনের বাল্যবন্ধু বেণীমাধব।

৮ হিন্দু কলেজ

[১৮৪২]

এই ভেবে আমি ছিলেম বিভোল
(টেবিল বানিয়ে তোমার ও-কোল)
লিখব সে-নোট অতীব আয়াসে—
কিন্তু হায় রে, তোমার ঝাঁকিতে
কলম আমার লাগিল কাঁপিতে
দেখি নি কোথাও অসভ্যতা সে।

৯ [১৮৪২]

আমাদের বহুদূরে বসে আছ ; তারার মতন
সঙ্গীসাথি পরিহার করে, দীপ্ত অমূল্য রতন
দীপ্তি জ্যোতি কর বিকিরণ ; এস, নিকটে আবার !
শূন্যতা করিতে পূর্ণ, এ যে শূন্য অগাধ অপার !
ভ্রাম্যমাণ হে তারকা, থেকো না হে আর দূরে-দূরে
আপনজনের থেকে, কেন আছ সে অচিনপুরে।

১০ খিদিরপুর

[১৮৪২]

মাপ কোরো, গৌর, এই পদ্য—
বাগ্‌দেবী চান এই অন্ত
এই ভাবে ক'রে হাত মকৃসো
বলি কিছু তোমাকে সপ্রশংস।

তুমি যে বন্ধু, সাধুবাদে তাই
খোশামোদ তোষামোদ কিছু নাই।
তোমার বইটি ছিল যেমনি
পাঠালাম অবিকল তেমনি।

১১ [১৮৪২]

আজ সন্ধ্যায় সম্ভবত আমার সঙ্গে তোমার দেখা হবেনা। আমি যদি যাই— যাব বলেই আশা করছি— তাহলে আমি উপরতলার হল্-ঘরে থাকব, সেখানেও পাস্ না-নিয়ে তুমি যেতে পারবে না। ডি. এল. আর. আমাকে একটা ঐ ছাড়পত্র দিয়েছেন। আমি তাঁর কাছে অবশ্য চাই নি, এমন-কিছুর দরকার আছে বলেও আমি জানতাম না। কী দুর্ভাগ্য বলো, তোমার জন্যে

আমি আর-একটা চেয়ে নিলাম না তুমি যদি যাও তবে একটু আগে-ভাগে যেয়ো। ডি. এল. আর'এর গেটে দাঁড়িয়ে থেকো। সেখানে তোমার সঙ্গে আমি দেখা করব, আর, যদি সম্ভব হয় একটা ছাড়পত্র জোগাড় করে নেব।

১২

খিদিরপুর
রবিবার, ৭ই অগস্ট ১৮৪২

আমার অত্যন্ত অকৃত্রিম ও প্রিয়তম গৌর!

অবশেষে ঝড় আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আজ রাত্রেই এখানকার বাস তুলে গ্রামের বাড়িতে যাবার জন্যে আমি আদিষ্ট হয়েছি। কিন্তু হায়, কোথায় আমি যাব? আমার হৃদয় উন্মুক্ত করার শক্তি যদি আমার থাকত তাহলে আমার সমস্ত আবেগ ও অনুভূতি তোমাকে দেখাতে পারতাম। ভাষা দিয়ে তা বোঝানো যায় না। যে বন্ধুদের আমি ভালোবাসি তাদের ছেড়ে যাওয়া, বিশেষ করে একজন'কে (আন্দাজ করে দেখ সেই 'একজন' কে হতে পারে), এতে আমার এই অসহায় হৃদয় বিদীর্ণ না-হয়ে পারে! কবির ভাষায় আমি কি চীৎকার করে উঠব, 'হায় সহ্যাতীত, হায় রে দুরূহ বেদনা!' তোমার সঙ্গে একবার দেখা হলে খুব ভালো হত, কিন্তু হায়, তা হবার নয়!—তাও আমাকে করতে দেওয়া হবে না। হে প্রিয় গৌর, প্রিয়তম বন্ধু, আমাকে ভুলে যেয়ো না।

আজ রাত্রেই যদি আমি রওনা না-হই, আগামী কাল কলেজে তোমার সঙ্গে দেখা করব। বেলেঘাটা থেকে আমাকে নৌকোয় উঠতে হবে, সেখানে যাবার পথে আমি একবার কলেজে ঢুকব। মিস্টার কার্'এর কাছে লেখা মারাত্মক চিঠিটার সঙ্গে তোমার বায়রন পাঠাব। বিদায়! গ্রামের বাড়ি থেকে আমি আবার কবে ফিরব তা জানিনে। তুমি যখন মেকানিকের কাছে যাবে তখন হরিশকে আমার শুভেচ্ছা জানিয়ো। "চিরদিনের মত বিদায়"।

তোমার বরাবরের বিশ্বস্ত ও অনুরক্ত
কিন্তু হতভাগ্য বন্ধু, প্রিয়তম গৌর।

পুনশ্চ। এই সঙ্গে 'ফরগেট মি নট'এর যে কপিটা পাঠাচ্ছি সেটা তোমাকে আমার উপহার। এটা বাঁধাবার সময় পেলাম না। অনুরোধ করি, আমার হয়ে এটা বাঁধিয়ে নিয়ো। এটা হচ্ছে হতভাগ্য এই দাতার প্রীতি ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের নিদর্শন।

১৩

খিদিরপুর

৭ই অক্টোবর ১৮৪২

আমার চিরকালের প্রিয় বন্ধু,

আমি তোমাকে কোনো জরুরি কারণ ছাড়া চিঠি লিখি না বলে আমাকে গালমন্দ কোরো না। 'রোদে কাবু হয়ে তোমার লোক এসেছিল' কিংবা ঐ ধরণের কোনো কথা বোলো না। এবং এক সময় তুমি যেমন তীক্ষ্ণ মর্মভেদী হৃদয়বিদারক তীব্র স্টাইল রপ্ত করেছিলে তাও ব্যবহার কোরো না। এতক্ষণ একটা কবিতা —তার ভূমিকা—মুখবন্ধ—উপক্রমণিকা—কিংবা অন্য-যেকোনো আখ্যাই তুমি দিতে চাও— সেই সম্বন্ধেই বলছিলাম। প্রিয় গৌর, বহুকাল—বহুকাল— তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। হয়তো আরও কয়েক দিন কেটে যাবে তার পর তোমার সঙ্গে দেখা হবার আনন্দ আমি লাভ করতে পারব (আনন্দ— হায়, এটা একটা অতি সামান্য ও নগণ্য শব্দ, কিন্তু আমি যা লাভ করতে পারব বলছি তা ওর চেয়ে অনেক মনোহর ও মনোরঞ্জক ব্যাপার)। আমি চলে যাচ্ছি, যশোহরে নয় হে, যাচ্ছি বাবার এক বিশিষ্ট বন্ধুর কাছে। তমলুকের রাজার কাছে। গত বুধবারে আমি মেকানিকের ওখানে গিয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু ড্রয়িং শিখতে নয়। 'তার চেয়ে আরও বেশি সুন্দর ইচ্ছায়!' অর্থাৎ তোমার সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু দেখলাম দরজা বন্ধ। ভালো কথা, 'গ্লীনার'টা আমি এখনো পাই নি। আমি তাকে লেখা সত্ত্বেও হতভাগা ক্যারী Carrey আমাকে সেটা পাঠায় নি। আজ আবার তাকে লিখছি। তুমি কি 'ব্লসম'টা পেয়েছ (আমি পাইনি)। অনুগ্রহ করে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। হায় ভগবান— একটা কথা তোমাকে জানাতেই ভুলে যাচ্ছি— গত মঙ্গলবারে আমি ব্ল্যাকউড'এর সম্পাদকের কাছে আমার কয়েকটি কবিতা পাঠিয়েছি, আমি তোমাকে সেগুলি উৎসর্গ করব ভেবেছিলাম, কিন্তু করলাম কবি উইলিয়ম

ওয়ার্ডসওয়ার্থকে। আমার উৎসর্গের ভাষা এই রকম, "এই কবিতাগুলি শ্রদ্ধাসহকারে তাঁর এক বিদেশী অনুরাগী কর্তৃক কবি উইলিয়ম ওয়ার্ডসওয়ার্থকে উৎসর্গ করা হল —লেখক।" হায়, নিজেকে কিরকম এক বেদনাদায়ক অবস্থার মধ্যে ফেলেছি, দেখ। কখনো আমি ভাবি সম্পাদক বেশ সদয় ভাবে তা গ্রহণ করবেন, কখনো ভাবি তিনি নামঞ্জুর করে দেবেন।

আগামী কাল মেকানিকের ওখানে কি তোমার দেখা পাব? আমার জন্যেই অন্তত এস। শোনো, তুমি নির্বোধ ও অপোগণ্ড! আমার দরিদ্রপর্ণ-কুটীরে তোমার চরণের পবিত্র ধূলি অর্পণ করে তুমি যে আমাদের কৃতার্থ করবে বলে কথা দিয়েছিলে তা তুমি ভুলে গিয়েছ। কিন্তু সে কথা কবে রাখছ? যদি সে কথা না-রাখ, তাহলে তোমার বাড়িতে তথা রাজকৃষ্ণের বাড়িতে আমি যে শেষবার গিয়েছিলাম সেইটেই হবে আমার শেষ যাওয়া। কত লম্বা চিঠি লিখে ফেললাম। কিন্তু তোমাকে লেখার জন্যে কলম ধরলেই আমি বড় চিঠি না-লিখে পারিনে। বি. বি. ডি. এখন কোথায়? হতভাগাটা কি বাড়ি চলে গেছে, আমার ইউট্রোপিয়সটা (ল্যাটিন ভাষায় রোমান হিস্ট্রি) কোথায়? গৌর, এই ছুটির মধ্যে যে-কোনো একদিন তুমি যদি আমাদের এখানে না-আস তাহলে আমার বুক কিন্তু ভেঙে যাবে। আমিও তাহলে কখনো সেই ভূমিতে পদার্পণ করব না যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে বসাকদের ঐ বাড়ি। স্নেহ প্রীতি ভালোবাসা শ্রদ্ধা ইত্যাদি সহ, প্রিয় বসাক, তোমার একান্ত অনুরক্ত

পুনশ্চ॥ বায়রনের দ্বিতীয় খণ্ড ও ক্র্যাব[২] ধন্যবাদ-সহ এই সঙ্গে ফেরত পাঠালাম।

১৪

খিদিরপুর
১৩ অক্টোবর ১৮৪২

প্রিয়তম গৌরদাস,

আমি তোমাকে বিশেষ দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, এমন একটা কারণে আমাদের সেদিনের সব প্ল্যান ভেস্তে গেল, সে কারণকে বলা যায় অশ্রুতপূর্ব অচিন্তিতপূর্ব স্বপ্নের অতীত। আমার এক জ্ঞাতিভ্রাতা অসুস্থ, সাংঘাতিক

২ Crabbe, George (1754-1832), English poet.

ভাবে অসুস্থ, প্রায় শেষ দশায় বলা যায়। যে রোগযন্ত্রণা সে ভোগ করছে তাতে আমিও কষ্টবোধ করছি। শোনো, আমার উপর বিশ্বাস রাখ, আসন্ন কার্তিক-পূজার ভাসানের দিন আমরা কোনো বাধাই আর বাধা বলে মানছি নে। ঐ দিনে (আগামী সোমবার) তুমি যদি তোমার কোনো বন্ধুকে সঙ্গে নিতে চাও, মনে রেখো, সে যেন উদারচেতা বন্ধুর দলের হয়। এর কারণ আছে। ঐ দিনে আমি, হে মহানুভব গৌর, তোমার সঙ্গে Bacchus বা মদ্যদেবতার উপাসনা করতে চাই, এ রকম আনন্দ এ পর্যন্ত আমি উপভোগ করতে পারিনি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তুমি আমার আশা ভঙ্গ করবে না। ঐ দিনে— ঐ বিশেষ দিনটিতে— আমরা 'মার্স অ্যাণ্ড স্টোন'এ রাতের খানা খেয়ে নেব। এই আসরে আমি আমার একটি মাত্র বন্ধুকে নিয়ে যাব, লোকটি (অর্থাৎ যুবকটি) তোমার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে পাগল। সে আমার সহচর ও সহযোগী। এর থেকে তুমি তার স্বভাবচরিত্র আন্দাজ করতে পারবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে আমাকে লিখে জানাও। ভালো কথা, আমাদের সেই 'মনোজ্ঞ মিলনক্ষেত্রে' আজ কি আমাদের দেখা হবে না? ওসব ড্রয়িং শিক্ষা জিনিসটা আমি ঘৃণা করি। কিন্তু যেখানে গেলে তোমার ওই দুটি চোখের মনোরম দৃষ্টির সুশোভন দৃশ্য দেখা যাবে সেখানে যাবার প্রলোভন থেকে আটকাতে পারে কে! বিশ্বাস কর, আমাকে কেউ আটকাতে পারবে না। আজ তুমি শেক্সপীয়র ও হরকরা পাচ্ছ না। কাল পাবে। ও-দুটিই আমার বন্ধুরা নিয়ে গিয়েছে। হয়তো মেকানিকের ওখানে (আমাদের 'মনোজ্ঞ মিলনক্ষেত্র') ওগুলি তোমাকে দিতে পারব। কিন্তু রঙতামাশা এখন আর নয়। এখন আমাকে গুরুগম্ভীর হতে দাও, এবং পেচকের মতন গাম্ভীর্য ধারণ করে বলতে দাও যে তোমার একান্ত অনুরক্ত।

পুনশ্চ॥ ল্যাভেণ্ডারের কথা আমি লোকটাকে বলেছি। আশা করি এ-চিঠি তুমি 'খোসমেজাজে' পড়বে।

১৫

খিদিরপুর

[১৮৪২]

গত শনিবারের তোমার বজ্রনির্ঘোষের মত চিঠিটা আমার উপর যেন বজ্রপাতের মতন পড়ল। হায়, আমি কতটা হৃদয়যন্ত্রণা নিয়ে যে চিঠিটা

পড়লাম! প্রতিটি লাইনে, প্রতিটি শব্দে ক্রোধ—উন্মাদনা—নরক—মৃত্যু! স্বীকার করছি, আমি দোষী, তার জন্যে অজস্রবার ক্ষমাই চাচ্ছি। তোমার বন্ধুরা যদি ভদ্রজন হয়ে থাকে, কিংবা উদারচেতা জীব যাকে বলে তাই হয়ে থাকে, আমি আশা করি তারা তা'ই, কেননা তারা তোমার বন্ধু, তাহলে তারা আমার এই ক্ষমাপ্রার্থনা অবশ্যই মঞ্জুর করবে। আগামী কাল— আমার কথা বিশ্বাস কর— আমার হৃতমর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্যে পার্থিব কোনো বাধা আমাকে ক্ষান্ত করতে পারবে না। ·জগন্নাথঘাটে নৌকো বাঁধা থাকবে, আমি তোমার সঙ্গে থাকব ১০টা ১১টা ১২টা ১টা ২টো কিংবা তোমার পছন্দমত অন্য যে-কোনো সময়, আমরা একসঙ্গে রওনা হব। (এইখান থেকে) নৌকো নিয়ে রওনা হওয়া আমার পক্ষে খুবই অসুবিধে। ভালো কথা, আজকে একটা মস্ত দিন। এই তামাশা তুমি কী ভাবে দেখবে ঠিক করেছ? তেমন যদি চাও তাহলে আমি সন্ধ্যা সাতটায় তোমার সঙ্গে মিলিত হতে পারি, আর, তার পরে একসঙ্গে ভেসে পড়তে পারি নৌকোয়।

প্রিয় বন্ধু আমার, তোমার কাছে আমার এই অনুনয়— এ ব্যাপারে আমাকে হতাশ কোরো না। যেমন খাবার জিনিস আমি আগামীকাল সঙ্গে করে নিয়ে যাব ভেবেছি (তোমার যদি পছন্দ হয়) বিস্কুট, মটন-প্যাটি (মনে রেখ মটন-প্যাটি কিন্তু মাংস দিয়ে তৈরি)।

তোমার হরকরা আর শেক্সপীয়র ধন্যবাদ-সহ এইসঙ্গে ফেরত পাঠালাম। আশা করি এই চিঠির তুমি কোনো ক্রুদ্ধ জবাব দেবে না।

শান্ত হও, কিংবা হও সেই গৌরদাস, বহুকাল আগে আমি তোমাকে যেমন বলতাম, হও সেই 'অমায়িক ভদ্রলোক'। আমার জ্ঞাতিভ্রাতা এখন অনেকটা সুস্থ।

১৬

তমলুক

৩ কার্তিক ১২৪৯ [বঙ্গাব্দ]

মঙ্গলবার সকাল

চির-প্রিয় গৌর,

আমি তোমাকে এই চিঠি লিখছি ৫০ মাইল দূর থেকে। আমি আমার বাবার সঙ্গে সপ্তমী পূজার দিন— বরং রাত্রে বলাই ঠিক— কলকাতা ত্যাগ

করেছি, এবং এখানে এসে পৌঁছেছি নবমীর সকালে। আমরা এখানে খুবই আন্তরিক অভ্যর্থনা পেয়েছি। এখানে সুন্দর এক যাত্রা হল।…বিশ্বাস কর গৌর, এখানে এত সমাদর সম্মান আন্তরিকতা পাওয়া সত্ত্বেও কলকাতার জন্যে আমার প্রাণ কাঁদছে। আমাদের সাধের সব স্বপ্ন যেন আকাশকুসুমের মত মিলিয়ে যাচ্ছে। কী সুন্দরভাবে সত্য কথাটি বলেছেন বার্নস—

মূষিকের ও মানুষের শত শুভ কল্পনা

প্রায়শই নষ্ট হয়ে যায়। (দ্বিতীয় লাইনটা আমার মনে পড়ছে না)। এখানে আমি খাওয়া ও ঘুমনো ছাড়া কোনো কাজ করি নে; কখনো-সখনো ক্যাম্বেল[৩] থেকে এবং 'লেটারস ফ্রম ইটালী' থেকে কিছু-কিছু পড়ি।

এখানে আমাকে তোমার চিঠি লেখার দরকার নেই। আগামী সোমবারে কলেজে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হচ্ছে। বেশ ভালোই বলতে হবে, তাই না? এই ছুটির মধ্যে তোমার 'রাজকীয় উপস্থিতি' দিয়ে আমার গৃহটিকে তুমি মাননীয় করে তোলো নি, কিন্তু আরও ছুটি আসছে— কার্তিক পূজা, শ্যামা পূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা। এখানে আমার একটা ছোটখাট প্রেমের ব্যাপার ঘটল; এক নেপথ্য-নিবাসী ধর্মপ্রাণ সন্ন্যাসীর সঙ্গে। আমি স্পষ্টতই একজন লম্পট হয়ে উঠছি। বি. বি. ডি. যদি ওখানে থাকে তাহলে তাকে আমার শুভকামনা জানিয়ো, তোমার খুড়োকে আমার কথা মনে করে দিয়ো। আমার মনে হচ্ছে আমাদের স্কুল আবার আরম্ভ হবার আগেই একদিন তোমার বাড়িতে হাজির হয়ে তোমাকে চমকে দেব।

যেমন ছিলাম তেমনই আছি, এবং তেমনই থাকব চিরদিন। প্রকৃতই তোমার

১৭

তমলুক
২০ অক্টোবর ১৮৪২ [শুক্রবার]

প্রিয় গৌরদাস

এই চলল তমলুক থেকে লেখা আমার শেষ চিঠি। সম্ভবত আজ রাত্রেই আমরা এই নোংরা জায়গা ছেড়ে যাচ্ছি। অনতিবিলম্বেই আমরা মিলিত হচ্ছি। বিদায়।

৩. Thomas Campbell (1777-1844), English poet.

১৮ তমলুক, শুক্রবার [১৮৪২]

প্রিয় গৌরদাস,

গত শুক্রবারে আমি তোমাকে একটি চিঠি লিখেছি, আশা করি, সে চিঠি ইতিমধ্যে তোমার কাছে পৌঁছেছে। সেই চিঠিটা এমন তাড়াহুড়োয় লেখা যা কেবল কল্পনা করাই চলে। আমার যতদূর মনে পড়ছে, সেই চিঠিতে লিখেছিলাম যে সেই রাত্রেই আমি রওনা হব, কিন্তু তা হয়নি। আরও কয়েক দিনের মধ্যে রওনা হতে পারব বলে আমার মনে হয় না। আমি জানি কাল আমাদের স্কুল আবার আরম্ভ হচ্ছে; কিন্তু কলকাতায় উড়ে যাব এমন সাধ্য আমার নেই। আমি কি এখন সেই মুহূর্তটিকে অভিসম্পাত করব যখন আমি আমার বাবার সঙ্গে এই জঘন্য জায়গায় আসবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম। আগামী কাল তোমার সঙ্গে আমার দেখা হচ্ছেনা— এ কথা ভেবে আমি কষ্ট পাচ্ছি। কিন্তু, গৌর, একটা সান্ত্বনা আমার আছে। আমি সেই সমুদ্রের অনেক কাছাকাছি এখন আছি, যে সমুদ্র একদিন (আশা করি সে দিন খুব দূরে নেই) আমাকে তার বক্ষ মন্থন করে আমাকে পৌঁছে দেবে 'ইংলণ্ডের গৌরবময় উপকূলে'। এখান থেকে সমুদ্র খুব বেশি দূরে নয়; ইংলণ্ডে যাচ্ছে এমন কত জাহাজ যে আমি দেখলাম। কিন্তু বিষয়টা এবার একটু বদল করা যাক। যাদের কাছ থেকে কখনো কোনো উত্তর পাওয়া যায় না এমন মানুষদের কাছে চিঠি লেখা বড়ই অশোভন ও কদর্য কাজ বলে মনে হয়। এর কারণ হচ্ছে এই যে, পত্রলেখক ঠিক বুঝতে পারছেনা যে যার কাছে সে চিঠি লিখছে সে এ'তে বিরক্ত হচ্ছে, না, খুশি হচ্ছে। না, গৌরদাস, আমি এ কথা মনেও স্থান দিতে পারি নে যে, তুমি আমার অবিরত এই পত্ররচনায় বিরক্ত হচ্ছ। যদি বিরক্তই হয়ে থাক, তবে কৃপাপরবশ হয়ে তা গোপন রেখো। আমাকে চিঠি লিখোনা, কেননা, এখানে আমার থাকা না-থাকা অনিশ্চিত। তোমার থেকে এতটা দূরে থেকে যতটা সুখে থাকা সম্ভব, বিশ্বাস কর, ততটা সুখে আছি, এবং সেই সঙ্গে মনে রেখো তোমার প্রকৃতই একান্ত

তমলুক, রবিবার

পুনশ্চ॥ যদি লেখায় কোনো ভুল করে থাকি সেজন্যে মার্জনা কোরো। সময়ের অভাবে আমি যা লিখেছি তা আর পড়ে দেখতে পারলাম না।

১৯

তমলুক

২৮ অক্টোবর ১৮৪২

আমার প্রিয় গৌরদাস,

আমি তোমাকে যেসব চিঠি লিখছি তা কি তুমি পাচ্ছ? বিশ্বাস কর, এটা সহ্যাতীত যন্ত্রণাদায়ক হৃদয়বিদারক এক অনিশ্চয়তা। তোমার কোনো দোষ নেই। আমিই তোমাকে আমার কাছে চিঠি লেখায় বাধা দিয়ে আসছি। আমি তোমার কাছে যে ব্যাপারটা রেখে এসেছি, অর্থাৎ যদি ভাবপ্রবণতার বা অনুরূপ কোনো অনুভূতির এক বিপ্লব তোমার মধ্যে আরম্ভ হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে আমার অনবরত চিঠি লেখায় তুমি বিরক্ত হচ্ছ এই ভয় ও ভাবনা নিয়ে নিজেকে আর বিব্রত করতে হয় না। কিন্তু ও কথা থাক্। আমি তোমাকে দুঃখের সঙ্গেই জানাচ্ছি যে, যেটুকু ইংরেজি আমি রপ্ত করতে পেরেছিলাম তার অর্ধেকটা ইতিমধ্যেই গত, এবং কবিতারচনার অল্পবিস্তর যে শক্তি আমার ছিল তাও উধাও। তবে শোনো, সম্প্রতি আমি কোনো একটা বিষয় নিয়ে একটু পদ্যচর্চা করতে বসেছিলাম, কিন্তু প্রায় চার ঘণ্টার চেষ্টাতেও একটা লাইন লিখতে পারিনি। হয় আমি আমার কাব্যলক্ষ্মীকে তোমার কাছে ফেলে এসেছি, নাহয় তিনি একেবারেই অন্তর্ধান করেছেন। এ কথা ভেবোনা যে আমি 'শেষ হয়ে গিয়েছি'। আমার খুব বিশ্বাস যে, আমি যে জায়গা থেকে এই চিঠি লিখছি, সেই জায়গায়, অর্থাৎ তমলুকে, 'আবির্ভূত' হতে কাব্যলক্ষ্মী ঘৃণা বোধ করেন। কিন্তু জেনে রেখো, আমি কলকাতায় যখন যাব তখন কবিতা দিয়ে তোমাকে আমি ডুবিয়ে দেব। আশা করছি, তমলুক থেকে এইটেই আমার শেষ চিঠি। আমরা আজ রাত্রেই বা আগামী কাল রওনা হচ্ছি। তাহলে আগামী সোমবার কলেজে আমাদের দেখা হচ্ছে। এ সম্বন্ধে নিশ্চিত থেকো, এবং নিশ্চিত থেকো আমি তোমার সত্যকার বরাবরের স্নেহবদ্ধ

২০

খিদিরপুর, ২৫ নবেম্বর ১৮৪২ রাত্রি

প্রিয় বন্ধু

আমার বিশ্বাস আমি তোমাকে এক সময় আমার যে সংকল্প, বা বলা ভালো, অভিপ্রায়, তোমাকে জানিয়েছিলাম তুমি তা মনে করতে পারবে, তা

হচ্ছে ডি. এল. আর'এর অনুপস্থিতিকালে আমি কলেজে যাব না। এখন আমি এ ব্যাপারে মনস্থির করে ফেলেছি, অর্থাৎ, ডি. এল. আর. না-ফেরা পর্যন্ত আমি কলেজে যাচ্ছি নে। যত দীর্ঘকালের জন্যেই তা হোক— আমি পরোয়া করিনে। আমাদের কলেজের সহপাঠীদের আমি বিশেষ পছন্দ করিনে, দু-এক জন ছাড়া অবশ্য— যারা আমাকে ভালোবাসে ও আমি যাদের ভালোবাসি। ওই গাধা Kerr লোকটাকে আমি ঘৃণা করি। এতে আমার কোনোই ক্ষতি হবেনা, বিন্দুবিসর্গও না—

বিদ্যার ভূমিতে তৃণসম তার স্থান
ক্ষতি করে সাধ্য নাই খ্যাতি বা সম্মান

কিন্তু একটা ক্ষতি আমার হবে, কলেজে না-যাওয়ার তোমার সঙ্গসুখ থেকে আমি বঞ্চিত হব—তোমার প্রতি আমার যে আসক্তি, তোমার সঙ্গ-লাভের জন্যেও আমার তেমনি প্রবল আকর্ষণ। এটা অনেকটা তোষামোদের মতন শোনাচ্ছে, কিন্তু এটা তা নয়। এটা অতি সত্য ব্যাপার। এই বিশাল পৃথিবীতে এমন-একটি প্রাণী নেই যাকে আমি তোমার মত মূল্য দিই। তোমার মধ্যে একাধারে আছে মহত্ত্ব উদারতা স্বার্থহীনতা কোমলতা, এবং কী বা নাই! ভগবান তোমার কল্যাণ করুন, হে ছোকরা। প্রবঞ্চনায় পূর্ণ আমাদের এই পৃথিবীতে তোমার মত এমন অকৃত্রিম ও প্রকৃত বন্ধুত্ব গ্রহণক্ষম হৃদয় আর কোথাও পাব বলে কল্পনা করতে পারিনে। আমি যত দিন বাঁচব—আমার ভাগ্য আমাকে যেখানেই টেনে নিয়ে যাক—তোমার কথা সর্বদা স্মরণ করব, এবং সে স্মরণ হবে বন্ধুত্বের মধুর অনুভূতির মধ্যে দিয়ে। আমি যখন ইংলণ্ডে যাব, আশা করি সে সময় আর বেশি দূরে নয় (এই শীতকালেই), তখন আমি তোমার একটি ছবি নিয়ে যেতে চাই— এর জন্যে যত খরচই পড়ুক-না। এর জন্যে আমি আমার জামাকাপড় বেচে দিতে রাজি আছি। ছবিটা অবশ্য হবে ছোট আকারের। আজ সারাদিন ধরে এই কথাই ভাবছি— এটা আমাকে করতেই হবে। যদি সুবিধে হয় তাহলে আমার ইংলণ্ডে রওনা হবার আগেই ছবিটা নিতে চাই। যদি দেশী বা ইংরেজ কোনো আর্টিস্টের সঙ্গে তোমার পরিচয় থেকে থাকে, আমাকে জানাও। তোমার মধুর ওই মূর্তিটির একটা ছবি আমি সঙ্গে রাখবই বলে একেবারে স্থিরসংকল্প হয়েছি। এ বিষয়টা নিয়ে

একটু বেশি লিখে ফেললাম বলে মনে হচ্ছে। এটা খোসামোদ মনে কোরোনা—মনে কোরোনা—মনে কোরোনা। কবির সঙ্গে দেখা করতে আগামী রবিবারে তুমি কি এখানে আসবে? যদি আস, মতিকে সঙ্গে এনো। আমাকে জানিও আমি যাতে প্রস্তুত থাকতে পারি (গরিব মানুষ আমি) তোমার মতন শোভনসুন্দর অতিথিকে অভ্যর্থনা করার জন্যে। কিন্তু অযথাই এত কথা। আমি জানি তুমি আসবে না, তোমার সবই আছে, কিন্তু আমার এই 'দীন আস্তানা'টি তোমার সুদর্শন উপস্থিতি দিয়ে সম্মানিত করার ঝোঁক তোমার এতটুকু নেই!! চিঠিটা এমনিতেই খুব বড় হয়ে গেল। যাই হোক আর কয়েকটি লাইন লিখে ফেলি।

আমার বাবা আগামী কাল তাঁর এক বিশিষ্ট বন্ধুর কাছে যাচ্ছেন। আমাদের যাত্রা-পালাটি হবে না। তুমি যখন কলেজে যাবে তখন মতি ও মাধব ও বঙ্কু'কে আমার কথা মনে করে দিয়ো। আমি এখন টম মুরের লেখা আমার প্রিয়কবি বায়রনের জীবনী পড়ছি। আমার কথা বিশ্বাস কর—এটা একটা অপূর্ব বই। আমি যদি একজন বড় কবি হয়ে উঠি—আমি নিশ্চিত আমি তা হবই, যদি যেতে পারি ইংলণ্ডে—তখন, অহো, তুমি আমার জীবনী লিখছ দেখতে আমার কী আনন্দই হবে!

পুনশ্চ॥ এর একটা উত্তর পেলে যৎপরোনাস্তি আনন্দ পাব, গৌর।

দ্বিতীয় পুনশ্চ॥ আমি জানি এ চিঠির উত্তর দেবার মত কিছু নেই, তবুও লিখো—লিখো—লিখো—উত্তর দিয়ো!!!

২১

খিদিরপুর

২৬ নবেম্বর ১৮৪২ রবিবার

প্রিয় বন্ধু,

এই সঙ্গে এক বোতল (বা অন্য যে-কোনো আখ্যা এ'কে তুমি দিতে পার) পোমাটম তোমার জন্যে পাঠালাম। এর জন্যে তোমার কাছ থেকে কোনো সাধুবাদ চাইনে, কিন্তু তোমার ইচ্ছাপূরণের জন্যে আমি কিরকম পাগল হয়ে উঠি তার জন্যে তুমি আমার প্রশংসা করতে পার অবশ্য। তোমার জন্যে এখন পর্যন্ত ল্যাভেণ্ডার জোগাড় করতে পারিনি বলে আমি দুঃখিত; এজন্যে

ক্ষমা কোরো। যে দোকানদারটি আমাকে এসব জিনিস জোগান দেন আমি তাঁকে খুবই অনুনয় অনুরোধ করে চলেছি। আমি কাল কলেজে যাচ্ছিনে, এটা আমার সংকল্প। আমি কলেজ ঘৃণা করি। ঘৃণা করি K—r'কে, ঘৃণা করি B'কে! এখন আমি আমার বাবা-মা'র বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে চলেছি। ব্যাপারটা আমি খুলে বলব না, নিজে বুঝে নাও। ভালো কথা, (M. I.এর বাড়িতে) গতকাল সন্ধ্যাবেলা তুমি এমনই নির্লজ্জের মত আমাকে বলে বসলে যে, আমার ইংলণ্ডে পালিয়ে যাবার মতলবের কথা তুমি আমার বাবাকে বলে দেবে, এবং এইভাবেই আমার মতলবটা বানচাল করবে! তুমি যদি সত্যি-সত্যিই এরকম করবে ঠিক করে থাক, তাহলে আমার বন্ধু নও—এ বিষয়ে নিশ্চিত থেকো। এমন মনোভাব যদি তোমার হয়ে থাকে, তুমি তাতে নিরাশ হবে। তুমি হয়তো ভাবছ যে, আমি খুবই নিষ্ঠুর, কেননা, আমি আমার বাবা-মা'কে পরিত্যাগ করতে চলেছি। হায় রে, আমি তা জানি, আমি এজন্যে কষ্টও পাই। কিন্তু, এ. পোপ[৪] বলেছেন, 'কবিতার জন্যে বাবা ও মা উভয়কেই পরিত্যাগ করতে হবে।' এ বিষয়ে অনেক বলা হল। তুমি বুদ্ধিমান, একটু ভেবে দেখো। বেশ লম্বা চিঠি লিখব ইচ্ছে ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এক পাল বন্ধু (পরিচিত জন) আমাকে ঘিরে বসে আছে। আমাকে দাবা খেলতে ডাকছে, আমার প্রিয় দাবা। তোমার যতটা দীর্ঘ পত্র দেবার ইচ্ছে তাই দিয়ো। তোমার কাছ থেকে পাওয়া দীর্ঘ চিঠি পড়তে আমার ভালো লাগে। আমার মনে হচ্ছে এই চিঠির উত্তর আরম্ভ হবে এই কথা দিয়ে—'তুমি উপহারাদি দিয়ে আমার বোঝা বাড়িয়ে চলেছ'। আমার স্মরণশক্তি কেমন প্রখর, দেখ। তোমার চিঠি আমি এমন মনোযোগ দিয়ে পড়ি যে, আমি সে চিঠি (প্রত্যেকটি চিঠি) মুখস্থ বলতে পারি একেবারে অবিকল। গতকাল সন্ধ্যাবেলা M. I.এর বাড়িতে আমার একটা চিঠির একটা বিষয় তুমি মনেই আনতে পারলে না।

এমন তাড়াহুড়ো করে কতকগুলো অবান্তর কথা লেখার জন্যে ক্ষমা কোরো। মনে রেখো, কাল আমি কলেজে যাচ্ছি নে। আমি ঐ জঘন্য

---

৪ Alexander Pope (1688-1744) English poet : 'To follow poetry one must leave both father and mother.'

ব্যক্তিটিকে, ঐ K-r'কে, দু'মাসের ছুটি চেয়ে চিঠি লিখব ভেবেছি। আশা করছি তিনি তা মঞ্জুর করবেন ; যদি না-করেন, আমি কেয়ার করিনে। আমি অনুপস্থিত থাকবই, থাকবই !

এটা কিন্তু লম্বা চিঠি নয়। এই রকম মাপের (যদি পার, এর চেয়ে বড়) চিঠি দিয়ো। এবং বিশ্বাস রেখো, আমি তোমার চিরকালের স্নেহানুরক্ত।

২২

২৭ নবেম্বর [১৮৪২] রাত্রি

এইবার আমি তোমার সমালোচনা করে চিঠি লিখছি। আমার সুবৃহৎ চিঠিটার জবাবে তুমি যে একটা ক্ষুদে উত্তর দিয়েছ তারই সমালোচনা করে আরম্ভ করছি এই চিঠি।

তুমি চিঠিটা আরম্ভ করেছ—বলে রাখি 'ঘরের চৌকাঠে হোঁচট খাওয়া শুভলক্ষণ নয়'—তুমি চিঠিটা আরম্ভ করেছ—"আমি তোমাকে দি শেক্সপীয়র পাঠাচ্ছি"। তুমি যদি আমার ছাত্র হতে, গৌর, তাহলে, আমি ঠিকই তোমাকে চাবকে-চাবকে মেরে ফেলতাম, কিংবা তার চেয়েও কঠিন শাস্তি দিতাম। The article '*the*' ('*A*' too) is never used before a proper noun ইত্যাদি। সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্যের আগে '*the*' ('*A*'ও) ব্যবহার করতে নেই। আবার লিখেছ 'দি মুর'স পোয়েম্‌স্‌'। ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে সাবধান হোয়ো। আমার চিঠি তোমার ভালো লাগে— তাই বুঝি ? আমি এ'তে বেশ আনন্দ পাচ্ছি, বেশ পরিতৃপ্ত মনে করছি নিজেকে, বেশ তুষ্টও হয়েছি। টম্‌'এর 'লাইফ অব বায়রন' আমার পড়া হয়ে গিয়েছে। যে অধ্যায়ে আমার এই প্রিয় কবির মৃত্যুর খুঁটিনাটি বিবরণ দেওয়া হয়েছে, সেটা পড়তে আমার চোখ দিয়ে অজস্র ধারায় জল নেমে এসেছে। এমন পাষণ্ড কে আছে যে নাকি টম্‌'এর (চমৎকার মানুষ !) লেখা এই অংশ পড়ে চোখের জল না-ফেলে পারে। আমি বইটা তোমাকে পাঠাচ্ছি, আমার খুবই ইচ্ছা (মনে রেখো, আমি তোমার কথা যেমন মানি, আমার কথা তুমি তেমনি মেনে চলবে) যে, **তোমার এ জন্যে অন্য যত ক্ষতিই হোক, এ বই তুমি আদ্যোপান্ত পড়বে।** বইটা এম.'এর। তার নামে এইসঙ্গে চিঠি পাঠালাম। তার সঙ্গে কলেজে

দেখা হলে চিঠিটা তাকে দিয়ো। ভালো কথা, তোমাদের কলেজিয়ানদের দিনকাল কেমন চলছে। হিন্দু কলেজটা এখন একটা পার্থিব নরকবিশেষ, ওখানে যারা আছে তাদের শিরোমণি হয়ে যখন রয়েছে ঐ শয়তানের সম্রাট্ K—r. (তুমি এবং আরও জনকয়েক অবশ্য বাদ)। কিন্তু ও কথা থাক্। তুমি কি আজ বিকেলে M. I.তে আসছ। এর উত্তরে আমি জানতে চাই কেবল হাঁ কিংবা না। ওখানে আমাদের দেখা হবে। অনুরোধ করি, M. I.তে যাওয়া সম্বন্ধে শেষ কথাটার উত্তর দিয়ো, এবং (বরাবরের মত) তোমার প্রকৃত

পুনশ্চ॥ টম্'এর বায়রন-জীবনীটা পাঠালাম। আমি তোমাকে নিশ্চিত-ভাবে বলতে পারি যে, এ বই পড়ার ক্লেশটুকুর ক্ষতি পুষিয়ে যাবে। এটা এমনই চিত্তাকর্ষক যে, এর চেয়ে—অন্তত আমার কাছে—আনন্দদায়ক আর-কিছু নেই, এ'তে এমন সব উপাদান আছে যা নাকি এর পাঠককে খুশি করে, বিষণ্ণ করে, চিন্তামগ্ন করে, আর কত কী করে।

দ্বিতীয় পুনশ্চ॥ আমার সংকল্প (ডি. এল. আর.'এর অনুপস্থিতিতে কলেজে না-যাওয়া) মাঝেমাঝেই তোমার সঙ্গ পাবার বাসনায় শিথিল হয়ে আসছে। কিন্তু এটা বোকামি—তাই না! তুমি কী বল ?

তৃতীয় পুনশ্চ॥ তোমাকে ছোট চিঠি লিখব ভেবেছিলাম, কেননা, আমার মনে হচ্ছে ইতিমধ্যে তুমি আমার লম্বা-লম্বা চিঠি পেয়ে বিরক্ত হয়ে গিয়েছ। কিন্তু অদৃষ্ট যেমন চান তেমনই হোক, তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

২৩

খিদিরপুর
২৭ নবেম্বর [১৮৪২] মধ্যরাত্রি

প্রিয় গৌর,

এই সময়টা হচ্ছে প্রেমপত্র লেখার উপযুক্ত অবসর, কেননা এখন চারদিক প্রশান্ত শান্ত, প্রেমের উদ্বোধনগীত যেন সর্বত্র। কিন্তু হায়, 'যে হৃদয় বিষাদের পদচিহ্ন মাখা', তা তার পরিপার্শ্বকে বিষণ্ণতা দিয়েই বিবর্ণ করে তোলে, কিন্তু আমার মতন এমন হতভাগা ব্যক্তি, যার উপরে এখন 'রজনীর উজ্জ্বল আলোক' দীপ্যমান, কী করে লিখতে পারে প্রেমপত্র কিংবা আনন্দলিপি ?

আমার মর্মবেদনা আমার উপর কতটা ভারি হয়ে বসেছে তুমি তা জান না। আমার ইচ্ছে করে (সত্যিই ইচ্ছে করে আমার) কেউ এসে আমাকে ফাঁসিতে লটকে দিক। আজ থেকে তিন মাস পার হবার পর আমাকে বিয়ে দেওয়া হবে—কী ভয়াবহ ব্যাপার। আমার শরীরের সব রক্ত যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ছুটোছুটি করছে, আমার চুল শজারুর কাঁটার মত খাড়া হয়ে উঠছে। আমার সঙ্গে যাঁর বিয়ে হবার কথা তিনি নাকি এক মস্ত জমিদারের কন্যা। হায় রে, বেচারী মেয়ে! অন্ধকার ভবিষ্যতের গর্ভে তার জন্যে কত দুর্দশাই যে জমা হয়ে আছে! তুমি জান, আমার এ দেশ ত্যাগ করার বাসনা এমন বদ্ধমূল হয়ে আছে যা নাকি কখনো উপড়ে ফেলা যাবে না। সূর্যও ভুলে যেতে পারে উদিত হতে, কিন্তু আমার মন থেকে বিদূরিত হবে না এ বাসনা। স্থির জেনে রেখো—এক বা দুই বছরের মধ্যে আমি হয় ইংলণ্ডে উপস্থিত হব নাহয় আমি 'খতম' হয়ে যাব। এ দুয়ের একটা হবেই। গৌর, তুমি আমার বন্ধু, আমি তোমার কাছে আমার গোপনকথাগুলো প্রকাশ করলাম, এ কথা প্রকাশ হয়ে পড়লেও আমি তার জন্যে বিন্দুমাত্র ভীত নই। তুমি একজন ভদ্র লোক। এতদিন পর্যন্ত তোমার কাছেও আমি এ কথা গোপন রেখেছি। কিন্তু আর পারছি নে। আমি সহানুভূতি চাই, এজন্যে আমি আর কার মুখাপেক্ষী হব? কাল আমি কলেজে যাব না। আমার এই রূঢ় অবাধ্যতার জন্যে আমাকে ক্ষমা কোরো। তোমাকে সকলে ভালোবাসে শ্রদ্ধা করে এবং বরাবরই তা করবে। আমার মতন এই হতভাগ্যের সঙ্গে মাঝেমাঝে তোমার দেখা হবে; কিন্তু কলেজে নয়, সেখানে আমি যাব না, যেতে পারিনে। আমি ঐ জঘন্য লোক K-r'কে ঘৃণা করি। সে আমার মনে বেশ আঘাত দিয়েছে। ভালো কথা, তুমি যে লিখেছ 'আমি বন্ধুর মতন কাজ করব'—এর অর্থ কী। বিশ্বাস কর, আমি এর মানে বুঝিনি। তুমি সত্যিই আমাকে ধাঁধায় ফেলেছ। কথাটার মানে ভালো করে বুঝিয়ে দাও। তুমি যদি আজ কলেজে না-যাও আমাকে জানিও। আমি সম্ভবতঃ তোমার ওখানে গিয়ে হাজির হতে পারি; কিন্তু অন্য কোনো জরুরি ব্যাপারের বাধা যদি না-থাকে, তাহলে অনুনয় রেখো—কলেজে যেয়ো। আমার জন্যে কামাই কোরো না, সেটা সংগত হবে না, বোকামির কাজ হবে। মাধব ও

মতিকে আমার কথা বোলো। দু'জনকে আমার ভালোবাসা জানিও। অনুগ্রহ করে আমার টম মুরটা পাঠিয়ো; তোমার যে খণ্ডে শেক্সপীয়রের ওথেলো ও হ্যামলেট সেই খণ্ডটি পাঠাবে। ওথেলো আর হ্যামলেট যদি একটা খণ্ডে না-থাকে, তাহলে যে দু'খণ্ডে আছে সেই খণ্ড-দুটি পাঠিয়ো।

২৪

প্রিয়তম বন্ধু,

যাকে আমি সবচেয়ে ভালোবাসি, যার বন্ধুত্বের তুলনা হয় না, তুমি সেই। কিন্তু তোমার হল কী। তুমি কি আমাকে সামান্য কয়েকটা লাইনও লিখতে পার না? আমাকে ভুলে যেয়োনা, কেননা, ভুলে গেলে তোমার কিন্তু বার-বার উচ্চারিত একটা পবিত্র প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা হয়ে যাবে। আমার লেখা কয়েকটা কবিতা এই সঙ্গে পাঠালাম। আমার অভিবাদন সহ মিস্টার কার্‌কে এর একটা দিয়ো। তুমি যদি আমাকে চিঠি লিখতে চাও তাহলে ক্রাইস্ট চার্চে রেভারেণ্ড্ কে. এম. ব্যানার্জির প্রযত্নে আমাকে তা পাঠিয়ো। ভোলানাথের সঙ্গে দেখা হলে আমার সাদর সম্ভাষণ তাকে জানিও।

পুনশ্চ ॥ তাড়াহুড়ো মার্জনা কোরো।

২৫ [১৮৪৩]

ও গৌর, দু দিন চার দিনেতেই এত !!!

এখন কথা হচ্ছে এই-যে, তুমি যদি সত্যিই আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে উৎসুক থেকে থাক, তবে চলে এস, ওল্ড চার্চ, মিশন রো। তুমি বলবে তোমার কোনো যানবাহন নেই ; বেশ, একটা পালকি ভাড়া কোরো, অতিঅবশ্য কোরো, ভাড়া আমি দেব। আমি দেব, আমার কাছে অনেক টাকা। তুমি যদি বল, এখানে আসার অনুমতি চেয়ে মিস্টার কার্‌কে চিঠি লেখার কাগজ নেই তোমার, এই সঙ্গে এক টুকরো কাগজ পাঠালাম। আমাদের মধ্যে বন্ধুত্বের যে বন্ধন আছে তারই দোহাই দিয়ে ব্যাকুলভাবে আমি তোমাকে আসার জন্যে ও আমার সঙ্গে এখানে (ওল্ড চার্চ) এসে দেখা করার জন্যে অনুনয় করছি।

এস হে গউর দাস চেপে ভাড়া-পালকি
দেখে যাও বন্ধুকে তোমারি এম. এস. ডি।

অনুগ্রহ করে আমাদের প্রথম-শ্রেণীর ছাত্র শিবকে বোলো সে যেন আমার Eutropius ফেরত দেয়। ইটনের গ্রামার সে রেখে দিতে পারে, এটি আমার আছে; কিন্তু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব Eutropius যেন ফেরত দেয়। এই চিঠিটা তাকে পড়তে দিয়ো।

২৬ [১৮৪৩]

আমার প্রিয় বন্ধু,

তোমার সহৃদয় সুমধুর ও বেদনা-উপশমকারী চিঠির উত্তর দিতে দেরি হল বলে তোমার কাছে অজস্রবার ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমি রাত্রের আহারের জন্যে যখন তৈরি হচ্ছি তখন তোমার চিঠিটি এল। আমার প্রতি বন্ধুত্বের যে মনোভাব তুমি প্রকাশ করেছ তার জন্যে আমি বিশেষ তৃপ্তি অনুভব করছি। কিন্তু তুমি কয়েকটি ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে (আমি বলতে চাই দুর্ভাগ্যবশত ভুল বুঝে) তুমি যা-যা ভুল করে ফেলেছ তার জন্যে তোমার প্রতি আমার করুণা হচ্ছে। মিস্টার ডিয়ালট্রি যে সময়ে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন অশুভ বলে বিবেচনা করে সেই সময়টাকে কলঙ্ক-চিহ্নিত করা কেন। তুমি কি মনে কর, খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণে তিনি আমাকে প্ররোচিত করেছিলেন? তুমি মর্মান্তিক-ভাবে, দুঃখজনকভাবে ভুল করেছ। আমি এ কথা ভেবে মনে-মনে প্রচুর আনন্দ অনুভব করছি যে, সেই সুমধুর তোমাকে আমি আমাদের সেই 'পুরাতন মিলন-স্থানে'ই দেখতে পাব। কিন্তু এসো-না, আমার সঙ্গে দেখা কর-না, আজই। দোহাই এস, মিস্টার কার্'এর অনুমতি নিয়ে নাও; একটা পালকি ভাড়া কর, ভাড়া আমি দেব।

২৭ [১৮৪৩]

চির-প্রিয় বন্ধু,

"তোমাকে আমি কি ভালো না-বেসে থাকতে পারি? না।" কবি বলেছিলেন তাঁর প্রিয় বান্ধবীকে; কিন্তু আমি এ কথা বলছি আরো প্রিয়তর

জনকে, বলছি বন্ধুকে, একজন প্রকৃত (যা নাকি খুবই বিরল), প্রকৃতই এক প্রকৃত বন্ধুকে! তোমার প্রীতিপূর্ণ কয়েকটা চিঠির উত্তর দেওয়া হয়নি বলে আমি আমার অপরাধ স্বীকার করছি। আগামী ডিসেম্বর মাসের আগে আমি ইংলণ্ডে যাচ্ছিনে। আমি এখন বাবার সঙ্গে, প্রকৃতপক্ষে তাঁর কাছাকাছি, বসবাস করব ঠিক হয়েছে। Mr. Dealtryর সঙ্গে আমি ইংলণ্ডে যাচ্ছিনে। বাবার এতে আপত্তি আছে। ডি. এল. আর. এ দেশ ত্যাগ করার আগে আমি কম করেও ৫০ বার তাঁর সঙ্গে দেখা করেছি, বাবার অভিপ্রায় যাঁরা জানেন তাঁর মধ্যে ইনি অন্যতম প্রথম ব্যক্তি। তাঁর জাহাজ ছাড়ার কয়েক ঘণ্টা আগেও তাঁর সঙ্গে দেখা করেছি। যাই হোক, তোমার কেমন চলছে। মাভৈঃ, আমি কখনো তোমাকে ভুলে যাব ভেবো না; তুমি আমাকে যেন ভুলে যেয়ো না। ২৬৲ টাকায় আমি ডি. এল. আর.'এর কাছ থেকে চমৎকার চারটি বই কিনেছি। আমার ধর্মান্তর গ্রহণের পর থেকে খুব সামান্যই কবিতা লিখেছি, যদিও মনে-মনে জল্পনা চলেছে। এগুলি ছাপা হবে কোথায় বল দেখি বৎস! খোদ লণ্ডনের মতন জায়গায়। বেণী বোসের সঙ্গে তোমার দেখা হয়? আমি ওকে ভুলতে পারব বলে আমার মনে হয় না, যদিও সে কখনো, অন্তত গত দু বছর, আমার সঙ্গে বন্ধুর মতন আচরণ করছে না। ভূদেব, বন্ধুকে আমার কথা মনে করে দিয়ো। তোমার যথাপূর্বম্

পুনশ্চ॥ প্রিন্সিপাল কে হচ্ছেন? মনে হচ্ছে কার্ (Kerr), ডি. এল. আর. আমাকে এই রকমই বললেন। ভূদেব তার মেডেলটি পেয়েছে কি?

২৮ [১৮৪৩]

প্রিয় বন্ধু,

তুমি এমনই এক ছোকরা যে তুমি কোনো অনুগ্রহ প্রত্যাশা কর না। একবার ভেবে দেখ কতবার তুমি আমাকে হতাশাচ্ছন্ন করেছ, কিন্তু তা সত্ত্বেও তোমার সুবিধে-মত যে-কোনো সময়ে তোমার দেখা পেলে আমি খুশি হব। বাবু বি. এস.'কে আমার শুভেচ্ছা জানিও। মি. কার্'এর পাঠানো মেডালটি গতকাল আমি পেয়েছি। আমাকে মাপ কোরো, গৌর, আজ রবিবার, আজ তোমাকে এর চেয়ে বেশি কিছু লিখতে পারছি নে। তোমার আগেরই মত

ভালো কথা, আমি একটি দীর্ঘ কবিতা লিখছি।

২৯

৩০ মার্চ ১৮৪৩

প্রিয় গৌরদাস,

প্রবাদ আছে যে, দরকারের সময়ে যার সাহায্য পাওয়া যায় সেই প্রকৃত বন্ধু। বেশ, এখন আমি 'সাহায্যপ্রার্থী', তুমি যদি 'প্রকৃত বন্ধু' হও, এবার তার প্রমাণ দাও। তুমি কি ভাবছ যে, তোমার কাছ থেকে আমি টাকা ধার করতে চাই? তুমি কি ভাবছ যে, তোমার বন্ধুদের সঙ্গে তোমার সম্পর্কের মধ্যে চিড় ধরিয়ে আমি আমার জন্যে কিছু করে নিতে চাই? না, না, না। ও ধরণের কোনো-কিছুই না। আতঙ্কিত হোয়ো না। হায়, আমি এখন একা! এবং এখন আমি সাহায্যপ্রার্থী, আমি সঙ্গ চাই। বল, তুমি কি আসবে এবং দিনটা আমার সঙ্গে কাটিয়ে যাবে? আমি প্রায় নিশ্চিত যে তুমি আসবে না, কিন্তু তবুও তুমি নিজেকে আমার 'বন্ধু' বলে স্বীকার কর বলেই তোমাকে এ কথা জানানো আমি কিছুটা কর্তব্যের মতন জ্ঞান করি বলেই জানাচ্ছি যে, আমি ভীষণভাবে একা, ভয়ংকরভাবে তোমার সঙ্গ চাই।

৩০

বিশপ্‌'স কলেজ

১৭ আগস্ট ১৮৪৪

আমার প্রিয় গৌর,

এটা বেশ সৌভাগ্যেরই কথা যে, আমাদের মাইকেলমাস ভেকেশন আগামীকাল সকাল ৯টা থেকে আরম্ভ হচ্ছে। আমি তোমার জন্যে কিছু করতে পারলে খুবই খুশি হব। তুমি যদি আমাকে চাও তাহলে কাঁটায়-কাঁটায় ৯টার সময় একটা গাড়ি যেন বাবু-ঘাটে বা খিদিরপুর-ঘাটে অপেক্ষা করে— পরেরটাই আমার পক্ষে বেশি সুবিধাজনক। আজ রবিবার, সেইজন্যে বেশ লম্বা চিঠি তোমাকে লিখতে পারলাম না। সুতরাং বিদায়

৩১

[১৮৪৪]

প্রিয় বন্ধু,

আমি দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে (আজ সকালে) তোমার লোক তোমার চিঠিটি দিয়ে যাবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেও আমি তা পড়তে পারি নি। চিঠিটা

যখন এল তখন অঘোরে ঘুমাচ্ছিলাম। কী দুঃখেরই কথা, বলো! যাই হোক, তোমার জন্যে ৩টি টিকিট পাঠালাম, আমার পাওয়া উচিত ছিল ১৬টি, কিন্তু ওরা পাঠিয়েছে ৮টি। সবুর কর, এ ব্যাপার আমি নীরবে মেনে নেব না। কী প্রতারণা, কী মিথ্যাচার! কী ঘৃণার্হ।

পুনশ্চ॥ তোমার চিঠির পিছনে তুমি লিখেছ 'খ্রীস্টান এম. এস. দত্ত সমীপে ; জি. ডি. বি. সকাশাৎ'। এটা আমার ভালো লাগে না।

•

৩২ [১৮৪৪]

আমার প্রিয় বন্ধু,

এই সঙ্গে একটা প্যাম্ফ্‌লেট পাঠালাম, এতে ("মিস্টার জর্জ টমসন" নয়) তাঁর সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ আছে। আমি তোমার সব বন্ধুর কাছে খুবই কৃতজ্ঞ। রবিবার ও বৃহস্পতিবার ছাড়া যে-কোনো দিন তুমি স্থির করবে আমি তাঁদের সঙ্গে সেইদিন যে-কোনো সময়ে মিলিত হতে পারলে খুব আনন্দিত হব।

আমি 'প্রিয় খ্রীস্টান বন্ধু এম. ইত্যাদি' পছন্দ করি নে।

৩৩ [১৮৪৪]

আমার প্রিয় বন্ধু,

তোমার সহৃদয় চিঠির জন্যে ধন্যবাদ। তোমার ও তোমার বন্ধু মাধব ও গৌর আমার সঙ্গে দেখা করে আমাকে সম্মানিত করতে আসার আগে সকালের দিকে আমাকে এক বা দুই লাইনে একটা চিঠি পাঠিও। তোমাদের তিন জনের কাছেই আমার অনুরোধ তোমরা পরিপূর্ণ সাজে সেজে আসবে। মির্জাই পোশাকে আসবে (তার মানে হিন্দুস্থানী পোশাক পরে), কেন না, আমরা যেখানে যাব তা হচ্ছে এক ইউরোপীয়ের বাড়ি। প্রচারের ভয় কোরো না, এটা এমনই গোপন থাকবে যাকে নাকি বলা চলে শয়তানের হৃদয়ের নিভৃততম জায়গাটি।

এম.'কে আমার কথা মনে করে দিয়ো।

পুনশ্চ॥ এই কাগজ এই তাড়াহুড়ো ইত্যাদি সব মার্জনা কোরো।

৩৪

বিশপ্‌'স কলেজ
২৭ জানুয়ারি ১৮৪৫

প্রিয় বন্ধু,

তোমার দুটি বেশ আন্তরিকতাপূর্ণ চিঠির উত্তর আমি ইতিপূর্বে দিই নি, এটা আমার পক্ষে খুবই দুঃখের ব্যাপার। কিন্তু তুমি যদি জানতে আমার সময় কী ভাবে ব্যতিব্যস্ত হয়ে কাটছে তাহলে তুমি নিশ্চয় আমাকে ক্ষমা করতে। সে যাই হোক, তোমার পক্ষে যে সময় সুবিধাজনক আমি সেই সময়ে তোমার সাক্ষাৎ পেলে এবং তুমি যেসব বন্ধুকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে ইচ্ছে কর তাদের নিয়ে এলে যৎপরোনাস্তি আনন্দলাভ করব। ভালো কথা, আমার ঠিকানা তোমার এইভাবে লেখা উচিত—

"এম. দত্ত, এস্কোয়ার বা বাবু" (যেটা তোমার অভিরুচি), বিশপস কলেজ; এর বেশি কিছু লেখার দরকার নেই। সংক্ষিপ্ত এই চিঠির জন্যে আমি অবশ্যই ক্ষমাপ্রার্থী, কিন্তু, বিশ্বাস কর, আর-এক মিনিট সময়ও আমি দিতে পারছিনে, সুতরাং শুভরাত্রি।

৩৫

৭ জানুয়ারি ১৮৪৬

প্রিয় গৌর,

ঠিক এই সময়ে তোমার চিঠিটা এসে পৌছল, এটা বিশেষ দুর্ভাগ্যজনকই। একটি পার্টিতে যাবার জন্যে আমি সাজপোশাক পরার জন্যে তৈরি হচ্ছি। যদিও আমি এখনই তোমার সহৃদয় ও স্নেহপূর্ণ চিরকুটটির, চিঠি বলাই অবশ্য শ্রেয়ঃ, পুরো উত্তর দিতে পারছিনে, কিন্তু শীঘ্রই দিতে পারব বলে ভরসা করি। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছি যে, আমি হচ্ছি সম্ভবতঃ এক দুরাত্মা, যারা আমাকে প্রকৃতই অত্যন্ত ভালোবাসে তাদের প্রতি আমার মনোযোগ নেই, এ কথা ভুলেই যাই যে সর্ববিনাশকারী কাল আমার প্রতি তাদের সহৃদয়তার পরিবর্তন ঘটাবার জন্যে তার কাজ করে যেতে পারে। কয়েকদিন আগে স্বরূপ এখানে এসেছিল। কয়েকদিনের মধ্যেই আরও খবর জানাব। এবার বিদায়, প্রিয় বন্ধু।

৩৬ ২০ জুলাই ১৮৪৬

আমার প্রিয় গৌর,

আমি সত্যিই দুঃখিত যে, নানা কারণে আমাদের গত ভেকেশনটা তোমার সঙ্গে একবারও দেখা না-করেই কেটে গেল। এখনও আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারছি নে, কেননা এ সময়টা আমাদের টার্মএর সময়। তুমি যখনই হোক যদি আসতে পার তাহলে তোমার সঙ্গে দেখা হলে আমি খুশি হব। আমার সঙ্গে তুমি দেখা করতে এলে আমরা তোমার পরীক্ষার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারব। তোমার সরকারের বিষয়ে বলতে পারি এই যে, আমি মিস্টার সি. সি. দত্তকে বিন্দুবিসর্গ চিনিনে। বছর-তিন আগে আমি একবার মাত্র তাঁকে দেখেছি। কিন্তু আমি অন্য অনেককে চিনি যারা নাকি তাকে ভালো করে জানে, আমি যদি তার জন্যে একটা চিঠি জোগাড় করতে পারি দেখছি, এজন্যে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। যত তাড়াতাড়ি পার এস, তখন তুমি জানতে পারবে তোমার সরকারের জন্যে আমার তদ্বিরের কী ফল হল। ভালো কথা, তোমার কাছে যদি সেই বইটা থাকে যার নাম 'সোরাব' বা ঐ ধরণের কিছু—যেটা ফেরদৌসী টুসী'র পারসিক থেকে বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের জনৈক মিস্টার রবার্টসন অনুবাদ করেছেন—তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে পাঠিয়ে দিয়ো। আশা করি বইটির ঠিক বিবরণ তোমাকে দিতে পেরেছি। যদি না-পেরে থাকি তাহলে তুমি নিজে চেষ্টা করে বইটা কি তা বুঝে নিতে চেষ্টা কোরো।

এখন সাতটা বেজে গেছে, এবার আমাকে সাজপোশাক পরতে যেতে হবে। যত তাড়াতাড়ি পার এক দিন এস, হতাশ কোরো না।

পুনশ্চ ॥ আমি একবার তোমার বাড়িতে একটি লোক পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু সে বাড়ি খুঁজে পায় নি।

৩৭

বিশপ'স কলেজ

প্রিয় গৌ, ১৬ অক্টোবর [১৮৪৬]

যেমন ক'রে পার অতি অবশ্য এস। কিন্তু অনেকক্ষণ থাকবে এ বিষয়ে মন ঠিক করে এস, কেননা সারাদিন আমি ঠিক তোমার পাশে-পাশে থাকতে

পারব না। ঠিক এই মুহূর্তে আমি বিশেষ ব্যস্ত আছি, কিন্তু যেমন করে হোক এস। তুমি এসে যদি আমাকে আমার ঘরে না-পাও, চুপচাপ বসে মনের আনন্দে সময় কাটিয়ো। তোমার উপযুক্ত পোশাক প'রে এস, কেননা আমার ঘরে তুমি কিছু লোকজন দেখতে পেতে পার যাঁদের সঙ্গে আমি তোমার পরিচয় করে দিতে চাই। কী ঠাণ্ডা আর কী চমৎকার দিন!

৩৮

বিশপ'স কলেজ
১৯মে ১৮৪৭

আমার প্রিয় গৌর,

তোমার সর্বশেষ চিঠি পাবার পর আমি নানা ধরণের উপদ্রবে প্রায় আধ-মরা হয়ে পড়েছিলাম। তোমার সঙ্গে দেখা হলে আমি সুখী— সত্যিই খুব সুখী— হব। আগামীকাল ১১টার সময় এস। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এই একটি মাত্র দিনই তোমার জন্যে ধার্য করতে পারব। তোমার কাজটা যদি খুব জরুরি হয় তাহলে যেমন করে পার এসই। বন্ধু মারা গিয়েছে একথা কি সত্যি? হায় বেচারা! আমি খবরটা মাত্র সেদিন শুনলাম। কাল যদি আস তাহলে তোমার লোকটিকে একটা চিঠি দিয়ে সকাল ৫টার মধ্যে পাঠিয়ো, আমি যাতে তোমাকে সাদরে গ্রহণ করতে পারি। কেমন আছ হে!

৩৯

ম্যাড্রাস মেল অরফ্যান অ্যাসাইলম
ব্ল্যাক টাউন, ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৪৯

আমার প্রিয়তম বন্ধু,

আমি শপথ করে বলতে পারি তুমি আমার প্রতি অবিচার করে ফেলেছ! তোমাকে ভুলে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব—তুমি এ বিষয়ে নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত থাকতে পার যে, আমার অনেক পরিচিত জনের চেয়ে তোমার কথা আমি প্রায়ই অনেক গভীর আন্তরিকতা ও ভালোবাসা দিয়ে ভেবেছি। আমি যখন কলকাতা ত্যাগ করি তখন বিরক্তিতে ও উদ্বেগে আমার প্রায় অর্ধ-উন্মাদ অবস্থা। এ কথা বিন্দুমাত্র ভেবো না যে, আমি চলে আসার আগে একমাত্র তোমার সঙ্গেই দেখা করে বিদায় নিয়ে আসিনি। আমার পরিকল্পনার কথা

দুই-তিনের বেশি কাউকে আমি জানাই নি। এখানে এসে পৌঁছনোর পর থেকে এখানে আমার একটু দাঁড়াবার জায়গা জোগাড় করার জন্তে আমাকে অনেক রকমের চেষ্টা করতে হয়েছে ; এটা মনে রেখো, এক নির্বান্ধব অজ্ঞাত-কুলশীল ব্যক্তির পক্ষে এ কাজ খুব সহজ নয়। যাই হোক, ঈশ্বরকে ধন্তবাদ, আমার দুর্দশা কিছু পরিমাণে কেটেছে। এখন আমি নিজেকে এইভাবে ভাবতে আরম্ভ করেছি যে, আমি যেন একটা জাহাজের কর্ণধার যে নাকি ভয়ংকর ঝড়ঝঞ্ঝার পরে কিছুটা নিরাপদ জায়গায় নোঙর ফেলতে পেরেছে।— এই একটি উপমা তোমাকে উপহার দিলাম, বন্ধু।

আমার বিবাহ-সংক্রান্ত ব্যাপারে তুমি যে খবর পেয়েছ তা নির্ভুল। শ্রীমতী দত্ত ইংরেজ-বংশীয়া। তাঁর বাবা এই প্রেসিডেন্সির একজন নীলকর ছিলেন। তাঁকে পেতে আমাকে অনেক বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয়। সহজেই অনুমান করতে পারবে যে, তাঁর বন্ধুরা এই বিবাহের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। যাই হোক, 'সব ভালো যার শেষ ভালো'। তোমার মর্মান্তিক ক্ষতির কথা জেনে দুঃখিত হলাম, কিন্তু, আমি জানি, যিনি পরম বিজ্ঞ ও সদাশয় সেই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে নালিশ না-জানানোর মতন বোধশক্তি তোমার আছে। আমার মনে হচ্ছে, তুমি জেনে বিস্মিত হবে যে, এত রকমের বিড়ম্বনা ও ঝঞ্ঝাটের মধ্যে ওলট-পালট খেতে-খেতে এরই মধ্যে আমি একটা বই ছাপাখানায় পাঠাবার উপযোগী করে ফেলেছি। একজন গ্রন্থকার হবার পথে এইটেই আমার প্রথম পরিকল্পিত প্রয়াস। এটি হচ্ছে দুটি সর্গে লেখা এক কাহিনী, নাম 'ক্যাপটিভ লেডি', এই সঙ্গে থাকবে একটি বা দুটি ছোট কবিতা। এই 'ক্যাপটিভে'র একটু বিবরণ তোমাকে জানানো উচিত। এতে আছে ভালো মন্দ ও মাঝারি আটমাত্রাবিশিষ্ট বারো শ পংক্তি। এবং (আমাকে বিশ্বাস কর) তিন সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে এটি লিখেছি।

স্থানীয় একটি পত্রিকার জন্তে এটি আমি লিখি, এর সম্পাদক ভারতবর্ষের মধ্যে একজন নামজাদা ব্যক্তি, তিনি খোসমেজাজে আমার জয়ঢাক পিটিয়ে চলেছেন। এ'তে এখানে সকলের টনক বেশ যেন নড়ে উঠেছে, এবং বিশিষ্ট বিচারবোধসম্পন্ন ও জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি এটি বইয়ের আকারে পুনঃপ্রকাশ করতে

আমাকে উৎসাহিত করেছেন। সুতরাং, ছাপাখানার ভূতেরা আমার পিছুনে লেগে আছে। এখন, ওহে সজ্জন, তোমার কাছে একটু উপকার চাইব। আমি চাঁদা তুলে এটি প্রকাশ করছি। এখানে আমার চেনা-জানা লোক খুব কম; বই বেচে যা জোগাড় করতে পারব তা দিয়ে সুতরাং ছাপাখরচ (মাদ্রাজে এর দর খুব চড়া) তুলতে পারার আশা আমি করিনে। তুমি কি কয়েকজন গ্রাহক জোগাড় করে দিতে পার না? তুমি যদি চেষ্টা কর তাহলে তুমি পারবেই বলে আমি নিশ্চিত। প্রতি বইয়ের দাম দুই টাকা। তুমি জোগাড় করতে নিশ্চয় পারবে, আমাদের পুরনো সহপাঠীদের মধ্যে থেকে অন্তত ৪০ জন অবশ্যই পাবে। আগামী মাস আরম্ভ হবার আগেই আমাকে জানিয়ো কত কপি তোমার দরকার। কোনোরকম খরচখরচার মধ্যে না-পড়ে বইগুলি তোমাকে পাঠাবার মত এক মস্ত সুযোগ আমার আছে। এক ভদ্রলোক (বিশপ'স কলেজের জনৈক ছাত্র) এখন এখানে এসেছেন তাঁর বাবার সঙ্গে দেখা করতে; তাঁর সঙ্গে আমি যত কপি ইচ্ছে পাঠাতে পারি বলে তিনি অনুগ্রহ করে কথা দিয়েছেন। তিনি আগামী মাসের মাঝামাঝি মাদ্রাজ ত্যাগ করছেন। এবার, হে বুড়ো খোকা, আমাকে তুমি কতটা ভালোবাস তার প্রমাণ দাও। আমি বিনীতভাবেই তোমাকে জানাতে চাই যে, এর থেকে আমি কোনো লাভই করতে চাইনে। আমি চাই কেবল লোকসানের হাত থেকে রক্ষা পেতে। আমি এমনই অবস্থার মধ্যে আছি যে, এখন আমার কোনো দেনার দায়ে পড়া ঠিক হবে না। এরা এখন কোথায়— ১, বি. বি. দত্ত, ২. হরি, ৩. ভূদেব, ৪. শ্যাম, ৫. স্বরূপ, ইত্যাদি? আমার কথা তাদের মনে করে দিয়ো। তারা কি জন-কয়েক গ্রাহক জোগাড় করে দিতে পারবে না। আমি বিশ্বাস করি তুমি এক মুহূর্তও বিলম্ব না-করে আমার অভিপ্রায় তাদের জানাবে। কয়েকজন গ্রাহক করে দেবার জন্যে আমি হিন্দু কলেজের মিস্টার মণ্টেগু'কে লিখেছি। এই গেল ব্যবসায়িক কথা।

আমি বলি কি, ওহে গৌরদাস বসাক, কাশীদাসের কৃত মহাভারতের বাংলা অনুবাদ বইয়ের একটি কপি, এবং রামায়ণের বাংলা অনুবাদ (শ্রীরামপুর সংস্করণ) তুমি কি আমাকে পাঠাতে পার না? আমি বাংলা এত দ্রুত ভুলে

যাচ্ছি যা বলার নয়। তুমি কি এটুকু অনুগ্রহ করবে না, হে পুরাতন বন্ধু আমার, খুড়ি, হে পুরাতন গৌরদাস বসাক!

এর প্রতিদানে তুমি এইসঙ্গে পাঠানো চিঠিটা বিশপ'স কলেজে পাঠিয়ে দিয়ো, তাহলে আমি যেসব বই ফেলে এসেছি তার সবগুলিই পেয়ে যাবে। উপরের অংশটা কেটে ফেলে একটা খামে ভ'রে এটা পাঠিয়ে দিয়ো। আমাকে হতাশ কোরো না কিন্তু। তুমি অনায়াসেই বইগুলো জাহাজে পাঠাতে পার বা কাউকে দিয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পার কোনো একটা হৌসের প্রযত্নে। আমি মাশুল দিতে প্রস্তুত আছি। এখন আর অধিক কী, প্রিয় বন্ধু। সময় পেলে আমার বিষয়ে খুঁটিনাটি খবর তোমাকে জানাব। সুতরাং এবার শেষ করি।

পুনশ্চ॥ আমি এ চিঠি লিখছি আমার কর্মক্ষেত্র থেকে (উপরে যে ঠিকানা দিয়েছি), বাড়িতে ফিরেই আমি শ্রীমতী দত্তকে জানাব তুমি যা-যা লিখেছ; আমার এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে তিনি এতে খুবই খুশি হবেন। তিনি অতি চমৎকার মেয়ে। শোনো বন্ধু, মিস্টার ঘোষের সঙ্গে তোমার দেখা হলে তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিয়ো। তুমি এখন নিজেকে নিয়ে কী করছ? কোথাও কাজে ঢুকেছ, না, দিব্যি আরামে দিন কাটাচ্ছ?

৪০

মাদ্রাজ

আমার প্রিয়তম বন্ধু, ১৯ মার্চ ১৮৪৯

আমি ঠিক বুঝতে পারছিনে তোমার চিঠির জন্যে কীভাবে তোমাকে ধন্যবাদ জানাব। আমার জন্যে তুমি যে শ্রম করেছ তার জন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমি আমার পুরনো বন্ধু বঙ্কু স্বরূপ ও ভূদেবের চিঠি পেয়েছি। আমি সময় করতে পারলেই তাদের চিঠি দেব। অনুগ্রহ করে আমার ভালোবাসা-সহ তাদের এ কথা জানিয়ো। 'ক্যাপটিভ' প্রায় প্রস্তুত হয়ে এল, এটি আমি উৎসর্গ করছি এই প্রেসিডেন্সির অ্যাডভোকেট-জেনারেল ও সাহিত্যের একজন বিশেষ উৎসাহদাতা জর্জ নরটন'কে। এই কাব্য তাঁকে উৎসর্গ করার অনুমতি চেয়ে আমি তাঁকে চিঠি দিয়েছিলাম, এবং দ্বিতীয় সর্গের

প্রথম ভাগ তাঁর পড়ে দেখার জন্যে পাঠিয়েছিলাম। তাঁর কাছ থেকে কী রকম সহৃদয় ও প্রীতিজনক উত্তর পেয়েছি তা তুমি ভাবতে পারবে না। তিনি লিখেছেন, যে বইতে এমন 'শক্তির ও প্রতিশ্রুতির পরিচয়' আছে এ রকম একটা বই তিনি উপহার পেয়ে নিজেকে সম্মানিত বোধ করবেন, তাঁর পৃষ্ঠপোষকতার উপর আমার খুব ভরসা আছে। কলকাতার সমালোচকেরা বইটা কীভাবে নেবে জানি না।

তুমি ঠিকই বলেছ, একটা প্রস্পেকটাস তোমার কাছে পাঠানো আমার উচিত ছিল। যাই হোক, এর পরের বার তোমার ভাগ্যটা খুলবে, এখন বড়ই দেরি হয়ে গিয়েছে। তুমি কি বিশ্বাস করবে আমি আর-একটা কাহিনীর প্রথম সর্গের বেশির ভাগ লিখে ফেলেছি। যা ভেবেছি তা যদি ঠিকমত কাজে লাগাতে পারি তাহলে এটি গৌরবময় কাব্যই হয়ে উঠবে, আমি জোর করে এ কথা বলতে পারি। আমি অসহ্য মাথাধরা নিয়ে এই চিঠি লিখছি, সুতরাং আমার ভুলভ্রান্তি মাফ কোরো। তাহলে ভূদেবটা মাদ্রাসায় যোগ দিয়েছে; অত্যন্ত সজ্জন ও— আমি বরাবরই এই রকম ভেবেছি। স্বরূপ কি নিজে ব্যবসা আরম্ভ করেছে, না, এখনো তার দাদার উপর নির্ভর করে আছে?

আমার কথা এই যে, আমি এখানে একটা গরিব ইস্কুলের ছোট শিক্ষক, যার নাম হচ্ছে 'ম্যাড্রাস মেল্ অ্যাসাইলম ফর দি চিলড্রেন অব ইউরোপীয়নস অ্যাণ্ড দেয়ার ডিসেনডানস'। আমার সব ছাত্রই ইউরোপীয় ও ইস্ট-ইণ্ডীয়। আমি তাদের মতন পোশাক পরি, আমার মৃদুস্বভাবা স্ত্রীর জন্যও বটে, এবং যে পদে কাজ করি তার জন্যও বটে। তুমি কি কখনো আমাকে ইউরোপীয় পোশাকে দেখেছ? চলনসই 'ট্যাঁশ-ফিরিঙ্গি' বলে আমাকে চালিয়ে দেওয়া যায়। আমার স্ত্রীর কথা বলতে গিয়ে আমার মনে পড়ে গেল আমার 'ক্যাপটিভে'র মুখবন্ধের কথা যা নাকি তাঁকে উদ্দেশ করেই বলা। আমি তোমাকে কয়েকটা নমুনা পাঠাচ্ছি। তুমি, বন্ধু, স্বরূপ, ভূদেব এ বিষয়ে কি মত পোষণ করছ আমাকে জানিয়ো।

হে সুন্দরী, দৈব-অনুপ্রেরণা-সদৃশা
অপরূপা, কবির হৃদয় যাঁর কাছে
বেদী-সম, রূপবতী আসীনা তথায়।

মহিমায় পরিপূর্ণ হৃদয় যখন
তখন কবির কণ্ঠে বাজে যে সংগীত
বিভোর সে-গীতে তুমি, জানাই স্বাগত।
আমাদের এ সংসার গেহ দারিদ্র্যের
সেজন্যে কিসের দুঃখ ? অমূল্য রতন
তুমি যে আমার পক্ষে। কাছে থাক তুমি।

জীবন সুন্দর হয় স্বপ্নরচনায়,
রৌদ্রে সমুজ্জ্বল মরুভূমি। কিন্তু কোথা
না-আছে মধুরতর না-আছে এহেন
উজ্জ্বলতর সে বস্তু এ বিশ্বনিখিলে
যার নাম প্রেম, নাম যার ভালোবাসা—
সেই প্রেম তুমি, জেনো প্রেয়সী আমার,
মধুময় স্বপ্ন তুমি জীবনে বস্তুত।

এবার বলো, এসব কি পাঠযোগ্য ? আমি তোমাকে আরও দুটি স্তবক পাঠাই। মুখবন্ধে এগারোটি স্তবক আছে।

* * *

আর বেশি লিখতে আমার কুড়েমি ঠেকছে। কাব্যটা বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে। আমি যদি জনসাধারণের কাছ থেকে এই 'ক্যাপটিভে'র জন্যে অনুকূল অভিমত পাই, তাহলে আমি— যাকে বলে পাত্র ঠাণ্ডা হবার আগেই— আর-একটি রচনা নিয়ে হাজির হব। আমি সর্বান্তঃকরণে যা চাই তা হচ্ছে পাকাপাকি ভাবে একজন সাহিত্যসেবী হয়ে ওঠা, মাসে কয়েক শ টাকা আর নিয়ে ভদ্রগোছের জীবন ধারণ। এ জিনিস কে আমাকে দেবে ? ভারতবর্ষে এমন কি কেউ নেই ? সময়ই তার প্রমাণ দেবে।

নির্বোধের মতন এই চিঠির জন্যে ক্ষমা কোরো। আমি ঠিক বুঝতে পারছি, চিঠিটা নির্বুদ্ধিতায় বাজে-কথায় আত্মশ্লাঘায়, এবং কিসে নয়, একেবারে ভরা। আমি আশা করি এ চিঠি পড়তে তোমার মাথা ধরে যাবে না। সকলকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাই।

পুনশ্চ। হরি কোথায়? শোনো গৌর, আমাদের বন্ধু ভূদেবের মা'কে তুমি কখনো দেখেছ? তুমি কি জান যে, আমি আজও তাঁর রাজেন্দ্রাণীর মতন চেহারাটি ভুলতে পারিনি, আমি যদিও তাঁকে দেখেছিলাম আট বছর আগে, এবং মাত্র একবারের জন্যে? আমি যখনই ভারতীয় কোনো রাজকন্যার কথা মনে করি তখনই আমার মনে পড়ে ভূদেবের মায়ের কথা; এবং আমার এক খুড়িমা'র কথা— তিনি এখন অবশ্য গত। তিনি ছিলেন অথবা আছেন (কোন্‌টা ঠিক?) আমি দেখেছি এমন বাঙালি মহিলাদের মধ্যে অন্যতম একজন পরমাসুন্দরী। আমার পরবর্তী নায়িকার মধ্যে আমি ভূদেবের মা'কে ও আমার খুড়িমা'কে মূর্ত করে তুলব। অনুগ্রহ করে ভূদেবকে বোলো যে, আমার কবিতা যখন সে পাবে তখন সে হিন্দু পুরাণে আমার দখল দেখে আশ্চর্য হয়ে যাবে, কেননা এই রচনা পুরোপুরি ভারতীয়, ঋষি লক্ষ্মী কাম রুদ্র ইত্যাদি যাবতীয় শয়তান এখানে সশরীরে উপস্থিত—যাঁদের নাকি আমাদের রক্ষণশীল পূর্বপুরুষেরা পুজা করেছেন। প্রথম সর্গে বর্ণনা আছে রাজসূয় যজ্ঞের, ভয়ংকর যুদ্ধ ইত্যাদি সব আছে। বিদায়

বিশপ'স কলেজের আমার বন্ধুরা তোমাকে পরাস্ত করেছে। তোমার '১৮'র জায়গায় তারা পেয়েছে '২৫'। কিছু বুঝলে হে।

৪১

মাদ্রাজ

২৬ এপ্রিল ১৮৪৯

প্রিয় বসাক,

তুমি আমার চিঠি লেখ না কেন হে? তুমি কি ক্লান্ত? ছি, লজ্জার কথা।

তুমি যদি এই ধরণের একটা চিঠি বিশপ'স কলেজে পাঠাও তাহলে আমার কবিতাগ্রন্থের ৫০টি কপি পাবে—

আর. সি. ওয়াকার এস্কোয়ার বরাবরেষু

মহাশয়,

আমার বন্ধু মিস্টার দত্তের নির্দেশক্রমে আমি আপনাকে 'লেডি সেল' জাহাজযোগে প্রাপ্ত ৫০ কপি 'ক্যাপটিভ লেডি' আমাকে পাঠাবার অনুরোধ করছি। আপনার বিশ্বস্ত জি. ডি. বসাক

এর থেকে তোমার যে কয়টি কপি দরকার তুমি নিয়ো। ৫ কপি (বা সে যত কপি দরকার মনে করে) ভূদেবকে পাঠিয়ো, এবং এক কপি পাঠিয়ো 'রামতনু লাহিড়ি এস্কোয়ার, কৃষ্ণনগর, তাঁর ভূতপূর্ব ছাত্রের প্রগাঢ় শ্রদ্ধার নিদর্শন সহ—গ্রন্থকার।' ভুলো না। বৃদ্ধ লাহিড়ির প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা। স্বরূপ, ভূদেব ও দত্তকে আমার ভালোবাসা জানিয়ো। পূর্বোক্ত দুজনকে বোলো যে এখন আমার প্রচুর অবসর, আমি অচিরেই তাদের চিঠি দেব। কলকাতায় আমার বই কীভাবে গৃহীত হল জানিয়ো। এখানে এর জনপ্রিয়তা বেড়েই চলেছে। তুমি হয়তো শুনে কিছুটা বিস্মিত হবে যে, আমি নূতন একটি কাব্যের দ্বিতীয় সর্গের মাঝামাঝি অবধি লিখে ফেলেছি, কয়েক মাসের মধ্যেই এটি লণ্ডনে ছাপা হবে। যাঁরা এটি পড়েছেন তাঁরা বলছেন 'অপূর্ব', 'ক্যাপটিভে'র, চেয়ে প্রকৃতই অনেক ভালো। তুমি প্রয়োজন মনে করলে হিন্দু ইন্‌টেলিজেন্স'এ ২ বা ৩ বার বিজ্ঞাপন দিতে পার। M. সম্বন্ধে শীঘ্রই আমি জানাব। আমার আঙুল টনটন করছে, মাপ কোরো।

পুনশ্চ॥ 'ক্যাপটিভ লেডি'র এক কপি আমার অভিবাদন-সহ দিগম্বর মিত্র এস্কোয়ার'কে পাঠিয়ো।

৪২

মাদ্রাজ
৫ জুন ১৮৪৯

প্রিয় গৌর,

আমি দেখছি তোমার 'হরকরা' আমার প্রতি যেন একটু নির্মম হয়েছে। ওই ইতরটা নিপাত যাক, তার ঐ রচনাটা আমার কাছে এসে পৌছলো— একটা তীরের মত আসতে-আসতে যা নাকি সব তেজ হারিয়ে ফেলেছে। এ কথা জেনে রেখো, হে মহান্ যুবক, আমি পৌরুষের সঙ্গে লড়াই করার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছি, দরকার হলে বীর যোদ্ধার মতনও লড়াই করতে বদ্ধপরিকর আছি, আমি চাই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার— কবির লরেল-মুকুট! আমার মনে হচ্ছে যাঁদের অভিমত জানবার মত নিশ্চিত অধিকার আছে আমি এমন কয়েকজনের কাছে থেকে এমন প্রশংসা পেয়েছি যে, সামান্য একটু গালমন্দ আমি সহ্য করতে পারব।

বইটা আমার বন্ধুদের কেমন লাগল তা জানার জন্তে আমি আগ্রহী। আমি এমন কথা ভেবে তাদের প্রতি অবিচার করতে চাই নে যে, 'হরকরা'র সমালোচনা আমার বিরুদ্ধে তাদের মনে প্রভাব ফেলেছে। এটা বড়ই অপ্রীতিকর কাজ, প্রিয় গৌর, 'অনেক মাথাওয়ালা'দের নিয়ে কিছু করা বড়ই ঝঞ্ঝাটের, বিশেষ করে সাহিত্য ব্যাপারে। মনে রেখো, কোনো মানুষই অন্তকে একটু উচ্চস্থান দিতে রাজি হয় না, যদি-না তেমন স্থান দিতে বাধ্য হয়। কোনো যোগ্যতার বা গুণের স্বীকৃতির মতন কিছু পেতে হলে নীরবে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। তোমার বন্ধুটিকে অমন নির্মম ভাবে হেনস্থা করা হয়েছে বলে মন-মরা হয়ে যেয়ো না। ভূদেব ও স্বরূপকে আমি চিঠি লিখেছি, তারা তোমাকে আমার সেই রাজকীয় চিঠির বিষয়বস্তু অবশ্যই জানাবে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

তোমাকে বেশ লম্বা চিঠি লেখার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু অন্য কাজে একটু মন দিতে হবে বলে নিজেকে হতাশ করতে হল। আমাদের পুরনো শিক্ষক রামচন্দ্র মিত্রকে আমার শ্রদ্ধা-সহ এক কপি বই পাঠাতে তোমাকে অনুরোধ করি।

কিছু টাকা যদি সংগ্রহ হয়ে থাকে তাহলে অনুগ্রহ করে কোনো এজেন্সি হৌস মারফত পাঠাও। আমার মুদ্রাকর একটু চ্যাচামেচি আরম্ভ করেছে।

পুনশ্চ॥ আমাকে সব কাগজের অভিমত পাঠিয়ে দিয়ো (যদি অবশ্য বেরিয়ে থাকে), বেয়ারিংএ পাঠিয়ো। 'হরকরা' আমি চাইনে। দেখ, 'রিভিউ' পাঠাতে পার কিনা।

৪৩

মাদ্রাজ

৬ জুলাই ১৮৪৯

প্রিয় গৌর,

গতকাল তোমার বিপুলায়তন ও বিশেষভাবে প্রার্থিত বিভিন্ন ব্যাপার সম্বলিত চিঠি পেয়েছি। বেশ, হে বৎস, বেশ। 'ক্যাপটিভ' একটা নিষ্ফল ব্যাপার হয়েছে বলে তুমি মনে করছ। আমি কিন্তু তা করছি নে। কেন না, শোনো, এটি আমার এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দ্বারোদ্ঘাটন করেছে বলা যায়,

যাঁদের চেনাটাই ভাগ্যের কথা তাঁদের বন্ধুত্ব লাভ করেছি এরই কল্যাণে। আমি নিশ্চিত, এ কথা শুনে তুমি আশ্চর্য হবে, সত্যিই আশ্চর্য হবে যে, দিন-কয়েক আগে অ্যাডভোকেট জেনারেল মিস্টার নরটন লোক পাঠিয়ে আমাকে ডেকে পাঠান। বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমার আশার অধিক আমাকে অভ্যর্থনা জানান, এবং আমার সম্বন্ধে নানাবিধ কথা জানতে চেয়ে, আমি এখন যে-কাজ করছি তার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কি ইত্যাদি জেনে নিয়ে, আমাকে বললেন তিনি আমার জন্যে আমার বর্তমান পদের চেয়ে অনেক বেশি সম্মানের ও অর্থের দিক দিয়ে অনেক লাভজনক একটি সরকারী কাজের জন্যে চেষ্টা করবেন। মনে হচ্ছে, ঢাকা বারাণসী হুগলি ইত্যাদি জায়গার মত এখানেও প্রভিন্সিয়াল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার ব্যবস্থা হচ্ছে। আমাকে হেডমাস্টারের বা ইন্সপেক্টরের পদ দেওয়া হবে বলে খুব সম্ভাবনা আছে। মিস্টার নরটন বললেন মাদ্রাজে আমাকে পেয়ে তিনি খুব খুশি, কারণ (তাঁর কথাতেই বলি) আমি কলকাতায় থাকলে সেখানকার অনেক মান্যগণ্য ব্যক্তি আমাকে আমোলই দিতেন না, বরাবরের জন্যে না-হলেও কিছুকালের জন্যও অন্তত। কিন্তু এখানে সে রকম আশঙ্কার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নেই। আমি বন্ধুর মত পত্রালাপ করি। তিনি তাঁর 'শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ' আমাকে কয়েকটি মূল্যবান ক্লাসিকাল গ্রন্থ উপহার দিয়েছেন। তার উপর, তিনি এখানকার ইউনিভার্সিটির হেডমাস্টার ই. বি. পাওয়েলের সঙ্গে আমার পরিচয় করে দিয়েছেন। মিস্টার পাওয়েলের সঙ্গে সম্প্রতি আমি দেখা করতে গিয়েছিলাম। তিনি যে কতটা সজ্জন তা ধারণা করতে পারবে না। ইউনিভার্সিটির বাড়িটার এক দীন দশা, ভালো লাইব্রেরীই নেই। তুমি যদি মাদ্রাজে আসা স্থির কর, তাহলে আমি তোমার কিছু কাজে লাগতে পারি বলে ভরসা করি। তাহলে, বল বন্ধু, যে কাব্যগ্রন্থটি আমার জন্যে এতটা করেছে তাকে আমি নিষ্ফল বলব কেন। তুমি জান, আমি যখন এখানে আসি তখন আমার বন্ধু বলতে কেউ ছিল না; কিন্তু এখন, যারা এখানে জন্মেছে ও এখানে বড় হয়েছে এমন অনেক বর্বর ও দুরাত্মা আমার মতন এই মর্যাদা পেলে বর্তে যায়। ল্যাটিন কবি বলেছেন, 'সাহসীকেই পছন্দ করে সৌভাগ্য'।

অনুনয় করে বলছি যত তাড়াতাড়ি পার টাকা পাঠিয়ে দাও। আমাদের

পুরনো বন্ধু শ্যামকে পাকড়াও কর, সে যেন ব্যাগ-শ অ্যাণ্ড কোম্পানির কাছ থেকে এই শহরের ব্রেনব্রিজ অ্যাণ্ড কোম্পানির নামে একটি অর্ডার সংগ্রহ করে যে, অত টাকা মহামহিমান্বিত এম. দত্ত এস্কোয়ার অ্যাণ্ড কোং অব্ অর্ডার'কে হাতে-হাতে দিয়ে দেওয়া হয়। এই গেল টাকাপয়সার কথা। এখানে ছাপার খরচ অসম্ভব রকমের বেশি। আমি কী করতে পারি, বল। আমার মুদ্রক অধৈর্য হয়ে পড়েছে। তুমি নিশ্চয় কয়েকজন বন্ধুকে বলে কিছু ক্রেতা সংগ্রহ করতে পারবে। আমি তোমাকে সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করছি, তোমার খুশি-মত দামে তুমি বই বিক্রি করে ফেলতে পার, আমি যাতে ছাপাখানার দেনা শোধ করতে পারি তার ব্যবস্থা কর। পাবলিক লাইব্রেরীতে আমার দেনা সম্বন্ধে বলছি, সে বিষয়ে আমি কিছুই জানিনে, কেবল এইটুকু জানি যে, দান বা ডোনেশন হিসেবে কিছু দেব বলে আমি কথা দিয়েছিলাম। আমার অবস্থা একটু স্বচ্ছল না-হওয়া পর্যন্ত তোমার বন্ধুকে অপেক্ষা করতে হবে। একজন হতভাগা যে নাকি তার সমৃদ্ধশালী অবস্থার সময়ে কিছু দেবে বলে কথা দিয়েছিল, তার পক্ষে যখন প্রাত্যহিক চাহিদা পূরণ করাই কঠিন ব্যাপার, সেই সময়ে ঐ কথা রাখতে হবে—এটা কিন্তু একটা অসম্ভব রকমের দাবি। তোমার বন্ধুকে তুমি অবশ্যই বোলো যে, আমি যত তাড়াতাড়ি পারি এর একটা ব্যবস্থা করছি, এবং তা করার মত সামর্থ্য আমার আছে। বন্ধুকে আমি চিঠি দিই নি তোমার এ কথায় আমি আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি। চিঠিটা দিয়ে সে করলটা কী। কয়েক মাস আগে আমি তাকে লিখেছি, তোমার ঠিকানাতেই। তার পর থেকে তার কোনো সাড়াই নেই।

বীটন সম্বন্ধে এই লিখছি—

মহাশয়, আপনি সদয় ভাবে গ্রহণ করবেন এই ভরসায় আমি এইসঙ্গে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা পাঠাচ্ছি, আমাদের দেশে আপনি লোকহিতৈষণার জন্যে যে উদ্যোগ করে চলেছেন তার জন্যে এটি গ্রন্থকারের কৃতজ্ঞতার নিদর্শন। এই সুযোগে আমি এ কথা উল্লেখ না-করে পারি নে যে, আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আমার বন্ধুটির শ্রদ্ধারই অনুরূপ, আমি অকৃত্রিম ভাবে ও আহ্লাদিত চিত্তে তা নিবেদন করি, প্রিয় মহাশয়, আপনার একান্ত অনুগত ও কৃতজ্ঞ—ইত্যাদি।

এটা বেশ সংক্ষিপ্ত ও উপযুক্ত। রামতনু একটু অপেক্ষা করুক। সত্যিই সে বড় ভালোমানুষ। তুমি ওয়াকারের অন্তরঙ্গ হয়ে উঠছ এতে আমি খুশি হলাম। সেও চমৎকার লোক। এবার বলি, হে প্রিয় গৌর, তুমি আমার মা ও আমার সম্বন্ধে যে সুরে ও ভঙ্গিতে বলেছ, আমি বলব, সেটা তুমি খুব ভুল করেছ, খুবই ভুল করেছ। আমি তোমাকে বলে রাখি যে, এই পৃথিবীতে আমাদের সকলেরই নিজের-নিজের পথ করে নিতে হবে। তাহলে কী করে তুমি আশা কর যে, একজন তার মায়ের আঁচলের নীচে থাকবে? আমি আশা করি মাদ্রাজে আসা সম্বন্ধে তুমি মনঃস্থির করে নেবে। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, আমি তোমার কাজে আসতে পারব বলে আমার ভরসা আছে।

মায়ের দেওয়া পার্সেলটি অতিঅবশ্য পাঠিয়ে দাও। রোজই মাদ্রাজে জাহাজ আসছে। আমার নামে পাঠাও, এবং বিল্ অব লেডিং যেন পাই তার ব্যবস্থা কর। আমার মনে হয় না খরচ খুব বেশি পড়বে।

তুমি জানিয়েছিলে আমার কবিতার কোনো-কোনো অংশের দোষ দেখিয়েছেন কয়েকজন ব্যক্তি। সে কোন্‌গুলি? অর্থাৎ কোন্ কোন্ অংশ? আমি নিশ্চিত যে, আমার এ কবিতা তোমাকে হতাশ করেছে! এটা আমি বেশ অনুভব করতে পারি। বন্ধু হে, মনে রেখো, আমি এ বই ছেপেছি কিছু লোকের দৃষ্টি-আকর্ষণের জন্যে, আমার ভবিষ্যতের পথ সুগম করার জন্যে, খ্যাতি বা যশের জন্যে নয়। যাই হোক, যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে। 'রিভিউ'এর দিকে নজর রেখো। আমার অন্যান্য গ্রন্থ সম্বন্ধে তুমি ক্রমশ জানতে পারবে। আমি দমবার পাত্র নই। তুমি জেনে রেখো, এখানে 'ক্যাপটিভ' বেশ ভালোরকমই সাড়া জাগিয়েছে।

তুমি কি জান শীঘ্রই আমি পিতা হতে চলেছি? বাহা রে বাহা! আমার তারকা উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। তোমার চিঠির সব কথার উত্তর দিলাম আশা করি, এও আশা করি তুমি কখনো আমাকে অবিশ্বাস করবে না যে, আমি তোমার চিরপ্রীতিপ্রার্থী।

পুনশ্চ॥ মিস্টার ওয়াকারকে আমার প্রীতি জানিয়ে বোলো সে যেন

আমাকে চিঠি দেয়। বিশপ'স কলেজে আমি একটা পার্শিয়ান বই ফেলে এসেছি। ওয়াকারকে বোলো সে যেন বইটা তোমাকে পাঠিয়ে দেয়, তুমি আমার মায়ের পার্সেলের মধ্যে সেটা দিয়ে দিয়ো। জেনে খুশি হলাম যে তুমি আবার বিয়ে করবে না বলে স্থির করে ফেলেছ। টাকার দিক থেকে, প্রথমতঃ স্বনির্ভর হয়ে নাও।

৪৪

১৮ই আগষ্ট ১৮৪৯

আমার প্রিয়তম বন্ধু,

তোমার সদাশয়তার জন্যে আমার অকৃত্রিম ধন্যবাদ জেনো। তুমি আমাকে অনেকটা গোরস্থান থেকে বাঁচিয়েছ। তোমাকে প্রাণ ভরে কী ভাবে ধন্যবাদ জানাতে পারি? বইগুলি অক্ষত অবস্থায় অটুট ভাবে এসেছে।

তুমি জেনে খুশি হবে যে, আমার স্ত্রী আমাকে ক্ষুদ্র একটি কন্যা এই মাত্র উপহার দিয়েছেন। তাহলে, এখন আমি পিতা।

আমার জীবনের এই ব্যাপারটা জানবার জন্যে তোমার কৌতূহল একজন অন্তরঙ্গজনের আপনজনের কৌতূহল বলেই গণনীয়। অন্য কোনো সময়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে জানাব। খুব টানাটানিতে আছি, পকেটে এমন কিছু নেই যা নাকি একটু ঝনঝন করে বাজবে। কপর্দকশূন্য অবস্থা। ভিক্ষা নৈব নৈব চ। আমার অভাব এখন এমনই যে, কোনো দার্শনিক তত্ত্ব দিয়ে তা সমর্থন করা যায় না। মিস্টার বীটনের চিঠি সম্বন্ধে আমার অনেক-কিছু বলার আছে।

আমি ঐ ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে ও একাগ্রভাবে কিছু লিখছি নে বলে তুমি মনে করে থাকতে পার যে, আমি চিন্তাহীন ও অবিবেকী পিতা। হয়তো তুমি জান না যে, প্রত্যহ আমি কয়েক ঘন্টা তামিল-চর্চায় কাটাই। একজন স্কুলের ছাত্রের চেয়ে আমার জীবন অনেক ব্যস্ততায় কাটে। এই হচ্ছে আমার রুটিন— ৬টা থেকে ৮টা হিব্রু, ৮টা থেকে ১২টা স্কুল, ১২টা থেকে ২টা গ্রীক, ২টা থেকে ৫টা তেলেগু ও সংস্কৃত, ৫টা থেকে ৭টা ল্যাটিন, ৭টা থেকে

১০টা ইংরাজি। আমি কি আমার মাতৃভাষাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলার উদ্দেশে নিজেকে প্রস্তুত করে তুলছিনে?

এখনকার মত আমার এই সংক্ষিপ্ত চিঠির জন্যে ক্ষমা কোরো।

পুনশ্চ॥ এই চিঠি পাওয়া মাত্র বাবাকে চিঠি লিখে জানিয়ে দাও যে আমার একটি মেয়ে হয়েছে। বাংলায় একথা কী ভাবে লিখতে হয় আমি জানিনে। বি—র জন্যে আমি দুঃখিত। তার মনের বলিষ্ঠতার জন্যে তাকে তারিফ করি। তোমার স্কুলের ব্যাপারে (এজন্যে তোমাকে অভিনন্দন জানাই) তোমার অভিপ্রায়-মত যা করার আমি করব।

৪৫ মাদ্রাজ

২২ নভেম্বর ১৮৪৯

প্রিয় গৌর,

তোমরা সকলেই কি মরে গেছ? কিংবা আমি কি আমার অজ্ঞাতসারে এমন কোনো কাজ করে বা অন্য কোনো ভাবে তোমাকে পীড়া দিয়েছি? গত তিন মাস যাবৎ তোমার বা ভূদেবের কাছ থেকে এক ছত্র চিঠি পেয়েছি বলে আমি কিছুতেই মনে করতে পারছিনে। তুমিও ব্রুটাস[৪]? আমার সম্বন্ধে আমি কিছু লেখা থেকে বিরত থাকছি, কেননা ইতিমধ্যে তুমি যদি কবরখানায় চলে গিয়ে থাক, তাহলে আমার এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ লিপিটি অন্যেরা পড়ে ফেলতে পারে এমন সম্ভাবনা আছে। তুমি যদি বেঁচে থাক তবে আমাকে চিঠি দাও, এস, আমরা আর-একটু কর্মতৎপরতা দেখাই।

তোমার ক্রোধান্বিত

পুনশ্চ। মিস্টার ভূদেব মুখার্জি একজন হামবাগ, স্বরূপ ব্যানার্জিও তাই, তোমরা সকলেই তাই। তোমাদের দুরদৃষ্ট!

---

৪ Et tu Brute?

৪৬

মাদ্রাজ
'স্পেক্টেটর' প্রেস
২০ ডিসেম্বর ১৮৫৫

আমার প্রিয়তম বন্ধু,

তোমার বাঞ্ছিত চিঠিটি, যদিও তা অপ্রত্যাশিত, গতকাল মিস্টার [কৃষ্ণমোহন] ব্যানার্জি আমাকে দিয়েছেন। আমি একেবারে চমকিত হয়ে উঠেছি। আমি জানতাম যে আমার মা আর জীবিত নেই, কিন্তু আমি কখনো ভাবিই নি যে, আমি এখন অনাথ, শব্দটার সর্ব অর্থেই প্রকৃত অনাথ। আমার প্রিয়তম গৌর, আমি কী করব? তুমি আমার বিষয়সম্পত্তির কথা বলছ— তিনি কী রেখে গিয়েছেন? তুমি আমাকে সে সম্বন্ধে কিছু আন্দাজ দিতে পার? বঙ্গদেশে যাওয়া কতটা ব্যয়সাপেক্ষ তুমি তা জান—বিশেষ করে আমার মতন এক দরিদ্র দুরাত্মার পক্ষে। কিন্তু তুমি যদি আমাকে এমন আশা করার মতন ভরসা দাও যে তিনি যথেষ্ট সম্পত্তি রেখে গিয়েছেন এবং তা উদ্ধারের জন্যে কিছু অর্থব্যয় করা সমীচীন, তাহলে অতি অবশ্যই আমি নোঙর তুলে পুরাতন কলকাতার যাত্রার জন্য ভেসে পড়তে পারি।

হায়, আমার ওই আত্মীয়বর্গ! হা ঈশ্বর! তুমি না থাকলে, হে আমার মহৎপ্রাণ বন্ধু, আমার পিতার মৃত্যু সম্বন্ধে মাসের পর মাস, কিংবা বছরের পর বছর, আমি একবর্ণও জানতে পারতাম না। গৌর, প্রিয়তম গৌর, কবে ও কোথায় তিনি মারা গিয়েছেন? আমি হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছি, আমার পাগল-পাগল ঠেকছে। আমাকে খুঁটিনাটি সব জানাও।

যদি ব্যবস্থা করে উঠতে পারি তাহলে আমি পরবর্তী স্টিমারেই (২৭ তারিখ) রওনা হচ্ছি। কিন্তু এ মুহূর্তে আমার আর্থিক অবস্থা খুবই শোচনীয়, ভাই। আমি যেসব আশা করেছিলাম তেমন সমৃদ্ধি আমার হল না। কিন্তু সেসব কথা পরে হবে। ফেরত ডাকেই আমাকে চিঠি দিয়ো।

এ কথা অবশ্য আমার জানা যে, যশোহরে আমার স্বর্গত পিতৃদেবের ভূসম্পত্তি আছে। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে আমি তা ঐসব দো-পেয়ে শকুনদের কবল থেকে উদ্ধার করতে পারব। আমি কী নির্বোধ দেখ, সব শকুনই তো দো-পেয়ে! কিন্তু আমি কী বলতে চাই তুমি তা নিশ্চয় বুঝেছ।

হ্যাঁ, প্রিয় গৌর, আমার অতি চমৎকার ইংরেজ স্ত্রী ও চারটি সন্তান

বর্তমান। তোমার স্ত্রী স্বর্গতা হয়েছেন জানিয়েছ, এর মানে কী? অ্যাঁ, দ্বিতীয়বার বিপত্নীক হলে?

তাড়াতাড়ি এবার শেষ করি, কিন্তু তার আগে নিশ্চিতভাবে জানাই আমি তোমার সবচেয়ে প্রীতিভাজন পুরাতন বন্ধু।

পুনশ্চ। বর্তমানে আমি 'স্পেক্টেটর'এর সাব-এডিটর, এ শহরে এইটিই একমাত্র দৈনিক পত্রিকা। অপরিবর্তিত ও অপরিবর্তনীয়

৪৭

বিশপ'স কলেজ

কলিকাতা

২রা ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬

প্রিয় গৌরদাস

'Ad sum', যার অর্থ করা যায় 'আমি এসে গেছি'। আজ সকালে বেন্টিঙ্ক জাহাজ-যোগে এসেছি। একবার মজাটা ভেবে দেখ, এরা আমার একটা নতুন নাম দিয়েছে— 'মিস্টার হোল্ট'। তুমি যদি বেশ চুপিচুপি আসতে পার, এসো। আমি যে এ সময়ে এখানে আছি তা কাউকে জানতে দিতে চাইনে। খুব তাড়াহুড়োয় আছি। তোমার বরাবরের

৪৮

[পুলিশ কোর্ট]

রবিবার, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬

আমার প্রিয়তম গৌর,

পঞ্চাশ টাকার ব্যাঙ্ক নোটের জন্যে সহস্র ধন্যবাদ। তুমি অদ্ভুত রকমের ফুর্তিবাজ হে! আগামী কাল তোমার সঙ্গে দেখা করব বলে আশা করছি।

তাড়াহুড়োর মধ্যে, তোমার বরাবরের স্নেহধন্য

৪৯

শুক্রবার

[১৮৫৬]

প্রিয় গৌর,

তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে কেন এলে না জানিনে। তুমি হয়তো

তোমার স্মরণসভা নিয়ে বিষম ব্যস্ত হয়ে আছ। আর, বিভিন্ন বিভাগে দীর্ঘকালীন অনশন চালিয়ে যাচ্ছ। তাই কি ?

আমার উকিল আমাকে জানিয়েছেন যে তুমি শহরে ফিরে এসেছ জানতে পেরে প্রধান সদর-আমীন এইরূপ অভিপ্রায় জানিয়েছেন যে যত শীঘ্র সম্ভব তোমাকে পরীক্ষা করবেন, এবং সে কাজ করবেন সপিনা ইত্যাদি পাঠাবার ঝঞ্ঝাট না-করে। আগামী সপ্তাহে সময় করে তুমি কি আলীপুরে যেতে পারবে ? আগামী মঙ্গলবারে বা বুধবারে ১২টা থেকে ১টার মধ্যে তুমি যদি সোসাইটির কামরায় আমার সঙ্গে দেখা কর, তাহলে আমি তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে কাজটা করে ফেলতে পারি। এ বিষয়ে তুমি কী বল ?

৫০

সোমবার
[১৮৫৬]

প্রিয় গৌর,

তুমি যদি আজ আপিস কামাই কর, তাহলে আমি আনন্দের সঙ্গে তোমাকে তুলে নেব এবং ১টার পরে আলীপুরে যাব, কেননা ঐ সময়ের আগে আমি পুলিশ [কোর্ট] ত্যাগ করতে পারব বলে মনে হয় না। তা যদি না-হয় তাহলে ২টো থেকে ৩টের মধ্যে তুমি কি আলীপুরে চলে আসবে ? তোমার সঙ্গে মিলিত হবার জন্ম আমি সেখানে থাকব, এবং আমার গাড়িতে করে তোমার বাড়িতে নিয়ে যাব। তুমি যদি আজ আপিসে না-যাও তবে বড় ভালো হয়, অনুপস্থিতির কৈফিয়ত স্বরূপ (যদি এমন কৈফিয়ত তোমাকে দিতে হয়) বলতে পার আলীপুরের সপিনা পেয়েছ বলে আপিস যেতে পারছ না। তুমি তাহলে পুলিশে [কোর্টে] চলে আসতে পার বেলা ১টা নাগাদ, তার পর আমরা দুজনে এক জোড়া খুশি পত্রদলের মত চলে যেতে পারি। অনুগ্রহ করে উত্তর দিয়ো ও মনে রেখো। তোমার চিরকালের স্নেহপ্রার্থী

৫১

[১৮৫৬]

প্রিয় গৌর,

এই নাও প্রথম অঙ্ক। আশা করি লেখা তোমার কাছে স্পষ্ট বলেই ঠেকবে, পড়তে অসুবিধে হবে না। আমার ইচ্ছে রাজাদের কাছে যাবার আগে তুমি দুটি

অঙ্ক আরও একটু যত্নসহকারে দেখে নেবে, যাতে তুমি আমার এই চোস্ত লিপি-কুশলতায় বা হস্তলিপির পাঠোদ্ধারে তোমার সদাশয় বন্ধুদের সহায়ক হতে পার।

প্রথম অঙ্কের মূলই অতি সাধারণ সাদা-মাটা ব্যাপার, অনুবাদও আমার মনে হচ্ছে ভবৈবচ হয়েছে। কিন্তু কী করা যাবে। স্বয়ং হোমারই যদি মাথা নত করা স্থির করেন, আমরাই বা মাথা নোয়াব না কেন।

আজ এই পর্যন্তই।* রাজাবাহাদুরের সঙ্গে তোমার যখন দেখা হবে তখন তোমাকে যতটা অনুকূল সমালোচনা করতে তোমার বিবেক রাজি হবে তুমি ততটা কোরো। আমি শুনেছি তিনি তোমার অভিমতের কদর দেন, তা সাহিত্যিক রাজনৈতিক বা অন্য বিষয় সংক্রান্তই হোক।

৫২

[১৮৫৮]

প্রিয় গৌর,

আমি তোমাকে দ্বিতীয় অঙ্ক পাঠালাম। প্রথম অঙ্কের পরিচ্ছন্ন একটা কপি করার মত আমি সময় পেলাম না। আসল কথা এই, কপি করাটা আমার ভালোই লাগে না। এবার, তোমার কাছে আমার এই অনুরোধ, হে সুবোধ বালক, মূল বই সামনে রেখে তুমি প্রতিটি ছত্র এবং প্রতিটি বাক্য মনোযোগ দিয়ে পড়বে, যে-যে অংশ ঢেলে সাজাতে হবে, বা পরিবর্তন করতে হবে, বা বাদ দিতে হবে বলে তোমার মনে হবে সেই-সেই অংশ পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়ে যাবে। এবং এই কাজ তোমাকে আজকের মধ্যেই সারতে হবে, যাতে তুমি বাড়ি ফেরার পথে আমার এখানে হয়ে যেতে পার।

ইংরেজি সাহিত্যের নাটক সংক্রান্ত বিষয়ের সঙ্গে তোমার পরিচয়ের পরিধি কতটা তা আমি ঠিক জানিনে; আমি কিন্তু নিজেকে একটু জাহির করেই বলতে পারি যে, তুমি সহজেই বুঝতে পারবে আমি খাঁটি স্যাক্সন ইংলিশ ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি যা নাকি সেরা নাট্যকারদের ভাষা; তুমি আরও দেখতে পাবে আমি এই ব্যাপারটায় মৌলিক রচনার ভঙ্গি গ্রহণ করেছি, যে-যে জায়গায় ভাব একেবারেই বঙ্গীয় এবং ভাষান্তর করা অসম্ভব সেই-সেই জায়গায় একটু অসতর্ক হয়েছি মাত্র।

তুমি দেখতে পাবে আমি তোমার পরামর্শ অনুসারেই কাজ করেছি, গানগুলি রচনা করেছি কাব্যছন্দে। প্রথমটা একরকম উৎরেছে, দ্বিতীয়টা আমাকে খুশি করতে পারেনি। মূলই অবশ্য তেমন জোরালো নয়। আমার সঙ্গে অবশ্যই দেখা কোরো। আমাকে ল্যাটিন রত্নাবলীটি পাঠিয়ো।

৫৩

রবিবার
[১৮৫৮]

প্রিয় গৌর

তোমার অনুরোধ রাখতে পারিনি, সেজন্যে মার্জনা কোরো। আসল ব্যাপার হচ্ছে এই যে, অমন অসম্পূর্ণ অবস্থায় আমার নাটক আমি আমাদের কোনো বন্ধুকে দেখানোটা আমার বিশেষ পছন্দ নয়। সে যাই হোক, এই সপ্তাহের শেষের দিকে, আমার প্রতিশ্রুতি মত, তুমি এখন তিনটি অঙ্ক পাবে।

যাকে তুমি সংগতভাবেই বলেছ রামনারায়ণের 'মন্তব্য', সেটা কিন্তু আমাকে হতাশ করেছে। আমি তক্ষুনি তার কাছ থেকে কোনো সাহায্য নেব না বলে ঠিক করে ফেলেছি। হয় উত্থান, না-হয় পতন— যাই ঘটুক তার জন্যে নিজের উপরেই নির্ভর করব। রামনারায়ণ আমার লেখা ঢেলে সাজাবে, এটা আমি চাইনি, কখনোই চাইনি। আমি তাকে কেবলমাত্র অনুরোধ করেছিলাম, ব্যাকরণ-গত কোনো ভুল থাকলে তা শুধরে দিতে। তুমি জানো যে, মানুষ মাত্রেরই লেখার স্টাইল হচ্ছে তার মনেরই প্রতিফলন। এবং আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি, আমাদের বন্ধুটির ও আমার মতন সামান্য ব্যক্তিটির মধ্যে এ দিক থেকে একটুকু মিল নেই। যা হোক, আমি তার কিছু-কিছু সংশোধন অবশ্য গ্রহণ করব।

আজ যখন তোমার বন্ধুদের সঙ্গে তোমার দেখা হবে, কথা রেখো, তাদের সঙ্গে এই নাটক সম্বন্ধে কথা বলার সময়ে রামনারায়ণ-প্রসঙ্গ তুলো না। তাকে দিয়ে আমার দরকার নেই। আমার বেচারী মেয়েদের [নাটকের পাত্রী] সে নির্জীব গদ্যে কথা বলিয়ে ছেড়েছে!

আমি খুব জানি, বন্ধু হে, খুব সম্ভব আমার নাটকে কিছুটা বিদেশী ভঙ্গি থাকবে। কিন্তু ভাষা যদি ব্যাকরণদুষ্ট না হয়, ভাব যদি হয় সুসংগত ও সমুজ্জ্বল,

প্লট মনোগ্রাহী, চরিত্রচিত্রণ যথোপযুক্ত, তাহলে বিদেশী গন্ধ থাকলে কী-বা এল-গেল! মুরের কবিতা প্রাচ্যভাবে পরিপূর্ণ বলে তুমি কি তা অপছন্দ কর? বায়রনের কবিতায় এশীয় আবহাওয়া ও কার্লাইলের গদ্যে জার্মান ভঙ্গি আছে বলে তুমি সেসব অপছন্দ কর? তার উপর, মনে রেখো, আমার দেশবাসীর মধ্যের সেইসব মানুষদের জন্তেই আমি লিখছি যারা আমার মতনই চিন্তা করতে জানে, যাদের মন অল্পবিস্তর পাশ্চাত্ত্য আইডিয়ায় ও চিন্তাধারায় জারিত; এবং, যা-কিছু সংস্কৃত তার প্রতি দাস্যমনোবৃত্তিতে প্রশংসামুখর হওয়ার মত যে শৃঙ্খল আমাদের পরানো হয়েছে, আমার চেষ্টা হচ্ছে সেই বন্ধন দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া।

আমার ঔদ্ধত্যে তুমি যেন ভীত হোয়ো না। দ্বিতীয় অঙ্ক ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে, ইংরেজি সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ এমন কয়েকজনকে আমি তা দেখিয়েছি; আমি তোমাকে জোরের সঙ্গে বলতে পারি, আমার কথা বিশ্বাস কোরো, তারা এমন উচ্চভাবে এর প্রশংসা করেছে যে, মাঝেমাঝে তাদের আন্তরিকতা সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহ জেগেছে। তবুও, আমি ভেবে দেখেছি, তারা আমার তোষামোদ করবে, এর কোনো কারণই থাকতে পারে না।

সাহিত্য-সংক্রান্ত ব্যাপারে, হে বন্ধু, আমি বিদেশ থেকে ধার করা পোশাক পরে বিশ্বসমক্ষে দাঁড়িয়ে গৌরব বোধ করতে চাই নে। আমি একটা নেক-টাই ধার নিতে পারি, এমনকি একটা ওয়েস্ট-কোটও, কিন্তু সম্পূর্ণ পোশাকটা কখনোই নয়।

তোমার মন বিচলিত যেন না হয়। আমি শপথ করে বলছি আমি এমন-একটা নাটক দেব যা নাকি পণ্ডিত বলে গণ্য দুরাত্মাদের চমকিত করে দেবে। যতীন্দ্র ও রাজাদের সঙ্গে তোমার যখন দেখা হবে তখন কথাটা উড়িয়ে দিয়ো, এড়িয়ে যেয়ো— বাজারে জিনিসের দাম বাড়াবার পদ্ধতি ওটা নয়। দু-একটা ছোটখাট অদলবদল ইত্যাদিতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু আমার রচনা ঢেলে সাজা— হায় রে শয়তান!! এর চেয়ে আমি আগে-ভাগেই ওটা পুড়িয়ে ফেলব।

৫৪

কলকাতা

৯ জানুয়ারি ১৮৫৯ রবিবার

প্রিয় গৌর,

তুমি এই সৃষ্টির সংসারে একজন সর্বশ্রেষ্ঠ জীব, এটা, মহাশয়, মানবজাতির এক গৌরবের বস্তু। কেননা, আমি তোমার সঙ্গে জঘন্ত ব্যবহার করেছি তবুও তুমি ইস্পাতের মত খাঁটি বলে নিজের পরিচয় দিতে পেরেছ। ঈশ্বর তোমার কল্যাণ করুন, বৎস। তুমি এ কথা কখনো কল্পনারও স্থান দিয়ো না যে আমি তোমার বন্ধুত্বপূর্ণ কয়েকটি চিঠির উত্তর দিইনি বলে তোমাকে ভুলে গিয়েছি। এমন কখনো হতেই পারে না। ব্যাপার হচ্ছে এই যে আমি ভয়ংকর ব্যস্ত, আইন-পরীক্ষার জন্তে পড়াশুনায় ডুবে আছি, সে পরীক্ষা এসে গেল বলে। 'ফেল' করা ব্যাপারটাকে আমি বিন্দুমাত্র পছন্দ করি নে, তেমন হওয়ার চেয়ে আমার কান মলে দেওয়া ভালো। কিন্তু ভাগ্যে কি ঘটবে তা অবশ্য অজানা।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদের মধ্যে সবচেয়ে মাননীয় হে বন্ধু, তুমি তোমার এই দীন বন্ধুটিকে নিয়ে বিব্রত বোধ কোরো না, সে জেলখানাতেও নেই, সে একজন ক্ষমতাশালী পাওনাদারও নয়, সে ছোট বা বড় ধরণের ইতরজনও নয়। মাস-খানেক আগে মহামহিমান্বিতা সম্রাজ্ঞীর 'হোটেল' পরিদর্শনের জন্তে আমন্ত্রিত হয়েছিলাম, কিন্তু কয়েক ঘণ্টা মাত্র সেখানে ছিলাম। সব ব্যাপারটা নির্ঝঞ্চাট করে দেয় দিগম্বর। ঘটনাটা ঘটে জনৈক মিস্টার এ'র দরুন, তার এক চিরকুট পেয়ে (লোকটার মধ্যে পদার্থ আছে বলে আমি ভুল করি) আমি নির্বোধের মত রাজি হই। আমাদের বন্ধু হরি দাস এ বিষয়ে খুব উদ্যোগ দেখায়। ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়ে বলতে পারি হরি অত্যন্তই সজ্জন।

'শর্মিষ্ঠা' বেশ একটা মনোরমা বালিকা হয়ে উঠেছে, যারা তাকে ইতিমধ্যে দেখেছে তাদের কথা যদি বিশ্বাস করতে হয় তবেই অবশ্য। যতীন্দ্র বলছেন বাংলা ভাষায় এটি সর্বোৎকৃষ্ট নাটক, 'অতি বিশুদ্ধ, ক্লাসিকাল এবং প্রকৃত কাব্যময়'। ছোটরাজা উল্লাস জানিয়ে চিঠি লিখেছেন, জোর দিয়ে বলেছেন, 'এ নাটক সম্পূর্ণ সফল নাটক'। আমার কিন্তু মনে হচ্ছে তুমি তাদের অভিমত আগেই জেনে ফেলেছ। এর একটা ইংরেজি অনুবাদ হবে।

তৈরি হয়ে গেলেই আমি এর ইংরেজি ও বাংলা কপি পাঠাব, তখন তুমি বিচার করে দেখার সুযোগ পাবে।

তোমার যে চিঠি গতকাল পেয়েছি, এবং আমাদের জন্যে তুমি যতটা করছ সেজন্যে শ্রীমতী দত্ত তোমাকে তাঁর ধন্যবাদ জানাবার জন্যে আমাকে বলছেন। তোমার দিনকাল কেমন চলছে, হে খাড়ি বালক! নিজেকে তুমি সকলের কল্যাণকাজে নিয়োগ করেছ এ'তে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

এখন শেষ করি, এখন প্রাতরাশ খেতে যেতে চাই। ২৫ জানুয়ারির পর আমার সঙ্গে পত্রালাপ আরম্ভ কোরো, আমি তখন শঠে শাঠ্য পদ্ধতি নেব।

আমাদের মিলিত প্রীতি সহ ভগবানের কাছে তোমার কুশল কামনা করি, তোমার, প্রিয় গৌর, চির স্নেহশীল

৫৫

১৯ মার্চ ১৮৫৯

প্রিয় গৌর

অনেক ক'টা দিন কেটে গেল, তোমার চিঠির উত্তর দিইনি, এজন্যে আমার পক্ষ থেকে ক্ষমাপ্রার্থনা তোমার প্রাপ্য হয়েছে। কিন্তু বন্ধুদের জন্যে ব্যয় করব এমন একটু সময়ই পাইনি। বর্তমান ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার Wray এমনই এক মন্থর-জাতের চালক যে, যে-মামলা অন্যের কাছে দেড় ঘণ্টায় নিষ্পত্তি হতে পারে, তার জন্যে এঁর লাগে চার বা পাঁচ ঘণ্টা। যাই হোক, ইনি স্মল কজ্ কোর্টে চলে যাচ্ছেন, আমাদের এখানে আসছেন মিস্টার 'ব্রিকলেস ফ্যাগান'।

তুমি জেনে সুখী হবে যে, আর্থিক দিক থেকে আমার মন এখন সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। আমাদের মহাপ্রাণ বন্ধুরা—সব দিক থেকে বিচার করতে গেলেও মহাপ্রাণ এঁরা, আমি রাজাদের কথা বলছি, তাঁরা— আমার দুরবস্থার কথা জানতে পেরে আমার বেশির ভাগ দেনা শোধ করার জন্যে মোটা টাকা আগাম পাঠিয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। আমাদের পুরনো বন্ধু শ্রীরামের কাছ থেকে তাঁরা আমার দুর্ভাগ্যজনক অবস্থার কথা জানতে পারেন। এর পর ছোটরাজাকে যখন তুমি চিঠি লিখবে তখন তোমার এই দরিদ্র

বন্ধুটিকে তার মানসিক উদ্বেগের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি যে রাজোচিত বদান্যতার পরিচয় দিয়েছেন তার জন্যে তাঁকে ধন্যবাদ জানাতে ভুলো না। আমি এ কথা তোমাকে জানাতে বলেছি তা লিখো না অবশ্য।

শর্মিষ্ঠার অনুবাদ আমি প্রায় শেষ করে এনেছি। যাঁরা এটা ইতিমধ্যে দেখেছেন— এঁদের মধ্যে রাজারা আছেন, আছেন ঠাকুরও— তাঁদের কথা যদি বিশ্বাস করি তাহলে রত্নাবলী আমাকে যে সামান্য সুনাম দিয়েছে তার সঙ্গে আরও সুনাম যোগ হবে। প্রত্যেকেই বলছেন এটা আগেরটার চেয়ে অনেক ভালো হয়েছে। মূল বাংলা বই সম্বন্ধে একমাত্র অনুযোগ এই যে, যেসব দর্শকের কাছ থেকে বর্তমানে আমাদের নাটকের পৃষ্ঠপোষকতা আমরা আশা করি তাদের পক্ষে এর ভাষা হয়েছে একটু দুরূহ। একথা বলা বাহুল্য যে, ওটা বিশেষ-কিছু নয়। আমাদের দেশের সাহিত্যে এই বই যদি স্থায়ী আসন পাওয়ার উপযুক্ত হয়, তা হলে এই একটু কারণেই তাকে নিপাত দেওয়া যায় না। আজ থেকে কুড়ি বছরের মধ্যে সকলেই বাংলা শিখে যাবে। তোমাকে একটা সরল সত্য কথা বলি—আমি এক-নাগারে এমন-একটা কাজ করে ফেলতে পারব তা ভাবিনি। এই শর্মিষ্ঠাই আমাকে বাঙালী লেখকদের প্রায় শীর্ষস্থানে বসিয়েছে। এর কাব্যগুণ সম্বন্ধে সকলে সহর্ষ মন্তব্য করছে। কিন্তু, এ বিষয়ে তুমি নিজে বিচার ক'রে দেখো।

এখন আমি যখন রক্তের স্বাদ পেয়েছি, আমি ও জিনিস ছাড়ছি না, আবার ধরছি। আমি এখন আর-একটা নাটক লিখছি। কিছুদিন আগে আমি এর প্লটের একটি সংক্ষিপ্তসার রাজাদের কাছে পাঠাই, মনে হচ্ছে এটা তাঁদের মনে খুব ধরেছে। প্রথম অঙ্ক শেষ করে ফেলেছি। জে. এম. ঠাকুর আমাকে লিখে জানিয়েছেন যে, 'এটা সত্যিই বেশ ভালো হয়েছে'। বাংলায় লিখে আমি যদি নাম করতে পারি তাহলে আমার সে-চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু নিজের কথা অনেক বলে ফেললাম, এটা একটা রীতিমত অপ্রীতিকর বিষয়।

এ বছর সদর পরীক্ষা হচ্ছে না, আমি কী করব সে সম্বন্ধে কিছু স্থির করতে পারছি নে। আমার বন্ধুরা চান শর্মিষ্ঠা বেরিয়ে যাক এবং আমাকে 'বিখ্যাত' করে দিক, ততদিন আমি চুপচাপ থাকি।

বালেশ্বর তোমার কেমন লাগছে? সমুদ্রের কাছাকাছি থাকতে পেলে আমি

খণ্ড হয়ে যাই, এবং এমন জায়গায় থাকতে ইচ্ছে যেখান থেকে আমার ইচ্ছেমত আমি সুদূর পাহাড়ের চেহারা দেখতে পাব। প্রকৃতির বড় অপূর্ব সৃষ্টি এই দুটি।

তুমি যেখানে আছ সেখান থেকে সমুদ্রের দূরত্ব কতটা—সেই উন্মুক্ত ও অসীম সমুদ্রের? তুমি কি তার গভীর গর্জন শুনতে পাও, যে গর্জনের বিরাম নেই ছেদ নেই? আমার কাছে ওটা পরিচিত নিনাদ, কিন্তু ঈশ্বর জানেন আর কখনো সে গর্জন শুনতে পাব কি না।

অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে, সুতরাং এবার শেষ করব। আমার জানতে ইচ্ছে তুমি ঠিক কোথায় থাক, তোমার নতুন বন্ধুরা কে কে, তুমি কী রকম খানা খাচ্ছ, মাঝেমাঝে হাসিতামাশা করার কাউকে পেয়েছ কি? এই ধরণের অন্যান্য ঘরোয়া সংবাদ জানতে ইচ্ছে।

৫৬ রবিবার

[১৮৫৪]

প্রিয় গৌর,

সম্প্রতি আমি তোমাকে একাধিক চিঠি লিখেও কোনো উত্তর পাইনি। আশা করি এই চিঠিটার বরাত আগের চেয়ে ভালো হবে।

প্রধান সদর-আমীন মামলাটির ফয়সালা করার জন্যে আগামী মাসের ৩ তারিখ ধার্য করেছেন, তুমি যদি আগামী কাল বা পরশু সাক্ষি না-দাও তাহলে আমি ভীষণ ফাঁপরে পড়ব, এবং আমি ভরসা করি আমার ক্ষতি হয় এমন কাজ তুমি করবে না।

ঠিক করে বল তুমি আগামী কাল আলীপুর কোর্টে আসছ কি না; যদি আস, কখন। আমি বলে রাখি আগামী কাল তোমার সঙ্গে আমি যেতে পারছিনে, কিন্তু আশা করি পরশু পারব। যাই হোক, কাল, ধরো, ২টোর মধ্যে তুমি যদি কোর্টে আস, আমি তোমার সঙ্গে দেখা করব। ঈশ্বরের দোহাই, প্রিয় বন্ধু আমার, তুমি কি করবে তা আমাকে জানাও। তুমি যদি না-যাও, তাহলে আমার মায়ের মণিমুক্তা সবই আমাকে হারাতে হবে, তারই খুব সম্ভাবনা। তোমার

পুনশ্চ॥ আমার বিশ্বাস বেচারা ঈশ্বরচন্দ্রের[৫] মৃত্যুর সংবাদ তুমি জান। ভগবান তাঁর আত্মার শান্তিবিধান করুন।

---

৫. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত?

৫৭

৩ মে ১৮৫৯

প্রিয় গৌর,

তোমার আগের দুটো চিঠির উত্তর না-দেওয়ার জন্যে তোমার কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। কিন্তু তুমি জান না সময়ের অভাবে আমি কতটা বিব্রত।

গত ৮ বা ৯ সপ্তাহ যাবৎ মিস্টার হিউম আপিস কামাই করছেন, এবং তাঁর কাজ করতে হচ্ছে ফ্যাগানকে, এই জন্যে বেলা ১০টা থেকে বিকেল ৫টা/৫॥টা পর্যন্ত আমি আপিসে থাকতে বাধ্য হচ্ছি। এর সঙ্গে আবার আছে অন্য কাজ। আমি শেষ করতে চলেছি ইংরেজি শর্মিষ্ঠা ও নূতন নাটক, এটি আগেরটির চেয়ে অনেক ভালো হবে মনে হচ্ছে।

শর্মিষ্ঠা তোমার ভালো লেগেছে জেনে খুশি হলাম। এর ইংরেজিও তোমার ভালো লাগবে বলে আমার বিশ্বাস। তোমাকে অনুরোধ, প্রকাশকের কাছে এশিয়াটিকের [সোসাইটি] তোমার জ্ঞাতিভ্রাতা এক কপি বইয়ের জন্যে তোমার নাম যেন পাঠিয়ে দেন। এ বইয়ের বিক্রয় ব্যাপারে আমার কিছু করার নেই, কেননা বিক্রির টাকা রাজাদের কাছে দেওয়া হবে, তাঁরা আমাকে আগাম যে-টাকা দিয়েছেন তা শোধ হবে এই ভাবে।

নূতন নাটকটির জন্যে তোমাকে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। আমি কেবল এইটুকু বলতে পারি যে, তুমি পড়েছ এমন কোনো নাটকে এমন মনোরম প্লট পাবে না। আমি এক মনোহর রবিবারে এটি আবিষ্কার করি। টেগোর ও রাজারা উল্লসিত হয়ে বলে ওঠেন, 'চমৎকার'। আমার কেবল আশা যে আমি যথোপযুক্তভাবে লিখতে পেরেছি, সুবিচার করতে পেরেছি। আজ সকালে চতুর্থ অঙ্ক আমি টেগোরের কাছে পাঠাচ্ছি। ইচ্ছে করছে ছুটে গিয়ে কিছুক্ষণ তোমার সঙ্গে কাটিয়ে আসি, কিন্তু ঠিক এ সময়ে সে কথাই ওঠে না। আমাকে বিশ্বাস কর, তুমি যদি ভেবে থাক কলকাতা আমি ভালোবাসি তাহলে তুমি ভীষণ ভুল বুঝেছ, আমার মনে হচ্ছে এর থেকে যদি আমি সুন্দরবনেও যাই সেখানে অনেক সুখে থাকব। আমি নিরিবিলিতে দিন কাটাচ্ছি, কদাচিৎ বের হই বা বলা ভালো একেবারেই বেরই না।

ফ্যাগানকে আমার খুব পছন্দ, তার আচরণ ভদ্রজনোচিত। হিউম ইংলণ্ডে পাড়ি দিয়েছে। প্রীতিসহ

৫৮

[১৮৬১]

প্রিয় গৌর,

এই অভিনন্দনপত্রের রচয়িতা কে তা আমি জানিনে; কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে এর ইংরেজি ভাষার জন্তে তোমাদের কমিটিকে ব্যঙ্গবিদ্রূপের সম্মুখীন হতে হবে। এটা বিশুদ্ধও নয়, ভাষাগত রীতিপদ্ধতিও এর ঠিক নয়। যাই হোক তোমরাই এসব ঠিকমত বিচার করতে পারবে।

আমার ভৃত্যটি ভুল করে এটি গতকাল পাবলিক লাইব্রেরিতে নিয়ে গিয়েছিল।

৫৯

এস এস সীলোন, মলটা পেরিয়ে
১১ জুলাই ১৮৬২
শুক্রবার

প্রিয় গৌর,

হে আমার প্রিয় ও পুরাতন বন্ধু, আমি 'সীলোন' নামক জাহাজে চলেছি, এখন তোমাকে কয়েক লাইন লিখবার জন্তে বসেছি। জাহাজটা হচ্ছে রূপকথার রাজ্যের ভাসমান একটি প্রাসাদ-বিশেষ, বুঝলে বৎস! এই জাহাজে সব ব্যাপারেই এমন অপূর্ব জাঁকজমকের ব্যবস্থা আছে যা নাকি তুমি কল্পনাই করতে পারবে না। এর সেলুনগুলো এমন যা রাজপ্রাসাদেই মানায়, ক্যাবিন-গুলো রাজকুমারদেরই উপযোগী। কিন্তু সেসব কথা ক্রমশ পরে বলা যাবে—আমি ইংলণ্ডে পৌছবার পর এই সমুদ্রযাত্রার বিস্তারিত বিবরণ দেবার জন্তে যখন সময় ও অবসর পাব, তখন। ঠিক এই সময়ে আমি ভেসে চলেছি বিখ্যাত সেই ভূমধ্যসাগরের মধ্য দিয়ে, উত্তর-আফ্রিকার পর্বতাকীর্ণ উপকূল দেখা যাচ্ছে। গতকাল আমরা মলটায় ছিলাম, গত রবিবারে আলেকজান্দ্রিয়ায়। আর কয়েক দিনের মধ্যেই, আশা করছি, ইংলণ্ডে পৌছে যাব। ঠিক ২২ দিন আগে আমি কলকাতায় ছিলাম! বেশ দ্রুতগতিতেই কি আমরা চলছি না? কিন্তু এই ভ্রমণের একটা বিষণ্ণ ব্যাপারও আছে। সব জানতে পারবে, ধৈর্য ধর বন্ধু, ধারণ কর ধৈর্য। 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড'এর জন্তে এই ভ্রমণের একটা সুদীর্ঘ

ও বিস্তারিত বিবরণ লেখার ইচ্ছে আছে, এবং তার সম্পাদককে সেই পত্রিকার একটি কপি তোমাকে পাঠাতে বলারও বাসনা আছে, অবশ্য তুমি যদি তার গ্রাহক না-থেকে থাক। এখন কী নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছ, হে বন্ধু! আমার মনে হচ্ছে এই জাহাজে আমার দেশের আধা-ডজন খানেক লোক যদি থাকত, তাহলে নিজেদের নিয়েই একটা গোষ্ঠী গড়ে তুলতে পারতাম। আমাদের হ'রি এখন কোথায় তা তোমার কি জানা আছে? যদি জান, তাহলে আমার কথা তাকে মনে করে দিয়ো। ইংলণ্ডে গিয়ে আমি চিঠি না-দেওয়া পর্যন্ত এ চিঠির উত্তর দিয়ো না। সেখানে পৌঁছেই আমি তোমাকে আমার ঠিকানা জানাব; তখন তুমি তোমার প্রাণ উজাড় করে আমাকে অনবরত পত্রাঘাত করতে পারবে; যদিও আমার মনে হচ্ছে যে আমি তখন আমার বন্ধুদের জন্যে বেশি সময় খরচ করতে পারব না, কেননা, আমি জীবিকানির্বাহের জন্যে যে পেশা শিখতে এসেছি তাতে মনোনিবেশ করব ব'লে এবং সম্মান অর্জন করব ব'লে দৃঢ়সংকল্প।

স্পেনের উপকূল ছাড়িয়ে, রবিবার

এই দুই দিন চিঠিটা ফেলে রেখেছিলাম; কিন্তু আজ এটা শেষ করবই। আগামীকাল সকালে আমরা জিব্রলটারে পৌঁছতে পারি, সেখানেই চিঠিটা ডাকে দেব। তুমি ধারণা করতে পারবে না সমুদ্র আজ কতটা শান্ত; এটা, বিশ্বাস কর, আমাদের হুগলী নদীটির মত। এখানকার আবহাওয়া আমাদের দেশের নবেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ের মত, খুব গরমও না, খুব ঠাণ্ডাও না। আমি ভেবেছিলাম খুবই বুঝি ঠাণ্ডা হবে জায়গাটা। কিন্তু সকলে বলছে, আমরা আটলান্টিকে ও বিস্কে উপসাগরে ঢুকলে সব অন্য প্রকার হবে। কোনো খবর? তোমাকে দেবার মত এখন কিছু নেই, লণ্ডনে পৌঁছে অনেক খবর দিয়ে তোমার আশ মেটাব। তুমি ঠিক জেনো, এমনকি আমার শিশুকাল থেকে আমি যে-দেশ সম্বন্ধে এমনভাবে চিন্তা করে এসেছি আমি প্রতিটি মিনিটে তার নিকটবর্তী হয়ে চলেছি, এ কথা যেন আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। কিন্তু বাস্তব ব্যাপার হচ্ছে কল্পিত কাহিনী থেকেও বিচিত্র। এবার তাড়াতাড়ি শেষ করি, কিন্তু তার আগে জানিয়ে রাখি তোমার অকৃত্রিম ও আন্তরিক ও চির স্নেহমুগ্ধ—

৬০ ১২ রু দ্য শানতিয়ারস, ভার্সাই, ফ্রান্স

বুধবার, ২৬ অক্টোবর ১৮৬৪

প্রিয় গৌর,

আমি তোমার সহৃদয় ও প্রত্যাশিত চিঠি পেয়েছি, শরীর অসুস্থ হয়েছিল, তা না হলে উত্তর আরও আগে দিতে পারতাম। তোমার চিঠি পড়ে খুব মজা পেয়েছি, কেননা, তুমি প্রসঙ্গক্রমে যেসব বৃত্তান্তের উল্লেখ করেছ তা সবই অমূলক, মনে হচ্ছে, কোনো উদ্ভটকল্পনাপ্রবণ মস্তিষ্কের সেটা উদ্ভাবন! শোনো, হে সদাশয় বন্ধু, ফরাসী দেশের অন্ধকারাচ্ছন্ন ও ভয়াবহ প্রাচীরবেষ্টিত কোনো কারাগার থেকে নয়, আধুনিক কালের কোনো বাস্টিল থেকে নয়, এ চিঠি লিখছি ইউরোপীয় সভ্যতা ইত্যাদির কল্যাণে যতটা আরামপ্রদ (বিলাসবহুল নয়) করা যায় এমন-একটি চমৎকার কামরায় বসে, এবং এ কথাও জেনো, লণ্ডনে আমি এমন-কিছু করিনি যার জন্যে আমাদের বন্ধুদের মধ্যে সর্বোত্তম ও সজ্জনশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকেও লজ্জিত হতে হবে। যে ব্যক্তিটি আমার সম্বন্ধে এইসব মিথ্যা রচনা ও রটনা করছে সে আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে চতুর্থ-হেনরি Henry IVর কথা, এবং তাকে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে, 'হরি হে, ইচ্ছাই হচ্ছে চিন্তার জনক'। ঐ দুরাত্মাটি নিঃসন্দেহে আমার সর্বপ্রকার দুর্দশা কামনা করে, কিন্তু তাকে হতাশ করতে পারব বলে ভরসা আমার আছে। তার এই উৎকট বিদ্বেষ যে চরিতার্থ হবেই না, আমার নিজের উপর এটুকু বিশ্বাস ও প্রত্যয় আমার আছে। এই ব্যাপারে, হে মহাশয়, আমি বদান্য ও সদাশয় হতে পারছি নে। আশা করি, তুমি এবং আমার যেসব বন্ধু আমার হিত কামনা করে তারা এবার নিশ্চিন্ত হবে।

আমি এখানে এই ফ্রান্সে কেন এসেছি তুমি নিশ্চয় তা জানার জন্যে ব্যগ্র। তোমাকে জানাচ্ছি। বাস করার পক্ষে এই জায়গা যেমন মনোরম, লণ্ডন তার অর্ধেকও মনোরম নয়; লণ্ডনের নির্দয় আবহাওয়া শ্রীমতী দত্তের স্বাস্থ্যের ঠিক উপযোগী নয়, আমি যদিও সৌরমণ্ডলের যে-কোনো জায়গায় বাস করার মত শক্তসমর্থ। তাছাড়া, লণ্ডনের চেয়ে এখানে আমি ফরাসী ও ইতালীয় ভাষা অনুশীলনে অনেক বেশি সুযোগ-সুবিধে পাচ্ছি। আমি এখন এই দুই ভাষা বেশ সহজেই লিখতে ও পড়তে পারি, এর সঙ্গে আমি জার্মান ভাষাও যোগ

করতে চলেছি, প্রকৃতপক্ষে আমি আরম্ভই করে দিয়েছি। ব্যাপারটা এমন হয়েছে যে, আবার যদি তুমি আমাকে দেখ, তখন আমাদের দুজনের শেষ সাক্ষাতের সময়ে যেমন দেখেছিলে তার চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তি রূপেই আমাকে দেখবে। আইন-অধ্যয়নে আমি একেবারে অবহেলা করছি ভেবো না, কিন্তু গম্ভীরভাবে তা অনুশীলন এখনো আরম্ভ করতে পারিনি। কয়েকটি টার্ম আমার নষ্ট হয়েছে, ইউরোপে আরও কিছুকাল কাটাতেই হবে; কিন্তু এর জন্যে অনুতাপের একেবারেই কোনো কারণ নেই। আমার ইচ্ছে করে, এই দেশেই যদি সারাটা জীবন কাটিয়ে দিতে পারতাম; তার মানে মাঝে যদি ফাঁকে ফাঁকে ভারতবর্ষে ছুটে গিয়ে দেখাশুনা করে আসতে পারতাম বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে। কিন্তু তার পক্ষে আমি বড়ই গরিব; কিন্তু এটাও ঠিক যে এর জন্যে প্রচুর ঐশ্বর্যের দরকার হয় না। প্রশ্নাতীতভাবে এই জায়গাটি হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে প্রকৃষ্টতম স্থান। কয়েকটা ফ্র্যাঙ্ক[৬] খরচ করলে আমি যে খানা পাই যা নাকি বর্ধমানের রাজা কখনো কল্পনাও করতে পারবে না। কয়েক ফ্র্যাঙ্কের বিনিময়ে আমি যে আমোদপ্রমোদ উপভোগ করতে পারি তা করতে হলে তার বিপুল ঐশ্বর্যের অর্ধেকটাই খরচ হয়ে যাবে, না, তাতেও বোধ হয় কুলোবে না, তাও যৎকিঞ্চিৎ বলেই গণ্য হবে। এমন গান, এমন নাচ, এমন সৌন্দর্যের শোভা! আমাদের পূর্বপুরুষদের ধারণায় যেটা অমরাবতী, এ হচ্ছে তাই। এখানে চলে এস, অবিলম্বে তুমি ভুলে যাবে যে তুমি একটা মর্যাদাহীন ও পরাধীন জাতির সন্তান। এখানে, তুমি হচ্ছ তোমার প্রভুদের প্রভু। যখন আমি আগারে বসি তখন যে লোকটি আমার চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকে, ভারতবর্ষের যে-কোনো মাননীয় রাজপুত্রকে সে অবজ্ঞার চোখে দেখবে। কোনো বাদলার দিনে যে মেয়েটি আমার পা থেকে কাদামাখা বুট টেনে খুলে দেয়, ভারতবর্ষের সবচেয়ে ধনী রাজাকে স্পর্শ করতেও সে ঘৃণা করবে। উচ্চ হোক, নীচ হোক, প্রত্যেকেই তোমাকে মানুষ ব'লে গণ্য করবে, 'অপদার্থ নিগার' বলে নয়। এটা হচ্ছে ইউরোপ, হে বৎস, এটা ভারতবর্ষ নয়।

তুমি তোমার চিঠির উপরে লিখেছ 'বাগেরহাট'। আমার স্বদেশের সেই

৬ দশ পেনির তুল্য

প্রিয় সুন্দরী কবতক্ষ নদীর কিনারের সেই বাগেরহাট কি এটা? তুমি জান, আমি জন্মেছি সাগরদাঁড়িতে, এই বাগেরহাট থেকে তার দূরত্ব মাইল দুইও হবে না। আমি বলতে পারি তুমি ওখানে নিরুত্তাপ ও নিস্তেজ হয়ে আছ; ওখানকার স্থানীয় ভদ্রজনেরা এমন যথেষ্ট শিক্ষিত নন যাতে তোমার মতন মানুষের সঙ্গী হতে পারেন, কিন্তু বঙ্গদেশের গ্রামজীবনের অসুবিধে এখন যেমন আছে কয়েক যুগ ধরে তাই থাকবে। অন্য কোনো ভালো জায়গায় তুমি বদলি হও—এই আমার ইচ্ছে।

অনেক দিন কেটে গেছে রাজনারায়ণকে চিঠি লিখিনি। কিন্তু সে যেন মনে না-করে যে আমি তাকে ও আমার অন্যান্য বন্ধুদের, যেমন—হরিদাস ও শ্যামদেব— ভুলে গিয়েছি। তুমি তো জান গৌর, চিঠিপত্র লেখা ব্যাপারে আমি তেমন পটু না।

ফ্রান্সের বিখ্যাত সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীকে অভিবাদন করতে পেরে এবং তাঁদের অভিবাদন লাভ করে আমি নিজেকে সম্মানিত বোধ করেছি। তুমি শুনে হাসবে যে, এমন চীৎকার ক'রে 'Vive I, Empereur, Vive I, Emperatrice' বলেছিলাম যে, আমার গলা প্রায় ভেঙে গিয়েছিল।

তুমি তাঁর কথা স্মরণ করেছ জেনে শ্রীমতী দত্ত তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন, এবং তাঁকে যেন মনে রাখ বিনীত এই ইচ্ছা প্রকাশ করছেন। শর্মিষ্ঠা ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ ফরাসি হয়ে গিয়েছে। তুমি যদি তাকে অনর্গল কথা বলতে শোনো তাহলে বিশ্বাস করতে পারবে না যে, হুগলির কর্দমাক্ত উপকূলে তার জন্ম। আমার পুত্র মিলটন (মনে হচ্ছে এ'কে তুমি দেখইনি) ভালো আছে। এখানে আমাদের অতি সুশ্রী একটি মেয়ে হয়েছিল, কিন্তু বেশি দিন সে বাঁচল না। তোমার ছেলে বেশ ভালোভাবেই বড় হচ্ছে জেনে আমি খুব খুশি হয়েছি। গৌর, আমার ইচ্ছে তার শিক্ষার জন্যে তুমি তাকে ইউরোপে পাঠাও। এ জন্যে তোমার খরচ হবে বছরে ২০০০৲ টাকা বা তার কম। এই ছেলে সিভিল সার্ভিসে ঢুকতে পারবেই, কিন্তু দেরি করা তোমার চলবে না। এস. টেগোর[৭] পাস করেছে; আমার কথা বিশ্বাস কর অনুরূপ অবস্থায় অন্য কোনো ভারতবাসীর পক্ষে এই সার্ভিসে ঢোকা সম্ভব হত না। তোমার

৭ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছেলের এই সার্ভিসে ঢোকা তোমার যদি অভিপ্রেত হয়, তাহলে সে বেশ ছোট থাকতে-থাকতেই পাঠাও যাতে তার ইউরোপীয় রূপে গড়ে উঠতে বেগ পেতে না হয়। আমার মনে হচ্ছে আর-একজন যুবক এম. ঘোষের[৮] পাস করার সম্ভাবনা কম। সে বেশ পরিশ্রম করে, কিন্তু পরীক্ষাও যে অসম্ভব রকম শক্ত। তোমার ছেলেকে তোমার পাঠানো উচিত, বিশেষত এইজন্যে যে, আমার ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্যে আমি আমার পরিবারবর্গ ইউরোপে রেখে যাচ্ছি। শ্রীমতী দত্ত তোমার ছেলেকে বেশ ভালোভাবে দেখাশুনা করতে যে পারবেন, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। তুমি তো জান, তিনি বাংলা বলতে পারেন। বিষয়টি নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা কোরো, এবং ছেলেটি মানুষ হয়ে যাতে উঠতে পারে, দেখো। যতদিন সে বাঁচবে সে তোমার সাধুবাদ করবে, ভারতবর্ষে তুমি তার জন্যে এমন কী করতে পারবে? তুমি তার জন্যে অগাধ বিষয়সম্পত্তি তো রেখে যাবে না, একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে তা সম্ভবও নয়। তাকে ইউরোপীয় শিক্ষা দাও। এ বিষয়ে কী ঠিক করলে তোমার পরের চিঠিতে তা জানিও।

আইন-অধ্যয়ন নতুন করে আরম্ভ করার জন্যে আমি অল্প দিনের মধ্যেই লণ্ডনে ফিরে যাব মনস্থ করেছি, কিন্তু তুমি চিঠি লিখলে এই ঠিকানাতেই লিখো, কেননা, আমি আমার পরিবার ফ্রান্সেই রেখে যাচ্ছি।

সম্প্রতি কিছু-কিছু ইতালীয় ও ফরাসি অনুসরণ ছাড়া কাব্যরচনার ব্যাপারে আমি বিশেষ-কিছু করছিনে, ঝোঁক যেন কেটে গিয়েছে, আবার তা ফিরে আসবে কিনা বুঝতে পারছিনে। তুমি তো জান আমি লিখি কেবলমাত্র মাঝেমাঝে, নিয়মিত তো নয়।

আমার বন্ধুদের কাছে আমার কথা মনে করে দিয়ো। এবং মনে রেখো, গৌর, তোমার বরাবরের

পুনশ্চ॥ তোমার অভিপ্রায় অনুসারে আমি এই চিঠি এশিয়াটিক সোসাইটিতে পাঠাচ্ছি। অ্যাসিস্টান্ট সেক্রেটারির নাম ভুলে গিয়েছি। আমাদের বন্ধু জি. এল. দত্ত কি এখনো ওখানে আছেন? ভবানী কোথায় ও কেমন আছে? রাজেন্দ্রের সঙ্গে কি মাঝেমাঝে দেখা হয়? —বিদায়।

---

৮ মনোমোহন ঘোষ

৬১

১২ রু দ্য শাবতিয়ারস, ভার্সাই
ফ্রান্স, ২৬ জানুয়ারি ১৮৬৫

প্রিয় গৌর,

আমি তোমার সহৃদয় ও প্রত্যাশিত চিঠি পেয়েছি। এতে আমার পুরনো দিনের অনেক কথা মনে পড়ে গেল। বাবা ও আমি স্বয়ং যদিও নেকড়ে বাঘের বিক্রম নিয়ে পরস্পরের মধ্যে বিরোধিতা করেছি, তবুও আমাদের দুজনের বুকের মধ্যে একই হৃদয় কিন্তু স্পন্দিত হচ্ছে। বলো-না বন্ধু, তাই না? তোমার কাছে আমার এই অনুরোধ, কোনো দুষ্ট প্রকৃতির লোক তোমার এই বন্ধুর সম্বন্ধে তোমাকে যদি কোনো অশিষ্ট কথা বলে তাহলে অবজ্ঞার নীরব হাসি হেসে তাকে খারিজ করে দিয়ো; এটা জেনো, আমি নির্বোধও নই উন্মাদও নই, এবং (ইংলণ্ডে যেমন বলা হয়ে থাকে) 'know what is what'—কোন্‌টা কী বুঝে নাও। তুমি ধারণাই করতে পারবে না ইউরোপ আমার সাজপোশাক, আমার রুচি, বিভিন্ন বিষয়ে আমার ধারণা, এবং এমনকি আমার চেহারাও কীভাবে পালটে দিয়েছে। হে বৎস, আমার মনে হচ্ছে সেদিনের আর বিশেষ দেরি নেই যখন তুমি স্বয়ং নিজ চক্ষে এসব দেখে সব বিচার করে নিতে পারবে। আমি আর তেমন উদাসীন প্রকৃতির, ভাবপ্রবণ, ও অসাবধানী মানুষ নই হে। আমি এখন শ্মশ্রুগুম্ফমণ্ডিত একজন স্কলার, যে নাকি ছয়টি ইউরোপীয় ভাষায় ও কয়েকটি এশীয় ভাষায় তার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে পত্রালাপ করতে পারে। তুমি ধারণাই করতে পারবে না কী চমৎকার গোঁফ ও দাড়ি হয়েছে আমার। আশা করছি, অল্পদিনের মধ্যেই আমার ছবি তোমাকে পাঠাতে পারব। আমি অবশ্য এখনো সেই রোমাণ্টিকই আছি, তুমি তো জান আমার স্বভাবই ওই। কেননা, আমি তো একটু কবি-প্রকৃতির, বিপুল পরিমাণ কল্পনাপ্রবণতা মানুষকে 'বাস্তবজগতের উপযুক্ত' হতে দেয় না। আমার চোখে আছে স্বপ্ন, মনে আছে উচ্চাভিলাষ, এবং কিছুটা অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষা, কিন্তু ক্রমশ আমি বিজ্ঞ হয়ে উঠছি; নিজের সম্বন্ধে এত কথা বলার জন্যে ক্ষমা কোরো, কিন্তু তোমার মতন পুরনো বন্ধু ও ভ্রাতার কাছে ছাড়া আর কার কাছে মন খুলে এমন কথা বলতে পারব? মানুষ আমার সম্বন্ধে অকথা-কুকথা বলে, আমার সম্বন্ধে এত বাজে কথা রটনা করে, বহুদূরে থাকার

দরুন আমি আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারি নে, এঁতে আমি বিশেষ বিরক্তি বোধ করি। সব মিথ্যাকে নির্বাক করে দিক সত্য—এই আশা করি। কাপুরুষের মত যারা এইরকম দ্বেষ ছড়িয়ে চলছে যথাযোগ্যভাবে তাদের মোকাবেলা কর, এই অনুরোধ।

কবে নাগাদ আমি দেশের দিকে রওনা হব জানতে চেয়েছ। মহাদেব চাটার্জি আর দিগম্বর মিত্রের দ্বারা এমন হৃদয়হীনভাবে যদি অবহেলিত না-হতাম, তাহলে এই মাসের মধ্যেই আমি বারএ যোগ দেবার জন্যে ডাক পেতাম। কিন্তু ঘটনা যা দাঁড়িয়েছে তাতে মনে হচ্ছে আরও এক বছর বা তারও কিছু বেশি আমাকে এখানে আটকে থাকতে হবে।

আমার সম্মানিত বন্ধু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আমার বিশেষ সহায়ক হয়েছেন। তুমি যদি তাঁকে জিজ্ঞাসা কর তাহলে তিনি বলবেন কী রকম জঘন্য ব্যবহার তারা আমার সঙ্গে করেছে। ব্যাপারটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ, সে সম্বন্ধে এখন খুঁটিনাটি বলতে চাইনে। মাসের পর মাস আমি অসহায় জাহাজের মত ফ্রান্সে পড়ে ছিলাম, কিন্তু, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার এই দুঃসময়কে খুব ভালো কাজে লাগাবার মত আমার মনের শক্তি ও সংকল্প ছিল, আমি এই মহাদেশের তিনটি ভাষা—ইতালীয়, জার্মান ও ফরাসী—শিখে নিতে পেরেছি; এইসব ভাষায় সাহিত্যসম্পদ যা আছে তার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে এ ভাষা শেখা খুব দরকার। ভাই গৌর, তুমি জান, একটি ইউরোপীয় ভাষায় জ্ঞান অর্জন করা হচ্ছে উত্তমরূপে চাষ-করা বিশাল ভূসম্পত্তির অধিকারী হওয়া—জ্ঞানবুদ্ধি সংক্রান্ত সম্পদের কথাই বলছি অবশ্য। যদি বেঁচে থাকি, যদি দেশে ফিরি, তাহলে আমার শিক্ষিত বন্ধুদের আমি আমাদের নিজেদের ভাষার মাধ্যমে এইসব ভাষার সঙ্গে পরিচিত করাব। নিজের মাতৃভাষার চর্চা করা ও তাকে ঐশ্বর্যশালিনী করে তোলার মত শ্রেষ্ঠ কাজ আর কিছু নেই। তুমি কি মনে কর, ইংলণ্ড বা ফ্রান্স বা জার্মানী কোনো কবি বা প্রবন্ধকার চায়? তাঁর মাতৃভাষার ও স্বদেশের জন্যে যাতে কিছু করতে পারেন তার জন্যে মহৎ উচ্চাশা ছিল মিলটনের, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আমাদের মধ্যে যাঁরা শক্তিমান আছেন তাঁরা মিলটনের ঐ অভিলাষের দ্বারা যেন অনুপ্রাণিত হন। আমাদের মধ্যে যদি এমন কেউ থাকে যে নাকি তার নামটা রেখে যেতে চায়, একটা পশুর মতন

বিস্মৃতির অতলতলে তলিয়ে যেতে না-চায়, তাহলে তাকে তার মাতৃভাষার চর্চায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। সেইটেই তার আসল কাজের জায়গা, কাজের প্রকৃত উপাদান। ইউরোপীয় স্কলারশিপ ভালো, ততটাই ভালো যতটা তা আমাদের করছে পৃথিবীর ঐ অংশের জ্ঞানচর্চায় যাঁরা পুরোধা তাঁদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করে দেয়; কিন্তু আমরা যখন পৃথিবীর মুখোমুখি হব তখন আমরা যেন আমাদের নিজের ভাষায় কথা বলি। যারা মনে করে যে তাদের মধ্যে নূতন চিন্তাধারার উৎস আছে তারা যেন তাদের মাতৃভাষার শরণাপন্ন হয়। এটা তোমার উদ্দেশে এক টুকরো বক্তৃতা দেওয়া হয়ে গেল, এ কথা তাদের উদ্দেশ করেও বলা যারা নাকি নিজেদের কৃষ্ণবর্ণ-মেকলে এবং কালা-কার্লাইল ও কালা-থ্যাকারে বলে মনে করে! আমি তোমাকে হলপ করে বলতে পারি তারা ওসব কিছু নয়। যার নাকি তার মাতৃভাষারই অধিকার জন্মায়নি, সেসব মানুষের নিজেদের 'শিক্ষিত' বলে জাহির করাটা আমি অবজ্ঞা করি।

তোমার বাচ্চা ছেলেটির জন্যে দুঃখিত; আমার মনে হয় তার প্রতি তোমার বাবা-মায়ের ভ্রান্ত ভালোবাসা তাকে মানুষ হবার পথে বাধা সৃষ্টি করবে না। আমি অবশ্য পিতামাতার প্রতি পুত্রোচিত তোমার শ্রদ্ধাকে দোষ দিচ্ছি বলে কিছুতেই মনে কোরো না যেন।

তুমি আবার 'বাগেরহাট' থেকে চিঠি লিখেছ। এটা কি সেই বাগেরহাট, আমার দেশের নদীর ধারের সেই জায়গাটি! আমি সম্প্রতি ইতালীয় কবি পেত্রার্কা পড়ছি, তাঁর অনুরূপ সনেট লেখার জন্যে হিজিবিজি কাটছি। তার একটি হচ্ছে ঐ নদীটির—ঐ কবতক্ষের—উদ্দেশে লেখা। সেটি তোমাকে পাঠালাম, তার সঙ্গে আর-একটিও, পরেরটি আমার এখানকার ইউরোপীয় বন্ধুদের খুব ভালো লেগেছে, আমি অনুবাদ করে তাঁদের শুনিয়েছি। আমি বলতে পারি, তোমারও ভালো লাগবে। তোমার কাছে অনুরোধ, সনেটগুলি কপি করিয়ে নিয়ো, এবং যতীন্দ্র ও রাজনারায়ণকে পাঠিয়ো; আমাকে জানিও এবিষয়ে তারা কেমন মনে করছে। আমি জোর করে বলতে পারি এই সনেট—এই চতুর্দশপদী—আমাদের ভাষায় চমৎকার লেখা যাবে। অল্পদিনের মধ্যেই আমি ছোট একটা বই বের করে ফেলতে পারি। আমি তৃতীয় আর-

একটিও পাঠালাম। তাঁর মৃত্যুর পর থেকে ভারতচন্দ্র রায় তাঁর সম্বন্ধে এমন পরিপাটি স্তুতিবাদ পাননি ভেবে নিজেকেই তারিফ করছি। অনেক রকম জিনিস তোমাকে পাঠালাম, হে বন্ধু। এগুলি তুমি রাজেন্দ্রকেও দেখাও, এই আমার ইচ্ছে। কেননা সে একজন সুবিচারক। এই নতুন ধরণের কবিতা সম্বন্ধে তোমাদের সকলের অভিমত কি জানিও। বিশ্বাস কর ভাই, আমাদের বাংলা অতি সুন্দর ভাষা, এ'কে একটু মার্জিত করে তোলার জন্যে চাই প্রতিভাবান মানুষ। বাল্যকালের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষার ফলে আমাদের মধ্যে অনেকেই এ ভাষা কিছুই জানে না বলতে গেলে, তারা এই ভাষাকে কেবল অবজ্ঞা করতেই শিখেছে। তারা যে কতটা ভুল করেছে তা তারা জানে না। এটা একটি মহান্ ভাষা, কিংবা এর মধ্যে মহান্ ভাষা হবার উপাদান আছে।

এই ভাষার চর্চায় আমি যদি নিজেকে সমর্পিতপ্রাণ করে নিতে পারতাম তবে আনন্দ পেতাম, কিন্তু, তুমি তো জান, একটি সাহিত্যিক-জীবন যাপন করার মত সংগতি আমার নেই যাতে জীবিকা-অর্জনের জন্যে কাজের কাজ না-করলেও আমার চলবে। আমি খুবই গরিব, সম্ভবত গরিব হতে পেরেছি বলে আমি গর্বিতও। আমাদের দেশে অর্থ না-থাকলে কোনো সম্মান নেই: তোমার যদি টাকা থাকে, তুমি বড়মানুষ; যদি না-থাকে তোমাকে কেউ তোয়াক্কা করে না। আমরা এখনো অধঃপতিত জাতি। আমাদের মধ্যে 'বড়মানুষ' কারা? চোরবাগান ও বড়বাজারের নগণ্য মানুষেরা! টাকা কর, ভাই, টাকা কর। আমি যদি সাহিত্যসংক্রান্ত বিশেষ-কিছু না-করে থাকি, আমার যদি প্রতিভা থেকে থাকে, সেই প্রতিভার পরিপূর্ণ প্রয়োগ করার মতন সংগতি আমার না-থাকায় আমি যতটুকু মাত্র করতে পারব তাতেই আমার দেশ সন্তুষ্ট।

এবার অন্য কথায় আসা যাক। তুমি যদি ব্যারিস্টারি পড়ার জন্যে ইউরোপে আসার জন্যে সত্যিসত্যিই ঝুঁকে থাক, তাহলে সম্পূর্ণভাবে কাজটা তুমি ৮ থেকে ১০ হাজার টাকার মধ্যে করতে পারবে। তোমাকে যদি সম্পূর্ণ নিজের উপরই নির্ভর করতে হয় তাহলে অবশ্য এ'তে পেরে উঠবে না; কিন্তু এ ব্যাপারে আমি তোমার বিশেষ সহায়ক হতে পারব বলে আশা আমার আছে। তুমি

যখন আমাকে জানাবে যে এ বিষয়ে প্রকৃতই তুমি স্থিরসংকল্প হয়েছ, তখন আমি তোমাকে লম্বা চিঠি দেব, তাতে এত প্রয়োজনীয় তথ্য থাকবে যা নাকি কোনো 'গাইড'এর কাছ থেকে পাবে না।

তুমি আমাকে প্রত্যেক ডাকে চিঠি দিতে লিখেছ। হে সুবোধহৃদয়, তাহলে বুঝতে পারছ তো, আমাকে প্রত্যেক মাসে অন্তত‌পক্ষে চারটি করে চিঠি লিখতে হবে। আমি কুড়ে লোক নই, কিন্তু কী সংবাদ তোমাকে আমি দিতে পারব? যাই হোক, হে বন্ধু, আমি কথাটা একেবারে ভুলে যাব না। তুমি কিন্তু মাঝেমাঝেই চিঠি দিয়ো।

আমাদের সব পুরনো বন্ধুকে আমার কথা মনে করে দিয়ো। আমি এখানে কিরকম আছি তাদের জানিয়ো।

রাজেন্দ্রের ছেলে হয়েছে, এজন্যে তাকে অভিনন্দন জানাই। শিশুটি তার বাপের মত হয়ে উঠুক, এই প্রার্থনা। তোমার পরের চিঠিতে তুমি কুচবিহারের হতভাগ্য রাজা ও ত্রৈলোক্যমোহন ঠাকুর সম্বন্ধে পূর্ণ বিবরণ জানিয়ো কিন্তু। আমি জানলাম তাদের ৭ বছরের জন্যে দ্বীপান্তর-দণ্ড হয়েছে। ত্রৈলোক্যর মায়ের জন্যে কষ্ট হচ্ছে। হয়তো বৃদ্ধ বেচারা মনোকষ্টে ইতিমধ্যে মারাই গিয়েছেন।

শ্রীমতী দত্ত ও বাচ্চারা সবাই ভালো আছে—এটা ঈশ্বরের করুণা। আগামী এপ্রিলে আমি লণ্ডনে ফিরে যেতে পারব বলে আশা করছি; সুতরাং আগের মতই এখারকার ঠিকানায় চিঠি দিয়ো।

আমাদের সম্মিলিত প্রীতিশ্রদ্ধাসহ, আমার প্রিয় গৌর, তোমার স্নেহধন্য

৬২

১ স্পেন্স'স [হোটেল]

ক্রিসমাস দিবস [১৮৬৮]

প্রিয় গৌর,

তোমার পাঠানো জিনিসপত্রের জন্যে ধন্যবাদ। তোমার শোবার ঘরের অপূর্ব তেল-ছবিটি আমাকে এমনই অভিভূত করেছে যে, ওটা যদি তোমার এককালীন বন্ধুর ছবি না-হত তাহলে সেটি আমাকে উপহার দেবার জন্যে তোমাকে অনুরোধ করতাম। কিন্তু এমন একটা স্মৃতিচিহ্ন থেকে তোমাকে

বঞ্চিত করতে আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। সুতরাং, আমার বিশ্বাস, ওটি আমাকে ধার দিতে তোমার অমত হবে না—অবশ্য তুমি যদি ওটি তোমার নতুন কর্মস্থলে নিয়ে না-যাও। তোমার ঐ পরিত্যক্ত ও স্যাঁৎসেঁতে ঘরে যতটা যত্নে আছে, তার চেয়ে অনেক বেশি যত্নে ওটা রাখব। এ বিষয়ে তুমি কী বল, ধাড়ি বালক! তুমি যখনই এ-শহরে ফিরে আসবে কিংবা লিখবে তখনই তুমি এটা ফেরত পাবে।

৬৩

[১৮৬৯]

আমার প্রিয়তম গৌর,

গতকাল আমি এক বন্ধুকে নিয়ে বালী পেরিয়ে কয়েকটি গ্রাম দেখতে গিয়েছিলাম, কিন্তু সময়-মত ফিরতে না-পারায় তোমার ওখানে যাওয়া হল না। আজ জ্ঞানেন্দ্র ঠাকুরকে নিয়ে একটু ব্যস্ত থাকতে হবে। আগামী কাল আমি অসীম আনন্দে তোমার বাড়িতে 'ডালভাত' খাব। ইতিমধ্যে আমার প্রতি তোমার অনুরাগের উত্তাপ যেন ঠাণ্ডা হয়ে না-যায়, দেখো। তাড়াতাড়িতে, তোমার

৬৪

[১৮৬৯]

প্রিয় গৌর,

বেশ। ভালো কথা। প্রাতরাশ। কিন্তু অন্তত একটা চামচ না-হলে আমি কী ক'রে সামলাব? আমার বিশ্বাস, অনেক চামচ তোমার আছে। আসনে বসতে আমি কিছুই মনে করব না। আমি ঢিলে পাৎলুন পরব। সকাল ৮টায় লোক পাঠিয়ো।

৬৫

[১৮৬৯]

প্রিয় গৌর,

কী আশ্চর্য ব্যাপার। গতকাল সারাটা দিন আমি তোমার কথা ভেবেছি, এবং নিজেকেই বার-বার জিজ্ঞেস করেছি এ বছর তুমি বাড়ি ফিরছ কি না।

আমি মারাত্মক দুর্ঘটনায় পড়েছিলাম, এখন সেরে উঠেছি। আমার পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেলে আমি খুব খুশি হব, পুরনো দিনের অনেক কথা বলা যাবে। আগামী মঙ্গলবারের বিকেলবেলা কি তোমার সুবিধে হবে? তা যদি হয়, জানিয়ো।

পুনশ্চ। তুমি জান, বিশেষ জরুরি কোনো খবর দিতে না-হলে আমি কখনো চিঠি লিখিনে। আমাকে অপদার্থ পত্রলেখক বলে তবে উড়িয়ে দিয়ো না।

৬৬

[মার্চ ১৮৬৯]

প্রিয় গৌর,

শতসহস্র ধন্যবাদ। তোমার প্রাক্তন বন্ধুটির এই চিত্রের যত্ন নিতে আমি কসুর করব না। ঈশ্বর তোমার সহায় হোন, হে বন্ধু! আবার আমাদের দেখা হবে কবে? আমাকে চিঠি লিখো, আমার কথায় বিশ্বাস রেখো, আমি উত্তর দেবই—এ শপথ করছি।

৬৭

৭ ওল্ড পোস্ট অপিস স্ট্রীট
৩১ মার্চ ১৮৬৯

প্রিয় গৌর,

কয়েকদিন আগে আমাকে বর্ধমানে যেতে হয়েছিল, সেখানে আমাদের বাঙালী অভিজাত সম্প্রদায়-ভুক্ত ব্যক্তির এক শীর্ণ নমুনার সঙ্গে দেখা হল, তিনি জনৈক কুমার—রায়মল্লিক সম্ভবত। তিনি আমার দিকে বেশ দৃষ্টি রেখেছিলেন, এবং তোমার একটা চিঠি দেখালেন। চিঠিটা আমি যদিও পড়িনি, কিন্তু তখনই আমার মনে হয়েছে, এখনো ভাবছি, তুমি ঐতিহাসিক কবতক্ষ নদীর তীরবর্তী জায়গায় সফর সেরে তোমার মূল ঘাঁটিতে ফিরে এসেছ; আরও ভেবেছি বাগেরহাট থেকে লেখা তোমার চিঠির উত্তর দেওয়া আমার উচিত ছিল। আমার কথা বলতে পারি, আমাদের দেশের ঐ অঞ্চলটির স্মৃতি আমার কাছে কিছুটা ঝাপসা। কিন্তু তোমার মত খোশমেজাজী মানুষের সঙ্গে ঐ জায়গাগুলো আবার দেখায় আমার বিশেষ আপত্তি নেই। আমি যদিও সর্বান্তঃকরণে ইচ্ছা করি যে, তুমি অন্য কোনো সভ্য অঞ্চলে খুব তাড়াতাড়ি

বদলি হও। বুড়ো রং [রঙ্গলাল] হুগলিতে এসেছে, তাকে অস্বাভাবিক মোটা ও স্বাস্থ্যবান দেখাচ্ছে। অসাবহ ও একঘেয়ে যশোরের বদলে তুমি কি কোলেদের তুমি পছন্দ কর না, এবং তার জন্তে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল না? দপ্তরের কাজে মন একেবারে বিভোর থাকলে অলস চিন্তার জন্তে মনের আর কোনো সময় থাকে না, এ অবস্থা ছাড়া, আমি ধারণাই করতে পারি নে, মানুষে কী করে ওখানে বাস করে।

ঠাকুর বনাম ঠাকুর সেই বিরাট মামলাটি মিটে গিয়েছে। এখনো রায় বের হয়নি। বাদী পক্ষের আমি একজন কৌশুলি ছিলাম, 'ডেইলি নিউজ' পত্রিকার রিপোর্টারের নজর থেকে আমার নামটা এড়িয়ে গেছে যদিও।

আমি যে ঠিকানা দিয়ে এই চিঠি লিখছি তার থেকেই তুমি বুঝতে পারবে, আমি হাইকোর্টের অরিজিন্তাল সাইডে প্র্যাকটিস করতে আরম্ভ করেছি। আপীলের আদালতে বর্তমানে বিশেষ কোনো কাজ নেই—হায় রে, কী ভীষণ এই স্ট্যাম্প অ্যাক্ট! আজকাল মামলামোকর্দমা হচ্ছে ধনী ব্যক্তিদের বিলাস মাত্র।

ভাইসরয় পাহাড়-অঞ্চলে গিয়েছে, কলকাতা এখন নীরস নিস্তেজ হয়ে আছে। থিয়েটারের লোকেরা আর অপেরা-ওয়ালারাও সকলেই চলে যাচ্ছে। আমি অনেক সময় ভাবি লখনউএ পাড়ি দিলে কেমন হয়; কিন্তু সেখানে আমার এমন কেউ নেই যে নাকি আমাকে সবার সঙ্গে পরিচয় করে দেবে বলে নির্ভর করতে পারি। আমাদের এই এলাকার দু-এক জন সেখানে গিয়ে অল্পদিনের মধ্যে ভাগ্য ফিরিয়ে নিয়েছে।

আমাদের মধ্যে কবে নাগাদ ফিরে আসতে পারবে বলে মনে করছ? আমার মনে হচ্ছে পূজোর ছুটির আগে সম্ভবত নয়। তুমি ধারণা করতে পারবে না সেই ছবিটা কীরকম অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে। একজন ইউরোপীয় আর্টিস্টকে দিয়ে আমি ওটা একটু সংস্কার করিয়ে নিয়েছি।

৬৮

[১৮৬৯]

প্রিয় গৌর,

তোমার চিঠি আমার হাতে পৌছবার একটু আগে আমার কন্তা শর্মিষ্ঠা হঠাৎ মূর্ছা গিয়ে প্রায় মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে পড়ে। (কয়েক সপ্তাহ আগে

তার মা ও ভাইয়েদের সঙ্গে সে ফিরে এসেছে ভারতবর্ষে)। ভাগ্যক্রমে ডাক্তার গামার এখানে ছিলেন। কন্যাটি এখন ভালো আছে—ঈশ্বরের আশীর্বাদ। যে-কোনো দিন ১০টার পরে ৭নং ওল্ড পোস্ট অপিস স্ট্রীটে আমার সঙ্গে দেখা কর, তার পর আমরা এখানে ফিরে আসব, তখন শ্রীমতী দত্ত ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গেও দেখা হবে। তাড়াহুড়োতে, তোমার

৬৯

৭ ওল্ড পোষ্ট অপিস ষ্ট্রীট
৩০ জুলাই ১৮৬৯

প্রিয় বুড্ঢা গৌর,

তুমি ধারণাই করতে পারবে না তুমি শহর ছেড়ে যাবার আগে আমি তোমার সঙ্গে একটু কথাও বলতে পারলাম না বলে আমি কতটা দুঃখ বোধ করেছি, আমার চেম্বার তখন শাঁসালো মক্কেলে পূর্ণ! তুমি যদিও একজন হাকিম,…এত শুল্ক আদায় করা তোমার সাধ্য নয়। যাই হোক, দুঃখপ্রকাশ বৃথা, কেন না তুমি এখন আছ সুন্দরবনের বেশ স্বাস্থ্যকর অঞ্চলে, আর তোমার এই দীন দাস পড়ে আছে ওল্ড পোস্ট অপিস ষ্ট্রীটের হট্টগোলের মধ্যে। কিন্তু ছুটি এসে গেল, তখন নিঃসন্দেহে, পুরনো বন্ধুদের বেশ একটা জমাট জমায়েত হবে। ইতিমধ্যে তোমার মহিমান্বিত অনুগ্রহলাভের আকাঙ্ক্ষায় এই পত্রবাহককে একটু সুপারিশ করার অনুমতি দাও, এঁকে আমি আগে কখনও দেখিনি, কিন্তু সে আমার কাছে এসেছে কাটিপাড়ার আমার এক বুড়ো ধূর্ত খুড়ো বংশীধর ঘোষের কাছ থেকে অতি চমৎকার এক চিঠি নিয়ে। এর জন্যে তুমি যদি কিছু করতে পার আমি অনুগৃহীত হব। মনে হচ্ছে, তার এমন ধারণা হয়েছে যে আমার কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে যেতে পারলেই তার পথ পরিষ্কার হয়ে যাবে। এই জন্যে এই চিঠি। সুপারিশ-পত্র দেওয়া আমি একেবারেই পছন্দ করি নে, কিন্তু এমন এক-একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যায় যে, অন্যের জন্যে একজন অসহায় পাষণ্ডকে তার মনোবৃত্তির উপরেও পীড়ন করতে হয়।

তোমাকে দেওয়ার মত বিশেষ কোনো খবর নেই। এখানে আমাদের বড় একঘেয়ে কাটছে, যদিও এখন সেই ঈশ্বরীর বিরুদ্ধে আমার কোনো

নালিশ নেই, কবিরা যাঁর নাম দিয়েছেন 'চপলা'। আমার ব্যবসায়ে বেশ মুনাফা হচ্ছে। আমার বাড়ির সকলে এখনো উত্তরপাড়ায় আছেন, শীঘ্রই আমরা চন্দননগরে উঠে যাব। আমি এই শহরেই আটকে আছি, কেননা শহরের বাইরে বাস করা বিলাস মাত্র যা আমি কিছুতেই করতে পারিনে। কারণ ব্যবসায় আরম্ভ করেছি সবে মাত্র।...এই নীরস ও নির্বোধ চিঠির জন্যে ক্ষমা কোরো। আমাকে একটু বেরোতে হবে, সুতরাং বিদায়।

৭০

[১৮৭২]

প্রিয় গৌর,

এই পত্রবাহকটি তোমার কাজের ঠিক উপযোগী হবে। এ একজন সেরা পাচক ইত্যাদি ইত্যাদি। তুমি যদি এঁকে তোমার নূতন গৃহে উপযুক্ত কাজ দিতে পার তাহলে এমন সুবিধাজনক ব্যক্তিকে নিয়োগের জন্যে তোমাকে আক্ষেপ করতে হবে না। দ্বারকানাথ ঠাকুর, কিশোরী এবং তোমার এই দীন সেবকের কাছে এ কাজ করেছে। তাড়াহুড়োতে, তোমার

৭১

[১৮৭২]

প্রিয় গৌর,

আমি দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, তুমি যে-চিঠির কথা লিখেছ আমি সে-চিঠি দেখিই নি। তা যদি দেখতাম তবে তখনি তার উত্তর দিতাম।

তোমার জানা উচিত আমি হাকিম বাহাদুর নই, আমাকে তাই রোজ বের হতে হয়।

এ কথা কি তোমাকে খুলে বলতে হবে যে, আমার আয়ত্তের সবটা সময়ই তোমার? অতি অবশ্য এসো, আমি সর্বদা যা অনুভব করতাম এবং সর্বান্তঃকরণে করি সেই আন্তরিক বন্ধুত্বের সেই প্রতিশ্রুতিটা এখানে এসে আমার মুখ থেকেই শুনো।

৭২

[১৮৭২ ফেব্রুয়ারী]
মঙ্গলবার

প্রিয় গৌর,

কয়েক সপ্তাহ আগে আমি প্রায় মরেই গিয়েছিলাম এবং আমাকে যেতে হয়েছিল ঢাকা, সেখানে ১০ দিন আটকে পড়েছিলাম, তার পর অনেক কষ্টে ফিরে আসি। জানতে পারলাম তুমি স্বাস্থ্যহানির জন্যে ছুটিতে আছ। যত শীঘ্র সম্ভব তোমার সঙ্গে দেখা করব।

তোমার জন্যে এই সঙ্গে এক কপি 'ইলিয়দ' পাঠালাম। তোমার পুত্রের সম্বন্ধে এবং তার ইউরোপ-যাত্রা সম্বন্ধে তোমাকে আমার অনেক-কিছু বলার আছে।

৭৩

[১৮৭২]

প্রিয় গৌর,

আমি আমার পুরাতন আবাস ত্যাগ করেছি। আমার এই নূতন গৃহে তোমার মত প্রিয়তম বন্ধুকে পেলে আমি পরম আনন্দলাভ করব। হায়, আমি শোচনীয় অবস্থায় আছি। এস, একবার দেখে যাও তোমার অযোগ্য ও স্নেহময় এম এস ডি।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে লিখিত

মাদ্রাজ

২৭এ মে ১৮৪৯

প্রিয় ভূদেব,

কিছুটা সময় হাতে পাওয়ায়, আমার চিন্তায় আসছে এমন বিষয়ের মধ্যে সবচেয়ে প্রীতিপ্রদ একটা কাজের কথা মনে হল, তা হচ্ছে তোমাকে চিঠি লেখা।

আমি যখন তোমার অত্যন্ত সমাদৃত চিঠিটি পাই, তখন এমন ব্যস্ত ছিলাম যে, উত্তর দিতে পারিনি। একটি নূতন কবিতার সম্ভাবনা জন্ম ও তার লালন-পালন এতদিন আমাকে সেই আনন্দ থেকে বঞ্চিত রেখেছিল, আমি শপথ করে বলছি, এটা একটা আনন্দই।

সেই নতুন কবিতাটি এখনো শেষ করতে পারিনি। আমি বড়জোর ১২ থেকে ১৩ শত ভালো মন্দ ও মাঝারি ছত্র লিখেছি, যাকে বলা যায় বীররসাত্মক। এ সম্বন্ধে শীঘ্রই আরও জানাব।

এবার, শোনো ভাই, নীরবতা কখনো-কখনো প্রচণ্ডতম হট্টগোলের থেকে বেশি স্পষ্ট হয়ে থাকে ; আমাদের বন্ধুত্বের পুনর্জন্মলাভ যে হচ্ছে (তাই বলা যায়) তার জন্যে আমি ঢক্কানিনাদের দ্বারা আমার উল্লাস প্রকাশ করতে চাইনে।

বলো, তুমি পেয়েছ কি, পেয়েছ কি অভাগা 'ক্যাপটিভ লেডি' ? দুর্গার শপথ, আমি বিরক্তিতে পাগল হয়ে আছি। তোমার যদি কোনো খ্রীষ্টীয় মহানুভবতা থাকে (যদিও তুমি একটা বিধর্মী পামর), তাহলে বইটা সম্বন্ধে কিছু বলো।

আমি এইমাত্র গৌরের কাছ থেকে একটা চিঠি পেলাম তাতে তাকে কুয়াশাচ্ছন্ন বলে মনে হল। তাকে অনুগ্রহ ক'রে বলো যে, আমার মতন মহামান্য ব্যক্তিকে দিয়ে কাগজের উপর কলম বসাবার জন্যে তাকে অত্যন্ত দীর্ঘ চিঠি লিখতে হবে, কেবল আমার কবিতা সম্বন্ধে লেখা লম্বা চিঠি।

আমার কবিতাটি তুমি পেলে, আশা করি, তুমি টীকা নতুন করে এবং

বেশ বড় করে লিখবে। প্রাচীন কালের মানুষ ও তাঁদের কীর্তি সম্বন্ধে তোমার জ্ঞানের উপর আমার খুব ভরসা আছে। আমার নূতন কবিতাটির সঙ্গে লণ্ডন থেকে তার পুনঃপ্রকাশের অভিপ্রায় আমার আছে। আমি যা-যা বললাম সেসব সম্বন্ধে সংস্কৃত পণ্ডিতদের কথা উদ্‌ধৃত করতে পারবে তো? একটা বেশ পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ অতি অবশ্য লেখো, রাজসূয় যজ্ঞ সম্বন্ধে সংস্কৃত ও অন্যান্য উদ্‌ধৃতির দ্বারা তা যেন বেশ অলংকৃত হয়। আমি প্রকাশ্যে এ ঋণ স্বীকার করব।

এখানে 'ক্যাপটিভ' বেশ ভালো সমাদর পেয়েছে। সেই দুই মুসলমান ভদ্রমহোদয়কে আমার সালাম জানাও। বিশেষ করে আমার পুরনো বন্ধু আবদুল লতিফকে। সে বেশ চতুর লোক, তাই না! সে কি মদ্য পান করে ও শূকরের মাংস খায়; অথবা সে এখনো বিসমিল্লা-ধরণের ছোকরাই আছে? ফিরিঙ্গিদের ধরণধারণে ওদিক দিয়ে কিছু কি হল? তোমার সম্বন্ধে সব খবর জানাও। তোমার মহিমময়ী মাতৃদেবী কেমন আছেন? তুমি কি বিয়ে করেছ?

তোমাকে 'বিধর্মী পামর' বলায় আমার স্ত্রী আমার উপর বিরূপ হয়েছেন। তোমাকে আমি তাঁর থেকে অনেক বেশি জানি। শীঘ্রই আরো জানাব।

তোমার চির স্নেহবদ্ধ

এম. দত্ত

পুনশ্চ। এই চিঠি আমি বিয়ারিং পাঠালাম। চিঠির উত্তর দিতে কসুর কোরো না। আমার ব্যাঙ্ক এখন একেবারে শূন্য।

বসাককে বোলো এক কপি ক্যাপটিভ যেন রামচন্দ্র মিত্রকে পাঠায়, আর-এক কপি সে ভালো বুঝলে মিস্টার বীটন[বেথুন]কে, সে যেন তাঁকে চিঠি লেখে এবং তাঁর উত্তর আমাকে পাঠায়—যদি অবশ্য তিনি উত্তর দেন।

রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত

১

৬ লোয়ার চিৎপুর রোড

২৪ এপ্রিল [১৮৬০]

প্রিয় রাজনারায়ণ,

আমাদের বন্ধু রাজেন্দ্র'কে লেখা তোমার দুটি চিঠি আমি দেখেছি। তার পর নিজেকে আর নীরব রাখতে কিছুতে পারলাম না। আমাকে যেভাবে তুমি উৎসাহিত করেছ তার জন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ তোমার প্রাপ্য, কেননা, নিঃসন্দেহে তুমি আমাদের কালের একজন 'প্রতিনিধি-স্থানীয় ব্যক্তি', এবং তোমার অভিমত কেবল একালের নয় ভবিষ্যতের সংকেত বলে গ্রহণ করা চলে। তোমার মত একজন স্কলারের ও এই শহরের আরও জনা-দুয়েক বিদগ্ধ ব্যক্তির এরকম প্রশংসা আমার কাব্যের ভবিতব্য সম্বন্ধে একটা নিশ্চিত গ্যারান্টি বলে আমি যদি গ্রহণ করে থাকি তাহলে আমার সেই আত্মগরিমার জন্যে আমাকে ক্ষমা কোরো।

অল্পকালের মধ্যেই গ্রন্থের আকারে তিলোত্তমা প্রকাশিত হবে। সম্ভবত তুমি জান না যে এটি চার খণ্ডে সম্পূর্ণ। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মনে করেন শেষ সর্গটিই সবচেয়ে ভালো হয়েছে, তাঁর খরচেই বইটি ছাপা হচ্ছে (কারণ, একজন উৎকৃষ্ট কবির যতটা দরিদ্র হওয়ার কথা আমি ততটাই দরিদ্র !)। যাই হোক, অল্পদিনের মধ্যেই তুমি নিজের বিচার নিজেই করার সুযোগ পাবে। বই তো শিগগিরই বেরিয়ে যাবে, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কয় জন এটা পড়বে। আক্ষেপেরই কথা তুমি এখন কলকাতায় নেই। তুমি যদি থাকতে তাহলে এই বই সম্বন্ধে কয়েকটা লেকচার দেবার জন্যে তোমাকে উত্ত্যক্ত করতে পারতাম। তাতে নিঃসন্দেহেই কিছু পাঠক পাওয়া যেত। আমার মনে হচ্ছে তুমি আমার স্টাইল একটু শক্ত মনে কর, কিন্তু, বিশ্বাস করো, যারা নাকি আজকালকার সাহিত্যিক উত্তেজনা সৃষ্টির জন্যে বই লিখে থাকে আমি ওই 'অন্তঃসারশূন্য ইতর'দের বেশির ভাগের মত শব্দাড়ম্বরতার জন্যে বিন্দুবিসর্গ চেষ্টা করিনে। শব্দগুলি আমাকে নিজে এসে ধরা দেয়, যেন স্বচ্ছন্দে ভেসে চলে আসে (মনে হচ্ছে আমি এঁকে বলতে পারি) অনুপ্রেরণার স্রোতে। উত্তম অমিত্রাক্ষর ছন্দকে

ধ্বনিব্যঞ্জক হতেই হবে, এবং ইংরেজি ভাষার শ্রেষ্ঠ অমিত্রাক্ষর ছন্দের লেখক ছিলেন কবিদের মধ্যে সবচেয়ে দুরূহ— আমি বুড় জন মিলটনের কথা বলছি। আর, ভার্জিল ও হোমরও যাই হোন, তাঁদেরও বিশেষ সহজ বলা চলে না। কিন্তু সে কথা থাক্। এই অধমের প্রথম কাব্যের অনেক-কিছুই তুমি মার্জনা করবে বলে ভরসা করি। আমি বেশ হালকা মেজাজেই এটি আরম্ভ করি, তারপর আমি বুঝতে পারি আমি প্রকৃতপক্ষে এমন-কিছু করে ফেলেছি যা নাকি আমাদের জাতীয়-কাব্যকে রীতিমত উন্নীত করতে পারবে, অন্ততপক্ষে ভবিষ্যৎকালের কবিদের এমন রীতিতে লেখা শেখাতে পারবে যা কিনা কৃষ্ণ-নগরের সেই ব্যক্তিটির রীতি থেকে একেবারে আলাদা—যিনি ছিলেন ইতর-জাতীয় কবি সম্প্রদায়ের জনক, যদিও তিনি স্বয়ং ছিলেন মার্জিত প্রতিভার অধিকারী।

একজন কলমবাজ হিসেবে আমি এ কথা ভেবে গর্বিত বোধ করছি যে, তুমি আমার প্রহসনগুলি পছন্দ করেছ। কিন্তু তোমাকে অকপটে সত্য কথাটি বলতে গেলে স্বীকার করতে হয় যে, ঐ বই-দুটো প্রকাশ করে আমি অল্পবিস্তর অনুতপ্ত। তুমি তো জান, আমরা আজ পর্যন্ত একটা জাতীয়-রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করতে পারিনি। অর্থাৎ আমি বলতে চাই যে, আমাদের জাতীয়-রুচি নিয়ন্ত্রণ করার উপযোগী ক্লাসিকাল নাটক পরিবেশনের জন্ম একটি মার্জিত ও সুস্থ ব্যক্তি-সমবায় গঠন করতে পারিনি, এই জন্মেই আমাদের এখন প্রহসন না-থাকাই বাঞ্ছনীয়। আমি জানিনে 'শর্মিষ্ঠা' তুমি দেখেছ কিনা, যদি দেখো থাকো সে সম্বন্ধে তোমার অভিমত কী। আমার আর-একটি নাটক আছে, কিছুদিনের মধ্যেই সেটি একটি শৌখিন সম্প্রদায় কর্তৃক অভিনীত হবে। এটাও ক্লাসিকাল আদলে লেখা। ছাপাখানার কবল থেকে বের হলেই আমি তোমাকে এক কপি পাঠাব, এবং তুমি বলবে এটা তোমার কেমন লাগল। যদি সময় পাই, যদি বাঁচি—আমি ক্লাসিকাল ধাঁচের আরও তিন-চারটি নাটক লিখব বলে মনস্থ করেছি— আমাদের দেশবাসীকে এই ধরণের নাটকের স্বাদ দেবার জন্মেই এই ইচ্ছে ; তার পরে ঐতিহাসিক ও অন্যান্য বিষয়ক রচনায় হাত দেব। আমাদের একটা জাতীয়-মহাকাব্য রচনার জন্মে তুমি যে বিষয়টির প্রস্তাব করেছ সেটি বেশ ভালো— বস্তুতপক্ষে খুবই ভালো। কিন্তু আমার মনে হয় না

যে, আমি এখনও ঐ বিষয়টির পূর্ণ মর্যাদা দেবার মত কাব্যকলার উপর যথেষ্ট অধিকার অর্জন করতে পেরেছি। সুতরাং তোমার আরও কয়েকটা বছর অপেক্ষা করতে হবে। ইতিমধ্যে আমি আমার প্রিয়পাত্র ইন্দ্রজিতের মৃত্যু নিয়ে একটা উৎসবে রত হতে চলেছি। ভয় পেয়ো না, ভাই, আমি বীররস দিয়ে আমার পাঠকদের উত্যক্ত করতে চাই নে। আগে কয়েকটা ক্ষুদে-মহাকাব্য লিখে হাতটা একেবারে পাকাপোক্ত করে নিতে দাও।

তুমি বোধ হয় জান না যে, আমি এখন এখানে কী অবস্থায় আছি। এটুকু জেনে রেখো যে, আমি যদি সত্যিসত্যিই 'পবিত্র কাব্যের প্রেমে ক্লিষ্ট না-হতাম' তাহলে কবিতাকে জলাঞ্জলি দিয়ে দিতাম। সদরের জন্মে আমি ল পড়ছি—আইন। আইন আর কবিতা। পোপের সেই ছত্র-দুটি তোমার মনে পড়ে?—

A clerk foredoomed his father's soul to cross,

Who pens a stanza when he should engross!

(যখন মামলার নথি লেখার কথা তখন সে লিখছে কবিতার স্তবক এমন-এক পিতার ভবিষ্যৎ আগেই নির্ধারিত করে রেখেছিল এক করণিক)

ব্যাপার হচ্ছে আমি হচ্ছি সেই মানুষটি, যদিও আমার পিতা নেই; তার উপর আমার পৈতৃক সম্পত্তির জন্মে আমি একপাল লোকের সঙ্গে মামলায় জড়িত। কিন্তু ফরাসীরা যখন বলে 'n'importe', আমার আছে সেইরকম সাহসী দিল্, সাহসের সঙ্গেই আমি লড়াই চালিয়ে যেতে চাই। রাশিয়ানদের রাজকীয় শিরোভূষণ লাভ করার চেয়ে আমি আমার দেশের কবিতার সংস্কারসাধনের জন্মেই বেশি আগ্রহী।

আমি ঠিক জানিনে, কোন্ ইউরোপীয় তোমাকে বলেছিলেন যে, বাংলার প্রতি আমি তীব্র ঘৃণা পোষণ করি, কথাটা অবশ্য ঠিক। কিন্তু এখন আমার এতদূর পর্যন্ত বিশ্বাস জন্মেছে যে, আমাদের অমিত্রাক্ষর ছন্দ, আমেরিকানদের ভাষায় 'ইংরেজিকে পিষে ফেলবে'! কিন্তু ওসব রহস্য বাদ দিয়েও এ কথা কি ঠিক নয় যে, আমাদের অমিত্রাক্ষর ছন্দ অন্য যে-কোনো দেশের অনুরূপ ছন্দের মতই অপরূপ?

এইসঙ্গে আমি 'মেঘনাদ'এর প্রারম্ভিক স্তব-মূলক স্তবকটি পাঠাচ্ছি—এ

সম্বন্ধে তোমার কী মনে হয় তা অবশ্যই জানাবে। এখানকার এক বন্ধু, তিনি কবিতার সমঝদারও বটেন, এঁকে বলছেন অপূর্ব। ভালো কথা, আমার গীতিকবিতার একটি ছোট বই ছাপাখানায় দিয়েছি। এটি হচ্ছে বেচারী রাধা'কে নিয়ে এবং তার বিরহ নিয়ে লেখা। বইটি ছেপে বেরিয়ে এলেই তুমি পেয়ে যাবে।

এবার আমার এ চিঠি শেষ করা উচিত বলে মনে হচ্ছে। আমাকে চিঠি দিতে ভুলো না ; আর যাই কর এ কথা বিশ্বাস করতে কখনো দ্বিধা কোরো না যে আমি তোমার স্নেহানুরক্ত পুরাতন বন্ধু

২

১৫ই মে ১৮৬০

প্রিয় রাজনারায়ণ,

তোমার কাছে আমার ক্ষমা চাওয়া উচিত, তোমার আন্তরিকতাপূর্ণ ও প্রার্থিত চিঠির উত্তর দিতে অনেক দেরি হয়ে গেল। কিন্তু তোমাকে কিছুটা সতর্ক করেই দিতে চাই—চিঠি-লিখিয়ে হিসেবে আমার কাছ থেকে কোনো রকম নিয়মানুবর্তিতা প্রত্যাশা কোরো না। স্বভাবতই আমি কুড়ে-প্রকৃতির মানুষ, তার উপর আমাকে অনেক রকমের কাজ করতে হয়। আফিসের কাজ দেখাশুনা করা আছে ; সাধারণত চার-পাঁচ ঘণ্টা আইন নিয়ে মেতে থাকতে হয় ; সংস্কৃত লাটিন ও গ্রীক পড়ি ; তার পর আছে লেখালেখি। এই কাজগুলো একটা মানুষকে সকাল থেকে শিশিরসিক্ত সন্ধ্যা ডিঙিয়েও আরও রাত পর্যন্ত বিভোর রাখার পক্ষে যথেষ্ট। যাই হোক, এই আমি প্রস্তুত—এখন ঠিক আধঘণ্টা একটা প্রিয়কাজে নিজেকে নিয়োগ করতে পারব, সে কাজটি হচ্ছে আমার এমন-এক পুরনো বন্ধুকে চিঠি লেখা যার মান ও মর্যাদা কি ভাবে রাখতে হবে এতদিনে আমি তা শিখেছি।

কয়েক দিন আগে আমি আমার প্রকাশককে আমার নতুন নাটকটি তোমার কাছে পাঠিয়ে দেবার জন্যে লিখেছিলাম। নাটকটি সম্বন্ধে তোমার অভিমত জানার জন্যে খুবই ব্যগ্র আছি। আমি মনে করি, আমাদের নাটক অমিত্রাক্ষর ছন্দে হওয়া উচিত, গদ্যে নয়। কিন্তু এই সংস্কারের কাজটি অবশ্যই

হতে হবে ক্রমশ, অল্প অল্প করে। আরও কয়েকটি নাটক লেখার জন্তে বেঁচে থাকার যদি সুযোগ পাই, তাহলে এ-বিষয়ে নিশ্চিত থেকো যে, আমি আমাদের সাহিত্যদর্পণের বিশ্বনাথ-মহাশয়ের নির্দেশের দ্বারা নিজেকে বেঁধে রাখব না। আদর্শরূপে গ্রহণ করার জন্তে আমি ইউরোপের স্বনামধন্ত নাট্যকারদের দ্বারস্থ হব। সেইটেই হবে প্রকৃত একটি জাতীয়-নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা। কিন্তু, পদ্মাবতী সম্বন্ধে তুমি কী মনে করছ আমাকে জানাও। আমি ঠিক বুঝতে পারছি যে, প্রথম অঙ্কে তুমি যে গ্রীক কাহিনী পাচ্ছ তা যে সেই সুবর্ণ-আপেলের ভারতীয় রূপ তা আর তোমাকে বলে দিতে হবে না।

তিলোত্তমা ছাপা হয়ে গিয়েছে, কিন্তু মুদ্রাকরের ঘর থেকে এখনো তা ছাড়া পায়নি। যত শীঘ্র সম্ভব তুমি এক কপি পাবে। আমার ধারণা তুমি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অন্ততম লেখক, ঐ পত্রিকায় তুমি কি বইটির সমালোচনা করবে? তাহলে বইটি প্রকৃতপক্ষেই বেশ মর্যাদা পেয়ে যাবে। যদি সমালোচনা করই, তোমাকে এই অনুরোধ, আমি তোমার বন্ধু বলে আমাকে ছেড়ে কথা বোলো না। আমার যতটা প্রাপ্য মনে করবে ততটাই কটুকাটব্য করবে। আমি একটা অতি বশ্য সারমেয় যে নাকি তার এই সাহিত্যিক লেজ নাড়ছে।

তোমার স্ত্রীর প্রশংসার কথা জেনে আমি অত্যন্ত গৌরব বোধ করছি। তিনিই তিলোত্তমার প্রথম পাঠিকা, তাঁর সু-অভিমত পেয়ে আমার কৃতিত্ব সম্বন্ধে আমি গর্ব বোধ করছি। রঙ্গলালকে লেখা তোমার চিঠির অংশটি আমি পড়িনি, সে প্রায়ই আমার সঙ্গেসঙ্গে থাকে, কেননা বালক-বয়সে আমরা খিদিরপুরে একত্র থাকতাম, এবং আমার মা'কে (ঈশ্বর তাঁর আত্মার শান্তি দিন্) সে ডাকত মা ব'লে। সে একটু স্পর্শকাতর-গোছের মানুষ, কিন্তু এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই যে, কাব্য-রচয়িতা হিসেবে আমি যদি আমার টুপী এক বা দুই ধাপ উঁচু পেরেকে লটকাই তাতে সে সম্মতি দিতে প্রস্তুত আছে। তার সম্বন্ধে আমার অভিমত এই যে, কাব্যের অনুভূতি ও আবেগ তার মধ্যে আছে, কিছুটা কল্পনাশক্তি ও সম্ভবত উদ্ভাবনীশক্তিও তার আছে, কিন্তু তার রচনাপদ্ধতি একটু বিকৃত এবং কাজে-কাজেই তা নিন্দনীয়। সে হয়তো এসব ত্রুটি শুধরে নিতে পারবে। তিলোত্তমা তার উপর কিছুটা প্রভাব বিস্তার করেছে বলে মনে হয়, তার ঠিক পরের কবিতাতেই তা প্রত্যক্ষ করতে পারবে।

৬

হে বন্ধু, তোমার পারিবারিক অসুবিধাগুলি ক্রমশ কমে আসছে জেনে আমি আনন্দ লাভ করেছি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তিনি তোমার উপর সদয় হোন এবং তোমাকে সুখী করুন। সুখী হওয়ায় তোমার পরিপূর্ণ অধিকার, কেননা, তোমার হৃদয় সততায় পূর্ণ, তুমি একজন অকপট ও সরল ব্যক্তি, তোমার মধ্যে প্রচুর উদ্যম, এবং কোনো-কোনো ব্যাপারে তোমার মধ্যে এমন গুণ আছে যার জন্যে যারা পার্থিব ব্যাপারে বেশ বুদ্ধি ধারণ করে তারা তোমাকে বলবে—নির্বোধ। তুমি নির্দ্বিধায় বিশ্বাস কোরো যে, তোমার সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে আমি ব্যাকুল।

মেঘনাদ রচনার কাজ ধীরে-ধীরে এগচ্ছে। মনে হচ্ছে এই কাব্যটি এই বছরের শেষাশেষি শেষ করতে পারব। প্রারম্ভিক ছত্রগুলি তোমার ভালো লেগেছে জেনে সুখী হলাম। আমি তোমাকে জানিয়ে রাখতে চাই, হে প্রিয় বন্ধু, একজন খুশি খ্রীষ্টান যুবক হিসেবে আমি যদিও হিন্দুধর্মকে বিন্দুবিসর্গ কেয়ার করিনে, কিন্তু আমি আমাদের পূর্বপুরুষদের অভিনব পুরাণকথা খুবই ভালোবাসি। এগুলি কাব্যসুধায় পূর্ণ। উদ্ভাবনীশক্তি আছে এমন মানুষ এর থেকে অতি অপরূপ জিনিস প্রস্তুত করে তুলতে পারে। তোমার কপি তিলোত্তমা পেলে তুমি এর কাহিনী, এর চরিত্রাবলী, এর ভাব ও ভাষা ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রকৃতই একটি আরিস্টটলীয় লিপি পাঠাবে। তুমি এমনভাবে এর সমালোচনা (প্রকাশ্যে) করবে যাতে আমাদের দেশবাসী সংগত ও মার্জিত সমালোচনার রহস্য জেনে সেই মন্ত্রে উদ্‌বুদ্ধ হতে পারে। সাহিত্য-বিষয়ক নানাবিধ উদ্যমের পক্ষে আমাদের দেশে কত বিরাট ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়ে পড়ে রয়েছে ! ভগবানের কাছে আমি প্রার্থনা করি আমি যদি সময় পাই ! কবিতা, নাটক, সমালোচনা, উপন্যাস—একজন মানুষ অশেষ যশ রেখে যেতে পারবে 'সমস্ত গ্রীক ও যাবতীয় রোমক কীর্তির উপরে'। আমার ইচ্ছে, তুমি সমালোচনার দিকটি গ্রহণ কর। অ্যারিস্টটল, লঞ্জিনাস, কুইনটিলিয়ন,

---

Aristotle, ৩৮৪-৩২২ খ্রীষ্টপূর্ব, গ্রীক দার্শনিক।

Longinus, Dionysius Cassius, মৃত্যু ২৭৩ খ্রীষ্টাব্দ, গ্রীক দার্শনিক।

Quintilian, খ্রীষ্টাব্দ প্রথম শতক, রোমক আলংকারিক।

সাহিত্য-দর্পণ, বার্ক, কামেস, অ্যালিসন, অ্যাডিসন, ড্রাইডেন এবং এরকম আরও অজস্র, এবং বৃদ্ধ ব্লেয়ারের বক্তৃতার কথা বা সেই জার্মান শ্লেগাল'এর কথা ভুলে যেয়ো না। তুমি যদি স্বচ্ছন্দে সংস্কৃত পড়তে না-পার তাহলে তোমার অভিপ্রায়-অনুসারে কাজ করবেন এমন-একজন পণ্ডিত নিয়োগ কর।

সেই B'র বৃদ্ধ ও স্থূল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এখন কোথায়? তাকে আমি দীর্ঘদিন চিঠিপত্র দিই নি, সেইজন্যে সে আমার উপর বিরক্ত হয়ে আছে। অনুগ্রহ করে তাকে আমার প্রীতি-ভালোবাসা জানিয়ো। আশা করি তাতে তার উত্তেজিত স্নায়ু প্রশমিত হবে, যেমন নাকি একটি জলের টাব দেখে তিমি মাছের বা বাইবেলে উল্লিখিত সুবৃহৎ সামুদ্রিক জীবের প্রাণে জল আসে বলে কথিত আছে।

কবে তুমি কলকাতায় আসবে বলে ঠিক করেছ? ভালো কথা, এই পৃথিবীর মধ্যে তোমাদের অঞ্চলের যিনি শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তা, তুমি কি তাঁর হাতে একখণ্ড তিলোত্তমা ধরিয়ে দিয়ে তোমার স্কুলের উঁচু ক্লাসের জন্যে পাঠ্য করতে রাজি করাতে পার? শিক্ষক রূপে তুমি তো আছই, তাহলে বই অভূতপূর্ব সমাদর লাভ করবে বলে আমি নিশ্চিত।

তোমাকে আমার জানানো উচিত, প্রিয় বন্ধু আমার, আমার স্ত্রীর এক আত্মীয় বিয়োগের জন্যে এখন আমরা শোক পালন করছি—পাঁচ মাস আগে তিনি ইংলণ্ডে মারা গিয়েছেন। তোমাকে দেবার মত তেমন কোনো খবর নেই বলে আমি দুঃখিত। আমি নিঃসঙ্গ ও নির্জন জীবন যাপন করছি, তাঁদের রচিত গ্রন্থাবলীর মাধ্যমে আমি মহান্ মৃতদের সঙ্গে কথোপকথন করে চলেছি,

---

Burke, Edmund, ১৭২৯-১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দ, ইংরেজ বাগ্মী।

Kames, ১৬৯৬-১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দ, দার্শনিক

Alison, ১৭৯২-১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ

Addison, Joseph, ১৬৭২-১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দ, ইংরেজ প্রাবন্ধিক ও কবি।

Dryden, John, ১৬৩১-১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ, ইংরেজ কবি ও নাট্যকার, রাজসভা-কবি ১৬৭০-১৬৮৯।

Blair, ১৭১৮-১৮০০ অলংকারশাস্ত্রবিদ্

Schlegel, Von, ১৭৬৭-১৮৪৫, জার্মান গ্রন্থকার।

জীবিত পৃথিবী সম্বন্ধে যতটা উদাসীন থাকা যায়, তাই আছি। আজকালকার বেশির ভাগ সংবাদপত্র আমি ঘৃণা করি—তা দেশীই হোক বা ইংরেজিই হোক। এগুলোতে এমনই সব রাবিশ থাকে! এবার বিদায়, বন্ধু। সব সময় আমাকে চিঠি দেবে, কিন্তু তোমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারব এমন আশা কোরো না। আমাকে অপদার্থ জ্ঞান ক'রে গৌর আমাকে বর্জন করেছে। তার দৃষ্টান্ত তুমিও অনুসরণ কোরো না, এই প্রার্থনা। আন্তরিকতম স্নেহানুভূতি সহ

তোমার বরাবরের আন্তরিকতম

পুনশ্চ। তোমার সাধ্বী স্ত্রীই তিলোত্তমার প্রথমা পাঠিকা নন। প্রসঙ্গক্রমে জানিয়ে রাখি। গ্রন্থকারের স্ত্রী দাবি করছেন তিনি তাঁর আগে পড়েছেন।

৩

১লা জুলাই ১৮৬০

প্রিয় রাজনারায়ণ,

তিলোত্তমা বেরিয়েছে। আমি মেসার্স আই. সি. বোস্ অ্যাণ্ড কো.'কে বলেছি তোমাকে এক কপি পাঠাতে। বইটি পাওয়া মাত্র তুমি বইটি নিয়ে বসবে, আদ্যোপান্ত পড়বে, তার পর বলবে তুমি কেমন মনে করছ। কোনো রকম বিরূপ সমালোচনায় দমে যাব এমন পাত্র আমি নই, বিশেষ করে সেই সমালোচনা যখন একজন অকপট বন্ধুর কাছ থেকে আসবে, এবং যে নাকি আমার মঙ্গল চায়।

যাকে কিনা 'মানবিকতাবোধ' বলে নিঃসন্দেহে তার অভাব প্রথমেই তোমার নজরে পড়বে, কিন্তু তোমাকে মনে রাখতে হবে যে, এটা হচ্ছে দেব ও দানবের কাহিনী, আমি কোনো রকমেই এর মধ্যে নর ও নারী জোর করে ঢুকিয়ে দিতে পারিনি।

তোমার সন্দেহপ্রবণ বন্ধুদের বশে আনার জন্যে তুমি আমার ছন্দ-বাঁধার ধরণ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে চেয়েছ। আমি বেশ জানি যে, এর ধরণ সম্বন্ধে বলার বিশেষ-কিছু নেই। বিরাম ও যতি স্থাপনের প্রচলিত প্রথার বিচার করে দেখতে গেলে আমাদের ভাষাকে বলতে হবে 'স্বধর্মত্যাগী'; অর্থাৎ আমাদের পারিবারিক পুরোহিতের শুভাশীর্বাদ লাভের জন্যে আমি যতটা পরোয়া করি, এই ভাষাও

তাই করে। তোমার বন্ধুরা যদি ইংরেজি জেনে থাকেন, তাহলে তাঁরা প্যারাডাইস লস্ট পড়ুন, তাহলেই তাঁরা বুঝতে পারবেন বঙ্গীয় এই সামান্য কবি কী ভাবে তার ছত্র সজ্জিত করেছেন। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে, ভাই, এই দেশে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রচলিত হয়ে যাওয়াটা কেবল মাত্র সময়সাপেক্ষ। তোমার বন্ধুরা যেন তাঁদের গলার স্বরে একটু বিরাম স্থাপন করার চেষ্টা ক'রে এই ছন্দ পাঠ করেন (যেমন নাকি ক'রে থাকেন ইংরেজি অমিত্রাক্ষর ছন্দের বেলায়), এবং তা যদি তাঁরা করেন তাহলে তখনই স্বীকার করতে বাধ্য হবেন যে, আমাদের ভাষার এইটিই হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট ছন্দ। আমি এ বিষয়ে যে পরামর্শ দিতে পারি তা হচ্ছে, পাঠ করো, পাঠ করো, পাঠ করো, কেবল পড়ে যাও; এইভাবে নিজের কান তৈরি করে নাও, এই নতুন সুরে ও স্বরে অভ্যস্ত হয়ে নাও, এবং তখনই বুঝতে পারবে এটি কী বস্তু।

পদ্মাবতী সম্বন্ধে তোমার অভিমত বাস্তবিকই বেশ উৎসাহব্যঞ্জক। শর্মিষ্ঠাই উৎকৃষ্টতর বাবু জে. এম. টেগোর এখনও এই মত পোষণ করে আছেন, কিন্তু তুমি এর মঞ্চাভিনয় যখন দেখনি, তখন জে. এম. টি'র মতো তুমি এর প্রতি তত সদয় হতে পার না। বেলগাছিয়ায় শর্মিষ্ঠা যখন মঞ্চস্থ হয় তখন যে বিপুল প্রভাব এ বিস্তার করেছিল তা বর্ণনাতীত। যেসব দর্শকের মধ্যে বিন্দুবিসর্গ ভাবালুতা নেই তাঁরাও শর্মিষ্ঠা চরিত্রটি দেখে মোহিত হয়ে যান্, এবং তারই সঙ্গে চোখের জল ফেলতে থাকেন। আমার নিজের মনোভাবের কথা ব্যক্ত করতে গেলে বলতে হয় 'স্বপ্নের ব্যাপার সে যে, কহিবার নয়'। বেচারা বৃদ্ধ রামচন্দ্র মিত্র একেবারে যেন উন্মত্ত হয়ে ওঠেন, আমার হাত চেপে ধরেন, বলতে থাকেন, "মধু, প্রিয় মধু, এটা তোমার বিশেষ কৃতিত্ব হে, তোমার মর্যাদা যে অনেক বাড়িয়ে দিল এই নাটক। সত্যিই, কী সুন্দর!"

কয়েকদিন আগে রাজেন্দ্রের কাছে তোমার বার্তাটি পাঠিয়ে দিয়েছি। তোমার সর্বশেষ চিঠিটার উত্তর সে দেয় নি বলে তার ধারণা হয়েছে তুমি তার উপর রাগ করেছ। এবার তোমাকে খুলে বলি, হে বালক, দোষ সবটাই আমার; কারণ আমি চিঠিটা পুনরায় ঐ প্রফুল্ল যুবকটির হস্তে অর্পণ করতে চাইনি, কেননা ওতে 'সিংহলবিজয় কাব্য' সম্বন্ধে তোমার কিছু প্রস্তাব ছিল, আমি ঐ প্রস্তাবটি ভবিষ্যতে কাজে লাগাব বলে মনে-মনে ইচ্ছা পোষণ করি।

আশা করি তুমি রাজেন্দ্রকে চিঠি লিখে জানিয়ে দেবে যে তুমি তার উপর রাগ করনি। আমি তোমাদের মধ্যের ভুল বোঝাবুঝি দূর করে দেব বলে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছি। তোমার উপর আমার কোনো অধিকার নেই তা যেন আমাকে দেখতে না হয়, এই অনুরোধ।

রঙ্গলাল বলছে সে তোমার চিঠি কোনোদিনই পায়নি। তোমার প্রশংসা পেয়ে সে খুব গর্বিত। আমি অবশ্য তাকে বলিনি তার গদ্য সম্বন্ধে তুমি ও আমি কী মনে করি। সে ভীষণ স্পর্শকাতর, একজন বুদ্ধিমান কবির যতটা হওয়া উচিত তার চেয়ে বেশি। রাজপুতনার বিষয় নিয়ে সে আর-একটা কাহিনী লিখছে। তার কাছে বায়রন মুর ও স্কট হচ্ছে কবিতার স্বর্গরাজ্য। আমার মনে হয় তার আর-একটু এগিয়ে গিয়ে বিচরণ করে দেখা দরকার। তা হলেই সে দেখতে পাবে 'পাহাড়ের উপর দিয়ে উঁকি দেয় কোন্ পাহাড়' 'আল্‌পসের উচ্চতা ডিঙিয়ে জেগে ওঠে কোন্ আল্‌প্‌স্'। আমি নিজের কথা এইটুকু বলতে পারি—আমি কখনো বাল্মীকি হোমর ব্যাস ভার্জিল কালিদাস দান্তে (অনুবাদে), তাসো (অনুবাদে) এবং মিলটন ছাড়া অন্য কারও কবিতা পড়িনে। এই কবিকুলগুরুবৃন্দ একজনকে প্রথমশ্রেণীর কবি করে তুলতে পারে—অবশ্য প্রকৃতি যদি তার প্রতি বদান্য হয়। এবার আমার কথা শেষ করা উচিত। তোমার চিঠির আশা নিয়ে সশ্রদ্ধ প্রীতি সহ তোমার চিরকালের

পুনশ্চ॥ অনুগ্রহ করে গৌরকে বোলো যে তার জন্যে এক কপি তিলোত্তমা তার জ্যাতিভ্রাতার কাছে এশিয়াটিক সোসাইটিতে পাঠিয়েছি; এখন সে কোথায় বহাল হয়েছে জানা নেই বলে এইভাবে পাঠাতে হয়েছে।

৪

১৪. ৭. ৬০.

[১৪ জুলাই ১৮৬০]

প্রিয় রাজনারায়ণ,

তোমার সহৃদয় চিঠির জন্যে এবং ধর্মোপদেশ-মূলক গ্রন্থটির জন্য অজস্র ধন্যবাদ, মনে হয় বইটির এই আখ্যা দিয়ে ঠিকই করলাম। হে মাননীয় মহাশয়, রাজেন্দ্র এক সময়ে বলেছিল যে তুমি বাংলার একজন ভালো লেখক; তোমার

বইটিতে তার সেই অভিমতের প্রমাণ পেলাম। বর্তমানে যেসব অনাচার বাংলাভাষাকে হেয় প্রতিপন্ন করে চলেছে এর স্টাইল সেসব ত্রুটি থেকে মুক্ত। মনে রেখো; এ'তে সেইসব বিষয়ই আলোচিত হয়েছে যা নাকি বিশেষ শৌখিন ব্যাপার নয়। দুঃখের সঙ্গেই বলছি, আমি ধর্মীয় বিষয়ে যতটা আকৃষ্ট তার চেয়ে বেশি আকৃষ্ট যদি হতাম তাহলে তোমার বইটি আমার সর্বসময়ের সঙ্গী হত। কিন্তু তুমি জান আমি 'সুপবিত্র কবিতার আঘাতে জর্জর'। তোমার এই সামান্য বন্ধুটি কাব্যলক্ষ্মী নিয়ে যতটা উন্মত্ত অধীর, কোনোকালে কেউ কখনো এমন ছিল না। দিবস রজনী আমি এই নিয়েই আছি। সুতরাং তুমি মেঘনাদ সরিয়ে রেখো না। যদি তা করো, আমি কিন্তু পাগল হয়ে যাব। 'সবার পূর্বে কাব্যলক্ষ্মী'—এই হচ্ছে আমার মটো, আমার আদর্শ বাক্য! বইটি পড়ে ফেলতে তোমার দুটি রাত্রির বেশি লাগবে না। এই বছরের শেষাশেষির মধ্যে এটা শেষ করে ফেলার জন্যে আমি ব্যগ্র, এবং আমি এ কথা জানার জন্যেও ব্যগ্র যে এতে প্রকৃতই বীরত্বব্যঞ্জক স্টাইল আনতে আমি কতটা সফল হতে পেরেছি। তার উপর, সাহিত্যব্যাপারে একজন প্রচণ্ড রকমের বিদ্রোহী হিসেবে আমি নিজেকে যে অবস্থার মধ্যে ফেলেছি, তাতে বন্ধুত্বপূর্ণ সান্ত্বনা এবং উৎসাহব্যঞ্জক সহানুভূতি আমার খুবই প্রয়োজন। আমি সংগ্রামের জন্যে আহ্বান জানিয়েছি, এবং যুগ-যুগ ধরে আমাদের দেশবাসী যাদের পূজনীয় হিসেবে শ্রদ্ধা জানিয়ে এসেছে, আমি গর্বের সঙ্গে তাদের ভণ্ড ও প্রতারক রূপে নিন্দা করেছি, যে সম্মান এতদিন ধরে তাদের উপর স্তূপীকৃত হয়েছে তা পাবার তারা যোগ্য নয় বলে ঘোষণা করেছি! প্রতিটি কবিতার সঙ্গেসঙ্গে আমার আরও উন্নত হয়ে ওঠা কর্তব্য। তোমার যদি মনে হয় মেঘনাদে কোনো গুণ নেই, এটা মূল্যহীন, বেশ তো, আমি বিনা-আক্ষেপে এটা পুড়িয়ে ফেলব, দুঃখের দীর্ঘশ্বাস ফেলব না।

তোমার সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনায় আমি সত্যিই উল্লসিত, আশা করি প্রস্তাবিত এই সফর বিষয়ে কোনো কিছুই তোমার পরিকল্পনায় পরিবর্তন ঘটাতে পারবে না। আমি তোমার বন্ধু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ব্যক্তিগত ভাবে চিনি নে। শুনেছি তাঁর একটি ছেলে নাকি ভালো কবি। আমার অতি প্রিয় মেঘদূতের একটি সুখপাঠ্য অনুবাদ সে করেছে।

কুমারস্বামীর কথা আমার মনে আছে। হায়! তাঁর জন্তে আমি কী করতে পারি? তুমি যদি মনে কর সামান্ত কিছু দান তিনি গ্রহণ করবেন তাহলে আমি কিছু ধার পেলেই তাঁকে কিছু টাকা সানন্দে পাঠাব। তুলনা-মূলক ভাবে বলতে গেলে অকপটে বলতে পারি যে, তিনি যতটা দরিদ্র আমিও দরিদ্র ততটাই। যেসব বই আমার পড়ার ইচ্ছে তা কেনার মত অর্থের সংস্থান করতে পারিনে।

তোমার সুবিধে-মত তুমি তিলোত্তমার সমালোচনা করবে, এ তো বেশ ভালো কথা। কিন্তু যখন তুমি করবে বলে ঠিক করেছ, মনে হচ্ছে, তার মধ্যে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ বেরিয়ে যাবে। কিন্তু তাতে ক্ষতি নেই, তোমার অভিমত, বিশেষ করে নিজের ইচ্ছায় দেওয়া অভিমত, কোনো কোনো শ্রেণীর মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করবে বলে আশা করা যায়। তুমি হয়তো এ কথায় হাসবে, কিন্তু তোমাকে বেশ জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে, বইটি প্রকাশ হবার পর থেকে তোমার কথা অনেকের মুখে-মুখে প্রায়ই ফিরেছে। রাজেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করে দেখো। অনেকেই বলেছে, 'ও, মেদিনীপুরের সেই রাজনারায়ণ বসু একজন বিচক্ষণ মানুষ। তিনি নিশ্চয় বইটিকে বেশ উপভোগ করেছেন। ঠিক কাজই করেছেন।'

মেঘনাদের দ্বিতীয় সর্গের প্রায় অর্ধেকটা আমি শেষ করে ফেলেছি। সময়-মত তুমি এটা দেখতে পাবে। আমার প্রতিবেশীদের চেয়ে আমি বেশি পরিশ্রমী, এমন নয়। সময়-সময় আমি এমন কুড়েমি করি যা নাকি পৃথিবীতে ভ্রাম্যমাণ দু-পেয়ে কুকুরের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু মাঝেমাঝে আমার মধ্যে উদ্দীপনার ঝোঁক এসে যায়, তখন আমি পাহাড়ি ঝরনার মত উদ্দামবেগে ছুটি। মদের বা অন্তান্ত পাপিষ্ঠ আচরণের কথা বলতে গেলে বলতে পারি যে, যদিও আমি সাধুপ্রকৃতির মানুষ বলে এবং মদ্যপানবিরোধী বলে ভান করিনে, কিন্তু কবিতা লেখার সময় কখনই আমি মদ পান করিনে, করিনি। এর কারণ হচ্ছে এই যে, তেমন করলে আমি দুটি ভাব-ভাবনা বা অনুভূতিকে একত্র গেঁথে তুলতে পারিনে। তিলোত্তমায় এমন-একটি ছত্র নেই যা নাকি এমনকি গোলাপী বর্ণের শেরী বা বিয়ারের মত মৃদু পানীয়ের ঝোঁকে লেখা।

তুমি রচনার যে কাজ নিয়ে এখন ব্যস্ত আছ তা একটি স্থায়ী বস্তু হবে

উঠবে বলে ভরসা করি। এর মত কিছু হতে পারে না। আমরা বন্ধুরা এমন মানুষ যারা নাকি ওই জুয়াচোর ভিক্ষুকদের খেদিয়ে দেবে, লোকে যাদের বলছে পণ্ডিত কিন্তু আমি যাদের বলি মস্তিষ্কবিহীন দুরাত্মা। আমাদের যখন দেখা হবে তখন আমাদের সাহিত্য বিষয়ে তোমাকে হাজারো রকমের কথা আবার বলতে হবে। আমি মনোস্থির করে ফেলেছি (ঈশ্বর সহায় থাকলে) অমিত্রাক্ষর ছন্দে আমি তিনটি ছোট কাব্য লিখব, তার পর মিত্রাক্ষর ছন্দে কিছু লিখব। ভেবো না, আমি তোমার উপর পয়ার বা ত্রিপদী চাপাতে চাই। তা নয়, ইতালীয় অত্তাভা রিমা ধরণের স্তবকে, অর্থাৎ অষ্টপদী শ্লোকে, আমি রোমান্টিক কাহিনী লিখতে ইচ্ছা করি। কিন্তু সেসব পরে।

এলোমেলো কথায় ভরা এই চিঠির জন্মে মার্জনা কোরো। আমাকে জানাও রাবণের মহান্ সন্তানটি তোমার কাছে কতটা অনুকম্পা পেল। বেশ মহৎই সে বটে, দুরাত্মা বিভীষণটি যদি না-থাকত তাহলে বানরবাহিনীকে সে সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে পারত। মনে হচ্ছে, রামকে যদি আমাদের কাব্যের জনক মানব-সহচর দিতেন তবে মেঘনাদের মৃত্যু নিয়ে আমি অবিকল একটি ইলিয়ড লিখে ফেলতে পারতাম। কিন্তু যা আছে তার থেকে তুমি কোনো যুদ্ধের দৃশ্য আশা করতে পার না। কী দুঃখেরই কথা। এবার বিদায়, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তোমাকে ও তোমার পরিজনদের সুখে রাখুন।

আমি তোমারই স্নেহানুরক্ত

৫

[১৮৬০]

প্রিয় রাজনারায়ণ,

তোমার সমাদরযোগ্য পত্রের জন্য তোমাকে যথাযোগ্য ধন্যবাদ দিতে পারি এমন সাধ্য নেই। আমাকে বিশ্বাস কর, তুমি কেবল প্রশংসা বর্ষণ না-করে (ভগবানের নামে শপথ নিয়ে বলি এ জিনিস বড়ই লোভনীয়) নিরপেক্ষ ও সরল ভাবে এই কাব্যের যে ত্রুটিগুলি যেভাবে দেখিয়ে দিয়েছে তার দরুণ তুমি আমার কাছে তোমাকে আরও প্রিয় করে তুললে। অচলা চপলা আইডিয়াটা যদিও একঘেয়ে তবু নেহাত মন্দ নয়।

এই অংশের সব মাধুর্যই (দ্বিতীয় সর্গ, ১৯-৪০) ওর উপর নির্ভরশীল, অর্থাৎ যদি মাধুর্য বলে কোনো-কিছু এঁতে থেকে থাকে আর-কি। ইন্দ্রের প্রতি তুমি একটু অবিচার করেছ। সে কিন্তু বেশ বীর-স্বভাবেরই, কিন্তু নিয়তিকে প্রতিরোধ করতে পারেনি। সম্ভবত দুই ভ্রাতার প্রতি তোমার পক্ষপাতিত্বের জন্ম বেচারা দেবকুল-অধিপতির প্রতি তোমার মনোভাব একটু তিক্ত হয়েছে। আমি নিজেও ওই দু-জনকে পছন্দ করি, এবং এক সময়ে আমার এমন ইচ্ছে হয়েছিল যে ওদের দুজনকে পাঠকদের সামনে আরও স্পষ্ট করে তুলে ধরবার জন্যে আর-একটা সর্গ রচনা করি। কিন্তু আমি আমার বন্ধু বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের উপর আরও মোটা ব্যয়ভার চাপাতে চাইলাম না। বাস্তবিকপক্ষে আমি তৃতীয় সর্গ শেষ করেই বই সমাপ্ত করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি প্রকারান্তরে আমাকে কাহিনীটা শেষ করতেই পিড়াপিড়ি করেন। হে প্রিয় বন্ধু আমার, তুমি এই কাজটিকে প্রকৃতই একটি বীরত্বব্যঞ্জক কাব্য বলে বিচার করতে যেয়োনা। আমি তেমনটি করতেই চাইনি। এটি হচ্ছে একটা গল্প, একটি কাহিনী, কিন্তু তা বলা হয়েছে একটু বীরদর্পে। কোনো-কোনো বিষয়ের পরোক্ষ উল্লেখের প্রণয়সূচক ভঙ্গির তুমি নিন্দা করেছ। সম্ভবত ওটা হয়েছে কালিদাসের প্রতি আকর্ষণের জন্যে। প্রসঙ্গক্রমে বলি—আমি কি কখনো তোমাকে বলেছিলাম যে, মাদ্রাজে আমি সংস্কৃত শিক্ষা করি? রাজেন্দ্রের মত আমি পণ্ডিত নই বিন্দুমাত্রও, সে হচ্ছে একজন ভয়ংকর রকমের ব্যাকরণবিদ্, কিন্তু কালিদাস পড়ার পক্ষে আমি উপযুক্ত সংস্কৃত জানি, এবং তা হচ্ছে, আমার ধারণা, আমার পক্ষে যথেষ্ট।

মেঘনাদের প্রথম সর্গ আমি শেষ করেছি। তোমার জন্যে এটা নকল করার মত একজন কাউকে পেলেই তুমি তা পেয়ে যাবে। আমি তোমাকে কাব্যাংশটি পাঠাতে চাই এইজন্যে যে, পাণ্ডুলিপি নিয়ে আমি এগিয়ে যেতে-যেতেই, ছাপাখানায় যাবার আগে, আমি যাতে তোমার মন্তব্যের ও পরামর্শের সুযোগ ও সুবিধা পেতে পারি। আমি তোমাকে যা পাঠাব তুমি তা যত্ন-সহকারে ও মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করবে বলে আমি নিশ্চিত জানি। গ্রীক পুরাণকথার অপরূপ মাধুর্য আমাদের পুরাণকথার মধ্যে বসিয়ে একেবারে একাকার করে দেওয়াই হচ্ছে আমার উচ্চাভিলাষ; বর্তমানের এই কবিতায়

আমি আমার উদ্ভাবনী-শক্তি স্বচ্ছন্দ প্রয়োগ করতে চেয়েছি (যেমন দেখবে) এবং চেয়েছি বাল্মীকি থেকে যতটা সম্ভব কম গ্রহণ করতে। এ কথা শুনে তুমি যেন চমকিত হোয়োনা। তোমাকে এই কাব্যের অ-হিন্দু চরিত্র নিয়ে আর অভিযোগ করতে হবে না। আমি গ্রীক কাহিনীর অনুরূপ কিছু করতে চাইনে, কিন্তু একজন গ্রীক কবি যেভাবে লিখতেন সেই ভাবে লিখব, অর্থাৎ সেইভাবে লেখার চেষ্টা করব। মেঘনাদের দ্বিতীয় সর্গের এই কয়টি প্রারম্ভিক ছত্র আমি লিখেছি। এই ছত্র-কয়টি থেকে তুমি সম্ভবত বুঝতে পারবে কোন্ প্রসঙ্গকথার অবতারণা করা হবে—

কি কারণে ত্যজি লজ্জা কহ, শুভঙ্করি,
সারদে, প্রবাসে বাস করে শূরমণি
মেঘনাদ? কোন্ দেব মোহের শৃঙ্খলে
(কি না তুমি জান সতি?) বাঁধেন কুমারে,
বন্দীসম, দূরে এবে—এ বিপত্তিকালে?
মদন সর্বদমন। যে বীরকেশরী—
বাহুত্রাসে বৃত্রাসুর-অরি, বজ্রপাণি,
কাতর, কন্দর্প, তাঁর বীরদর্প হরি,
প্রেমডোরে বাঁধি দূরে রাখেন কৌতুকে;
মায়াময় মায়াসুত বিদিত জগতে

তুমি এই ছত্র পাঠ মাত্রই বুঝতে পারছ আমি কার অনুকরণ করেছি—

Who of the gods impelled them to contend?
Latona's son and Jove's...

—Cowper's *Homer's Iliad*

মিলটন এর অনুকরণ করেছেন—

Who first seduced them to that foul revolt?
The infernal serpent —BOOK I

আমার মামলার কথা হচ্ছে এই যে, আমি একটায় জিতেছি, আর-একটা শম্বুকগতিতে এগোচ্ছে। আমি এখন এমন সম্পত্তির অধিকারী যার বার্ষিক আয় ২৫০০ থেকে ৩০০০ টাকা। কিন্তু কী ভাগ্য! কয়েক মাসের মধ্যে যা

আরও এক বছরের মধ্যে এর একটি কপর্দকও পাওয়ার প্রত্যাশা আমি করিনে। সদরে একটি আপীল এখনো ঝুলছে। প্রিয় রাজ, আমার এক-এক সময় ইচ্ছে হয় যে আমি যদি এক অরণ্যের নিভৃতবাসী একজন ঋষি হতাম। কিন্তু ভগবানের আশীর্বাদে আমি অসুখী নই। পৃথিবী যদি আমার পরোয়া না-করে, আমি তাহলে পৃথিবীকে পরোয়া করিনে। এ'তেই সব কাটাকাটি হয়ে গেল। অনুগ্রহ করে জানাও, রেভারেণ্ড ডি. ব্যাস গোমাংসের প্রতি ঝোঁকেননি ও ব্রাণ্ডি পানীয়তে চুমুক দেন নি, তা তুমি কী করে জানতে পারলে ?

সব দিক ভেবে-চিন্তেই বলছি নতুন কাব্যটি বেশ ভালো এগোচ্ছে। শুনলাম ডি নাকি এর সম্বন্ধে অবজ্ঞাজনক উক্তি করছে। এ'তে আমি বিস্মিত হইনি। তার জানার সাধ্যই নেই তিলোত্তমা গ্রন্থের লেখক কোন্ কোন্ 'শ্রেষ্ঠ কবি'র অনুসরণ করে চলেছে, কোন্ কবি-সম্প্রদায়ের কাছে সে কাব্য-রচনা করতে শিখেছে। ডি'এর কদর্য স্বভাবের এই কুৎসিত প্রকাশ এই শহরের চিন্তাশীল মানুষের কাছে তাকে আরও খাটো করে ফেলেছে। অন্তত আমি তো এই রকম শুনছি। যতীন্দ্র'র ধারণা এটা হচ্ছে 'সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব' অর্থাৎ সাদা কথায়, এটা হচ্ছে স্পষ্টতই বিদ্বেষ। যতীন্দ্র'র চেয়ে যারা শান্তপ্রকৃতির তারা ঐ ব্যক্তিটিকে বলছে নোংরা একজন হিংসুক মানুষ। কয়েকজন পণ্ডিতব্যক্তি যাঁরা নাকি যাকে বলে সাহিত্যিক জ্যোতিষ্ক এবং মর্যাদায় যাঁরা সমান-সমান, তাঁরা বলছেন, 'হাঁ উত্তম-উত্তম অলঙ্কার আছে। মন্দ হয়নি।' কিন্তু তাঁদের আক্ষেপ যে, গ্রন্থকার মিল দেন নি, মিল দিলে তিনি জনপ্রিয় হতে পারতেন। প্রিয় রাজ, এরা একজন গর্বিত নীরব ও নিঃসঙ্গ কবিকে খুব কমই বুঝতে পেরেছেন! তাঁরা তার জনপ্রিয়তার অভাবের জন্যই দুঃখ করছেন, কিন্তু সেই সময়ে হয়তো তার সর্ব-আত্মা গৌরবের সম্ভাবনায় স্ফীত হয়ে উঠছে, যে অনুভূতি সম্বন্ধে তাঁদের কোনো ধারণাই নেই। কিন্তু জাহান্নমে যাক ঐ এক-লহমার কীটের দল! অনেক সময় নেওয়া গেল, সুতরাং এবার শেষ করি। ভালো কথা, রাধার বিরহ এখন ছাপাখানায়। এটা প্রকাশ করে আমি সেকেলে হয়ে যাব বলে কেন যেন মনে হচ্ছে। মিল দিয়ে আমার হবেটা কী।

৬

[১৮৬০]

প্রিয় রাজনারায়ণ,

এইসঙ্গে যা পাঠালাম সেটা হচ্ছে মেঘনাদের প্রথম সর্গ। আশা করি হস্তাক্ষর তোমার পাঠসাধ্য হবে ; এই পাতাগুলি তোমার ফেরত পাঠাতে হবে না, আমার কাছে আর-একটা কপি আছে। এ কথা হয়তো তোমাকে বলতে হবে না যে আমি তোমার মতামত জানার জন্যে ভীষণ ব্যাকুল হয়ে থাকব, কিন্তু তবু্ও তোমাকে তাড়াহুড়ো করে পড়তে হলে আমি দুঃখিত হব। প্রতিটি চিন্তা, প্রতিটি চিত্রকল্প, প্রতিটি প্রকাশভঙ্গি, প্রতিটি লাইন তুমি ওজন করে দেখবে, কিন্তু এত-সব কাজ এক ঘণ্টায় সারা যায় না। আমার বিশ্বাস এ কথা তোমাকে আর ভালো ক'রে বোঝাতে হবে না যে, আমি তেমন স্পর্শকাতর নির্বোধ নই যারা তাদের ত্রুটি দেখিয়ে দেওয়াটা পছন্দ করে না। ঈশ্বরের নামে শপথ করছি, আমি অকপট ও বন্ধুজনোচিত সমালোচনাই প্রত্যাশা করি। কোনো সন্দেহ-সংশয় না-রেখে কাজে লেগে যাও হে ধাড়ি ছেলে! তার মাথায় তুমি সম্মানের উজ্জ্বলতম লরেল-মুকুটই পরাও (বঙ্গদেশে যত সম্মানের শিরস্ত্রাণ পরানো হয়েছে তার মধ্যে উজ্জ্বলতম) কিংবা লজ্জাহীন অনধিকার-প্রবেশকারী বলে তাকে যশের পবিত্র মন্দির থেকে লাথি মেরে খেদিয়ে দাও, তুমি দেখবে তোমার এই বিনীত বন্ধুটি অত্যন্ত অনুগত কুত্তার মতই আছে! আশা করি কোনো দুর্বল বা অকবিজনোচিত ভাব, কিংবা দীপ্তিহীন অক্ষম কোনো প্রকাশভঙ্গি ও এলোমেলো কোনো ছত্র পেলে তুমি সে সম্বন্ধে ছেড়ে কথা বলবে না।

তুমি লক্ষ করবে তিলোত্তমা সম্বন্ধে তোমার সমালোচনা বিফলে যায় নি। বর্তমানের এই রচনায় তুমি 'কাম-সম্পর্কিত কোনো উপমালংকার' দেখতে পাবে না ; পদ্ম ফুলের ও চন্দ্রের প্রেম সম্বন্ধে অর্থহীন কোনো প্রাসঙ্গিক উল্লেখ পাবে না ; অচলা চপলা পাবে না, এবং পাবে না রাধার অবৈধ সংসর্গের কোনো বর্ণনা।

সমালোচনার কথায় আসি, শুনলাম ইণ্ডিয়ান ফিল্ডের সম্পাদক (কিশোরী-চাঁদ) নাকি রাজেন্দ্র'র মারফত তোমাকে বলবেন তাঁর পত্রিকায় তুমি যেন

তিলোত্তমার সমালোচনা কর। আমি স্থিরনিশ্চিত যে এর চেয়ে ভালো জায়গা তিনি আর পাবেন না।

কয়েক দিন আগে আমি মেঘনাদের দ্বিতীয় সর্গের উপক্রমণিকা হিসেবে কয়েকটি ছত্র পাঠিয়েছিলাম। তার পরে আমি মন পরিবর্তন করেছি, তুমি যে রকম আশা করছ দ্বিতীয় সর্গ তার থেকে একেবারে আলাদা-রকমের হবে। আমি প্রায় দুই শত লাইন লিখে ফেলেছি। আমার ধারণা তুমি বাইবেল পড়। তাদের গতিপথে তারকারা সিসেরার সঙ্গে লড়াই শুরু করেছে। মনে হচ্ছে আগামী বছর সদরের পরীক্ষা হবে না। মনে হচ্ছে এটা হচ্ছে অদৃষ্টের লিখন যে, আমি টাকা না-ক'রে কেবল লিখে যাব অলস কাব্য। যদি অন্য কোনো বাধা না-আসে, তুমি আশা করতে পার যে এই বছরের শেষাশেষি মেঘনাদ সমাপ্ত হয়ে যাবে। এটা হবে পাঁচ সর্গে।

এবার বিদায় নিই। কাব্যাংশটি বেশ যত্নের সঙ্গে পাঠ করার পর আমাকে লিখো। তুমি তোমার বন্ধুদের এটা স্বচ্ছন্দে দেখাতে পার, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে, তাঁরা ইতিমধ্যে অমিত্রাক্ষরের ভীষণ সমঝদার হয়ে উঠেছেন। কলকাতায় যে আলোড়ন দেখা দিয়েছে তাকে কোনোক্রমেই সামান্য বলা চলে না। একজন সমালোচক কী বলেছেন শোনো, 'আমি আপনার বই খুবই সপ্রশংস মনোভাব নিয়ে পড়েছি, এবং জোর দিয়ে এ কথা বলতে দ্বিধা নেই যে এর কাব্যমাধুর্য এমনই উচ্চস্তরের যে বঙ্গভাষায় এপর্যন্ত এ রকম চেষ্টা কেউ করেছেন-বলে দেখিনি।' যিনি এই পত্র লিখেছেন তিনি একটি সদাগরী কোম্পানির বানিয়ানের সহকারী। অনেক সময় নিয়ে ফেললাম, এবার শেষ করি।

৭

৩রা অগস্ট ১৮৬০

প্রিয় রাজনারায়ণ,

তোমার সহৃদয় পত্রটি ঠিক দশ মিনিট আগে পেয়েছি। তুমি কোথায় গিয়েছিলে? কিংবা, বলো, শুক্‌নো ডাঙায় নেমেছিলে বলতে তুমি কী বোঝাতে চেয়েছ?

মেঘনাদ তোমার ভালো লেগেছে জেনে আমার কী আনন্দই হচ্ছে।

আমি এটা ৯ সর্গ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাব বলে ঠিক করেছি। দ্বিতীয় সর্গ শেষ করেছি, এর একটা কপি করিয়ে নিতে পারা মাত্রই তুমি তা পেয়ে যাবে। আমি আশা করছি দ্বিতীয় সর্গটি তোমাকে মোহিত করে দেবে। নামটি হচ্ছে 'বরুণানী', কিন্তু আমি একবারে উচ্চারণ করা যায় এমন একটি পদাংশ বাদ দিয়ে দিয়েছি। আমার কানে এই শব্দটি 'বারুণী'র অর্থেকও গীতি-ধ্বনিময় বলে মনে হয় না, এবং বুঝিনে কেন আমি তবে সংস্কৃত নিয়ম নিয়ে মাথা ঘামাব। আমি এখন খুবই ব্যস্ত, সুতরাং সামান্য এই কয় লাইন চিঠির জন্যে ক্ষমা কোরো। আমি তোমার এই চিঠিটার জন্যে খুব উদ্বেগের সঙ্গে অপেক্ষা করছিলাম। তুমি কি বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে তিলোত্তমা সম্বন্ধে রাজেন্দ্র'র সমালোচনা দেখেছ? মনে হয় তুমি দেখেছ। সমালোচনাটা বেশ সদয় হয়েছে। বিধবা-বিবাহের উদ্‌গাতা হিসেবে আই. সি. বিদ্যাসাগরের একটি মূর্তিস্থাপনের জন্যে আমার বেতনের অর্ধেক চাঁদা দিতে আমার আপত্তি নেই। এখানেই আমি থামি। বিশ্বাস কোরো, প্রিয় রাজ, তোমার চিরকালের স্নেহধন্য

৮

[১৮৬০]

প্রিয় রাজ,

অনেকগুলি সপ্তাহ কেটে গেল, এর মধ্যে তোমাকে চিঠি লিখিওনি, তোমার চিঠি পাইওনি ; আমি কিন্তু ইতিমধ্যে নাটকীয় কাণ্ড করে চলেছি, পরিপূর্ণ-রকমের একটা ট্র্যাজিডি লিখে চলেছি—গদ্যে ! প্লটটা নিয়েছি টড থেকে, খণ্ড ১, পৃ ৪১৬। তুমি হয়তো অসুখী সেই হতভাগ্য রাজকুমারী কৃষ্ণকুমারীর কাহিনীটি ভালো ক'রেই জান। আর-একটা অঙ্ক লেখা বাকি—পঞ্চম অঙ্কটি। তার উপর, এই সঙ্গে প্রেরিত মেঘনাদের দ্বিতীয় সর্গ কপি করবার মত কাউকে এর আগে পাইনি, যদিও লেখাটা বেশ পরিচ্ছন্ন, কিন্তু বানান-ভুলে ভরা, ঠিক বুঝতে পারছিনে এর থেকে তুমি পাঠোদ্ধার করতে পারবে কি না। কিন্তু তুমি তো পয়লা-সারির মানুষ, খুব বেশি দিন আগের কথা নয় তুমি বা আমি কেউই 'শিব' না-লিখে 'শীব' বা বানান-গত অনুরূপ কিছু পাগলামি দেখে

অস্বাভাবিক কিছু হল বলে মনে করিনি। সত্যিই, আমাদের ভাষা দ্রুতবেগে উৎকর্ষের দিকে কি রকম এগচ্ছে এবং যুগ-যুগব্যাপী নিদ্রার কবল থেকে মুক্ত হয়ে উঠছে (অ্যালফিয়েরির[১] উক্তি উদ্ধার করতে একটু প্রলুব্ধ হচ্ছি এবং বলতে ইচ্ছে করছে—Nostra Divina Lingua)।

যেটা তোমাকে পাঠালাম সেটা সম্বন্ধে তুমি কী করতে পার তা দেখার চেষ্টা কোরো। হোমরীয় বীররসপ্রধান কাব্যের পাঠক হিসাবে নিঃসন্দেহে চতুর্দশ ইলিয়ডের কথা তোমার মনে পড়বে, এবং এ কথা বলতে আমার লজ্জা নেই যে আমি ইচ্ছে করেই মাউন্ট ইডা'র জুপিটারের সঙ্গে জুনোর সাক্ষাৎ ব্যাপারটি অনুকরণ করেছি। আমার একমাত্র আশা এই যে, কাহিনীটিতে আমি যতদূর সম্ভব হিন্দু বাতাবরণ দিতে পেরেছি। তোমার কাছে আমি কখনোই কিছু গোপন করা পছন্দ করিনে, সুতরাং আমি যদি বলি যে, আমি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছি যে মেঘনাদ ক্রমশ একটি অপরূপ কাব্য হয়ে উঠছে, তা হলে আমাকে দাম্ভিক বলে মনে কোরো না। আমার মনে হচ্ছে এর পদবিন্যাস অনেক বেশি সুশ্রাব্য ও ভাব্জিনীয় হয়েছে, এবং ভাষাও হয়েছে সহজ ও কোমল। এই কাব্যে সম্ভবত একটা জিনিস তুমি পাবে না, সেটা হচ্ছে এর পূর্ববর্তী কাব্যের সেই কর্কশতার প্রশ্রয় ও মর্যাদা দান। কিন্তু এসব বিচারের ভার তোমার উপরেই ছেড়ে দিলাম।

তিলোত্তমা ভালোই চলছে। প্রথম সংস্করণ প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। এমনকি অনমনীয় ছুঁদে-পণ্ডিতরাও নিজেদের একটু নরম ও নত করতে আরম্ভ করেছেন, এবং সোমপ্রকাশ এমন ভাবে অভিমত প্রকাশ করেছে যে, তাতে উৎসাহিত হওয়া ছাড়া গতি নেই। এখন অমিত্রাক্ষর ছন্দই রেওয়াজ হয়ে গেল। সেই প্রাজ্ঞ রণজিৎ সিং ভারতবর্ষের মানচিত্রের দিকে চেয়ে যেমন বলতেন 'সব লাল হো জাগা' আমি তেমনি বলি 'সব অমিত্রাক্ষর হো জাগা'। গত রাত্রে রঙ্গলালের সঙ্গে আমার অনেকক্ষণ ধ'রে সাধারণভাবে কবিতার পদবিন্যাস এবং বিশেষভাবে অমিত্রাক্ষর নিয়ে কথা হয়, সে বলল, 'আমাদের ভাষায় অমিত্রাক্ষরকে আমি তাললয়-সম্পন্ন উচ্চশ্রেণীর পদবিন্যাস বলে মনে করি, কিন্তু আরও অনেক বছর যাবৎ কেবল সেইসব মানুষই এ জিনিস পাঠ করবে যারা ইংলণ্ডের কবিতা পড়ায়

[১] Count Vittorio Alfieri (1749-1803) ইতালীয় নাট্যকার

অভ্যস্ত। 'আমি দাঁতে দাঁত রেখে হাসলাম, আর বললাম, 'N'importe'। কবে এ জিনিস লোকে নেবে তার জন্তে আমি কানাকড়ি কেয়ার করিনে, কিন্তু আমাকে জানতে হবে যে কোনো-না-কোনো দিন এ জনপ্রিয় হবে।

প্রিয় রাজ, আমি আশা করি চিঠি-লেখা ব্যাপারে তুমি আমার—অর্থাৎ কিনা যে নাকি পারতপক্ষে কাউকে চিঠি লেখে না, তার—অনুকরণ করবে না, তুমি হচ্ছ কঠোর পরিশ্রমী ও শৃঙ্খলাপরায়ণ, কিন্তু আমি হচ্ছি একমাত্র একটা অলস কুকুর যে নাকি চামড়ার জুতো পরে। তোমার কাছ থেকে একটা লম্বা চিঠির আশায় থাকব, সে চিঠি আত্মজীবনীমূলক হোক, ঐতিহাসিক হোক, বা সমালোচনা সংক্রান্ত হোক।

গৌর এখন কলকাতায়, আইন-পড়ায় খুব ব্যস্ত এই রকম ভান করছে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আসলে সে করছে কুড়েমি। আমি এই রকম বলছি দয়া করে তাকে তা জানিও। সোসাইটির কামরা থেকে বাড়ি ফেরার পথে প্রায় প্রত্যহই তার সঙ্গ পাবার সুযোগ সে আমাকে দেয়। সে মানুষটি বেশ ভালো, আমি তার সাফল্য কামনা করি।

ও হে ধাড়ি ছেলে, আমি তোমাকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করব বলে ভেবেছি যে আমি নাটকে অমিত্রাক্ষর প্রবর্তন করি এ সম্বন্ধে তোমার পরামর্শ কি। দিব্যি দিয়ে বলছি, আমি এ কথা ভাবতেই বুকের মধ্যে মোচড়ানো ব্যথা অনুভব করি যে আমাকে গদ্যে লিখতে হচ্ছে। তবুও এ ছাড়া গতি কি! ছন্দো-গাঁথা কোনো-একটা অংশ অভিনয় করার জন্তে কাউকে রাজি করতে পারছিনে। তুমি তোমার কয়েকটি অকাট্য যুক্তি আমাকে জানাও, নাটকের জন্তে গদ্যই একমাত্র উপযুক্ত এ সম্বন্ধে আমার সন্দেহ ভঞ্জন কর, আমি যাতে শান্তি পেতে পারি।

তোমার অতি পবিত্র ধর্মতত্ত্বসম্বন্ধীয় কাজ নিয়ে কেমন দিন কাটাচ্ছ? আমি তোমার এক তরুণ বন্ধুকে চিনি— জনৈক গাঙ্গুলি, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাতা, সুপ্রিম কোর্টে তাঁর সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়, এবং সাধারণত তোমার সম্বন্ধে কথা হয়। তিনি বলেন যে, তোমার কাজ হচ্ছে মানবজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে অথবা ঐ ধরণের ভয়ংকর বিষয় নিয়ে। তিনি চমৎকার মানুষ। আমার বিশ্বাস ও আশা, তিনি গম্ভীর প্রকৃতির, কিন্তু কুম্ভীর-প্রকৃতির মানুষ নন্।

সম্প্রতি জন-কয়েক লোক আমার এই নতুন ছন্দের গঠন সম্বন্ধে আমি কী ভেবেছি তা বুঝিয়ে বলার জন্যে আমার সঙ্গেসঙ্গে লেগে আছে, তার ফলে আমি যা ভেবে বা'র করেছি তা হচ্ছে এই যে, ৮ম সিলেব্‌লে যতি-স্থাপন বাধ্যতামূলক না-রেখে তা স্বাভাবিকভাবেই ২য় ৩য় ৪র্থ ৬ষ্ঠ ৭ম ৮ম ১০ম ১১শ ও ১২শ শব্দাংশের পরে বসছে। দৃষ্টান্ত—

জয় জয় অমরারি যার ভুজবলে
পরাজিত আদিত্যের দিতিসুত রিপু,
বজ্রী   তিলোত্তমা ৪
চল রঙ্গে মোর সঙ্গে নির্ভয় হৃদয়ে
অনঙ্গ।   মেঘনাদ ২
কেহ কহে দুরন্ত কৃতান্তে গদা মারি
খেদাইনু   তিলোত্তমা ৩
আইলেন রক্ষেশ্বরী, মুরজা-সুন্দরী
কুঞ্জরগামিনী।   তিলোত্তমা ২

এই রকম আরো অনেক। কিছুকাল আগে যে বন্ধুদের কথা তুমি লিখেছিলে তাঁরা এই ব্যাখ্যা দেখতে পারেন এবং হয়তো তুষ্টও হবেন।

এবার শেষ করব। আশা করি দুর্গাপূজা উপলক্ষে তোমার আগমনের পরিকল্পনা সম্বন্ধে তোমার মতের পরিবর্তন ঘটাও নি। —তোমার স্নেহধন্য

৯

[১৮৬০]

প্রিয় রাজনারায়ণ,

কয়েক সপ্তাহ আগে তোমার ঠিকানায় মেঘনাদের দ্বিতীয় সর্গ পাঠাই। আজ পর্যন্ত সে সম্বন্ধে একটা কথাও বলছ না, ব্যাপার কী। আশা করি প্যাকেটটি নিরাপদেই পৌঁছেছে। রাজপুত রাজকুমারী কৃষ্ণকুমারীর মৃত্যু নিয়ে ট্র্যাজিডিটা শেষ করে ফেলেছি। বাবু জে. এম. টেগোর ও তাঁর বন্ধুরা ওটা নিয়ে নিয়েছেন, অল্পদিনের মধ্যেই তা ছাপা হবে। তাঁরা এ সম্বন্ধে যেমন ভাবে মন্তব্য করছেন তা বেশ প্রীতিজনক। কিন্তু তুমি নিজে বিচার করে দেখো।

আমি আবার মেঘনাদ ধরেছি, এখন তৃতীয় সর্গ রচনা করছি। যদি সময় পাই তাহলে এটা দশ সর্গ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে চাই, এবং এটাকে যতটা পারি একটা পূর্ণ এপিক করে তুলতে চাই। বিষয়টা সত্যিই বীরত্বব্যঞ্জক, কিন্তু বানরেরা সব মজা মাটি করে দিয়েছে; কিন্তু আমি তাদের ব্যবস্থা করব। প্রায় পাঁচটি সর্গ শেষ হলেই আমি সবটা শেষ করা পর্যন্ত অপেক্ষা না-করে তা বই হিসেবে প্রকাশ করে ফেলতে ইচ্ছে করি, সমস্ত রচনাটা পাবার আগে পাঠকসাধারণ একটু স্বাদ গ্রহণ করুন। তোমাকে কি বলেছি বাবু দিগম্বর মিত্র (এর সম্বন্ধে তুমি নিশ্চয় শুনেছ) টাকার দিক থেকে এটা ছাপানোর ভার গ্রহণ করবেন। এই দিক থেকে আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করি যে, আমি একমাত্র ভাগ্যবান ব্যক্তি। আমার যাবতীয় আলস্যের বস্তু পেয়ে যায় পৃষ্ঠপোষক ও গ্রাহক। আমাদের ভাষায় আমি চতুর্দশপদী প্রচলন করতে চাই, এবং কয়েকদিন আগে এক সকালে, এইটে লিখে ফেলি—

কবি-মাতৃভাষা

নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য রতন
অগণ্য; তা সবে আমি অবহেলা করি,
অর্থলোভে দেশে-দেশে করিনু ভ্রমণ,
বন্দরে-বন্দরে যথা বাণিজ্যের তরী।
কাটাইনু কত কাল সুখ পরিহরি,
এই ব্রতে, যথা তপোবনে তপোধন,
অশন শয়ন ত্যজে, ইষ্টদেবে স্মরি,
তোমার সেবায় সদা সঁপি কায় মন।
বঙ্গকুললক্ষ্মী মোরে নিশার স্বপনে
কহিলা, "হে বৎস, দেখি তোমার ভকতি,
সুপ্রসন্ন তব প্রতি দেবী সরস্বতী।
নিজ গৃহে ধন তব, তবে কি কারণে
ভিখারী তুমি হে আজি, কহ ধন-পতি?
কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ-সদনে?

হে আমার অকৃত্রিম বন্ধু, এ বিষয়ে তুমি কী বল? আমার বিনীত অভিমত

হল, যদি প্রতিভাবান্ ব্যক্তিরা এর চর্চা করেন তাহলে কালে আমাদের সনেট ইটালীয় সনেটের সঙ্গে পাল্লা দেবে।

তুমি শুনে সুখী হবে যে তিলোত্তমা সম্বন্ধে পণ্ডিতবর্গের এখন চৈতন্যোদয় হচ্ছে। খ্যাতনামা বিদ্যাসাগর অবশেষে প্রসন্ন হয়েছেন, তিনি এর মধ্যে 'মহৎ গুণ' লক্ষ করেছেন, এবং সোমপ্রকাশ বেশ অনুকূল ভঙ্গিতে মত প্রকাশ করেছে। বইটি ক্রমেই সকলের প্রিয় হয়ে উঠছে। আমি ঠিক জানিনে তুমি এডুকেশন গেজেট পড় কি না। যদি পড়ে থাক তাহলে অবশ্যই অমিত্রাক্ষর সম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য দেখেছ। আমার মনে হয় না র [রঙ্গলাল?] কখনো মিলটন পড়ে বা তার মূল্য-বিচার করতে পারে। তাহলে সে তার প্রবন্ধের শেষাংশে অমন মন্তব্য করত না। সে পড়ে বায়রন স্কট মুর—তাঁদের দিক থেকে তাঁরা নিঃসন্দেহে খুবই উত্তম কবি, কিন্তু কবিতার উচ্চতম মার্গের এঁরা কিছুতেই কেউ নন্, এর ব্যতিক্রম সম্ভবত কোনো-কোনো ক্ষেত্রে বায়রন; ওয়ার্ডস্ওয়ার্থকে আমি তার চেয়ে বেশি পছন্দ করি।

এখন আমি তাসো পড়ছি, একেবারে মূল রচনা—একজন ইটালীয়ান ভদ্রমহোদয় আমাকে এক কপি উপহার দিয়েছেন। অহো, কী মধুর কবিতা! ভগবান যদি আমাকে আরও কয়েক বছর আয়ু দেন, আমি একটি কাব্য লিখব, একটা রোমান্টিক কাব্য অত্তাভা রিমা'য় অর্থাৎ তাঁর মত অষ্টপদীতে। সম্ভবত আমি তোমার 'সিংহল-বিজয়' লিখব ওই মাত্রায়।

তোমাকে দেবার মত কোনো খবর নেই। আমি কোনো সংবাদপত্র পড়িনে, বাড়ি থেকে বেরও হইনে; কিন্তু এটা নিশ্চিত জেনো যে আমি খুবই অধৈর্যের সঙ্গে দুর্গা পূজার ছুটির জন্যে অপেক্ষা করছি, কেননা ঐ সময়ে আমি তোমাকে এই শহরে পাব বলে আশা করে আছি। বৃদ্ধ ফাদার জন লং অমিত্রাক্ষর ছন্দে মুগ্ধ হয়েছেন। কয়েকদিন আগে তিনি গৌর'কে বলেছেন, 'চার-পাঁচ বছরের মধ্যে, যদি সে বেঁচে থাকে, তবে দত্ত তোমাদের দেশের ভাষায় বিপ্লব সৃষ্টি করে ফেলবে।'

এখন আমার শেষ করা উচিত। আসি, চিঠি দিও, হে বৎস, এবং আমাকে বিশ্বাস কোরো আমি তোমার চিরদিনের স্নেহার্থী।

১০

[১৮৬০]

প্রিয় রাজনারায়ণ,

ইতিমধ্যে তুমি তোমার পুরাতন ডেরায় পৌঁছে গিয়ে থাকবে। তোমাকে অনুনয় জানাচ্ছি, মেঘনাদ সম্বন্ধে আমাকে লেখ। তোমার রায় জানবার জন্যে আমি রুদ্ধনিশ্বাসে অপেক্ষা করছি।

তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার কয়েক ঘণ্টা পরেই আমি প্রচণ্ড জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়ি, এবং ছয়-সাত দিন শয্যাগত থাকি। মেঘনাদ আমাকে শেষ করবে অথবা আমি মেঘনাদ শেষ করব— সে সম্বন্ধে একটা বোঝাপড়ার উপক্রম হয়েছিল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি জয়ী হয়েছি। মেঘনাদ মারা গিয়েছে, অর্থাৎ আমি ষষ্ঠ সর্গ শেষ করেছি প্রায় ৭৫০ লাইনে। তাকে মেরে ফেলতে আমাকে অনেক অশ্রুপাত করতে হয়েছে। যাই হোক, অল্পদিনের মধ্যেই তুমি এ সম্বন্ধে তোমার অভিমত খাড়া করার সুযোগ পাবে।

এই কাব্য অদ্ভুতরকম জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। কেউ-কেউ বলছেন এটি মিলটনের চেয়ে উৎকৃষ্টতর— কিন্তু ওসব বাজে কথা— মিলটনের চেয়ে উৎকৃষ্টতর হতে পারে না কোনো-কিছুই। অনেকে বলছেন এটি কালিদাসের কাছাকাছি, এ কথায় আমার কোনো আপত্তি নেই। ভার্জিল কালিদাস বা তাসো'র সমতুল্য হওয়া আমি অসম্ভব বলে মনে করি নে। তাঁরা যদিও কীর্তিমান, তবুও তাঁরা নশ্বর পৃথিবীর কবি; কিন্তু মিলটন স্বর্গীয়।

তোমার যা মনে হয়েছে তুমি তা লিখে জানাবেই। এ রকম হাজার-হাজার মানুষের জয়ধ্বনির চেয়ে তোমার অভিমত অনেক নির্ভরযোগ্য।

এ রকম শুনছি যে, অনেক হিন্দু মহিলা বইটি পড়ছেন, পড়ে ক্রন্দন করছেন। তোমার স্ত্রী যাতে কাব্যটি পড়েন তোমার সে ব্যবস্থা করা উচিত।

আমাকে চিঠি লিখো, এবং এক মুহূর্তের জন্যেও এ বিশ্বাস হারিয়ো না যে আমি অকপট ও আন্তরিকভাবে তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ অনুরাগী।

১১

[১৮৬০]

প্রিয় রাজনারায়ণ,

তুমি এমন বিস্ময়কর ভাবে নীরব হয়ে আছ কেন, নিশ্চিত জেনো, তার কারণ কী হতে পারে সে সম্বন্ধে আমি বিন্দুবিসর্গ ধারণা করতে পারছি নে। বলো হে, ধাড়ি ছেলে, ব্যাপারটা কী হয়েছে। বেচারা মেঘনাদ কি তোমাকে এতই বিরক্ত করেছে যে, তুমি তার লেখকের সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন করতে চাও ?

তুমি শুনে সুখী হবে যে, অল্প কয়েকদিন আগে বিদ্যোৎসাহিনী সভা ও তার প্রেসিডেণ্ট জোড়াসাঁকোর কালীপ্রসন্ন সিংহ আমাকে অতি সুন্দর একটি রৌপ্য মদ্যপাত্র উপহার দিয়েছেন। বেশ বড় একটা সভা হয়েছিল, এবং বাংলায় অভিভাষণ দেওয়া হয়। হয়তো তুমি দেশীয় কাগজে অভিভাষণ ও প্রতিভাষণ উভয়ই পড়েছ। একবার চিন্তা করে ছাখো, আমি বাংলায় বক্তৃতাবাজি করব বলে সবাই প্রত্যাশা করেছিলেন।

আমি মেঘনাদের ষষ্ঠ ও সপ্তম সর্গ শেষ করেছি, এবং এখন অষ্টম সর্গ লিখছি। শ্রীযুক্ত রামকে এবার পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে নরকে তাঁর পিতা দশরথের কাছে, আর-একটি ইনিয়াসে'[১] র মত।

মোটামুটিভাবে বইটির ভালো সাড়া পাওয়া গিয়াছে। এটা কৌতূহল জাগিয়েছে। শুনলাম, তোমার বন্ধু বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এটা নিয়ে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছেন, কয়েকদিন আগে S আমাকে বলল যে, উনি অর্থাৎ বাবু দেবেন্দ্রনাথ এই রকম অভিমত প্রকাশ করেছেন যে এমন হিন্দু লেখক অতি সামান্যই আছেন যিনি নাকি 'এই লোকটির কাছাকাছি আসতে পারেন'। এই লোকটি বলতে তিনি বুঝিয়েছেন ৬নং লোয়ার চিৎপুর রোডের অধিবাসী তোমার স্কুলবন্ধু এই বন্ধুটিকে, এবং বলেছেন, 'কল্পনা যতদূর পর্যন্ত যেতে পারে এর কল্পনাশক্তি ততটা'।

কিন্তু সাহিত্য-বিষয়ের এসব সংবাদ তোমার প্রাপ্য হতে পারে না, কেননা

১ Aeneas : a son of Anchises and Aphrodite, defender of Troy and hero of Vergil's *Aeneid*.

এমন নির্লজ্জভাবে তুমি আমাকে অবহেলা করে চলেছ। সুতরাং ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে আমি এখানেই শেষ করব, যদিও তোমার প্রতি অনুরাগ রইল অপরিবর্তিত।

পুনশ্চ॥ কটক স্কুলের হেডমাস্টারের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে, কিন্তু তাঁর নাম মনে করতে পারছিনে! অতি চমৎকার মানুষ! তিনি মেঘনাদের সমালোচনা করবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কিন্তু প্রকাশ্য-সমালোচনা নয়, বিশেষভাবে আমার সুবিধার জন্যে। 'ফিল্ড'[২] এর প্রবন্ধের জন্যে ধন্যবাদ।

১২

[১৮৬০]

প্রিয় রাজনারায়ণ,

আমার মনে হচ্ছে আমার কিছুটা দীর্ঘ নীরবতাকে আমার রাগ বলে তুমি একটা মজার থিয়োরি খাড়া করেছ। তুমি ভুল করেছ, বন্ধু। ব্যাপারটি হচ্ছে এই যে, আমি বেশ ব্যস্ত ছিলাম; তার উপর আবহাওয়া এমন গরম যে এতে মানুষের উদ্যম ঠাণ্ডা হয়ে যায়— চিঠি লেখারই বল, বা কবিতা রচনারই বল। বরফে-ডোবানো বিয়ারের জন্যে তৃপ্তিবিহীন তৃষ্ণা যাবতীয় বিষয়কে একেবারে গ্রাস করে ফেলেছিল। মেঘনাদের দ্বিতীয় ও শেষ সর্গ অতি দ্রুত ছেপে ফেলা হচ্ছে, যদিও শেষ সর্গের (নবম) কয়েক শত ছত্র রচনা করা এখনো বাকি আছে। এক বা দুই সপ্তাহের মধ্যে কৃষ্ণকুমারী প্রকাশের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে, এবং গীতিকাব্য এখন মুদ্রাকরের কাছে। প্রকৃতই এই ভীষণ আবহাওয়ার মধ্যে এতটা কাজ করতে পেরেছি বলে আমি তারিফ পাবার যোগ্য বলে মনে করি। আমার মনে হয় মেঘনাদের দ্বিতীয় সর্গ তোমার আগের চেয়ে ভালো লাগবে, অন্তত এটুকু বলতে পারি যে, আমি বেশ যত্নের সঙ্গে এটি পরিমার্জনা করছি। তোমার কাছে আমি গোপন করব না যে, এর কোনো-কোনো অংশ আমাকে পরিতুষ্ট করতে পারেনি, আমার মনে অতৃপ্তি আছে। প্রিয় বন্ধু, খুলে বলি, আমার ধারণাই ছিল না যে আমাদের মাতৃভাষা আমার সামনে এমন অফুরন্ত উপাদান এনে দিতে পারে; তুমি তো জান আমি তেমন স্কলার

২ 'Indian Field'এ রাজনারায়ণ 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে'র সমালোচনা করেন।

নই। যে রকম চিন্তা করছি এবং তার অনুরূপ যে বাক্‌প্রতিমা গড়ে উঠছে তারা তা প্রকাশের উপযুক্ত শব্দ নিয়ে আসছে সঙ্গে করেই—এমন-সব শব্দ যা আমি জানি বলেই আমি জানতাম না। এটা এক রহস্য উত্থাপন করলাম তোমার সামনে। যদিও আমি স্বীকার করব, তোমার রায় জানবার জন্যে আমি অধৈর্য হয়ে আছি—কেননা, তুমি তো জান তোমার কাছ থেকে আমি প্রয়োজনীয় পরামর্শ পেয়ে থাকি—তোমার পুরো বইটা পড়া পর্যন্ত আমি তবুও অপেক্ষা করে থাকব। আমার মনে হয় আমি কাব্যটা গেঁথে তুলেছি যাবতীয় বিধিবিধান পরিপূর্ণ পালন ক'রে, এমনকি ফরাসী সমালোচকও আমার ত্রুটি ধরতে পারবে না। (সীতার-হরণ সংক্রান্ত কাহিনীটি (চতুর্থ সর্গ) এর মধ্যে না-আনাই সম্ভবতঃ উচিত ছিল, কেননা এর আসল কাহিনীর সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই বললেই হয়।) কিন্তু এটা কি তুমি বাদ দিয়ে দিতে ইচ্ছে করবে, বাদ দেওয়া ভালো হবে? এখানে অনেকেই পাঁচটি সর্গের মধ্যে এই সর্গটি সবচেয়ে ভালো মনে করছেন, যদিও যতীন্দ্র ও তাঁর অনুগামীরা বলছেন, তৃতীয় সর্গ—প্রমীলার নগরপ্রবেশ— হয়েছে "সবচেয়ে চমৎকার"। আমার মুদ্রাকর বাবু আই. সি. বোস (ইনি অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি ও এককালে ভারতের অত্যন্ত গুণগ্রাহী) এবং তাঁর বন্ধুরা প্রথম সর্গটি সর্বোৎকৃষ্ট বলে মনে করছেন। তুলনামূলকভাবে বিচার করতে গেলে এই কাব্যটি আশ্চর্যজনকভাবে লোকে নিয়েছে এবং এর বিক্রিও মন্দ না। অমিত্রাক্ষরের বিরোধীদের একেবারে চুপ করিয়ে দিয়েছে। এটা একটা মস্ত জয়, তাই না?

আমি তিলোত্তমার একটি সাধারণ সংস্করণ ছাপাচ্ছি। আমি এর পাঠ কিছু পরিমার্জনা করার চেষ্টা করব বলে ইচ্ছে করেছি। অনেক জায়গায় পদ-বিন্যাসে কিছু-কিছু ত্রুটি আছে। এর চাহিদাও দিন-দিন বেড়ে চলেছে। এর পাদটীকা-সম্বলিত সংস্করণের জন্যে তোমাকে কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। পাঠ্য-অংশের ব্যাপারটা আগে মিটিয়ে নেওয়া যাক।

আমাকে 'মিলটন ও কালিদাস' উভয়ই বলতে আমি স্বকর্ণে শুনেছি। এ প্রশংসার আমি কতটা যোগ্য তা আমি বলতে পারি নে; কিন্তু এটা বেশ প্রীতিপ্রদ। আমার মনে হয় আরও যদি কিছুকালের আয়ু পাই, এবং নিজের খুশিমত কাজ করার সুযোগ ঘটে, তাহলে আমি আরও উত্তম কিছু করতে

পারব। আমার যা দরকার তা হচ্ছে চর্চা—অনুশীলন। যদি আর কোথাও নাও হয়, তিলোত্তমা ও মেঘনাদের ভাষার ও পদবিন্যাসের পার্থক্য দেখ। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, মেঘনাদের পর আমি বীররসাত্মক কাব্যের কাছ থেকে বিদায় নেব। নতুন করে এ-ধরণের কিছু লিখতে গেলে তা হবে পুনরাবৃত্তি। আমার সম্মুখে রোমান্টিক ও লিরিক কবিতার বিরাট ক্ষেত্র পড়ে আছে, এবং আমার তো মনে হয় লিরিক বা গীতিকবিতার দিকে আমার ঝোঁক আছে।

প্রসঙ্গক্রমে তুমি ঈশ্বরচন্দ্রের অকালমৃত্যুর কথা উল্লেখ করেছ। তার মত একজন মানুষ আর কবে আমরা পাব? হায়! আমাদের নাটকের দশার কথা ভাবি। কিন্তু এই কালটা নাটকের উৎকর্ষের সময় নয়। জনসাধারণের কান অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্বরমাধুর্য গ্রহণের উপযোগী পরদায় বেঁধে নিতে হবে। তুমি কৃষ্ণকুমারী পড়লে সম্ভবত বুঝতে পারবে যে নিয়মিত চর্চা এই লেখককে এই বিভাগেও বেশ চলনসই করে তুলতে পারবে। কিন্তু উৎসাহ হচ্ছে পোষক-খাদ্য যার দ্বারা অনুশীলন পুষ্ট হতে পারে। কিন্তু তেমন উৎসাহ কোথায়? সে যাই হোক, আমার আশা এই, নাটকটি তোমার পছন্দ হবে, যদিও কাব্য-ছন্দের অভাবের দরুন এটা কিছুটা ত্রুটিযুক্ত আছে। আমি, যে নাকি একজন নির্মমহৃদয়ের পাপিষ্ঠ, সেই আমি প্রুফ সংশোধন করার সময়ে অনেক দৃশ্যের ঘটনায় কেঁদে ফেলেছি। এটা শর্মিষ্ঠা ও পদ্মাবতীর উপর টেক্কা দিয়েছে। এবার আমি শেষ করব। তুমি শুনে খুশি হবে যে আমার মামলা বেশ ভালোভাবে এগচ্ছে। শহরে আমার বাড়িটা মেরামত হচ্ছে বলে এখন আমি খিদিরপুরে আছি। তা হলেও আগের মতই আমার ঠিকানা দিয়ো, এবং ডাকমাশুল না-দিয়ে বিয়ারিং ডাকে চিঠি দিতে ভুলো না, যেমনটি তোমাকে জানিয়েছি। তাহলে পোস্টাপিসের দুরাত্মা কর্মীরা চুরিও করতে পারবে না, প্রতারণাও করতে পারবে না। সাদর প্রীতি সহ। তোমার স্নেহানুরাগী—

পুনশ্চ। আবার শুনলাম প্যাট্রিয়টের বেচারা হরিশ নাকি মর-মর। ব্যাপারটা বেদনাদায়ক। জীবিত যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে ইনিই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছেন! আশা করব, তিনি নিরাময় হয়ে উঠবেন। তাঁর মৃত্যুতে প্রকৃতপক্ষে একটা ক্ষতি হবে, আমাদের

সাহিত্যের অবশ্য নয়, কেননা তিনি লিখতেন ফিরিঙ্গির মত, কিন্তু ক্ষতি হবে মানসিক ও চিন্তার স্বাধীনতার অগ্রগতির পথে।

১৩

[১৮৬০]

প্রিয় রাজনারায়ণ,

এবার অনুযোগ করার পালা আমার। তুমি আমার আগের চিঠিটার উত্তর দাওনি কেন। সম্ভবত চিঠিটা তোমার কাছে পৌঁছয়নি। পোস্ট-আফিসের মুণ্ডপাত কর। অহো, এদের কী নিয়মনিষ্ঠা! যাই হোক, আবার চেষ্টা করে দেখি।

তুমি শুনে খুশি হবে কৃষ্ণকুমারী, সেই অপরূপ রাজপুত রাজকুমারী, দু-এক দিনের মধ্যেই বেরিয়ে যাবে। আমার মুদ্রাকরকে আমি বলে দেব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমাকে এক কপি পাঠাতে। তার পর তুমি বোলো কেমন লাগল। ব্রজাঙ্গনা সম্বন্ধে এইটুকুই বলবার যে, আমি সত্যিই জানিনে বৈকুণ্ঠ দত্ত তাকে নিয়ে কী করছেন। কিন্তু মেঘনাদ অবিচল ভাবে এগিয়ে চলেছে, আমরা এখন অষ্টম সর্গ ছাপাচ্ছি, শেষ সর্গের আগেরটি। শোনো বৎস, তোমার জন্যে এক মানসিক ভোজের আয়োজন হয়েছে। আমি বীরত্বব্যঞ্জক সব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করব। তিলোত্তমা ও মেঘনাদ একালের কাব্যিক ক্ষুধা মেটাতে পারবে মনে করি। হে, প্রিয়জন আমার, এখন যদি তুমি আমার সঙ্গে থাকতে। আমরা একসঙ্গে বসতে ও একত্রে তবে পাঠ করতে পারতাম না? পারতাম কি না, বলো? আমি তোমাকে বলে রাখতে পারি যে, কীর্তিমান রাক্ষসকুল, বেচারা লক্ষ্মণ, ও প্রমীলার জন্যে তোমাকে অনেক অশ্রু বিসর্জন দিতে হবে। আমি জানতামই না, করুণরসে আমার এমন হাত আছে। কয়েকদিন আগে, আমার মুদ্রক বাবু আই. সি. বোস লক্ষ্মণের জন্যে রামের বিলাপ পাঠ করতে-করতে কান্নায় একেবারে ফেটে পড়লেন। কিন্তু তোমার মনে আশার সঞ্চার করে তোমাকে নিরাশ করতে চাই নে। কৃষ্ণকুমারী পাওয়া মাত্র পড়ে ফেলো। এই বইতেও একটু করুণরস সৃষ্টির চেষ্টা আছে।

তুমি কি শুনেছ আমার খিদিরপুর-বাড়ির মামলায় আমি জিতেছি। আমার

মায়ের অলংকারাদির বিষয় ছাড়া আমার সমগ্র দাবির পক্ষে ডিক্রি পেয়েছি। ঐ ব্যাপারে আমি আমার দাবি ঠিক পুরোপুরি প্রমাণ করতে পারিনি, সেইজন্যে বিচারক মাত্র ১৩০০ টাকার ডিক্রি দিয়েছেন। কিন্তু তিনি আমাকে আমার পিতার মৃত্যুর দিন থেকে ওয়াসিলৎ দিয়েছেন, যার পরিমাণ হচ্ছে ২০০০ টাকার উপর। ভগবানকে ধন্যবাদ, আমি সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠ্‌ছি। কিন্তু একটা স্বাধীন বৃত্তির জন্যে আমি হাহুতাশ করছি, যাতে আমি সর্বসময়ের জন্যে সর্বান্তঃকরণে আমার প্রিয়কাজে পাঠাভ্যাসে আত্মনিয়োগ করতে পারি। বিদায়, বন্ধু। বিশ্বাস রেখো, তোমার চিরকালের স্নেহানুরাগী।

১৪

[১৮৬১]

প্রিয় রাজনারায়ণ,

তোমার সহৃদয় চিঠিটা গতকাল আমার হস্তগত হয়েছে, চিঠিটার জন্যে তোমাকে অজস্র ধন্যবাদ। ডাকমাশুল ছাড়াই চিঠি দিতে থেকো। দুরাত্মারা যদি আমাদের চিঠি ছুড়ে ফেলে দেয়, আমাদের এইটুকু সান্ত্বনা থাকবে, যদিও সে সান্ত্বনা যৎকিঞ্চিৎই, যে, তারা আমাদের অনিষ্টের উপর অবজ্ঞা যোগ করতে পারেনি—আমাদের টাকাও নিয়েছে, কিন্তু তার তুল্যমূল্য দেয়নি।

তুমি আমাকে অবাক করলে। কৃষ্ণকুমারী এখনো তোমার কাছে পৌঁছয়নি, এটা কি সম্ভব ? আমি এ বিষয়ে আমার মুদ্রককে আবার লিখছি।

রুচির কোনো হিসাব পাওয়া দুষ্কর। যতীন্দ্র ও তাঁর অনুগামীরা তৃতীয় সর্গের পক্ষে. তাঁদের মতে এটি হচ্ছে 'অপূর্ব'। আবার এমন অনেকে আছেন যারা চতুর্থ সর্গ উৎকৃষ্ট মনে করছেন।

তোমার মনোভাব আর যাই হোক, স্তুতিবাচক নয়। যে নাকি 'সুন্দর' 'কোমল' ও 'করুণ' এবং যার সঙ্গে মিশেছে 'গাম্ভীর্য' সে অতি অবশ্যই সময়ের স্রোত বেয়ে-বয়ে সগৌরবে চলতে পারবে। সমগ্র পাঠককুল সম্মিলিত হবেই তাকে 'ভালোবাসবার' ও 'সম্ভ্রম করবার' জন্যে। সংস্কৃতে কালিদাসের দিকে চেয়ে দেখ, দেখ ল্যাটিন ভারজিল ও ইতালীয় তাসো'র দিকে। আমার মনে হয় ইংলণ্ডে এমন একজন কবি নেই যাঁর নাম এঁদের সঙ্গে উল্লেখ করার যোগ্য;

কিন্তু সে দেশের মিলটন হচ্ছেন এঁদের চেয়ে মহত্তর। তাঁর নিজের সৃষ্ট শয়তানের মত অতি মহৎচিন্তায় তিনি বিভোর, কিন্তু মনোহর যাকে বলা যেতে পারে তেমন যৎকিঞ্চিৎ হয়তো আছে বা কিছুই নেই। পাঠকের মন তিনি বিস্ময়কর উচ্চতায় উন্নীত করে দেন, কিন্তু হৃদয় তিনি স্পর্শ করেন না। তার পরিণাম কি? তাঁর খ্যাতি অতি গৌরবময়, কিন্তু তাঁর পাঠক নেই। তিনি স্বয়ংই যেন শয়তান। তিনি অতি উচ্চস্তরের মানুষ বলে তাঁকে আমরা স্বীকার করি, কিন্তু তাঁর বেদনায় আমরা বেদনার্ত নই। আমরা তাঁর স্বর্গীয় কণ্ঠস্বরের ধ্বনি শুনি বিস্ময়ের সঙ্গে শিহরনের সঙ্গে। অরণ্যের শব্দহীন নিস্তব্ধতার মধ্যে তাঁর কণ্ঠস্বর গভীর সিংহনাদ।

কিন্তু, হে বৎস, এই রকম মনোভাব থিতিয়ে স্থির হয়ে যাতে পড়তে পারে এবং স্থায়ী রূপ নিতে পারে তার জন্যে তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে। সবটা কবিতা তুমি আদ্যোপান্ত পড়বে। আমার কাহিনীতে চরিত্র ঠিক সামরিক বিষয় ঘেঁষা নয়। হোমর হচ্ছেন যুদ্ধ ছাড়া কিছু না। মিলটনের অনুরূপ আমার আছে একটি—অর্থাৎ সপ্তম— সর্গটি; এবং. আমার আশা, .আমি সাফল্য দেখাতে পেরেছি অন্তত মান রক্ষার দিক দিয়ে। দ্বিতীয় সর্গটি মাস-খানেকের মধ্যে বের হবে আশা করছি।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যাপারে একটা সুন্দর ঘটনা তোমাকে বলা যাক। কয়েকদিন আগে আমাকে চীনাবাজারে যেতে হয়েছিল। আমি দেখলাম একজন লোক দোকানে বসা, সে বেশ মনোযোগ দিয়ে পড়ছে মেঘনাদ, আমি দোকানে ঢুকলাম, তাকে জিজ্ঞাসা করলাম সে কী পড়ছে। লোকটি বেশ চোস্ত ইংরেজিতে বলল, "আমি একটি নতুন কবিতা পড়ছি, মশায়।" "একটি কবিতা!" আমি বললাম, "আমার ধারণা তোমাদের ভাষায় কোনো কবিতাই নেই।" সে বলল, "সে কেমন কথা, মশায়, এই তো এক কবিতা যা নাকি যে-কোনো জাতিকে গৌরবমণ্ডিত করবে।" আমি বললাম, "বেশ, পড় তো, তবেই আমি বুঝব।" আমার এই সাহিত্যপ্রাণ দোকানী আমার দিকে কড়া-চোখে তাকাল, বলল, "মশায়, আপনি তো এই লেখককে একেবারেই বুঝতে পারবেন বলে মনে হয় না।" উত্তরে আমি বললাম, "সুযোগ যখন পেয়েছি চেষ্টা করে দেখাই যাক-না।" সে পড়তে লাগল দ্বিতীয় সর্গের সেই অংশ

যেখানে রতির কাছে ফিরে এসেছে কাম, শিবের প্রাসাদের গজদন্তনির্মিত তোরণে সে দাঁড়িয়ে আছে, এবং রতি তাকে বলছে—

বাঁচালে দাসীরে
আশু আসি তার পাশে, হে রতিরঞ্জন।

যুবকটি অতি চমৎকার ভাবে পড়ল। যেসব লোক নিজেদের স্কলার মনে করে পণ্ডিত জ্ঞান করে তাদের কথা আমার মনে হল। আমি কবিতাটি তার হাত থেকে নিলাম, এবং কয়েকটি অংশ পড়ে শোনালাম, আমার এই নতুন বন্ধুটি এ'তে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। সে বেশ ব্যাকুলভাবে জানতে চাইল আমি কোথায় থাকি। আমি তাকে অস্পষ্ট জবাব দিলাম, কেননা অতিথি-অভ্যাগত নিয়ে বিব্রত হওয়া আমি পছন্দ করিনে। তার সঙ্গে করমর্দন করলাম, বিদায় নেবার সময় জানতে চাইলাম অমিত্রাক্ষর বাংলা ভাষায় কেমন চলবে বলে সে মনে করে। উত্তরে সে বলল, "খুব অবশ্য চলবে, মশায়, বাংলা ভাষায় এটি হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট ছন্দ।"

এবার শেষ করি। আমাকে আরও কয়েকটা চিঠি লিখতে হবে। তার উপর, এইমাত্র একজন ভিজিটর এসে পৌঁছলেন। বিদায়, রাজ।

১৫

[১৮৬১]

প্রিয় রাজনারায়ণ,

আমি ঠিক বুঝতে পারছিনে ব্যাপারটি কী, কিন্তু আমি মনে-মনে জল্পনা-কল্পনা করছি যে, তুমি আমাকে দীর্ঘ পত্র লিখেছ কিন্তু পোস্টাপিসের লোকেদের উদাসীনতার দরুণ আমি সে চিঠি পাইনি। আমার অনুমান যদি ঠিক হয়, তাহলে পুনরায় তোমাকে লেখার কষ্ট স্বীকার করতে হবে, কেননা ট্র্যাজিডিটি সম্বন্ধে তোমার অভিমত কি তা জানবার জন্যে আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি। কিন্তু আমার অনুমান ঠিক না হলে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে বাধ্য হব তোমার এই নীরবতার অর্থ কী। বইটি কি তোমাকে হতাশ করেছে? এখানকার লোকেরা এ'কে ভালোই বলছে। যদিও আমাকে বলতেই হবে যে, তোমার দরের লোক এখানে সহজলভ্য নয়।

'গীতিকাব্য' প্রকাশিত হয়েছে, এবং আমি এককপি তোমাকে পাঠাবার জন্তে বাবু বৈকুণ্ঠনাথ দত্তকে অনুরোধ করেছি (তিনি তোমার সমধর্মী), এবং বইটির কপিরাইট তাঁর। এই কাব্যের অন্তর্গত কবিতাগুলি সম্বন্ধে তোমার কী ধারণা তাও জানিয়ো কিন্তু। এখন আমরা মেঘনাদের শেষ (নবম) সর্গ ছাপছি। আগামী (ইংরেজি) মাসের প্রথম দিকেই তুমি এটি পেতে পার।

কী রকম মনে করছ, বুড়ো খোকা, একটা ট্রাজিডি, এক খণ্ড গীতিকবিতা, একটা প্রকৃতই এপিকের অর্ধেক! এ সবই এক বছরের মধ্যে, এবং সেই বছরটার মাত্র অর্ধেক পার হয়েছে.। অন্য কোনো-কিছুর জন্তে যদি তারিফ পাবার যোগ্য না-হই, তুমি আমাকে একটা পরিশ্রমী সারমেয় বলে অন্তত স্বীকার করবে। গন্ধ নিয়ে আমি অগ্নিশিখার মত জলে উঠতে ইচ্ছে করেছি, 'ভদ্রলোকদের যে ইতর জনতা' মস্ত লেখক বলে নির্লজ্জ ভাবে নিজেদের জাহির করে চলেছে আমি তাদের পরিণত করে দিতে চাই ভস্মে। মস্ত লেখক !! ওরা-সব হচ্ছে বেহালার ছড়। কিন্তু সে কথা ক্রমশপ্রকাশ্য। তুমি আমার কথার উপর নির্ভর করতে পার, বন্ধু রাজ, আমি একটা প্রচণ্ড ধূমকেতুর মত আবির্ভূত হব, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অনুগ্রহ করে জানাও তুমি কী করছ। তোমার সেই চমৎকার ধর্মতত্ত্বমূলক বইটি কই, যা নাকি সর্বপ্রকার পাপীকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত করে দেবে ?

মহরমের হট্টগোল থেকে আমরা সবে মাত্র নিষ্কৃতি পেয়েছি। আমি এ কথা তোমাকে বলতে পারি যে, ভারতবর্ষের মুসলমানদের মধ্য থেকে একজন বড় কবির যদি উদ্‌ভব হত তাহলে হোসেন ও তার ভ্রাতার মৃত্যু নিয়ে একটা অপূর্ব মহাকাব্য তিনি লিখতে পারতেন।) সমগ্র জাতির মর্মবেদনা সেই কবিকে নিজের বলে ফুটিয়ে তুলতে হবে। আমাদের এ রকম কোনো বিষয় নেই। এ কথা তুমি বিশ্বাস কর তো ? এখানকার লোকেরা অনুযোগ করে যে মেঘনাদের কবির হৃদয় পড়ে আছে রাক্ষসের দিকে। এবং এ কথাটা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সত্য। আমি রাম ও তাঁর বানরবাহিনীকে ঘৃণা করি ; কিন্তু রাবণ সম্বন্ধে আমার ধারণা আমার কল্পনাকে উন্নত ও সঞ্জীবিত করে তোলে ; এই ব্যক্তিটা অতি চমৎকার।

অন্যান্ত সর্গের চেয়ে প্রথম ও চতুর্থ সর্গ তুমি বেশি পছন্দ কর বলে যে চিঠি

দিয়েছ সেটা আমার এক বন্ধুকে দেখাই। তিনি বললেন তৃতীয় সর্গে প্রমীলার লঙ্কায় প্রবেশ সম্বন্ধে তোমার নীরবতায় তিনি বিস্মিত হয়েছেন। এই সরলপ্রকৃতির মানুষটি আরও বললেন যে, ঐ বর্ণনাটি তাঁকে রণভেরীর ঝংকারের মত উচ্চকিত করে তুলেছে। কিন্তু De gustibus non est disputandum

এবার আমি থামব। দয়া করে এর পর থেকে আমাকে চিঠি দিয়ো 'কেয়ার অব জেম্‌স্ ফ্রেডেরিক এস্কোয়ার, খিদিরপুর' ঠিকানায়, অথবা পোস্ট আপিসে কেয়ারে। আমি ৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড় ছেড়ে দিয়েছি। আশা করি তুমি পুরোপুরি ভালো আছ। প্রীতিপূর্ণ শ্রদ্ধাসহ

পুনশ্চ। হরিশ মারা গিয়েছে। এই নিয়ে সকলে হৈচৈ আরম্ভ করেছে, এবং একটা 'স্কলারশিপ' প্রবর্তন করার প্রস্তাব তুলেছে! ধিক! একটা মূর্তি প্রতিষ্ঠা নয় কেন। যাই হোক, আমি চাঁদা দেব। আমি লোকটিকে ভালোবাসতাম, তার মূল্যও বুঝতাম। ল্যাটিনরা যেমন বলত Vale[১], কিংবা ফরাসিরা যেমন বলে Au revoir[২]।

১৬

[১৮৬১]

প্রিয় রাজনারায়ণ

গত কাল বিকালে আমি এক কপি নতুন মেঘনাদ তোমার ঠিকানায় পাঠাবার ব্যবস্থা করেছি। আশা করি এটা ভালোয়-ভালোয় তোমার কাছে পৌছবে। এটা পাওয়া মাত্র তুমি অন্য সব কাজ সরিয়ে রেখে আমাকে লিখে জানাবে। কারণ, মেদিনীপুরের জনৈক শিক্ষক মহাশয়ের অভিমত আমি আর-সব অভিমতের চেয়ে বেশি মূল্যবান মনে করি। কৃষ্ণকুমারী সম্বন্ধে তোমার অভিমতে আমি বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট হইনি। কিন্তু আমি নিজেকেই তারিফ করছি এই ভেবে যে তুমি বইটির সঙ্গে আর-একটু অন্তরঙ্গ হলে এই রাজকুমারী সম্বন্ধে আরও উচ্চ ধারণাই পোষণ করবে। নাটক বিষয়ে আমার নিজস্ব একটা ধারণা আছে, আমি তদনুযায়ীই চলি। আমার কোনো-কোনো বন্ধু— আমার

১ Vale : Farewell, বিদায়

২ Au revoir ; Good bye, মঙ্গল হোক,

বিশ্বাস, তুমিও তার মধ্যে একজন— আমার লেখা কোনো নাটক দেখলেই সমালোচনার সেই বিধি প্রয়োগ করতে লেগে যান যা উইলিয়াম শেক্সপীয়রের মাস্টারপীসগুলি প্রয়োগ করে গিয়েছে। তাঁরা সম্ভবত ভুলে যান যে আমি সম্পূর্ণ পৃথক পরিবেশের মধ্যে লিখি। আমাদের সামাজিক ও নৈতিক ক্রমোন্নতি সম্পূর্ণ আলাদা রকমের। একই রকম নানাবিধ উত্তেজনায় আমরা প্রণোদিত হই বটে, কিন্তু আমাদের মধ্যে সে উত্তেজনা অনেক শান্ত রকমের। কিন্তু চুলোয় যাক ওসব দার্শনিক তত্ত্ব। যে চিন্তা আমার মনে উদ্‌গত হয়ে ওঠে আমি তা তখনই কাগজে লিখে ফেলব, তারপর সারা বিশ্ব যা বলার বলুক।

তুমি কি এক কপি গীতিকাব্য [ব্রজাঙ্গনা] পেয়েছ ? তবে কিছু বল ভাই, তুমি চুপ করে আছ কেন। এখানকার অনেকে এই বইয়ে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে বলে তো ভাব দেখাচ্ছে।

তোমার পদ্য বেশ ভালো, তুমি অনুশীলন চালিয়ে গেলে সফল হবেই। ভুলে যেয়ো না যে ৮ম পাদ দীর্ঘ হবে। আমরা তিলোত্তমা পুনর্মুদ্রণ করছি, তোমাকে সরল সত্য কথা বলছি যে, আমি দেখছি পদবিন্যাসের অনেক জায়গাই বেশ কাঁচা। আমি বনদেবীকে একেবারে অন্যভাবে সাজিয়ে তুলব। ভয় পেয়ো না, আমি তাকে নষ্ট করে ফেলব না। একটি ছন্দের ৮ম পাদ দীর্ঘ করলে তার শ্রুতিমধুরতা কতটা বৃদ্ধি পায় এখানে তার একটা দৃষ্টান্ত দিতে দাও। মেঘনাদের দ্বিতীয় সর্গের প্রারম্ভিক ছত্র তোমার ভালো লেগেছে বলে আশা করি। সন্ধ্যার সেই বর্ণনায় তুমি এই রকম ছত্র দেখেছ—

আইলা তারাকুন্তলা, শশী-সহ হাসি
শর্বরী, বহিল চারিদিকে গন্ধবহ।

এবার তুমি যদি 'তারাকুন্তলা' সরিয়ে ফেলে সেই জায়গায় তার বদলে 'সুচারু তারা' বসাও, তা হলে ছত্রটির শ্রুতিমধুরতা বাড়বে, কেননা 'লা'র দৃঢ়তা একেবারে মাটি করে দেয় যুক্তস্বর 'ন্ত'। এবার পড়—

আইলা সুচারু তারা শশীসহ হাসি
শর্বরী—

এবং তার পর 'সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে', তখন এই কাব্যাংশ সংগীতের একটা পৃথক রকম ব্যঞ্জনা পেয়ে গেল—

আইলা সুচারু তারা শশীসহ হাসি
শর্বরী ; সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে,
সুস্বনে সবার কাছে কহিলা বিলাসী
কোন্ কোন্ ফুল চুম্বি কি ধন পাইলা।

ভালো কথা মনে পড়েছে—এই ছত্র-কয়টি অবশ্যই তোমাকে অন্য কয়েকটি ছত্রের কথা মনে এনে দেবে,

মিলটনের

And whisper whence they stole
Those balmy spoils

এবং শেক্সপীয়রের

Like the sweet south
That breathes upon a bank of violets
Stealing and giving odour—

বক্তব্য বিষয়টি বোঝাবার জন্যে 'stealing' থেকে 'চুম্বন' কি বেশি রোমান্টিক নয় ?

মেঘনাদের প্রথম দিকের সর্গে ছন্দের অনেক ত্রুটি আছে দেখছি। ভবিষ্যৎ-সংস্করণে তা দূর করতে হবে, যদি অবশ্য আর-একটি সংস্করণ পর্যন্ত চলে, এবং আমাকে প্রয়োজনীয় কর্তব্য পালন করতে হয়। অনেক দেরি হয়ে গেছে ; সুতরাং এবার শেষ করব। আমার পরের চিঠিতে আমি তোমাকে আমার গন্থের কাজকর্ম বিষয়ে জানাব। আমি এক পার্বত্য ঝরনার মত উদ্দাম বেগে ছুটে চলেছি।

ঈশ্বর তোমাকে ও তোমার পরিজনবর্গকে সুখী করুন। প্রিয় রাজ। আমার একটি পুত্রসন্তান হয়েছে। তাড়াতাড়ি উত্তর দিয়ে সুখী কোরো।

১৭

খিদিরপুর

প্রিয় রাজনারায়ণ,
২১শে আগষ্ট ১৮৬১

কয়েক দিন আগে আমি তোমার বন্ধু কেদারনাথ দত্তকে শর্মিষ্ঠা'র গ্রন্থ-

কারের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী-তথ্য সম্বলিত বেশ লম্বা চিঠি লিখেছি। সে চিঠি তিনি পেয়েছেন কিনা জানতে ইচ্ছে করি। চিঠিটা তাঁরই অনুরোধ ক্রমে লেখা হয়েছিল।

আমি উৎকণ্ঠিত ভাবে তোমার সমালোচনার জন্যে প্রতীক্ষা করে আছি; আমি একাই না, সেই সঙ্গে আরও অনেকে, মেদিনীপুরের সুযোগ্য স্কুল-শিক্ষক আমাদের ভাষায় এই প্রথম কাব্য সম্বন্ধে কী বলেন তা জানার জন্যে আমাদের বন্ধুরা সকলেই আমার সঙ্গে সমান ভাবে ব্যাকুল হয়ে আছেন। সুতরাং তুমি তাঁদের সন্তোষ বিধান করতে বাধ্য। কাব্যটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে, এবং আমাদের বন্ধুরা অনেকেই আবার আমাকে লেগে যেতে বলছেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কোন্ বিষয় নিয়ে। যতীন্দ্র বলছেন কৌরব ও পাণ্ডব রাজকুমারদের যুদ্ধ নিয়ে; অন্য এক বন্ধু বলছেন উষাহরণ নিয়ে। কিন্তু আমার ঝোঁক তোমার সিংহল-বিজয়ের দিকে। আমি কিন্তু গল্পটা ভুলে গিয়েছি, কোন্ বইয়ে এ কাহিনী পাওয়া যাবে তাও জানিনে; অনুগ্রহ করে এ বিষয়ে আমাকে বিশদ ভাবে জানাও। আমার ধারণা, মেঘনাদের উপর টেক্কা দেওয়া খুব সোজা কাজ হবে না; কিন্তু চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি নেই। তুমি কী বল? এ সব না ক'রে আমি কি আমার জীবনের শেষ দিনগুলি সাময়িক কিছু-কিছু গীতিকবিতার ও সনেটের লেখক হিসাবে নিজেকে একেবারে ডোবাব? এ রকম ভাবনাই সহ্যের বাইরে। আমাকে সিংহল দাও, বৎস! আমি সমুদ্রের ও পর্বতের দৃশ্যাবলী সম্বলিত বিষয় চাই, চাই সংগ্রামমুখর ও প্রেমাভিনয়পূর্ণ কাহিনী। এসব হলে উদ্ভাবনীশক্তি প্রয়োগ করার বিস্তৃত ক্ষেত্র পাওয়া যায়।

মেঘনাদ সম্বন্ধে প্রতিকূল একটি কথাও আমি শুনিনি। মহামহিমান্বিত যতীন্দ্র কেবল বলেছেন যে, ইন্দ্রজিৎ যখন নিরস্ত্র তখন ঠাণ্ডা মাথায় বেচারা লক্ষ্মণকে দিয়ে তাকে হত্যা করানো হয়েছে দেখে তিনি দুঃখিত। আমিও জানি এ কাব্যে অনেক দোষত্রুটি আছে। মানুষের কৃত কোন্ কাজে তা নেই? কিন্তু সেসব ত্রুটি তুমি দেখিয়ে দেবে, এবং আমি আর একটায় হাত দেওয়ার আগেই তা তোমার দেখিয়ে দেওয়া উচিত।

আমার মনে হচ্ছে ব্রজর সেই বেচারী মহিলাটি সম্বন্ধে তুমি যেন নিরুত্তাপ। তুমি যখন কবিতা পড়তে বসবে তখন ধর্মের প্রতি প্রবণতা সরিয়ে রাখবে।

তার উপর, শ্রীমতী রাধা তেমন একজন বদ স্ত্রীলোক নন্। তোমার এই সামান্য সেবকটির মত প্রথম থেকেই তাঁর পক্ষে যদি একজন কবি থাকত তাহলে তিনি একেবারে অন্যরকম চরিত্রের নারী রূপে চিহ্নিত হতেন। নিম্নশ্রেণীর কবিদের উৎকট কল্পনাই তাঁকে অদ্ভুত ভাবে চিহ্নিত করেছে। এবার বিদায়। শীঘ্র চিঠি দিয়ো। তোমার স্নেহানুরাগী

১৮

[১৮৬১]

প্রিয় রাজনারায়ণ,

তোমার চিঠিটা পড়া মাত্রই প্রথমে আমি না হেসে পারিনি ; কিন্তু কষ্টও পেয়েছি এ কথা ভেবে যে আমার অসাবধানতা একজন অতি সম্মানিত বন্ধুর মনে এমন উদ্বেগ সঞ্চার করেছে। হে বৃদ্ধমহোদয়, আমি তোমার উপর এতটুকু বিরক্ত হইনি। তোমার সমালোচনা যে-কোনো মানুষের কাছে গর্বের বস্তু। কিন্তু আমার স্ত্রীর অসুস্থতার জন্যে আমি কিছু দিন যাবৎ মানসিক উৎকণ্ঠায় দিন কাটিয়েছি। জলে ও স্থলে আমাকে পরিভ্রমণ করে বেড়াতে হয়েছে। আমি তাঁকে নদীপথে নিয়ে ঘুরি, তার পর যাই বর্ধমানে। ভগবানকে ধন্যবাদ এখন তাঁর শরীর আগের মত সুস্থ হয়েছে মনে হচ্ছে, আর আমি, আমি এখন তোমার সেবা করার জন্যে প্রস্তুত, বৎস।

নতুন এপিকের মাত্র ২০ বা ৩০ লাইন আমি লিখেছি। আসল ব্যাপার এই, আমি এখন সেটা সরিয়ে রেখেছি, হয়তো কিছুকালের জন্যে। কিন্তু গত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ আমি দ্রুত বেগে যা লিখে চলেছি তার নাম 'বীরাঙ্গনা' অর্থাৎ তাঁদের প্রেমাস্পদের বা প্রভুর কাছে লেখা পৌরাণিক রমণীদের বীরত্ব-ব্যঞ্জক পত্র। এরকম একুশটি পত্র হবে, এগারোটা শেষ করেছি। এগুলি ছেপে ফেলা হচ্ছে, কেননা বাকিগুলি শেষ করব এমন সময় পাচ্ছি নে। যতীন্দ্র-মোহন ঠাকুর, আমার মুদ্রক ঈশ্বরচন্দ্র বসু, এমন আরও দু-একজন বন্ধু অর্ধ-উন্মাদ হয়ে পড়েছেন। কিন্তু তোমার নিজের বিচার তোমার কাছে। প্রথম সীরিজে আছে—১. দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা, ২. সোমের প্রতি তারা, ৩. দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী, ৪. দশরথের প্রতি কেকয়ী, ৫. লক্ষ্মণের

প্রতি সূর্পণখা, ৬. অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদী, ৭. দুর্যোধনের প্রতি ভানুমতী, ৮. জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা, ৯. নীলধ্বজের প্রতি জনা, ১০. শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী, ১১. পুরুরবার প্রতি উর্বশী।

তালিকাটি বেশ বড়ই হে বন্ধু। তিলোত্তমা বেশ সুন্দর ভাবে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে, এবং আমার বিশ্বাস সাহিত্যগত দিকের বিচারেও এর কিছুটা উন্নতি করা গিয়েছে। এ কথা জোর করে বলতে পারি যে, ছন্দে পদবিন্যাস নিঃসন্দেহে অনেক ভালো হয়েছে। শীঘ্রই তুমি এক কপি পাবে।

আমাদের উভয়েরই বন্ধু এখানে এমন অনেকে তোমার সমালোচনা পড়েছেন, এবং বেশ কড়া ভাবেই তার সমালোচনা করেছেন। নরকের বর্ণনা সম্বন্ধে তোমার মন্তব্য কেউ-কেউ পছন্দ করেন নি, তাঁরা প্রমাণ করতে প্রস্তুত আছেন যে, এই বিবরণ পুরোপুরি পুরাণসম্মত। সে যাই হোক, এ কাব্য যে খুবই সাফল্য লাভ করেছে সে বিষয়ে কোনো ভুল নেই। যাঁরাই এটা পড়ছেন ও বুঝতে পারছেন তাঁরাই তোমার কথার প্রতিধ্বনি করছেন—'আমাদের ভাষার প্রথম কাব্য'।

কিন্তু, আমার মনে হচ্ছে, আমার কবিজীবনের দৌড় এবার শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমি বার্-এর জন্তে পড়াশুনা করার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে যাবার ব্যবস্থাদি করছি, সুতরাং কাব্যসরস্বতীর কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে। তুমি শুনে সুখী হবে যে, কাব্যের এই নবীন ধর্মে প্রায় দীক্ষিত হয়ে গিয়েছেন মহামনস্বী বিদ্যাসাগর এবং 'ধর্মপ্রচারার্থ ঈশ্বর-প্রেরিত' যে ব্যক্তিটি এই ধর্মপ্রবর্তন করেছেন তাকে সম্মানের সহৃদয়তার ও স্নেহের চক্ষে দেখতে আরম্ভ করেছেন। তিনি এখনই এই নতুন স্বরগ্রামের সঙ্গে নিজেকে অভ্যস্ত করে নিতে পারেন নি, কিন্তু এই কাব্যের চারিত্রিক গঠনের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে তাঁর মনে কোনো সংশয় আছে বলে মনে হয় না।

আমার প্রস্তাবিত ইংলণ্ড গমন সম্বন্ধে তিনি বেশ যত্নবান হয়েছেন, এবং প্রকৃতপক্ষে আমার অভিপ্রায়ের সমর্থনে তিনি সবচেয়ে বড় সক্রিয় উৎসাহদাতা। আমার সম্পত্তি সহজ শর্তে বন্ধক রেখে তিনি প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করে দেবার দায়িত্ব নিয়েছেন। এ ব্যাপারে আমার লাগবে ২০,০০০ টাকা, এবং এই পরিমাণ টাকা খরচ করতে আমি পারি। মধু কেবল আর 'কবি' নয়, সে

হচ্ছে মাইকেল এম. এস. দত্ত এস্কোয়ার, ইনার টেম্প্‌লের ব্যারিস্টার-অ্যাট-ল !! হা !! হা !! ব্যাপারটা অতি চমৎকার নয় ? কিন্তু, আমি আশা করি, আমি বিফলমনোরথ হব না।

ভালো কথা মনে পড়েছে—এই মাসের প্রথম থেকে যতীন্দ্র ও বিদ্যাসাগর আমার উপর প্যাট্রিয়ট চাপিয়েছেন। আগামী সোমবারের সংখ্যাটি তোমাকে পড়তে অনুরোধ করছি। আমি খুবই নিশ্চিত যে তুমি আমার লেখা চিনতে পারবে। হে প্রিয়তম বন্ধু, ঈশ্বর তোমার কল্যাণ করুন। সম্ভবত আগামী মাসে আমি ইংলণ্ডে যাব। যদি বেঁচে থাকি ও ফিরে আসি, আমাদের দেখা হবে ; যদি না-বাঁচি তাহলে আজ হতে শতবর্ষ পরে আমার দেশবাসী কী বলবে !—

Far away—far away
From the land he lov'd so well
Sleeps beneath the colder ray.

ওসব চুলোয় যাক। কবিতা লেখার সময় আমার নেই, নিজের নাম স্বাক্ষর করার মতন কিছু জায়গা আছে মাত্র। তোমার চির স্নেহানুরাগী

১৯

[১৮৬২]

প্রিয় রাজ,

নতুন কাব্যটি বেরিয়েছে, আমি এক কপি তোমাকে পাঠাতে নির্দেশ দিয়ে দিয়েছি। তুমি এটি সম্বন্ধে কিরকম মনে কর তা জানিয়ে যথাশীঘ্র সম্ভব আমাকে অনুগৃহীত করবেই ; কেননা কবিতা সম্পর্কিত বিষয়ে আরও অনেকের থেকে তোমার অভিমত আমার কাছে দামী। সৌরজগতের অন্তর্গত আমাদের এই ভূমিতে এই আর্ট সম্বন্ধে সাধারণত সকলের যে মূল্যবোধ আছে, তোমার বোধ তার চেয়ে অনেক বেশি। পুরাতনপন্থীদের কাছে সে-জিনিস কবিতাই নয় যাতে সংস্কৃতের প্রতিধ্বনি না-বাজে—মৌলিকতা সম্বন্ধে এঁদের কোনো ধারণাই নেই। আর, নব্যপন্থীদের কথা বলতে গেলে, ঐ হতভাগ্য অপদার্থেরা এমন বাংলাই জানে না যে তারা কী পড়ছে তা বুঝবে।

তুমি বুঝতে পারবে এ কাব্য এখনও শেষ হয়নি, এর অর্ধেক এখনো লেখা বাকি। কখন তা শেষ করব তা আমি জানিনে। হয়তো কয়েক মাস আবার লাগবে,হয়তো-বা কয়েক সপ্তাহ। কিন্তু যতটা লিখতে পেরেছি সে সম্বন্ধে তোমার অকপট অভিমত আমাকে দেবে, বুঝলে ধাড়ি ছেলে! আমি বইটি উৎসর্গ করেছি আমাদের সজ্জন বন্ধু বিদ্যাসাগরকে। তিনি একজন চমৎকার মানুষ, আমি এ কথা তোমাকে হলফ করে বলতে পারি। অনেক ব্যাপারেই আমি তাঁকে আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষ বলে জ্ঞান করি। তুমি শুনে সুখী হবে, এই নতুন কাব্য সম্বন্ধে তাঁর যা অভিমত তা খুবই প্রীতিপ্রদ। তিনি যদিও এখন পর্যন্ত বেশ মাত্রা রেখে সরবে পড়তে পারেন না। তাঁর প্রশংসা নিখাদ, কেননা কোনো মানুষকে তোষামোদ করার মত মানুষ তিনি নন।

আমি যতটা আশা করেছিলাম তত তাড়াতাড়ি ইংলণ্ডে যেতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। আমার আত্মীয়দের সঙ্গে মামলার আগুন নিভিয়ে দেবার আগে আমি দেশ ছাড়তে চাইনে, আর, আমি বলতেও লজ্জাবোধ করি যে, এই মূর্খের সংসারে ওরা হচ্ছে সবচেয়ে বড় দুরাত্মা ও নির্বোধ। যদিও তাদের প্রায় সর্বনাশ হয়ে এসেছে, তবু এখন পর্যন্ত তারা কোনো রকম শর্তে আমার কথায় কান দিতে চায় না।

এখানেই শেষ করি। একটু বাধা এসেছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব লিখো; এবং মনে রেখো তোমার চির স্নেহানুরাগী

২০

প্রিয় রাজনারায়ণ, বুধবার, ৪ঠা জুন, ১৮৬২

তুমি শুনে সুখী হবে যে আমি সব ব্যবস্থা শেষ করে ফেলেছি, এবং ঈশ্বরের অভিপ্রায় থাকলে, 'ক্যানডিয়া' স্টিমার যোগে এ মাসের ৯ তারিখে সকালবেলা যাত্রা করব বলে ঠিক করেছি। তুমি এ কথা কখনোই ভেবোনা যে আমি আমাদের স্বদেশের কাব্যসরস্বতীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছি। আমার এই নবীন কাব্য যদি এমন অভূতপূর্ব সাফল্যলাভ না-করত, তাহলে আমি আমার যাত্রা পিছিয়ে দিতে পারতাম। কিংবা যেতামই না। পৌরুষের সঙ্গে নিজের জায়গায় স্থির হয়ে থাকতাম। কিন্তু যতটা আশা করা গিয়েছিল তার আগেই

আমাদের জয় হয়েছে, এখন বাকি কাজ নিশ্চিন্তমনে তরুণদের হাতে সঁপে দেওয়া যায়, অবশ্য যে দূরদেশে যাচ্ছি সেখান থেকে তাদের কার্যাবলী সম্বন্ধে নির্দেশাদি দিতে কসুর করব না। টীকা সম্বলিত হয়ে মেঘনাদের দ্বিতীয় সংস্করণ এখন চলেছে, এবং একজন প্রকৃত বি. এ. একটি দীর্ঘ সমালোচনামূলক মুখবন্ধ লিখেছেন, তাতে তোমার দেওয়া রায় প্রতিধ্বনিত হয়েছে, অর্থাৎ বলা হয়েছে, আমাদের ভাষায় এইটি হচ্ছে প্রথম কাব্য। বারোটি মাসের মধ্যে এক হাজার কপি বই বিক্রি হয়ে গিয়েছে।

এবার, প্রিয় রাজনারায়ণ, শোনো, আমি চললাম। আবার আমরা পরস্পরকে দেখতে পাব কিনা তা একমাত্র ঈশ্বর জানেন। তুমি কিন্তু তোমার এই বন্ধুকে কখনো ভুলো না। আমাদের মধ্যে এটা কিন্তু দীর্ঘকালীন বিচ্ছেদ—চার বছর! কিন্তু কী করা যাবে? তোমার বন্ধুকে মনে রেখো, তার কীর্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে যত্নবান থেকো।

সামান্য হলেও একজন কবি তো, সুতরাং একটু কাব্যচর্চা না-করে আমি থাকতে পারিনে, তার ফলে যা দাঁড়িয়েছে তোমাকে সেটা পাঠালাম, এটা ভালো না-হলেও চলনসই হয়েছে বলে আশা করি—

বঙ্গভূমির প্রতি

সোনাই, সন ১২৬৯ সাল, খ্রীষ্টাব্দ ১৮৬২

My Native land, Good-night! *Byron*

রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে
সাধিতে মনের সাধ, ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন কোরো না গো তব মনঃ-কোকনদে!
প্রবাসে, দৈবের বশে, জীব-তারা যদি খসে
এ দেহ-আকাশ হতে—নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন-নদে?
কিন্তু যদি রাখ মনে, নাহি, মা, ডরি শমনে;
মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃত-হ্রদে!

সেই ধন্য নরকুলে লোকে যারে নাহি ভুলে
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্বজন—
কিন্তু কোন্ গুণ আছে যাচিব যে তব কাছে
হেন অমরতা আমি, কহ গো, শ্যামা জন্মদে!
তবে যদি দয়া কর, ভুল দোষ, গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে!—
ফুটি যেন স্মৃতি-জলে মানসে, মা, যথা ফলে
মধুময় তামরস কি বসন্তে, কি শরদে।

এই তো, হে প্রৌঢ় রাজ—আমি যা সারকথা বলতে চাই তা হচ্ছে—

"মধুহীন কোরো না গো তব মনঃ-কোকনদে।"

ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন তোমাকে ও তোমার পরিজন-বর্গকে সুখে রাখেন, তোমার জীবনে সম্পূর্ণ সাফল্য কামনা করি, আমি তোমার স্নেহানুরক্ত বন্ধু মাইকেল এম. এস. দত্ত

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে লিখিত

১

ফ্রান্স, ভার্সাই, ১২ রু-দ্য-শাঁতিয়ের

২ জুন ১৮৬৪

প্রিয় মহাশয়,

আপনি যদি একজন সাধারণ লোক হতেন তাহলে আপনাকে এতদিন চিঠি না-দেবার জন্যে আপনার কাছে বেশ গুছিয়ে লিখে মার্জনা চাইতাম। কিন্তু আপনি বেশ ভালোভাবেই জানেন যে, দুঃসময় এলে, সংকটে পড়লে, আমরা আমাদের বন্ধুদের মধ্যে যাকে সবচেয়ে অকৃত্রিম বলে মনে করি, সহৃদয় বলে জ্ঞান করি, সবার চেয়ে শুভানুধ্যায়ী বলে জানি, এমন মানুষ ছাড়া অন্য কারও কাছে ছুটে যাইনে।

আমি নিশ্চিন্তভাবে জানি, আপনি এ খবর জেনে বিস্মিত হবেন, ব্যথিত হবেন। দু বছর আগে যে ব্যক্তি উৎফুল্ল চিত্তে আপনার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিল সেই তেজস্বী ও মেজাজী মানুষটি এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত। আর, এ কথা জেনেও আপনি অবশ্যই দুঃখ পাবেন যে, আমার এ দুর্দশা ঘটেছে কয়েকটি লোকের নিষ্ঠুর ও দুর্বোধ্য আচরণের জন্যে, তাদের মধ্যে অন্তত একজনকে আমি আমার বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী বলে মনে করতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করি নি। তাঁর নাম বাবু দিগম্বর মিত্র।[১] সমস্ত ব্যাপারটা এক নির্মম লজ্জার কাহিনী, কিন্তু আপনার উপর সশ্রদ্ধ আস্থা আছে বলেই অবশ্য কথাটা আপনাকে জানাচ্ছি।

আমি যখন কলকাতা ত্যাগ করি তখন আমার স্ত্রী ও দুটি শিশুসন্তানকে রেখে আসি ; আমার পত্তনিদার মহাদেব চ্যাটার্জির ও আমার আলোচনার ফলে ঠিক হয় যে, মহাদেব চ্যাটার্জি মাসে-মাসে ১৫০্ টাকা করে আমার পরিবারকে দেবে। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী যাতে সুষ্ঠু ভাবে কাজ হয় তা দেখবার জন্যে বাবু দিগম্বর রাজি হয়েছিলেন। ঐ টাকার কিছু অংশ আগাম দেওয়া হয়েছিল

---

১ "১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে মেঘনাদবধ কাব্য দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। বাবু দিগম্বর মিত্র (পরে রাজা) ব্যয়ভার বহন করেন। সেই কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ মধুসূদন তাঁহারই নামে এই মহাকাব্য উৎসর্গ করিয়াছিলেন।...কিন্তু পরে, তাঁহার য়ুরোপ-প্রবাসকালে মিত্রজ তাঁহার প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাতে মধুসূদনের ন্যায় ব্যক্তিরও হৃদয় ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। তৃতীয় সংস্করণ হইতে মধুসূদন ঐ উৎসর্গ পত্র প্রত্যাহার করেন।" — 'মধুস্মৃতি' (১৩৬১)

এবং ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্কে তা জমা রাখা হয়। এ হচ্ছে ১৮৬২ সালের জুন মাসের কথা। অসহায়া শ্রীমতী দত্তের সঙ্গে কীরকম ব্যবহার করা হয়েছে তার বিবরণ দেবার মত ধৈর্য আমার নেই। তারা তাঁর সঙ্গে এমন ব্যবহার করেছে ও এমনই জ্বালাতন করেছে যে, তিনি দুটি শিশুকে নিয়ে কলকাতা থেকে পালাতে বাধ্য হয়েছেন। ১৮৬৩ সালের ২রা মে তিনি ইংলণ্ডে পৌছন। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত আমরা ভারতবর্ষ থেকে একটা কানাকড়ি পাই নি। যদিও ১৮৬২ সালের হিসাবে, আর, গত ডিসেম্বর থেকে এ পর্যন্ত আমাদের তালুক থেকে আমাদের টাকা পাওনা ছিল। বাবু দিগম্বর একটি মাত্র যে চিঠি আমাদের দিয়েছেন তাও দশ মাস আগে লেখা। তার পর থেকে কম করে ৮ খানা চিঠি তাঁকে লিখেছি, কিন্তু তাঁর কাছ থেকে তার উত্তরে একটা লাইনও পাইনি।

আমি একটি ফরাসি জেলে যাচ্ছি, আমার অসহায় স্ত্রী ও শিশুরা কোনো দাতব্য প্রতিষ্ঠানে আশ্রয় নেবে। কিন্তু ভারতবর্ষ থেকে আমার পাওনা হচ্ছে চার হাজার টাকার মতন। গ্রেজ ইন্ থেকে আমি বাধ্য হয়ে ৪৫০৲ টাকা নিয়েছিলাম, ঐ ইন্‌এর বিচারকেরা আমাকে সাসপেণ্ড করেছেন, এর ফলে এ বছর আমি তৃতীয় টার্মও হারাচ্ছি। তার উপর মনো[২] বেচারা আমার কাছে ২৫০৲ টাকা পায়, তাকে টাকাটা দিতে না-পারায় নিশ্চয় সে খুব অসুবিধেয় পড়েছে।

দিগম্বরের উপর বিশ্বাস রাখার ফলে আমি এখন যে দুঃসহ অবস্থার মধ্যে পড়েছি সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে একমাত্র আপনার মতই একজন বন্ধু। আপনার প্রতিভার ও ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মিলিত হয়েছে আপনার অদম্য কর্মশক্তি, আমার এই কাজে আপনি সেই শক্তি প্রয়োগ করুন। একটা দিনও কিন্তু দেরি করা চলবে না।

আমার যে ভূসম্পত্তি আছে তার থেকে বর্তমানে বছরে আমার আয় ১৫০০৲ টাকা। সব মামলা-মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছে, আমার স্বত্বাধিকার সম্বন্ধে আর কোনো বিবাদ নেই। কলকাতার ল্যাণ্ড-মর্টগেজ-সোসাইটি ভূসম্পত্তি বন্ধক রেখে শতকরা দশ টাকা সুদে টাকা ধার দেয়। সেখান থেকে আমার জন্যে ১৫০০০৲ (পনেরো হাজার) টাকা পেতে পারবেন। বাবু দিগম্বর মিত্র ও বৈদ্যনাথ মিত্র আমার আইন-মাফিক নিযুক্ত প্রতিনিধি, এই

২ মনোমোহন ঘোষ

ঋণ নেওয়ার ব্যাপারে সব দলিলে অবশ্যই তারা সই করবে, এবং সব নথিপত্র দেবে।

কলকাতা থেকে আমি ৪ হাজার টাকা পাই। বাবু দিগম্বর যদি ইতিমধ্যে পাঠিয়ে না-থাকেন তাহলে ঐ টাকার কিছু অংশ আপনি পাঠিয়ে আমাদের অনাহারে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করবেন বলে আশা করি। ১৫০০০৲ (পনেরো হাজার) টাকা থেকে অনুগ্রহ করে আপনি এই দেনাগুলি শোধ করে দেবেন—

মথুরমোহন কুণ্ডু	১৭০০
সাগর দত্ত	প্রায় ৮০০
আপনি	১০০০
মধুসূদন মজুমদার	৫০০
	৪,০০০

ঐ ভদ্রমহোদয়েরা কম-বেশি সকলেই আমার বন্ধু, তারা সম্ভবত সুদের জন্যে আমার ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, কিন্তু যদি কেউ সুদ দেবার জন্যে পিড়াপিড়ি করে তাহলে অনুগ্রহ করে আপনার বিবেচনা-মত যা করার করবেন। তাহলে আমাকে পাঠাতে হচ্ছে ১১,০০০৲ টাকা, এর মধ্যে ৩,০০০৲ টাকা যেন হাতে-হাতেই পেয়ে যাই, এবং বাকিটা তার ছয় মাস পরে, কেননা তখন বিনিময়-হার অনুসারে টাকা বেশি পেয়ে যাব। এই কাজটা যদি আগামী অক্টোবরের আগে করেন তাহলে আমি গ্রেজ ইন্‌এ ফিরে যেতে পারি এবং সময়-মতন ভারতবর্ষে ফিরতে পারি। বাবু দিগম্বর নির্দয়ভাবে আমাকে যে অগাধজলে ডুবিয়ে দিয়েছেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমাকে সেই অকূলপাথার থেকে আপনি উদ্ধার করবেন। তা যদি না-করেন, তাহলে আমার অনিবার্য মৃত্যু, আমার মনে হয় না যে, আমার এরকম দশা আপনি হতে দেবেন।

যে টাকা আমার পাওনা হয়েই আছে, তার থেকে আমার দেনা শোধ দিয়ে আমাকে পাঠাতে হবে ১৫,০০০৲ টাকা, অবশ্য যদি ইতিমধ্যে কিছু পাঠানো না-হয়ে থাকে।

আপনাকে যে ঋণজালের মধ্যে ফেললাম তার জন্যে কি ক্ষমা চাইতে হবে?

আমি তেমন মনে করি নে, কেননা আমি সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করি যে, আপনি আপনার বন্ধু ও দেশবাসীকে এরকম শোচনীয়ভাবে বিনষ্ট হয়ে যেতে দেবেন না।

উপরে যে ঠিকানা দিলাম, সেই ঠিকানায় ফ্রান্সে আমাকে চিঠি দেবেন, কেননা কেবলমাত্র ঈশ্বরের ও ঈশ্বরের অধীন আপনার সাহায্য ছাড়া এদেশ আমি ছাড়তে পারব না। প্রিয় মহাশয়, আপনার বিশ্বস্ত

পুনশ্চ। আমি কিছুদিন থেকে এমন অসুস্থ যে নিজে লিখতে পারছি নে, সেই জন্যে আমার স্ত্রীর অবস্থা আমার চেয়ে খারাপ হওয়া সত্ত্বেও তাকে বলে গেলাম এবং তিনি লিখলেন। ভগবান যদি এমন করতেন যে, আপনি আমাদের কাছে থেকে আমাদের অবস্থা দেখতে পেতেন! তা হলে আপনার কোমল হৃদয় অবশ্যই বিদীর্ণ হত। যারা তাকে ভালোবাসত ও বিশ্বাস করত তাদের এই ধ্বংসের মুখে এনে ফেলবার জন্যে দিগম্বরকে নিদারুণ মনস্তাপের হাত থেকে ভগবান রক্ষা করুন!

২

ভার্সাই, ফ্রান্স, ১২ রু-ড-শাঁতিয়ার্স

৯ জুন ১৮৬৪

প্রিয় মহাশয়,

আশা করি ইতিমধ্যে আপনি আমার বোম্বাই হয়ে পাঠানো ২ জুন তারিখের চিঠি পেয়েছেন, এবং আমার মতন হতভাগ্যের হয়ে কাজ করতে আরম্ভ করে দিয়েছেন। যখন আমি চিঠিটা লিখেছিলাম, তখন মনে-মনে আশা ছিল যে, যে জাহাজ বোম্বাই হয়ে আসে এ-মাসের সেই প্রথম মেলএ আমি হয়তো বাবু দিগম্বরের চিঠি পেয়ে যাব; কিন্তু যথারীতি আমি হতাশ হয়েছি। ঐ ভদ্রলোক যখন আমাদের প্রায় পাঁচটি চিঠির কোনো উত্তর দিলেন না, তখন মনে হয়েছিল যে, চিঠিগুলি তাঁর হস্তগত হয় নি; এইজন্যে গত ৩ মার্চ তারিখে ষষ্ঠ বার তাকে লিখি, এবং পোস্ট অফিসের প্রাণকৃষ্ণ ঘোষকে লিখিত চিঠির মধ্যে ঐ চিঠিটা পাঠাই। বেচারা প্রাণকৃষ্ণ হচ্ছে

একটা কর্মব্যস্ত সরকারী অফিসের চাকুরে, তার কাছে লেখা চিঠির উত্তর না-চাওয়া সত্ত্বেও ঐ ব্যস্ততার মধ্যে থেকেও সে বোম্বাই ও মার্সাই হয়ে যে ডাক আসে সেই ডাকে চিঠির উত্তর দিয়েছে। কিন্তু বাবু দিগম্বর একজন স্বাধীন মানুষ ও নিজের সময়ের সর্বময় কর্তা হওয়া সত্ত্বেও একটা উত্তর দেওয়া সমীচীন বলে মনে করে নি। তাকে বার-বার করে যদিও লেখা হয়েছে যে, মার্সাই ও বোম্বাই হয়ে যে ডাক আসে সেই ডাকে সে যেন চিঠি দেয়, তাহলে আমরা সে চিঠি একটু আগেই পেয়ে যাব। আমার বরাবর মনে হয়েছিল দিগম্বরবাবু একজন উদারহৃদয় সহৃদয় ও খাঁটি মানুষ। কিন্তু একমাত্র ঈশ্বরই জানেন, আমরা এমন কী করেছি যার জন্মে আমাদের প্রতি তার মনোভাবের এ রকম বদল হল। আমি আপনাকে পরিষ্কার করে জানাচ্ছি যে, তার উপরে আমরা যে অগাধ বিশ্বাস রেখেছিলাম তার জন্মে ভগবান আমাদের যথেষ্ট সাজা দিয়েছেন। এটা অবশ্য জানি যে, আমার মতন দীনহীন একজন মানুষের ক্রোধে তার কোনোই ক্ষতি হবে না, কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি নে, সে তার এই আচরণের জন্মে তার নিজের বিবেকের কাছে কী কৈফিয়ত দেবে। মহাদেব চ্যাটার্জী মানুষটা যে কত হীন নীচ ও ক্ষুদ্রচেতা তা আপনি অচিরেই বুঝতে পারবেন, (যদিও অবশ্য তার সম্বন্ধে আমার অন্তরকম ধারণা ছিল), যে অর্থ তার নিজের নয় সেই অর্থও সে হাতছাড়া করতে চায় না। বৈদ্যনাথ মিত্র হচ্ছে একজন অহিফেন-সেবী, তাহলেই আপনি আন্দাজ করতে পারছেন এসব মানুষের কাছ থেকে মানুষে আর কী প্রত্যাশা করে।

আপনি জেনে সুখী হবেন যে, আমি একজন সুন্দরী তরুণী দয়াশীল ফরাসী মহিলার কল্যাণে এখানকার জেলে যাবার অবমাননার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি। একটি রেলের কামরায় এই মহিলার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়, তার পর থেকেই তিনি আমাদের দিকে বেশ নজর দিয়েছেন। আমাদের দুর্ভাগ্যে তিনি সান্ত্বনা দিচ্ছেন, এমনকি টাকা দিয়েও সাহায্য করছেন। তিনি আমার সঙ্গে আমাদের এই বাড়ির মালিকের কাছে যান, তার পর মালিকের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলেন যা নাকি কেবলমাত্র ফরাসী মহিলাদের পক্ষেই সম্ভব, এবং লণ্ডনের আমার এক বন্ধুকে জামিন রূপে গ্রহণ করতে এবং এ মাসে শেষ পর্যন্ত এখানে আমাদের থাকতে দিতে বাড়ির মালিককে রাজি করান।

সব দোকানদার আমাদের জিনিসপত্র দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে, বাধ্য হয়ে আমি এখানকার কয়েকজন বন্ধুর কাছে আবেদন জানিয়ে কিছু অর্থ সংগ্রহ করেছি যাতে আমরা অনাহারে একেবারে মারা না-পড়ি। আমাদের নিজেদের জিনিসপত্র বলতে আর কিছুই নেই, সমস্তই সরকারী বন্ধকী অফিসে জমা পড়েছে। আর, আমার এই শোচনীয় অবস্থার মধ্যে আর-একটা আতঙ্কর অবস্থা আসছে, আসছে-মাসের প্রথম দিকে আমার স্ত্রী প্রসবাগারে ভরতি হচ্ছেন। এ অবস্থায় টাকা না হলে কী করে চলবে? মহাদেব চ্যাটার্জী যে কবুলতনামা দিয়েছে তা যদি আপনি দেখেন তা হলে দেখবেন যে পত্তনিদার-হিসেবে তার টাকা দিতে আরম্ভ করার কথা ডিসেম্বরে ও শেষ করার কথা মার্চের শেষ দিকে। সে যে এত দেরি করছে তার কী কৈফিয়ত সে দেবে? ১৮৬১ সালের পাওনা ৫০০৲ টাকা সে দেয় নি কেন? সে কি শতকরা ১২৲ টাকা হারে ঐ টাকার উপর সুদ দেবে? আশা করি আপনি বাবু দিগম্বরকে এসব কথা জিজ্ঞাসা করবেন। আমি আপনাকে আবার বলছি চ্যাটার্জী লোকটা মান্য লোকও না, সোজা মানুষও না।

তারা যদি টাকা না-পাঠিয়ে থাকে, অন্তত ৯ই বা ২৩শে মে'র মেল্এ, তাহলে ভগবান জানেন আমরা কী ভাবে বেঁচে থাকার উপায় করতে পারব। হায়, তারা যে টাকা পাঠিয়েছে এমন ভরসা করার মত হেতু কি আছে?···

এখন, প্রিয় মহাশয়, আশা করি আপনি আমাদের বিষয়ে একটু মনোযোগী হবেন। আমার তিনটি টার্ম নষ্ট হয়েছে, এখনও যদি আমি গ্রেজ ইন্এ ফিরতে পারি তাহলেও আমার যেসব পরিকল্পনা ছিল তার থেকে আরও একবছর বেশি আমাকে ইউরোপে থাকতে হবে। হয়তো অনেকে আপনাকে বাধা দেবে, কিন্তু আশা করি আপনি সেসব বাধা জয় করে নিতে পারবেন। আপনি যদি আগামী অক্টোবরের মধ্যে কলকাতার ঐ মানুষগুলোর হাত থেকে আমাকে মুক্ত না করেন, তা হলে চিরতরে আমার ইতি হয়ে যাবে। আমার সম্পত্তিসংক্রান্ত সব দলিলপত্র বৈদ্যনাথ মিত্রের আপনাকে দিয়ে দেওয়া উচিত, এবং সে ও দিগম্বর প্রয়োজনীয় সব নথিতে সই করুন।

ওরা যদি কোনো টাকা আপনাকে না-পাঠিয়ে থাকে তাহলে আশা করি

আপনি প্রথমে সে টাকা তাদের কাছ থেকে আদায় করবেন, আমার যা পাওনা আছে তার থেকে অন্তত দু হাজার টাকা আদায় করবেন, এবং কলকাতার ফ্রেঞ্চ ব্যাঙ্ক মারফত সে টাকা আমাকে পাঠাবেন। আপনি যদি উত্তর দিতে দেরি নাও করেন, তাহলে আগস্ট মাসের তৃতীয় মেল্‌এর আগে আপনার চিঠি পাবার আশা নেই—এ কথা ভাবতেই আমার হৃৎপিণ্ড যেন থেমে যাচ্ছে। হায় ঈশ্বর! আমাদের দশা কী হবে! আগস্টের তৃতীয় মেল্‌এর কথা কেন বললাম তা বুঝিয়ে বলি। এই চিঠি আপনার কাছে পৌঁছবে আগামী মাসের [জুলাই] ১২ বা ১৩ তারিখ নাগাদ। আপনি যদি বম্বে এক্সপ্রেসে চিঠি পাঠান, ১৮ তারিখে যার ছাড়ার কথা, তাহলে পরের মাসের [আগস্ট] ২০ বা ২১ তারিখে আমি সে চিঠি পাচ্ছি। আশা করি, হে আমার প্রিয় সুহৃদ্‌, তার আগে অনাহারে আমরা নিশ্চয় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব না।

আপনি নিশ্চয় জানেন যে, প্রতি মাসে কলকাতা থেকে ইউরোপে চারটি মেল্ ছাড়ে! দুটো বোম্বাই হয়ে, মাসের ৫ ও ১৮ তারিখে; আর দুটো সাধারণ পথে, মাসের ৯ ও ২৩ তারিখে। এই সামান্য খবরটি আপনার কাছে নতুন হলেও আপনি আমার দেওয়া এই সংবাদের সদ্ব্যবহার করবেন বলে ভরসা করি।

ঠিক দু বছর আগে আমি কলকাতা ছেড়েছি। আমাকে যে এ রকম অবমাননাকর ও শোচনীয় অবস্থায় পড়তে হবে, এমন তো ভাবিনি! দিগম্বর বাবু যদি কেবলমাত্র চিঠিও লিখতেন, তাহলে এখানে আমাদের মতন মানুষদের মনে তা অনেক শান্তি এনে দিতে পারত। কলকাতার লোকেরা অবশ্যই আমাদের সম্বন্ধে আপনাকে অনেক মিথ্যে কথা বলবে; তাদের কথা বিশ্বাস করবেন না, আমার উপরে আস্থা রাখুন—এই শুধু প্রার্থনা।

ল্যাণ্ড মর্টগেজ সোসাইটির সঙ্গে ঋণ নেওয়া সম্বন্ধে কথাবার্তা যখন পাকা-পাকি করবেন, তখন আশা করি চ্যাটার্জী লোকটাকে দিয়ে কবুল করিয়ে নেবেন যে নিয়মিতভাবে সে সুদ দিয়ে যাবে, অথবা, যদি সে ঠিকমত তা না-দেওয়ার ফলে আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয় তাহলে সে ক্ষতি পূরণের জন্যে আমার কাছে বাধ্য থাকবে।

এটি আপনার কাছে আমার দ্বিতীয় চিঠি, এই মাসের মধ্যে এই বিষয়েই

আপনার কাছে আরো দুটো চিঠি দিতে পারি, তারপর মনে মনে এই সুখকর আশা পোষণ করে চিঠি দেওয়া স্থগিত রাখব যে, আমি এমন একজন প্রকৃত বন্ধু ও মহানুভব ব্যক্তির আশ্রয়ে আছি।

আমি এখানে খুবই অশান্তিতে আছি বটে, খুবই উদ্বেগে দিন কাটাচ্ছি, তবুও আমি ফরাসি ভাষা প্রায় আয়ত্ত করে ফেলেছি। আমি এখন অনেক ভালো বলতে ও লিখতে পারি। আমি ইতালিয়ান ভাষা শিখতেও আরম্ভ করেছি এবং ইউরোপ ছাড়ার আগে স্প্যানিশ ও পোর্তুগিজ ভাষা শিখতে না-পারলেও জার্মান ভাষা রপ্ত করে নেবার ইচ্ছে আছে।

ফরাসিরা বিদেশী ভাষা বিশেষ পছন্দ করে না; কিন্তু আপনাদের সংস্কৃত ভাষা এখানে একেবারে অজানা নয়, এমনকি প্রাদেশিক শহরেও জনা ছয়েক তরুণকে আপনি পাবেন যারা নাকি সংস্কৃত সম্বন্ধে কিছু জানবার জন্যে উদ্‌গ্রীব। একজন ফরাসি পণ্ডিতের করা একটা ক্যাপিট্যাল গ্রামার আমি দেখেছি, এবং এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল যিনি মনু সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন। আমার মনের অবস্থা এমন যে, আমার দুর্দশার কথা ছাড়া আমি কিছু ভাবতে পারছিনে। তা না হলে, আপনি খুশি হতে পারেন এমন বিস্তর কথা আপনাকে জানাতে পারতাম।

শ্রদ্ধা সহকারে, আপনার চিরস্নেহপ্রার্থী

৩

ভার্সাই, ফ্রান্স, ১২ রু-দ্য শাঁতিয়ারস
১৮ জুন ১৮৬৪

প্রিয় সুহৃদ্‌,

আপনার কাছে এ মাসের এই আমার তৃতীয় চিঠি। আপনাকে যখন এর আগের চিঠিটা লিখি তখন আমার মনে আশা ছিল যে, প্রথম নিয়মিত মেল্‌ যেটা গত ৯ মে কলকাতা ছেড়েছে সেই মেল্‌এ হয়তো কলকাতার লোকেদের চিঠি পাব। কিন্তু হায়, আবার আমি হতাশ হয়েছি। আমি বাধ্য হয়ে আমাদের অনাহারে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে এখানকার ইংরেজ পাদ্রীর দাক্ষিণ্যের জন্যে আবেদন করি, কিন্তু এই মাত্র আমাকে তাঁদের

'পুওর-ফাণ্ড' থেকে ২৫ ফ্রাঁ ধার নিলেম অর্থাৎ কিনা ৯৲ টাকা। এ মাসের বাকি দুটি মেল্‌এও যদি টাকা না-আসে তাহলে একমাত্র ঈশ্বরই জানেন আমাদের পরিণতি কি। আমার ভয় হচ্ছে আমরা শেষ হয়ে যাব। গত ৭ ফেব্রুয়ারি বৈদ্যনাথ আমাকে লিখেছিল যে, M নাকি দিগম্বরের কাছে আমার জন্তে ৫০০৲ টাকা নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু দিগম্বর নাকি চেয়েছিল হাজার টাকা। ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল ও মে মাসের প্রথম দিক চলে গেল, কিন্তু এখন পর্যন্ত একটা কপর্দকও এল না। হে ঈশ্বর, ইউরোপে আমাকে শেষ করে ফেলার জন্তে ওরা নিজেদের মধ্যে কোনো ষড়যন্ত্র করেছে নাকি? এই দেখুন-না আমার টাকা আমাকে কি ভাবে দেওয়া উচিত ছিল—

পৌষ	৩৭৪৷৶০
মাঘ	৭৪৯৷৵০
ফাল্গুন	১১২৪ ✓০
চৈত্র	৭৪৯৷৵০
	২৯৯৭৷০

এই মাসগুলি কি সব কেটে যায় নি, কিন্তু টাকা কোথায়? এখানে কি আমার কোনো জমিদারি আছে কিংবা আমি কি এমন কোনো পদ অধিকার করে আছি যার থেকে আমার আয় হচ্ছে? কিন্তু সব অভিযোগের কথা এখন তোলা থাক্, আপনি এগিয়ে আসুন, ঐ লোকগুলো আমার জন্তে কবর খোঁড়া প্রায় শেষ করে ফেলেছে, তার থেকে আপনি আমাকে বাঁচান্।

এই চিঠি আমি পুলিশ আপিসের প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ মারফত আপনার কাছে পাঠাচ্ছি, কেন না দুর্ভাগ্য ও ক্লেশ আমাকে সন্দিহান করে তুলেছে, কে জানে আগের চিঠি দুটো আপনার কাছে পৌঁছেছে কি না। কিন্তু হায়, আমার প্রিয় সুহৃদ্, যাকে বলে পায়ের নীচে ঘাস গজাতে না দেওয়া, আমার চিঠি দুটো পাওয়ার পরে আপনি যদি তেমন উদ্যমে কাজে লেগে গিয়েও থাকেন তাহলেও আগস্ট মাসের মাঝামাঝি বা শেষাশেষির আগে আপনার চিঠির আশা সম্ভবত আমি করতে পারিনে। আমাদের মধ্যের এই বিরাট ব্যবধান কীভাবে যুক্ত হতে পারে, কিভাবে সেই আনন্দকর দিনটি আসতে পারে যখন আপনার চিঠি আমি পেয়ে যাব? আমরা যদি মরি, তাহলে আমাদের রক্ত

উচ্চস্বরে ভগবানের কাছে আবেদন করবে ঐ হত্যাকারীদের উপর প্রতিহিংসার] জন্ত। আমার সঙ্গে যদি অসহায় শিশুরা ও আমার স্ত্রী না-থাকত তাহলে আমি নিজেকেই হত্যা করতাম, কেননা যত হীন ও নীচ হোক দুর্দশার ও সম্মানহানিকর অবস্থার কথা না-ভেবে আমি বাঁচার জন্তে সব চেষ্টা করে গিয়েছি। ভগবান আমাকে বলিষ্ঠ ও গৌরবমণ্ডিত হৃদয় দিয়েছেন, তা না হলে অনেক আগেই এ হৃদয় দীর্ণ হত।

আমার আগের দুই চিঠিতে আমি আপনার কাছে বিস্তারিত ভাবেই আমার] বাসনার কথা আপনাকে জানিয়েছি। আমার হয়ে আপনি ল্যাণ্ড মর্টগেজ সোসাইটি বা কোম্পানি থেকে ১৫,০০০ ডোলার জন্তে কিভাবে চেষ্টা করবেন, বৈদ্যনাথ মিত্রের ও দিগম্বরের কাছ থেকে আমার সম্পত্তিসংক্রান্ত দলিলপত্র কিভাবে নিয়ে নেবেন. এবং তাদের দিয়ে আমার হয়ে তাদের দুজনের সই নিয়ে নেবেন—কেন না, ভারতবর্ষে এরা দুজনেই আমার আইন-মোতাবেক প্রতিনিধি ; এবং এও জানিয়েছি ভারতবর্ষে আমার কয়েকটি দেনা কিভাবে মিটিয়ে দেবেন, তারপর বাকি টাকা কলকাতার কোনো ব্যাঙ্ক মারফত, বিশেষ করে ফরাসি ব্যাঙ্ক মারফত, আমার কাছে ফ্রান্সে কিভাবে পাঠিয়ে দেবেন। আরও জানিয়েছি, কিভাবে মহাদেব চ্যাটার্জি ও অন্যান্যদের কাছ থেকে আমার পাওনা ৪০০০৲ টাকা আদায় করবেন, এবং আমার চিঠি পাওয়া মাত্রই কিভাবে অন্তত ১৫০০০৲ টাকা আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি, আমার চিঠি দুটি আপনার কাছে নিরাপদেই পৌঁছেছে, এবং এই চিঠিটা কলকাতায় পৌছবার অনেক আগেই আমার মতন ভাগ্যহীন ও ভগ্নহৃদয় ব্যক্তির পক্ষে পরম সুখকর বার্তাসহ আমাকে লেখা আপনার চিঠি নিয়ে একটি শক্তিশালী স্টিমার রাজকীয় ভঙ্গিমায় ইউরোপের উদ্দেশে ধাওয়া করবে।

গত রাত্রে তৃতীয় টার্মটির সমাপ্তি ঘটল, এবং আগামী ২রা নভেম্বর পর্যন্ত ইন্‌স অব কোর্ট বন্ধ থাকবে! হে আমার পরমবিজ্ঞ, সহৃদয় ও মহান্ বন্ধু, আপনি আমাকে গ্রেজ্ ইন্‌এ পুনরায় যোগ দেবার জন্তে সহায়তা করুন! দুঃখের কথা, আমি তিনটি টার্ম ইতিমধ্যেই হারালাম। কলকাতার ঐ লোকেরা যদি তাদের কথার মর্যাদা রাখত তাহলে আগামী বছরের

আজকের তারিখের অনেক আগেই আমি ব্যারিস্টার হয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু এখন যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে আমাকে অতিরিক্ত এক বছর ইউরোপে কাটাতে হবে। আমার মেঘনাদ কাব্যে রাম যেমন ক্রন্দন করে উঠেছিল, আমি আশা করি, আমাকে সে রকম আর্তনাদ করে বলতে হবে না—

"বৃথা, হে জলধি, আমি বাঁধিনু তোমারে।"

তিক্ততার ক্রোধে হতাশায় আমার অন্তরাত্মা ভরে গিয়েছে; এজন্যে অনুরোধ, কোনো ভুলভ্রান্তি মার্জনা করবেন, এবং চিঠির বিষন্ন সুরের জন্যে কিছু মনে করবেন না।

আমার আন্তরিক শ্রদ্ধাসহ, বিদ্যাসাগর, আপনার একান্ত স্নেহশীল কিন্তু ভাগ্যহত।

পুনশ্চ। আশা করি আপনি আমাকে ফ্রান্সের ঠিকানায় চিঠি দেবেন; এবং এও আশা করি যে ভারতবর্ষে ফিরে যাবার জন্য আমি বেঁচে থাকব, তখন আমার দেশবাসীকে বলব যে, আপনি কেবল বিদ্যাসাগর নন, আপনি করুণাসাগরও!

৪

ভার্সাই, ১২ রু-দ্য-শাঁতিয়ারস,

৪ জুলাই ১৮৬৪

প্রিয় মহাশয়

আপনাকে আমার শেষ চিঠি লেখার পরে আমি দিগম্বরের কাছ থেকে ৮০০৲ টাকা সমেত একটি চিঠি পাই, এখানে আমার দেনা শোধ দেওয়ার পক্ষে ঐ টাকা কিছুই না। আপনি ওদের উপর বিন্দুবিসর্গ ভরসা করবেন না বলেই আমার ভরসা, এবং আমি যা বলেছি আপনি সেইভাবে যাবতীয় কাজ করে আমাকে ধ্বংসের ও অনশনের হাত থেকে বাঁচাবেন। আপনি দিগম্বরকে জিজ্ঞাসা করলেই আমাদের কত টাকা পওনা আছে সে আপনাকে জানাবে। আশা করি আপনি ঐ টাকা এবং ল্যাণ্ড মর্টগেজ সোসাইটি থেকে যতটা পেতে পারেন—সব যেন আমরা পাই আপনি তা দেখবেন, ঐ সোসাইটি শতকরা ৮৲ থেকে ৯৲ টাকা সুদ নেয় বলে জেনেছি।

এ বছরের সব কয়টি টার্ম আমি হারিয়েছি, আপনি আমাকে টাকা না পাঠালে আমি নভেম্বরের মধ্যে ইংলণ্ডে ফিরতে পারব না, এবং তাতে মাইকেল-মাস টার্মটিও হারা'তে হবে।

আপনি আমার প্রিয় সুহৃদ্, ওখানকার লোকেরা কী বলে না-বলে আশা করি আপনি তাতে কান দেবেন না। আমার নিজের ব্যাপার আমি অন্ত যে কোনো মানুষের থেকে বেশি ভালো ভাবে জানি ; আমি আপনাকে জোরের সংগেই বলছি যে, আমার সম্পত্তি বন্ধক রেখে টাকা ধার আমাকে নিতেই হবে।

আমার আগের চিঠিগুলি (সংখ্যায় তিনটি) নিঃসন্দেহে আপনাকে সমস্ত ব্যাপারটা বেশ পরিষ্কার করে ও সন্তোষজনক ভাবে বুঝিয়ে দিতে পেরেছে।

সুতরাং এবার আপনার উপরে আর দীর্ঘ কিছু চাপাচ্ছি নে। সনির্বন্ধ অনুরোধ, অবিলম্বে আমাকে চিঠি দিন্। বাস্তবিকপক্ষে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, এই চিঠিটা আপনার কাছে পৌঁছবার অনেক আগেই আপনি আমাকে চিঠি দিয়ে দিয়েছেন।

ইংরেজী প্রবাদটি আপনি জানেন—'অগ্নিদগ্ধ শিশু আগুন দেখে ডরায়' কিংবা আমাদের নিজেদের প্রবচনটি—'যার মা'কে কুমিরে খেয়েছে, ঢেঁকি দেখে সে ভয় পায়।' আমার বন্ধুরা আমাকে এমন ভয় পাইয়ে দিয়েছে যে, সাহস বলতে আমার মধ্যে আর কিছু নেই। বাস্তবিকপক্ষে আমি আর আমাকে, আমার জীবনের সম্ভাবনাকে, সম্ভবত আমার অস্তিত্বকে আর তাদের কর্তৃত্বের হাতে ছেড়ে দিয়ে থাকতে পারি নে! প্রিয় বন্ধু, আমি আপনার বরাবরেরই সেই—

পুনশ্চ ॥ এই চিঠিটি আপনার কাছে পাঠিয়ে দেবে আমার বন্ধু আই. সি. বোস।

৫

ভার্সাই, ফ্রান্স, ১২ রু-দ্যু-শাঁতিয়ারস,
১২ জুলাই ১৮৬৪

প্রিয় মহাশয়,

আশা করি আপনি আমার সব-কয়টি চিঠি পেয়েছেন, এবং আমার হয়ে কাজও আরম্ভ করে দিয়েছেন। আমার মনে হচ্ছে, আমার আগের চিঠি-

গুলিতে আমার বক্তব্য বিষয় পুরোপুরিভাবে নিঃশেষে বলে ফেলতে পেরেছি। সুতরাং এ চিঠিতে বেশি কথা বলব না। আপনার কাছে আমার প্রার্থনা এই যে, আপনি এ কথা মনে রাখবেন অক্টোবরে আমাকে মোটা অঙ্কের টাকা পেতেই হবে যাতে আমি ইংলণ্ডে ফিরে গিয়ে আমার আইন-অধ্যয়ন পুনরায় আরম্ভ করতে পারি, কেননা আর বেশি টার্ম হারানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অনেক লোক আপনাকে অনেক কথাই বলবে, কিন্তু সেসব কথায় কর্ণপাত করবেন না। আমি দিগম্বরকে লিখেছি, সে আপনার সঙ্গে নিশ্চিত সহায়তা করবে। অনুগ্রহ করে তাকে বলুন—মহাদেব চ্যাটার্জি নামক ব্যক্তিটির কাছ থেকে আমার প্রাপ্য সব টাকা সে যেন উশুল করে, এবং দেখবেন আমাকে যেন আবার বিপদে ফেলা না-হয়। কী রকম সংকটের মধ্যে দিয়ে আমার দিন কেটেছে তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন।

আপনি শুনে সুখী হবেন যে, সত্যেন্দ্র[১] পাস করেছে, কয়েক মাসের মধ্যেই সে ফিরবে। বেচারা মনু[২] আবার চেষ্টা করছে। এ বছর ফলাফল কেমন হবে সে সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। এক সময়ে আমার মনে হয়েছিল যে, দুজনের মধ্যে মনুই বুঝি বেশি চালাক-চতুর, কিন্তু এখন দেখছি আমারই ভুল হয়েছিল।

ইউরোপ ত্যাগ করার আগে আমি সেরা জাতের একজন ইউরোপীয় স্কলার হতে পারব বলে ভরসা করছি। ফ্রেঞ্চ ও ইটালিয়ন বেশ ভালো ভাবেই শিখে চলেছি, অল্পদিনের মধ্যেই জার্মান আরম্ভ করব। ল্যাটিন ফ্রেঞ্চ ও ইটালিয়ন শেখার পরে স্প্যানিশ ও পোর্তুগীজ কঠিন হবে না। আপনি ধারণা করতে পারবেন না ল্যাটিনে কী আশ্চর্য সুন্দর কবিতা আছে। সত্যিই, ট্যাসো হচ্ছেন ইউরোপের কালিদাস। কয়েকদিন আগে আমি সত্যেন্দ্রকে ইটালিয়ন ভাষায় একটা লম্বা চিঠি লিখেছি, কিন্তু সে উত্তর দিয়েছে ইংরেজিতে। আশ্চর্য হলাম, বুঝলাম না সে এমন করল কেন। আমি জানি, গত বছর সে কিছু ইটালিয়ন চর্চা করেছিল।

আশা করি আপনি বেশ ভালো আছেন, আপনার জাতির ও দেশের

১ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ২ মনোমোহন ঘোষ

ভাবে জীবনধারণ করে চলেছেন। প্রিয় বিদ্যাসাগর, আপনার বরাবরের মত আন্তরিক—

৬

ভার্সাই, ফ্রান্স, ১২ রু-ভ শাঁতিয়ার্স
২ আগস্ট ১৮৬৫

প্রিয় বন্ধু,

আমি বেশ ভালোভাবেই জানি যে, আমি যেসব চিঠিতে আপনাকে বেশ বিব্রত করেছি আমার সেই চিঠিগুলির মধ্যে প্রথম চিঠিটিরও উত্তর আপনার কাছ থেকে পাওয়ার সময় এখনো হয় নি, তা সত্ত্বেও আমি আপনাকে আরও একটা চিঠি দিচ্ছি বিশেষ উদ্বেগের বশবর্তী হয়েই, এজন্য মার্জনা করবেন। আমি কতটা অসুখী আপনি তা কল্পনা করতে পারবেন না। যে লোকগুলোকে আমি ওখানে রেখে এসেছি তারা হচ্ছে বাইবেলের জোরালো ভাষায় 'ঝাড়েবংশে খল, নীচ'। আমি অবশ্য এই দলে দিগম্বরকে ফেলতে চাইনে, কেননা সে একেবারে অন্য ধরনের মানুষ; কিন্তু মহাদেব চ্যাটার্জি আর ঐ বৈদ্যনাথ মিত্র! কেবলমাত্র ভগবান জানেন তারা আপনাকে কত রকম ভাবে বিরক্ত করবে! কিন্তু প্রিয় বিদ্যাসাগর, আমাকে আপনার রক্ষা করতেই হবে, কেননা আমি যে পরিমাণ টাকার কথা বলছি আপনি তার সবটাই যদি অক্টোবরের মধ্যে আমাকে না-পাঠান তাহলে আমাকে আর-একটি টার্ম খোয়াতে হবে ও এখন যেরকম আছি সেইভাবেই আমাকে ফ্রান্সে আটকে পড়ে থাকতে হবে। একবার ভেবে দেখুন কী ধরনের মানুষ ওই মহাদেব চ্যাটার্জি! আমার কাছে সে এ পর্যন্ত তিন হাজারেরও বেশি টাকা ধারে, কিন্তু আমার স্ত্রী যদি আমার বিষয়সম্পত্তির বিষয়ে বেশ সতর্কতার সঙ্গে ব্যবস্থাদি না-করতেন তাহলে ঐ টাকা সে আমাদের ধাপ্পা দিয়ে মেরে দিত, কারণ, আমার ধারণা ছিল যে, তার কাছে যত টাকা পাই তার সবটাই সে দিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমার স্ত্রী যে হিসাবপত্র রেখেছিলেন তাতে তার কারচুপি ধরা পড়ল। আমার এ কথা মিথ্যে নয়, আমাদের খাতায় হিসেব লেখা না-থাকলে সে কখনই স্বীকার করত না যে ঐ টাকা সে আমাদের কাছে ধারে।

২০ জুন তারিখের চিঠিতে দিগম্বর জানিয়েছিল যে, আর এক মাসের মধ্যে সে আমাদের এক-হাজার টাকা পাঠাচ্ছে। জুলাই মাসের সব মেলই ইউরোপে পৌঁছে গিয়েছে, কিন্তু তার কাছ থেকে একটি বর্ণও কিছু খবর পাই নি। যে ভয়ংকর কিনারা আমরা ছেড়ে এসেছি আবার সেই কিনারায় গিয়েই আছড়ে পড়ার জন্যে এগচ্ছি! দিগম্বর আমাকে টাকা না-পাঠানো পর্যন্ত আমি তাকে আর চিঠি দিচ্ছি নে। সে কি জানে না যে ইউরোপে টাকা পাঠানো হচ্ছে তার বাড়ির এক ঘর থেকে অন্য ঘরে টাকা পাঠানোর মতই সহজ ও নিরাপদ? এই তো হচ্ছে আমাদের প্রতি তাদের ব্যবহারের নমুনা। আমার এখন ঋণ হচ্ছে ১৭০০৲ থেকে ১৮০০৲ টাকার মতন। সে আমাকে ৮০০৲ টাকা পাঠিয়েই এখন বোধ হয় মাসের পর মাস চুপচাপ। ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলা যায়, এ অবস্থা সহ্যাতীত। আলিপুর কোর্টে আমার ১০০০৲ টাকা আছে। বৈদ্যনাথ মিত্র গত ফেব্রুয়ারি মাসে আমাকে চিঠিতে জানিয়েছিল যে ঐ টাকা সে আমাকে পাঠাবে 'অতি ত্বরায়'। এখন হচ্ছে আগস্ট মাস—একটা কপর্দকও এল না॥

খিদিরপুরের জনৈক হরি ব্যানার্জীর কাছে আমি পাঁচ শ টাকা পাই। এই টাকা সম্বন্ধে কারও কাছ থেকে এক বর্ণ কিছু জানতে পারলাম না। এ ক্ষেত্রে আমার কী করণীয় বলুন? ঈশ্বরের দোহাই, হে প্রিয় বন্ধু, এদের হাত থেকে আমাকে বাঁচান···এবং ভবিষ্যতেও যেন আমাকে আর তাদের খপ্পরে পড়তে না-হয় তার ব্যবস্থা করুন।

আমার স্ত্রী যে-কোনো দিন প্রসবাগারে যেতে পারেন—এই রকম তাঁর অবস্থা। আর, এখন আমার বাড়িতে সম্বল আছে মাত্র কুড়ি টাকা! এখন যদি একটু তামাশা করার মতন অবস্থা থাকত, তাহলে ভারত* থেকে এই দুই ছত্র উদ্ধার করে গান গেয়ে উঠতাম—

কারে কব লো
যে জালা আমার!
কেমনে রবে ঘরে
এত জালা যার।

* ভারতচন্দ্র রায়

কিন্তু আমার মনের এখন যা অবস্থা তাতে খোশমেজাজ হওয়া চলে না। ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করুন! এখন আমার সমস্ত ভরসা আপনার উপর, এবং নিশ্চিত জানি আপনি আমাকে নিরাশ করবেন না। তা যদি করেন, তাহলে আমি যে কোনো উপায়ে ভারতবর্ষে ফিরে যাব, এবং একটা বা দুটো খুন করব—ইচ্ছাকৃত ও পূর্ব পরিকল্পিত খুন, তার পর ফাঁসি যাব। শ্রদ্ধাসহ আপনার অনুগত—

৭

ভার্সাই, ফ্রান্স, ১২ রু-দ্য-শ্যাঁতিয়ারস
১৮ আগস্ট ১৮৬৪

প্রিয় মহাশয়,

আমার আশঙ্কা হচ্ছে আমার চিঠিগুলি এখন আপনাকে একটু-একটু বিরক্ত করতে আরম্ভ করেছে, কেননা দরাজ হাতে যাকে বলে সেইভাবে আমি আপনার উপরে প্রায় বৃষ্টিধারার মতন চিঠি বর্ষণ করছি। কিন্তু আমি নিরুপায়, এমন করা ছাড়া আমার উপায় নেই। কার শরণাপন্ন হব বলুন। দিগম্বরকে আমি বার-বার লিখেছিলাম যে এখানে আমার দেনা প্রায় ২০০০৲ টাকা, এবং সে নিশ্চয়ই জানত যে গত বারো মাসের উপর হল আমরা ভারতবর্ষ থেকে কানাকড়ি পাইনে, এ সত্ত্বেও গত ২০শে তারিখে সে আমাদের মাত্র ৮০০৲ টাকা পাঠায়। সেই চিঠিতে জানায়—আমি তোমাকে 'মাস-খানেকের মধ্যে' এক হাজার টাকা পাঠাব। আমি একটা ঘোর নির্বোধের মতন তার প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করে আমাদের এক মাস চলতে পারে এই রকম টাকা হাতে রাখি। দিগম্বর আবার যে-কে-সেই চুপচাপ ও উদাসীন হয়ে গিয়েছে! আমরা আবার ফাঁপরে পড়ে গিয়েছি, আগের চেয়েও এ ফাঁপর বেশি; কেননা, এ মাসের ৩ তারিখ সকালে আমার স্ত্রী বেচারী একটি মৃতশিশু প্রসব করেছেন, এবং আমি একেবারে কপর্দকহীন। এই চিঠির ডাকটিকিটের যে টাকা দরকার হয়েছে আমি তা একটা বন্ধকী-কারবারীর আফিস থেকে নিয়েছি। আমার উপর যে রকম নির্লজ্জ ব্যবহার করা হচ্ছে,

এমন ব্যবহার কি কখনো কোনো মানুষের প্রতি করা হয়েছে? আপনাকে প্রিয় বন্ধু বলে সম্বোধন করে বলছি, আপনি কি জানেন যে, ঐ S I M C এখনো আমার কাছে ৩০০০৲ টাকার উপরে ধারে, আলিপুর কোর্টে আমার ১০০০৲ টাকা আছে, এবং খিদিরপুরের জনৈক হরি ব্যানার্জির কাছে পাই প্রায় ৫০০৲ টাকা? এইসব ব্যাপারের পরেও আপনার প্রভাবশালী ও সদাশয় বন্ধুদের কাছে আমি যদি আমাকে একেবারে সঁপে দিই তাহলে আপনি নিশ্চয় আমাকে একজন ঝঞ্ঝাটে লোক বলে মনে করবেন না। আমাকে আপনার বাঁচাতেই হবে। আমার কলকাতার 'বন্ধু'দের দ্বারা আমি যদি এইভাবে হেনস্তা হই, তাহলে ইউরোপে আমার দিন চালানোই অসম্ভব। আমি সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করি, আমি যেসব বিষয় আপনাকে লিখে চলেছি ইতিমধ্যে আপনি সে সম্বন্ধে যা করণীয় তা করেছেন, এবং বোম্বাই হয়ে ১৮ই জুলাই তারিখের যে মেল্ প্রতি ঘণ্টায় ফ্রান্সের দিকে অগ্রসর হচ্ছে সেটি আমার জন্যে নিয়ে আসছে শুভসংবাদ, সমবেদনা এবং অর্থ।

বেচারা মনু আবার ফেল করেছে। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, সে পাস করতেই পারবে না, কারণ পরীক্ষা ক্রমশই বেশ কঠিন হয়ে উঠছে, গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় তার অজ্ঞতাই তার পথের বাধা হবে। আশা করি, তার এই অসাফল্যে আমাদের দেশবাসীরা নিরাশ হবেন না। ব্যাপারটা হচ্ছে—আমাদের উচিত, বয়স্থ যুবকদের না-পাঠিয়ে ১২ বা ১৪ বছরের কিশোরদের এদেশে পাঠানো। প্রাথমিক ইংরেজি শিক্ষা অতিঅবশ্য দরকার। আমার মনে হচ্ছে বেচারা মনুকে আইন-অধ্যয়নের দিকে যেতে হবে, কিন্তু সেখানে প্রশ্ন হচ্ছে—এই দিকে কৃতকার্য হবার মতন যোগ্যতা তার আছে তো? ইংরেজ বিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করে ও ইংরেজ জুরীদের সম্বোধন করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সওয়াল করার মতন যথেষ্ট ইংরেজি সে জানে তো? আমাদের শ্রীমান জ্ঞানেন্দ্র ঠাকুর অনেক বেশি শিক্ষিত, অনেক বেশি অভিজ্ঞ ও বয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও এ রকম পারবে কিনা, সে প্রশ্ন আমার মনে জাগে। আমার মনে হয়, সে আর ভারতবর্ষে কখনোই ফিরবে না, কেননা, সে যদি ফেরে তাহলে সকলে তাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করবে।...মনোমোহনের জন্য বাস্তবিক আমি দুঃখিত, তাকে আমাদের কাছে ফ্রান্সে আসতে লিখেছি, যাতে এখানে সে চেষ্টাচরিত্র করে

কিছু ফ্রেঞ্চ ও ইটালিয়ান গ্রন্থ করতে পারে।

আপনি কিন্তু ভুলবেন না যে, আমার সম্পত্তি বাঁধা রেখে আপনি যদি কয়েক হাজার টাকা আমাকে না-পাঠান তাহলে আমাকে ফ্রান্সে বন্দী হয়েই থাকতে হবে এবং আগামী নভেম্বরে সম্ভবত গ্রেজ ইন্‌এ যোগ দিতে পারব না। এই জরুরি ব্যাপারটা আপনি যেন ভুলবেন না—আপনার কাছে এই প্রার্থনা।

শ্রীমতী দত্ত ও আমি উভয়েই আশা করে আছি, যে মেল্ আসছে সেই মেল্‌এ আপনি আমাদের চিঠি লিখেছেন, কিছু টাকা পাঠিয়েছেন। আশা করি, আমাদের প্রত্যাশা বেশ আনন্দজনক বাস্তবে পরিণত হবে। যদি চিঠি ও টাকা পাঠিয়ে থাকেন, তাহলে অনুগ্রহ করে আমার চিঠি পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকবেন না যেন, আপনার কাজ আপনি করেই যাবেন। এ মাসের ২৭ তারিখের আগে আপনাকে আমি চিঠি দিতে পারছি নে। আমি বেশ ভালো জানি, আপনাকে আমার বলতে হবে না যে, রেজিস্টার্ড চিঠির মধ্যে টাকা পাঠানো বেশ নিরাপদ, আর, পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের থেকে ফ্রান্সে চোর আর প্রতারকের সংখ্যা অনেক কম। এখানকার পুলিসও যেমন দক্ষতায় অপূর্ব, তেমনি কঠোর। বিদায়! চির আন্তরিকভাবে আপনার

৮

ভার্সাই, ফ্রান্স, ১২ রু-দ্যু-শাঁতিয়ার্স
২ সেপ্টেম্বর ১৮৬৪

প্রিয় বন্ধু,

গত রবিবার সকাল বেলা, অর্থাৎ গত মাসের ২৮ তারিখে, আমি যখন আমার পড়ার ছোট্ট ঘরটিতে বসেছিলাম, তখন আমার স্ত্রী বেচারী দু চোখে জল নিয়ে আমার কাছে এসে বললেন, "ছেলেরা মেলায় যেতে চায়, কিন্তু কাছে তিন ফ্রাঁ [এক টাকা আন্দাজ] আছে। ভারতবর্ষের ঐ লোকেরা আমাদের সঙ্গে এ রকম ব্যবহার করছে কেন।" আমি বললাম, "আজ মেল্ এসে পৌঁছবে আর আজ অবশ্যই কিছু খবর পাব ; কেননা যে মানুষের কাছে আমি আবেদন জানিয়েছি, প্রাচীন ঋষিদের মতন তাঁর প্রতিভা ও বিচক্ষণতা, ইংরেজদের মতন তাঁর কর্মশক্তি এবং বাঙালী জননীর মতন তাঁর হৃদয়।" আমি ঠিকই বলেছিলাম।

এর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আপনার চিঠি সেইসঙ্গে আপনার পাঠানো ১৫০০৲ টাকা পেলাম। আপনি একজন মহৎ প্রখ্যাত ও মহান বন্ধু, আপনাকে কী বলে ধন্যবাদ জানাব! আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন। আমার আগের চিঠিগুলি নিঃসন্দেহেই আপনাকে আমাদের অবস্থা সম্বন্ধে একটা ধারণা করে দিয়েছে সেই জন্যে সে বিষয়ে কিছু বলব না, এবং এখন মনে হচ্ছে এখন বেশ স্বচ্ছন্দে বলতে পারি যে, ভবিষ্যতের আমার সব কষ্টের অবসান হল, কেননা এখন আমি আপনার হাতে পড়েছি। আমি আপনাকে আবার অকপটে বলব যে, আপনি যদি আমার সম্পত্তি বন্ধক রেখে টাকা সংগ্রহ না-করেন তাহলে আমার এ দেশে নিজেকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া ও ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরে যাওয়া অসম্ভব, কেননা প্রায় একটা বছর ধরে আমি কলকাতা থেকে একটা পয়সা পাইনি, আর আমার দেনাও অনেক—এ দেনা শোধ করার জন্যে আমার টাকা দরকার। ঐ S L C লোকটি যদি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখত, দিগম্বর যদি আমাকে ভুলে না-যেত, তাহলে কোনো বিপদই আমাদের হত না, কেননা আমরা অমিতব্যয়ী নই, এবং আমার স্ত্রী তো এদিক থেকে একজন আদর্শ ম্যানেজার। কিন্তু টাকা না হলে আমরা কী করব? চ্যাটার্জি আমার কাছে প্রায় ৩০০০৲ টাকা ধারে, কিন্তু ঐ টাকাতে কুলাবে না, আরও টাকা আমার দরকার। খুঁটিনাটিভাবেই সবটা তবে জানাই! আপনাকে আগেই বলেছি আমরা মাসের পর মাস কপর্দকহীন ছিলাম, তার মধ্যেই যতটা ভালো-ভাবে থাকা যায় তার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। আমাদের দেনা হচ্ছে প্রায় ২৬০০৲ টাকা কেননা আমরা যখন একই সঙ্গে থাকি তখন সব মিলিয়ে আমাদের মাসে লাগে ২৫০৲ টাকা। জুন মাসের শেষ দিক থেকে এ পর্যন্ত ২৩০০৲ টাকা পেয়েছি, আপনার পাঠানো ১৫০০৲ টাকার সঙ্গে দিগম্বরের পাঠানো ৮০০৲ টাকা যোগ করে এই অঙ্ক। এর থেকে ১২০০৲ টাকা দিয়ে দেনা মিটিয়েছি, তাহলে আমার অবশিষ্ট দেনা রইল ১৪০০৲ টাকা। আমার কাছে বলতে গেলে কিছুই ছিল না। ৫০০৲ টাকার মতন আমাদের এখানে থাকার জন্যে ও আমার স্ত্রীর প্রসবাগারের খরচ বাবদ যা দেবার ছিল আমি দিয়ে দিয়েছি আপনার পাঠানো টাকা থেকে। আমার কাছে এখন ৬০০৲ টাকা আন্দাজ আছে। আমার লণ্ডনে যেতে হলে আমার ৩৫০৲ টাকা

লাগবে, আগামী জুলাই মাস পর্যন্ত আমি পরিবার থেকে আলাদা হয়ে থাকব, তারপরে আবার আমি ফ্রান্সে এসে থাকতে পারব ; কেননা আপনি বুঝতেই পারছেন, আমি তাদের ভাষা সম্বন্ধে আমার জ্ঞান বাড়াবার জন্যে ইংরেজদের মধ্যে বাস করার সুযোগই পেলাম না। আপনি আমার সম্পত্তি মর্টগেজ দিয়ে মোটা টাকা আমাকে না-পাঠালে এসব করার মত যথেষ্ট টাকা আমার হবে না। তার উপর, আমি আমার শিশুসন্তানদের এখানে রেখে যেতে চাই, তারা বার-বার যাতায়াত করার পক্ষে কচি, এবং আমি তাদের পুরোপুরি ইউরোপীয়ান করে তুলতে চাই।

আমার অভিপ্রায় অনুসারে ব্যবস্থা করতে আপনার অসুবিধে কোথায় আমি তা ধারণা করতে পারছিনে, অবশ্য S L C তার নিজের মতলবে যদি আপনার কাজে বাধা সৃষ্টি করে, সে কথা স্বতন্ত্র। আমার মনে হচ্ছে আপনি যে টাকা পাঠিয়েছেন তার ১০০০৲ টাকা হচ্ছে আলিপুর কোর্টে আমার যে টাকা ছিল সেটা। ফ্রেঞ্চ ব্যাঙ্কের উপর আপনার ড্রাফ্‌ট পাঠানোর জন্যে আমি আপনাকে অজস্র ধন্যবাদ জানিয়েও যথেষ্ট মনে করছিনে। আপনার বাঙালী-জননীর-হৃদয় আছে বলে যে আমি উপলব্ধি করেছি, সেটা কি আমার ভুল? আমার আর যা-কিছু বলার আছে তা পরের চিঠির জন্যে জমা রাখলাম।

সে পর্যন্ত, আপনার একান্ত আন্তরিক—

পুনশ্চ॥ আশা করি আপনি আমার সমস্ত নথিপত্র পেয়ে গিয়েছেন, এবং অতঃপর আপনাকে যে বিষয়ে লিখেছি তা করেছেন। তা যদি না-করে থাকেন তাহলে আগামী নভেম্বরে লণ্ডনে যাবার সব আশা ত্যাগ করব। হায়, বাবু দিগম্বরের উপর বিশ্বাস রাখার জন্যে যথেষ্ট সাজা আমার হল! বিদায়!

৯

ভার্সাই, ফ্রান্স, ১২ রু-দ্যু-শাঁতিয়ার্স

১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৬৪

প্রিয় বন্ধু,

আপনার গত মাসের ৮ তারিখের চিঠির ও সেই সঙ্গে পাঠানো ফ্রেঞ্চ ব্যাঙ্কের উপর অর্ডারের ডুপ্লিকেটটির সানন্দে প্রাপ্তিস্বীকার করছি। মূল

অর্ডারটি আমার হাতে নিরাপদেই এসে গেছে, সুতরাং ডুপ্লিকেটটি আর ব্যবহার করতে হল না।

আমার যাবতীয় বিষয়-আশয় দেখাশোনার ভার গ্রহণ করার জন্যে এবং আমি যাতে পৃথিবীর অতি দূর এক প্রান্তে প্রকৃতির খেয়ালখুশির হাতেই পড়ে না-থাকি সে দিকে দৃষ্টি দেবার জন্যে আপনাকে কীভাবে ধন্যবাদ জানাব জানিনে। এ রকম মহৎ বন্ধুত্বের যথাযোগ্য মূল্য পৃথিবীকে জানাবার জন্যে আমি বেঁচে থাকব বলে ভরসা করি।

আমার আগের চিঠিতে আমি এখানে আমার দায়দায়িত্বের একটা সঠিক বিবরণ দিয়েছি। সেই চিঠি আর একবার দেখলে সহজেই বুঝতে পারবেন ইংলণ্ডে আমার পড়াশুনা আবার চালাবার ও আনুষঙ্গিক ব্যয়ের জন্যে আমার কত টাকা না-হলেই নয়! এই মুহূর্তে আমার ব্যাঙ্কারের কাছে আমার ৫০পাউণ্ড জমা আছে। কিন্তু সম্ভাব্য সব দায়দায়িত্ব সমেত আমার দেনার অঙ্ক ১৪০০৲ টাকা। ভারতবর্ষ থেকে এই টাকা না-পাওয়া পর্যন্ত আমি গ্রেজ ইন্‌এ ফিরে যেতে পারিনে। নভেম্বর টার্ম আরম্ভ হওয়ার আগে আমি এটা পাব কিনা তা আপনি জানেন। আগামী নভেম্বর থেকে ১৮৬৫ সালের জুলাই পর্যন্ত আমাকে ইংলণ্ডে বাস করতে হবে, আমি আমার পরিবারের সকলকে সেখানে নিয়ে যেতে পারি নে, কেননা ইংলণ্ড হচ্ছে ফ্রান্সের চেয়ে অনেক বেশি মাগ্‌গি জায়গা, এবং এখানকার চেয়ে সেখানে আমি অনেক বেশি পরিচিত; ফরাসীর মধ্যে আমি একজন আগন্তুক মাত্র, কিন্তু ইংলণ্ডে এমন অনেকে আছেন যাঁদের আমি চিনি, এবং তাঁরাই হবেন আমাদের মস্তবড় খরচের কারণ, অর্থাৎ, তাঁদের সঙ্গে আমার অনেক সামাজিক সৌজন্যের আদানপ্রদান করতে হবে। নভেম্বর থেকে জুলাই পর্যন্ত আমাদের খরচ পড়বে মাসে ৩০০৲, তার পরে ১৮৬৬ সালের মাঝামাঝি নাগাদ আমার ভারতবর্ষে রওনা হওয়া পর্যন্ত মাসে আমাদের ২৫০৲ হলেই চলবে। এটা আপনি আমার জন্যে অবশ্যই ব্যবস্থা করবেন।

আমি আগে যেভাগে ভেবেছিলাম সেভাবে আমার সম্পত্তি বাঁধা দেবার পরিকল্পনাটা ত্যাগ করার বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট। সব ব্যাপারটা আপনার হাতেই ছেড়ে দিলাম, কেননা আমি আপনাকে শক্তির একটা স্তম্ভ বলে মনে

করি, এবং আমি নিশ্চিত যে আপনি যেরকম ব্যবস্থা করেছেন তাতে সব রকম সম্ভাব্য ঝুঁকি সামাল দেওয়া যাবে। যে বন্ধুটি টাকা আগাম দেবার ভার নিয়েছেন তিনি সত্যিই খুব সদাশয় ব্যক্তি; কিন্তু আপনি যার বন্ধু তার পক্ষে আরো বন্ধুজন পাওয়াটা এমন আর আশ্চর্য কী! আমি তিন মাস অন্তর একবার করে আপনার কাছ থেকে টাকা পেলে সুখী হব, কোন্ ঠিকানায় পাঠাবেন তা পরে জানাব।

আমি আমার পরিবারের সকলকে ফ্রান্সে রেখে যাবার যে পরিকল্পনা করেছি, আমার চিন্তা হচ্ছে আমার এ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভুল বুঝবেন না। এ রকম ব্যবস্থা নেবার যে ইচ্ছে করেছি তার অনেক কারণ আছে। লণ্ডনে বা উপকণ্ঠে বাড়ি-ভাড়া খুব বেশি। তার উপর আমাদের সাংসারিক জিনিসপত্রও কম নয়, এগুলি চ্যানেলের ওপার পর্যন্ত টানাটানিতেও অনেক খরচ, আর এই টানা-পোড়েনে আমার শিশুসন্তানদের লেখাপড়ারও ক্ষতি হবে। তার উপর ইংলণ্ডে বাড়িঘর সাজাবার জন্যেও মোটা খরচ হবে। কিছু টাকার সাশ্রয় করার দরুন বেশ বড় রকমের অসুবিধা পুষিয়ে যাবে বলে আমি বিশ্বাস অবশ্য করিনে। কিন্তু এততেও আমি কিছু টাকা বাঁচাতে পারব বলে আমার তো মনে হয় না।

আমার মনের অবস্থার দরুন কিছুকাল থেকে মহাদেব চ্যাটার্জির সম্বন্ধে আমার ভাষায় রীতিমত তিক্ততা এসে গিয়েছে বলে আমি একটু উদ্বিগ্ন বোধ করছি। কিন্তু এ সত্ত্বেও আমি বিনীতভাবে আপনার কাছে স্বীকার করব, আপনি বেশ মোলায়েম ও মার্জিত ভাবে এজন্যে আমাকে যে তিরস্কার করেছেন আমার তা প্রাপ্য নয়। আপনি কষ্টস্বীকার করে যে হিসাব পাঠিয়েছেন তাতে আমি সন্তুষ্ট হতে পারিনি, আমি পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারছি যে শ্রীযুক্ত মহাদেব চ্যাটার্জি অনেক সত্য আপনার কাছে গোপন করেছে, এবং আমাদের বিষয়-আশয় সম্বন্ধে আপনার কিছু জানা না-থাকার সুযোগ নিয়ে সে নিজের হয়ে বেশ পরিপাটি একটা চিত্র খাড়া করেছে। সে ধূর্ত, কিন্তু সারা বিশ্বই বিশ্বাস করেছে যে, সততাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ নীতি। আপনি আমার সৎ বন্ধু, আমার কথা শুনুন, তারপর নিজেই একটু বিচার করে দেখুন।

১৮৬০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যশোহর আদালত মুনকিরা মামলাটি খারিজ করে দেয়। এর কিছুদিনের মধ্যেই আমার দুটি সম্পত্তিরই অধিকার

পাই। ১৮৬১ সালের গোড়ার দিকে মহাদেব আমার কাছে এক বৃদ্ধ লোককে পাঠায়, এই লোকটি আগেই আমাদের জমিতে কয়েক মাস বাস করেছিল, এবং এর সঙ্গে আমরা যে চুক্তিটি করি আপনি তা দেখেছেন। এই লোকটি আমাকে বিশ্বাস করিয়ে ছাড়ে (আপনি জানেন ব্যবসায়িক ব্যাপারে আমি তেমন চোখা মানুষ নই) যে, ১৮৬০ সালে মাত্র ৬০০৲ টাকা আদায় হয়েছিল, এবং আমিও যেমন নির্বোধ আমি আমার সব দাবি ছেড়ে দিই। তা হলে আমার প্রাপ্য হচ্ছে সরকারী-কর সমেত বছরে ৩০০০৲ টাকা, কিংবা কর বাদ দিয়ে বছরে ২৫০০৲ টাকা।

এবার দেখুন—

... ...

আসল ব্যাপারটি হচ্ছে, লোকটার উপর আমার অগাধ বিশ্বাস ছিল; কৃতজ্ঞতা-বোধে আমি এমন ভরপুর ছিলাম যে, সে যা করতে চাইত বা পরামর্শ দিত আমি তাকে তা করতে দিতাম। আমি তার কাছ থেকে হাতে-হাতে, অর্থাৎ আমি স্বয়ং বা আমার প্রতিনিধি মারফত, যে টাকা নিয়েছি তার তালিকা আপনাকে দিয়েছি। এখন সে আমার প্রাপ্য টাকা প্রথম থেকে আমাকে যে দিয়ে এসেছে তার রসিদ দেখিয়ে আপনাকে এ বিষয়ে সন্তুষ্ট করতে পারে কিনা দেখুন। অশা করি আমার জন্য অপনি এটুকু ঝঞ্ঝাট পোয়াবেন। আপনি যতক্ষণ আমাকে ব্যাপারটা বিশদভাবে না-জানাচ্ছেন, ততক্ষণ কিন্তু আমি আমার মত বদল করছি নে। আশা করি আমি সব ব্যাপারটা বেশ পরিষ্কার করেই আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পেরেছি। আপনার বরাবরের অনুগত ও স্নেহধন্য—

পুনশ্চ। এই চিঠি পাবার পর দু-এক দিনের মধ্যেই সত্যেন্দ্রর সঙ্গে আপনার দেখা হবে। মনোমোহন দিন-কয়েক আমাদের সঙ্গে কাটাবার জন্যে এখানে আছে, পড়াশুনা আরম্ভ করার জন্যে আগামী মাসে লণ্ডনে ফিরে যাবে। আমার মনে হয় আগামী বছর সে পাস করতে পারবে। পাস করার সম্ভাবনা তার বেশ উজ্জ্বল, কেননা সে তার পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে ইটালিয়ানও নিয়ে নিয়েছে, এবং তিন বছর মনোনিবেশ করে পড়াশুনা করার দরুন তার

সম্মুখের সংগ্রামের মুখোমুখি হবার মত যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় সে করতে পারবে। বিদায়।

১০

ভার্সাই, ফ্রান্স
৩ অক্টোবর ১৮৬৪

আমি আপনার কাছে অকপটে স্বীকার করব যে, আমি মহাদেব চ্যাটার্জির ব্যাপার নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন আছি। সে আমাকে যে টাকা দিয়েছে তার একটা তালিকা আমি আপনাকে দিয়েছি। আমি ভারতবর্ষ ছাড়ার আগে সে আমার সব হিসাবপত্র মিটিয়ে দিয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি নে, বিশ্বাস করতে পারি নে। আমি আশা করব, আপনি এ ব্যাপারে সব দেখে সম্পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট হয়ে নেবেন। আপনি যদি সন্তুষ্ট হতে পারেন; তাহলে আমার ভাষা সংযত করে নেব, এবং চ্যাটার্জি সম্বন্ধে আমি যেসব কড়া কথা বলেছি, তার সব ফিরিয়ে নেব।

ইতিমধ্যে আপনার সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেখা হয়ে থাকতে পারে, সেই হচ্ছে আমাদের খাঁটি দেশজ প্রথম চুক্তিবদ্ধ সিভিলিয়ান। মনোমোহন কিছুদিন হল আমাদের কাছে আছে। আগামী সপ্তাহে সে লণ্ডন যাচ্ছে পড়াশুনা আরম্ভ করার জন্যে। আমার মনে হচ্ছে আপনাকে হয়তো আগেই জানিয়েছি যে, সত্যেন্দ্রর এই সাফল্যের দরুন এখানকার কর্তৃপক্ষ এই পরীক্ষা আগের চেয়ে আরও কঠিন করার কথা ভাবছেন। মনোমোহনের অবশ্যই এই সুযোগ নেওয়া উচিত। সে অত্যন্ত সজ্জন, আমি তার বৃদ্ধ বাবার কথা ও তার নিজের কথা ভেবেই তার সাফল্য কামনা করি।

আমি আজ একটু ব্যস্ত থাকায় বাবু দিগম্বর মিত্রের আগের চিঠিটার উত্তর এখন দিতে পারলাম না। পরের মেল্‌এ দিতে পারব বলে আশা করছি। তার সঙ্গে আপনার যদি দেখা হয় তাহলে আমার শুভেচ্ছা জানাবেন।

ভগবানের ইচ্ছায় আমরা সকলে কুশলে আছি।

১১

১২ রু-ডু-শাঁতিয়ারস, ভার্সাই, ফ্রান্স
৩ নভেম্বর ১৮৬৪

আমার আগের একটি চিঠিতে আমি আপনাকে পরিষ্কার করেই হয়তো জানাতে পেরেছি, আমি একাকী লণ্ডনে কেন যেতে চাই—একা যাওয়ার কারণ যখন জানিয়েছি তখন, আমার বিশ্বাস, আপনি আমার হয়ে আমাদের বিষয় আসয় তত্ত্বাবধান করবেন, যে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ জলরাশি থেকে আপনি আমাদের উদ্ধার করেছেন আবার গিয়ে সেই বিপদে না পড়ি আপনি তা দেখবেন।...

শীতকাল এল বলে, এবার মারাত্মক শীত পড়বে বলে মনে হচ্ছে। ইউরোপের শীতকাল সম্বন্ধে আপনি কোনো ধারণা করতে পারবেন না। এখনও শরৎকাল আছে, তবু আমার ঘরে আগুন জালিয়ে রাখতে হয়েছে; আর, গায়ে এমন জামাজোব্বা পরে অছি যা নাকি আমাদের দেশে ছোটখাট একটা মোট বিশেষ। আমাদের দেশের সবচেয়ে ঠাণ্ডার মাসের সবচেয়ে ঠাণ্ডার দিনের চেয়েও এখানে প্রায় ছয় গুণ বেশি ঠাণ্ডা! আপনার কি ভারতচন্দ্রের সেই লাইনটা মনে আছে ?

বাঘের বিক্রম সম মাঘের হিমানী

তিনি যদি এদেশে থাকতেন তাহলে শীত সম্বন্ধে কী লিখতেন ?

হে প্রিয় বন্ধু, আপনি মনে করবেন না যে, আমি এখানে অলসভাবে দিন কাটাচ্ছি। আমি ফ্রেঞ্চ ইটালিয়ান প্রায় রপ্ত করে ফেলেছি, এখন মনোনিবেশ করে জার্মানি ভাষা চর্চা করছি—এবং এসব মাইনে করা কোনো শিক্ষকের সহায়তা ছাড়াই। জর্মান হচ্ছে অদ্ভুত ভাষা। আপনি জানেন, আমিও অকপটেই বলি এর বর্ণমালা রোমান নয়। কিন্তু এ সম্বন্ধে আর নয়, পরে হবে।

১২

১২ রু-ডু-শাঁতিয়ারস, ভার্সাই, ফ্রান্স
১৬ নভেম্বর ১৮৬৪

গত ৫ই অক্টোবর যেভয়াবহ ঝড় আপনাদের উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে তার

বিবরণ জেনে আতঙ্কে আমার মনপ্রাণ ভরে গিয়েছে। কলকাতার কাগজগুলো চিরাচরিত রীতি অনুসারেই কেবলমাত্র বিশেষভাবে ইউরোপীয়ানদের দুঃখ-দুর্দশার চিত্র ফুটিয়ে তুলতেই ব্যস্ত, আমাদের দেশের লোকের প্রতি বিতৃষ্ণা ও উদাসীনতা দেখিয়ে তাদের সম্বন্ধে সামান্য একটু উল্লেখ করেই তারা ক্ষান্ত। তাদের দেখাদেখি ওদেশের ইংরেজি কাগজগুলোও একই পন্থা নেয়। এই কারণেই প্রকৃতপক্ষে কতটা বিপর্যয় ঘটে গিয়েছে সে সম্বন্ধে ধারণা করাই কষ্ট। আশা করি আমাদের বন্ধুবান্ধবেরা এই ভয়ংকর বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেয়েছেন।...

আমি বেশ ভালোভাবেই জানি আপনি সমস্তটা সময় কী ভাবে ব্যস্ত থাকেন, এই জন্যে আপনাকে বিরক্ত ও বিব্রত করতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু মরীয়া মানুষের পক্ষে সবই সম্ভব এই হচ্ছে আমার কৈফিয়ত। আমার এমন কেউ নেই আমার কথা যে একটুও ভাবে। আপনি যদি আমাকে বর্জন করেন তাহলে আমি ডুবে যাব। ব্যারিস্টারি পাস না করা পর্যন্ত আমি কিছুতেই ভারতবর্ষে ফিরতে পারিনে, কারণ, প্রথমত, আমি সেখানে গিয়ে কী করব? আমার যা আয়* তা এত শোচনীয় ভাবে কম যে, আমার যা চাল-চলন তা বজায় রেখে স্বচ্ছন্দ ভাবে তা দিয়ে জীবনধারণ করা চলে না। দ্বিতীয়ত, এমন কাজ যদি করি তাহলে আমার শত্রুরা হাসবে; এবং দুঃখের সঙ্গেই কবুল করি যে আমার শত্রুও অনেক। ওই রাস্কেলরা কারা, যারা আমার সম্বন্ধে কলকাতায় নানারকম মিথ্যে কথা রটিয়ে বেড়াচ্ছে! ওরা বন্ধু হতে পারে না—এ সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত।

১৩

২ ডিসেম্বর ১৮৬৪

আমি এই মুহূর্তে কতটা উদ্বিগ্ন ও বিব্রত বোধ করছি তা বুঝিয়ে বলতে পারব না। কলকাতা থেকে সম্প্রতি যে সব খবর পাচ্ছি তাতে বলিষ্ঠতম

* "মধুসূদনের মাসিক আয় তখন সর্বপ্রকারে ৫০০৲ টাকার ন্যূন হইবে না। কিন্তু সে টাকা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার হস্তগত হইত না; সুতরাং তাঁহার বিলাতপ্রবাসের ব্যয় কিছুতেই সঙ্কুলান হইত না; ঋণ করিতে হইত।"—মধুস্মৃতি (১৩৩১) পৃ ২৬৮, পাদটীকা।

হৃদয়ও ব্যাকুল হয়ে উঠতে বাধ্য. তার উপর আপনার দীর্ঘকালীন ও অপ্রত্যাশিত নীরবতা অবস্থাকে স্বভাবতই আরও বেদনাদায়ক করে তুলেছে।...ইতিমধ্যে, আশাকরি, আমার আগের কয়েকটি চিঠি থেকেই জানতে পেরেছেন যে, এ বছরের শেষ টার্মও আমাকে হারাতে হয়েছে, আমার অস্তিত্বও এখন দ্রুতবেগে নিঃশেষ হবার মুখে, আমার সব টাকা ফুরিয়েছে। দীগম্বর মিত্রের দয়াহীন নীরবতার দরুন এই বছরের প্রথম দিকে আমাকে যে ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়েছিল আমার ভাগ্যে কি আবার সেই অবস্থাই আসছে? এ কথা চিন্তা করতেই ভয়ে কণ্টকিত হতে হয়। কিন্তু এ কথা কখনোই মনে করবেন না যে, আপনার উপর দোষারোপ করছি। কখনোই তা নয়। আমি জানি আপনি কতটা প্রাজ্ঞ, কতটা চিন্তাশীল, কতটা দয়ালু ও বিবেচক; এও জানি আপনার সময়ের মূল্য কত। কিন্তু আপনি অবশ্যই আমার দুর্ভাগ্য নিয়ে আমাকে বিলাপ করতে দেবেন। ইউরোপে একটা বছর আমার বৃথা ব্যয় হল। জীবনের এই সময়ে যে কিনা নূতন একটা বৃত্তি আরম্ভ করতে চলেছে, তার পক্ষে এ রকম সময় নষ্ট হওয়া সামান্য ক্ষতি নয়।

১৪

১২ রু-দ্য-শাঁতিয়ারস, ভার্সাই, ফ্রান্স
১৮ ডিসেম্বর ১৮৬৩

প্রিয় বন্ধু,

আপনার সহৃদয় চিঠি ও সেই সঙ্গে প্রেরিত ২৪৯০ ফ্রাঁর ড্রাফ্‌ট যথাসময়েই এবং বেশ উপযুক্ত সময়েই পেয়েছি, কেননা আমাদের হাত একেবারে শূন্য ছিল এবং আপনার কাছ থেকে সংবাদ পাওয়ার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিলাম। আপনাকে কতটা আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তা না বললেও চলে। কিন্তু আপনার চিঠিতে আমি নেহাৎ কম আঘাতও পাইনি, আমাদের মাতৃভাষায় এ বিষয়ে এই রকম বলা যায়—

আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি যে, এই হতভাগার বিষয়ে হস্তনিক্ষেপ করিয়া আপনি এক বিষম বিপদজালে পড়িয়াছেন! কিন্তু কি করি? আমার এমন আর একটি বন্ধু নাই, যে তাহার শরণ লইয়া আপনাকে মুক্ত করি।

আপনি এখন অভিমন্যুর মতন মহাব্যূহ ভেদ করিয়া কৌরব দলে প্রবেশ করিয়াছেন ; আমার এমন শক্তি নাই যে আপনাকে সাহায্য প্রদান করি ; অতএব আপনাকে স্ববলে শত্রুদলকে সংহার করিয়া বহির্গত হইতে হইবেক ; এবং বাহিরে আসিয়া এ শরণাগতজনকে রক্ষা করিতে হইবেক। এ কথাটি যেন সর্বদা স্মরণপথে থাকে।

আপনার মত আমি যদি বাংলা লিখতে পারতাম, তাহলে ঐ ভাষাটিই চালিয়ে যেতাম, কিন্তু অনুশীলনের অভাবে তা করতে পারলাম না। কিন্তু পুনরায় আমি বলছি যে, আপনাকে যে ঝঞ্ঝাটের মধ্যে ফেলেছি তার জন্যে সত্যিই আমি যারপরনাই দুঃখিত। অথচ এ ছাড়া আমি কি করতে পারি ? কার শরণাপন্ন আমি হব ?

আপনি লক্ষ্য করবেন যে, 'পাওয়ার অব অ্যাটর্নি' সম্বন্ধে আপনি আমাকে বন্ধুত্বপূর্ণ যে পরামর্শ দিয়েছিলেন আমি তা স্বীকার করে নিয়েছি। আমি আপনাকে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, আমার ভাগ্য, আমার জীবনের যাবতীয় সম্ভাবনা, পৃথিবীতে যারা আমার সবচেয়ে প্রিয় তাদের যাবতীয় স্বার্থ, না, তা নয়, আমার জীবনটাই আপনার হাতে সমর্পণ করতে আমি যে কতটা প্রস্তুত, আপনাকে তার প্রমাণ দিতে পেরে আমি অনির্বচনীয় আনন্দ পেয়েছি। আমি পুনরায় বলি—আমি আমার উদ্দেশ্য যদি সিদ্ধ করতে না পারি তাহলে কোনোদিন ভারতবর্ষকে এ মুখ কখনো দেখাব না।

আমি মহাদেব সম্বন্ধে যে ভাষা ব্যবহার করেছি তার যৌক্তিকতা প্রমাণের যদিও চেষ্টা করতে চাই নে, কিন্তু এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে ঐ মানুষটির সত্যকার আকৃতি আপনি অল্পদিনের মধ্যেই বুঝতে পারবেন ; লোকটা অত্যন্ত নীচ, ধনলিপ্সু ও ক্ষুদ্রচেতা ; সুখের কথা এই যে, বাঙালী সমাজে ওরকম চরিত্রের মানুষের সংখ্যা কমে আসছে। আর দিগম্বর সম্বন্ধে ? আপনি যা বলেছেন তা ঠিক—সে ধনী, সে মহৎ। আমার নিজের সম্বন্ধে আমি যেরকম ধারণা পোষণ করি তাতে মানুষ হিসেবে তাকে ঈর্ষা করতে পারছি নে ; কিন্তু আমি এমনই দরিদ্র যে তার ধনসম্পদকে অবজ্ঞা করা আমার পক্ষে সম্ভব না। কিন্তু ছেড়ে দিন ওর কথা, ওকে জল্লাদের হাতে দিতে বলছি নে, বলছি নীচকে ঘৃণা করার কথা।

আশা করি বৈদ্যনাথ তার স্বভাবসিদ্ধ উদাসীনতা পরিহার করতে পেরেছেন, এবং আপনার চিঠিতে আপনি আপনার বন্ধুর সন্তোষবিধানের জন্যে প্রসঙ্গত যে নথিপত্রের কথা আভাসে উল্লেখ করেছেন, সেগুলি সে আপনাকে দিয়েছে, এবং আপনার বন্ধু তা দেখে তুষ্ট হয়েছেন। আমি যে দলিল পাঠাচ্ছি তাতে আমার হয়ে প্রয়োজনীয় সব রকম কাজ করার পক্ষে আপনি যথেষ্ট অধিকার পেয়ে যাচ্ছেন।

আমার পূর্বের চিঠিপত্র থেকে আপনি জানতে পেরেছেন যে আমি 'মাইকেলম্যান টার্ম'টি হারিয়েছি, এবং আমার আশঙ্কা হচ্ছে আরও দুটো টার্ম আমাকে খোয়াতে হবে; এর অর্থ হল এই যে, মহাদেবের ও দিগম্বরের উপর যে বিশ্বাস ন্যস্ত করেছিলাম তারা যদি তার মর্যাদা রাখত তাহলে গ্রেজ ইন্‌এ আমি যে সময়ে গিয়ে সম্ভবত পুনরায় যোগ দিতে পারব, সেই সময়ে আমি ব্যারিস্টার হয়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হতে পারতাম।

এসব কথা একটু বন্ধ রেখে, আপনাকে এই 'টার্ম'গুলি কী তা একটু বলতে দিন। বছরে চারটি টার্ম আছে— (১) হিলারি টার্ম, এটি ১১ জানুয়ারি আরম্ভ হয়ে ৩১ জানুয়ারি শেষ হয়; (২) ইস্টার টার্ম, ১৫ এপ্রিল থেকে ১৩ মে; (৩) ট্রিনিটি টার্ম, ২৭ মে থেকে ১৭ জুন; (৪) মাইকেলম্যান টার্ম, ২ নবেম্বর থেকে ২৫ নবেম্বর। এক-একটা টার্ম রক্ষা করতে হলে আপনাকে ছয়টি খানা খেতে হবে—ছয়টি ডিনার। বারোটি টার্ম রক্ষা করতে পারলে বা ৭২টি ডিনার খাওয়া হলে ব্যারিস্টার হতে পারা যাবে। তাছাড়া নবেম্বর থেকে জুলাই পর্যন্ত একটা লেকচার-কোর্সে যোগ দিতে হবে—এর মাঝেমাঝে অবশ্য ছুটি থাকে। আমি ৩০টি ডিনার খেয়েছি, আরও ৪২টি খেতে হবে। পরীক্ষার ব্যবস্থাও আছে, কিন্তু পরীক্ষা দিতেই হবে এমন বাধ্যবাধকতা নেই। নিজের 'চেম্বার্স'এ বসে একা-একা পড়াশুনা করতে পারেন, কিংবা কিছুই না করতে পারেন—কেউ জানতেও চাইবে না কী করে সময় কাটাচ্ছেন।

এবার আমার মতন হতভাগ্যটির কথায় আসতে হচ্ছে। আমার দেনা ছিল ১৪০০৲ টাকা। আপনি যে টাকা পাঠিয়েছেন, তার থেকে ৪০০৲ টাকা দিয়েছি আমার পাওনাদারদের, এবং ১০০৲ টাকা রেখেছি আমার বাচ্চাদের শীতের জামাকাপড়ের জন্যে, কেননা, এ বছর শীতের প্রকোপ ভয়াবহ রকমের,

এবং মাসে ২৫০৲ টাকা হিসাবে জানুয়ারির শেষ অবধি চলার জন্যে রেখেছি ৫০০৲ টাকা। আপনি যদি আরও টাকা ২৩ নভেম্বরের মেল্-এ পাঠিয়ে থাকেন, তা হলে যথাসময়ে আমি তার হিসাব কড়ায়গণ্ডায় আপনার কাছে দাখিল করতে ভুলব না। কিন্তু আমার সব রকম দেনা চুকিয়ে দিন, আমি একবারে মুক্ত হয়ে যেতে পারি, এবং এখানে বা লণ্ডনে তিন মাস থাকার পক্ষে যথেষ্ট টাকা আমার হাতে থাকে, আপনি এমন ব্যবস্থা করে না-দিলে আমি লণ্ডনে ফিরতে পারি নে। আমি সপরিবারে লণ্ডনে ফিরে যাবার জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত, কিন্তু এ ব্যাপারে আপনার সহায়তা একান্ত দরকার। আমার লাগবে ১২৫০৲ টাকা (ফেব্রুয়ারী মাস সহ, কেননা মার্চ মাসের মাঝামাঝির আগে আপনার কাছ থেকে কিছু জানতে পারব বলে ভরসা করি নে); আমাদের জন্যে ছোট একটা কটেজ সাজিয়ে গুছিয়ে নিতে ৮০০৲ টাকা লাগবে, আমাদের ভাড়াসহ আসবাবপত্র নিয়ে যেতে খরচ লাগবে ১০০৲ টাকা, এবং মাসে ২৫০৲ টাকা হিসাবে তিন মাসের টাকা—সব সমেত ২৯০০৲ টাকা।

আমি আশা করি আপনার বন্ধুটি আমার জন্যে প্রয়োজনে এই টাকা অবিলম্বে ও এক থোকে আপনার হাতে দেবেন। এ না হলে আমার কোনোই কাজ হবে না। আপনি আমার প্রিয় বন্ধু, কৃপা করে এ কথাটি মনে রাখবেন। হায়, দফে-দফে খুচরো-খুচরো টাকা পাঠানোতে সুবিধে তো হয়ই না, বরঞ্চ এতে ক্ষতিই হয়। এ কথাটিও যেন স্মরণ-পথে থাকে।

আমি এই চিঠি ভায়া-বম্বাই পাঠাচ্ছি, এটা আগামী ২০ জানুয়ারি নাগাদ আপনার কাছে পৌঁছতে পারে বলে আশা করছি। আপনি যদি ৯ ফেব্রুয়ারি বা ঐ মাসের ৫ তারিখে ভায়া-বম্বাই উত্তর পাঠান তাহলে আমি মার্চের প্রথম দিকে বা মাঝামাঝি আপনার চিঠি পাব। আপনি যদি ইতিমধ্যে টাকা পাঠিয়েই থাকেন, ২৩ তারিখের মেল্-এ কত টাকা পাঠিয়েছেন, তা আমি জানিনে, এই জন্যেই আমি এই ঠিকানায় আমাকে চিঠি দিতে অনুরোধ করছি—

কেয়ার অব গ্রিণ্‌লে অ্যাণ্ড কোং
ইস্ট-ইণ্ডিয়া এজেন্টস
৫৫ পার্লামেন্ট স্ট্রীট
লণ্ডন

ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক করপোরেশন থেকে আপনি একটা ড্রাফ্‌ট পেতে পারবেন। আমার সম্পত্তির যা মূল্য, আমি নিশ্চিত যে, এতে আপনার বন্ধুটির কোনো লোকসান হবে না এবং আমি এ কথা পরিষ্কার করে জানিয়ে রাখতে চাই যে, আমার দেশে ফেরার পর যত শীঘ্র সম্ভব তাকে তাঁর টাকা প্রত্যর্পণ করব। আমার মনে হয় না যে, তাঁর কাছ থেকে আমাদের ৯ বা ১০ হাজার টাকার বেশি নিতে হবে। তাঁকে প্রকৃত বন্ধু ও সদাশয় উপকারী ব্যক্তি হিসেবে সর্বদা গণ্য করব। তিনি যদি আমার জীবনের একটা বীমা চান, আমি তা করে দিতে পারি। কিন্তু ঋণের যে টাকার অঙ্কের কথা উল্লেখ করে ছিলাম, এই কারণেই যেন তা পেতে বিলম্ব না হয়। ইংলণ্ডে গিয়েই আমি জীবনবীমা করব। ভারতবর্ষে কোনো ফ্রেঞ্চ কোম্পানির এজেন্ট আছে বলে মনে হয় না। এই দীর্ঘ চিঠির জন্যে ক্ষমা করবেন।

আপনার চিরবিশ্বস্ত

১৫

২৩ ডিসেম্বর ১৮৬৪

আপনি যে ভদ্রলোকের কথা লিখেছেন আমি তাঁকে শ্রদ্ধা করি; এবং যেহেতু তিনি একজন 'মহান্' পুরুষ নন, সেই জন্যেই আমার মতন একজন 'সামান্য' মানুষের প্রতি তাঁর সহানুভূতি হবে। যে ভদ্রলোক আমাকে সাহায্য করবেন বলে ভরসা দিয়েছেন তাঁর জেনে রাখা উচিত যে আপনার ও আমার মতন লোক নোংরা কাজ কখনো করতে পারে না, এবং এও তাঁর জানা দরকার যে, (মানবিকতার দিক থেকে বলছি) আমরা দুজনেই এই জঘন্য পৃথিবীর কাছ থেকে বিদায় নেবার পক্ষে এখনো যথেষ্ট পরিণত হই নি।

১৬

ভার্সাই, ফ্রান্স, ১২ রু-দ্যু-শাঁতিয়ার

৯ জানুয়ারী ১৮৬৫

প্রিয় বন্ধু

ইতিমধ্যে আপনি আমার শেষ দুটি চিঠি পেয়েছেন বলে ভরসা করি, এর

একটি পাঠিয়েছিলাম তারা-বম্বাই, অন্যটি কলকাতার সাধারণ মেল্ যোগে।

আপনি অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন যে, আপনার প্রথম চিঠি পাওয়া মাত্রই আমি এতটুকু সময় নষ্ট না করে পাওয়ার্ অব অ্যাটর্নি সম্বন্ধে আপনার পরামর্শ অনুসারে আমি কাজ করেছি; এবং এও বুঝতে পেরেছেন যে, আপনার দ্বিতীয় চিঠি যখন আমার কাছে পৌঁছল তখন তার সঙ্গে পাঠানো আপনার বিশেষ ধারাটি যুক্ত করার আর সময় ছিল না। ঐ ধারাটি যুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও ঐ ওকালতনামা আপনার বন্ধুটির ও তাঁর আইন-উপদেষ্টাদের মনঃপূত হবে, এবং তিনি আমাকে অসার টেকনিক্যালিটির ও আইন সম্বন্ধে আত্মাভিমানী পাণ্ডববর্গের অস্পষ্ট শব্দাড়ম্বরের শিকার করে তুলবেন না ভেবে আমি পরিতোষ বোধ করছি। ওই ওকালতনামায় এমন যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া আছে যার দ্বারা আমার হয়ে আপনি যে পন্থাই অবলম্বন করুন তার যুক্তি দেখাতে পারবেন, এবং তা আইনসিদ্ধ বলে প্রমাণ করতে পারবেন। আমার আগের চিঠিতে আমি এ রকম আভাস দিয়েছি যে, আমি ২০০০০৲ টাকার জীবনবীমা করব যাতে আমার মৃত্যু ঘটলে আপনার বন্ধুটি সর্ববিধ অসুবিধার হাত থেকে মুক্তি পেতে পারেন। তিনি যদি অমার লণ্ডনে ফেরার ব্যবস্থা করে দেন, তাহলে কালবিলম্ব না করে আমি বীমাটি করে ফেলব।

কিন্তু আগামী মার্চ মাসের শেষ ডাকে আমি যদি আপনার কাছ থেকে ৩০০০৲ টাকা না পাই তাহলে লণ্ডনে ফিরতে আমি পারছিনে। আমার আগের চিঠিগুলিতে আমি স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলেছি কেন আমি এক থোকে এই টাকা চাই। দূরের কোনো মানুষকে অল্প-অল্প করে টাকা পাঠানোর চেয়ে খারাপ কাজ আর কিছু হতে পারে না। কারণ, দ্বিতীয় দফার টাকা এসে পৌঁছবার আগেই প্রথম দফার টাকা নিশ্চয়ই খরচ হয়ে যাবে। হে প্রিয় বন্ধু আমার, মনে রাখবেন, আপনার কাছ থেকে উত্তর পেতে-পেতে আমাদের জীবনধারণ করার জন্যে কম করে ১৫০৲ টাকা খরচ হয়ে থাকে। আপনার কাছে আমার এই প্রার্থনা আমাকে মুক্ত করে দেবার জন্যে আপনি একটা বড় রকমের চেষ্টা করুন, তারপর আপনি স্বচ্ছন্দে নিজের কাজে মন দিন।

আজ থেকে দুদিনের মধ্যে এ বছরের প্রথম টার্ম (হিলারি) আরম্ভ হচ্ছে, এর মধ্যে আমার লণ্ডনে ফেরার কোনো পার্থিব সম্ভাবনা আমি দেখতে

পাচ্ছিনে। একমাত্র ঈশ্বরই জানেন আরও কতগুলি টার্ম আমাকে হারাতে হবে। আমি যদি কোনো বাধার সম্মুখীন না হতাম তাহলে আগামী জুন মাসে আমি ব্যারিস্টার হয়ে যেতে পারতাম এবং বছরের শেষ দিকে স্বদেশে ফিরে যেতে পারতাম। কিন্তু আমি নৈরাশ্যকে প্রশ্রয় দেবার মত মানুষ নই। আমার এই ভাগ্যহীন প্রবাস যতটা সদ্ব্যবহার করা সম্ভব আমি তা করছি; তাই, আমার মনে হয়, কোনোরকম দম্ভ প্রকাশ না করেই আমি বলতে পারি যে, বর্তমানের কোনো জীবিত বাঙ্গালীর চেয়ে আমি বেশি সংখ্যক ভাষা জানি। কিন্তু বিদ্যাভ্যাস তো টাকা নয়। আর, আমাদের দেশের অন্তঃসারশূন্য মানুষের কাছে টাকাই তো সব। প্রিয় বিদ্যাসাগর, এই সংকটাপন্ন অবস্থা থেকে যাতে পরিত্রাণ পেতে পারি তার জন্যে আপনি সহায়তা করুন। এবং ফরাসিরা যাকে 'Labas' বলে সে রকম লোকদের কি রকম শিক্ষা দিতে হয় তা আমি দেব।

নীরস কতকগুলো বিবরণ দিয়ে এই চিঠি ভারাক্রান্ত করব না; কিন্তু একটা কথা আপনাকে জানাতে অনুমতি করুন। আপনি সবশেষে যে ৪০০৲ টাকা পাঠিয়েছেন তাতে আমার আগামী মার্চ পর্যন্ত চলে কিনা সন্দেহ, আমার মনে হচ্ছে আমি সম্ভবত পুরনো দেনার উপরেও আরও ১০০৲ বা ১৫০৲ টাকার মতন দেনার দায়ে পড়ব।

এ বছরের শীত বেশ তীব্র, তবুও কোনো কোনো দিনের তাপ এমন নয় যে তাকে 'গরম' বলা চলে। কয়েকদিন আগে সারারাত ধরে তুষারপাত হয়, সকালের দৃশ্য হয়েছিল অপূর্ব। পথঘাট, বাড়ির ছাদ, গাছ, বাগান—সব তুষারে আচ্ছন্ন। একটু কবিত্ব করে বললে একে বলা যায় আমাদের 'দুগ্ধ-সাগর' তার দুই কূল ছাপিয়ে সারা দেশটাকেই প্লাবিত করে দিয়েছে। শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং শীঘ্রই আপনার কাছ থেকে চিঠি পাব এই ভরসা প্রকাশ করে এবার বিদায় নিই। আপনার চির অনুরক্ত—

পুনশ্চ। আপনি যদি ফেব্রুয়ারির শেষ ডাকের আগে মোটা টাকা পাঠাতে না পারেন, এমন টাকা যার দ্বারা আমি আমার যাবতীয় দায় চুকিয়ে দিতে পারি, তাহলে যে ঠিকানায় চিঠি দিচ্ছেন তাই দেবেন।

১৭

ভার্সাই, ফ্রান্স, ১২ রু-ড শাঁতিয়ার্স
২৬ এপ্রিল ১৮৬৫

প্রিয় বন্ধু,

কোনোরকম কবিসুলভ অতিরঞ্জন না করেই বলছি, আপনার ২২ মার্চ তারিখের চিঠি আমার কাছে অশনি-নির্ঘোষের মতন এসে পড়ল। আমি একেবারে অন্যরকম উত্তর পাব বলে আশা করেছিলাম, কেননা আমার ভাবাবেগ আমাকে এ রকম ভাবতে ভরসা দিয়েছিল যে, যে লেনদেনের মধ্যে আপনার মতন মানুষ ঘটনাচক্রে জড়িত আছেন তার পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে কোনো বাঙালীর কোনোই সন্দেহ হতে পারে না। কিন্তু প্রবাদবাক্যের তুল্য আপনি যে উক্তিটি করেছেন তা সন্দেহাতীতভাবে সত্য: 'যাহাদের টাকা আছে, তাহারা টাকার মর্ম জানে।' আমি আপনাকে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, আমি আমার নির্বুদ্ধিতার জন্যে আন্তরিকভাবে দুঃখিত, আমি একে নির্বুদ্ধিতাই বলব, কেননা গত ডিসেম্বর মাসে আপনার চিঠি পাওয়া মাত্রই আপনার বন্ধুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত অনুযায়ীই আমার কাজ করা উচিত ছিল।

আপনার শেষ চিঠিটি পাওয়ার পর আমার অসুস্থতা সত্ত্বেও আমি প্যারিসে ছুটে যাই, কয়েক সপ্তাহ যাবৎ আমি এক ধরণের চোখের অসুখে ভুগছি: এক সময় আমার ভয় হয়েছিল যে, এর থেকে একেবারে অন্ধ হয়ে না যাই। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এখানকার ডাক্তাররা অসুখটা খানিকটা কমিয়ে দিয়েছেন, তার ফলে এখন আমি স্থির হয়ে বসে আপনাকে এই চিঠি লিখতে পারছি। এই সামান্য খবরটি জেনে আপনি একটু আশ্চর্য অবশ্যই হবেন, কেননা এটা আপনার কাছে আমি গোপন রেখেছিলাম, আমি ঠিকই বুঝতে পারছি আমার উদ্দেশ্যটি ঠিকই ধরতে পারবেন। ঐ মহৎ ও সুহৃদবৎসল যে হৃদয়টা অনেক রকমের উদ্বেগে উৎপীড়িত তার উপর আরও নতুন উদ্বেগের বোঝা চাপাতে চাইনি। সম্ভবত আমি একটু বেশি মাত্রায় পড়াশুনা করে ফেলেছি: সম্ভবত মানসিক অশান্তিও এর জন্যে একটু দায়ী।

যে ভদ্রলোক আমার জন্যে ঐ দলিলটি তৈরি করে দিয়েছিলেন আমি প্যারিসে তাঁর কাছে ছুটে যাই। তিনি কি বললেন সে কথা এখানে

পুনরুল্লেখের দরকার নেই। আপনি যে খসড়াটি পাঠিয়েছেন তার কথাগুলি হুবহু যোগ করে তিনি একটা নতুন ওকালতনামা তৈরি করে দিয়েছেন, আপনি যে দুজন ভদ্রলোকের কথা উল্লেখ করেছেন তাঁদের নামও তাঁকে দিয়ে সন্নিবিষ্ট করিয়ে নিয়েছি। এখন আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি যে, এবার আমরা সাফল্য লাভ করেছি। তা যদি না করে থাকি তাহলে আমারই দুর্ভাগ্য, আমরা এখানেই মারা পড়ব। ঠিক এই মুহূর্তে আমার হাতে একটাও টাকা নেই, এখানকার "Mont de-Piete" থেকে কিছু টাকা নিতেই হবে যাতে প্রাণধারণ করতে পারি।

আমি যে টাকার দরকার বলে জানিয়েছিলাম (৩০০০৲ টাকা) আপনি যদি তা সংগ্রহ করে উঠতে পারতেন, তাহলে কালবিলম্ব না করে আমি লণ্ডনে চলে যেতাম, এবং আপনাকে কোনরকম বিরক্ত না করে জুন অবধি সেখানে থাকতে পারতাম। কিন্তু তা হবার নয়। আগাম আগস্টের আগে ফ্রান্স থেকে পালাবার কোনো বাস্তব সম্ভাবনা আমি দেখছি নে, কেননা, এই চিঠি আপনার কাছে মে মাসের শেষের দিকে পৌছবার কথা, এবং আপনি যদি খুব তাড়াহুড়ো করেও কাজ করেন, ও জুন মাসের প্রথম বা শেষ ডাকে বা জুলাই মাসের প্রথম ডাকে আমাকে চিঠি দেন, তাহলে আপনার চিঠি পেতে-পেতে জুলাই মাসের শেষের দিক বা আগস্টের প্রথম দিক হয়ে যাবে। হায়, অপেক্ষা করে থাকার পক্ষে এটা দীর্ঘ সময়, খুবই দীর্ঘ সময়। কিন্তু এ ছাড়া উপায় নেই।

কিন্তু, হে প্রিয় বন্ধু, একথা মনে রাখবেন যে ঐ ৩০০০৲ টাকা (আমার পুরনো সব দেনা চুকিয়ে) আমাকে জুন মাসের শেষ অবধি টেনে নিয়ে যেতে পারবে। মাসে ২৫০৲ টাকা হিসাবে জুলাই ও আগস্ট মাসের জন্যে ৫০০৲ টাকা তো দরকার হবেই। এই টাকার অঙ্কের সঙ্গে বাকি চার মাসের জন্যে প্রয়োজনীয় টাকাও আপনাকে যোগ করে নিতে হচ্ছে, তা হল ১০০০৲ (এক হাজার) টাকা, অর্থাৎ মোট ১৫০০৲ (পনের শত) টাকা। তারপর চিকিৎসা ও ওষুধপত্র এবং এখন বসন্ত ও গ্রীষ্মকাল এসে গিয়েছে, ফ্রান্সে শীতে জামা-কাপড় এ সময়ের পক্ষে বড়ই গরম, সুতরাং এ জন্যে কিছু জামাকাপড়ও তৈরি করে নিতে হবে—এসব বাবদ আরও ৫০০৲ টাকা আপনাকে যোগ করে নিতে অনুরোধ করব। সব মিলিয়ে তাহলে হচ্ছে ৫০০০৲ (পাঁচ হাজার) টাকা।

আপনি বুঝদার চিন্তাশীল মানুষ, আপনি অবশ্যই বুঝতে পারছেন যে আমরা এলোমেলোভাবে খরচ করছি নে। দিগম্বর যদি আমাদের অবহেলা না-করত, তাহলে আমরা আরো অনেক কম-খরচে চালাতে পারতাম। কিন্তু যা নাকি নিজের করায়ত্ত নয় তার জন্যে আক্ষেপ করে লাভ কী? আমার সর্বস্ব খোয়া গেলেও আমি বিন্দুবিসর্গ পরোয়া করিনে, আমি আগে যা ছিলাম সেই রকম দরিদ্র কপর্দকহীন ভিখারী হয়ে আমি নতুনভাবে জীবন আরম্ভ করতে অবশ্য ব্যারিস্টার হতে পারি। ঐ পাঁচ হাজার টাকা থেকে, আমার আশা আছে, আমার পাওনাদারদের আশ্বাসের জন্যে ২০,০০০৲ টাকার জীবনবীমা করার মত টাকা আমি বাঁচাতে পারব। আমার পুরনো দেনা সম্বন্ধে আপনি ভেবেচিন্তে যে ব্যবস্থা করবেন তাই হবে, কেননা আমার সম্পত্তির উপরে আপনাকে আমি পূর্ণ অধিকার দিয়ে দিয়েছি। আপনি আমাকে কেবল এই ভয়াবহ গহ্বর থেকে বাঁচান।

আশা করি, প্রিয় বন্ধু, এবার আর কিছু অসম্পূর্ণ ছিল না, আরও আশা করি আপনি আমার কথা ভুলে যাবেন না।

মহাদেব চ্যাটার্জির মতলব আমি বুঝতে পারছি নে। ১৮৬৩ সালের মার্চ থেকে বর্তমানের এই ১৮৬৫ সালের এপ্রিল পর্যন্ত (দুই বছর) সে মাত্র ১৮০০৲ টাকা দিয়েছে, যেখানে তার দেওয়ার কথা ৩০০০৲ (তিন হাজার) টাকা। অনুগ্রহ করে লোকটিকে ডেকে পাঠিয়ে একটা সাচ্চা হিসেব চান। আপনি দেখবেন আমার কাছে তার অনেক দেনা। তার কাছে আমি যা পাই তা দিয়ে, একটা পয়সা ধার না করে, একটা পুরো বছর আমি ইউরোপে কাটাতে পারি।

সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে, প্রিয় বিদ্যাসাগর, আপনার ভাগ্যহত—

পুনশ্চ। যে ঠিকানায় চিঠি দিচ্ছেন তাই দেবেন। মনু এখন লণ্ডনে আমার আশঙ্কা হচ্ছে এ বছরও সে ফেল করবে।

১৮

১৮ মে ১৮৬৫

নতুন ওকালতনামাটি আপনাকে যদি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট করে না থাকে, তাহলে

আপনি আমাকে টেলিগ্রামে তা জানাবেন, তার পর ইংরেজিতে আমাকে চিঠি লিখবেন, এবং কলকাতার ফ্রেঞ্চ ব্যাঙ্কের হেড আপিস থেকে আমি একজন সম্পত্তিশালী লোক ও কপর্দকহীন ভাগ্যান্বেষী নই, এই মর্মে আমার সম্বন্ধে একটি সার্টিফিকেট দেবেন, সেটি যেন যথাযোগ্যভাবে প্রমাণাদি-সহ স্বাক্ষরিত থাকে। আপনি যদি এটি করতে না-পারেন বা করতে না-চান এমন চরম সংকটে পড়ব যা কল্পনাতীত। চ্যাটার্জি সব টাকা দিয়ে হিসাব মিটিয়ে নিচ্ছে না কেন। অনুগ্রহ করে আই. সি. বোস অ্যাণ্ড কোংকে বলুন তারা যেন আমাকে একটা পঞ্জিকা পাঠিয়ে দেন, কেননা বাংলা তারিখ সম্বন্ধে এখানে আমি কিছু বুঝতেই পারছিনে। তাদের এই ঠিকানায় পাঠাতে বলবেন দয়া করে।

১৯

লর্ড কটেজ, ১৪ উড লেন, শেফার্ডস বুশ, লণ্ডন ডবলিউ
১৭ জানুয়ারি ১৮৬৬

আমি আপনার তিনটি চিঠিই পেয়েছি, এবং শেষ চিঠির সঙ্গে প্রেরিত আক্রা অ্যাণ্ড মাস্টারম্যান'স ব্যাঙ্কের উপর ৬০ পাউণ্ডের অর্ডারও পেয়েছি। আমার কল্যাণের জন্যে আপনার এই সহৃদয় ব্যাকুলতার জন্যে আপনাকে কিভাবে ধন্যবাদ দেব আমি তা জানিনে, কিন্তু আমি বেশ বিনীতভাবেই বিশ্বাস করি যে, ঈশ্বর আমাকে এমন দিন নিশ্চয় দেবেন যখন আমি এমন বল পাব যে, আপনাকে দেখাতে পারব আমি কতটা কৃতজ্ঞ!...

আমি একথা নিজের কাছেও কিছুতে চেপে রাখতে পারিনে যে, এখনো আমার প্রচুর টাকা দরকার। ভারতবর্ষে যাবার সময় আমার জিনিসপত্র-সমেত মাশুল ও পথখরচা, একজন ব্রিটিশ ব্যারিস্টাররূপে সেখানে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা, যতদিন প্র্যাকটিশ না জমছে ততদিন একজন জেন্টলম্যান (ইউরোপীয়রা যাকে জেন্টলম্যান বলে,) হিসাবে বসবাস করা—ইত্যাদি যতই-না সাশ্রয় করে সব কিছু চালানো যাক, তবু এতে অনেক খরচ আছে।

আপনি জানিয়েছেন যে, আপনি ৭০০০৲ টাকা দেনা করেছেন।—আপনি যে ১০০০৲ টাকা আমাকে ধার দিয়েছিলেন সে টাকা শোধ নিয়ে নিয়েছেন

আশা করি ; ঐ টাকার মধ্যে ৬০০০৲ টাকা আমি পেয়েছি। গত ডাকে যে ৫০০৲ টাকা পেয়েছি তা ধরে। ...লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজের বাংলার অধ্যাপক পদগ্রহণের জন্যে এক প্রস্তাব আমি প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হয়েছি, পদটি অতি উচ্চ সম্মানের ও মর্যাদার, কিন্তু অবৈতনিক। ডক্টর গোল্ডস্টুকার* (এঁর বিষয়ে আপনি অবশ্যই শুনেছেন) আমাকে নেবার জন্যে বেশ উৎসুকই ছিলেন, বেশ মোটা মাইনে ছাড়া লণ্ডনে বাস করার পক্ষে আমার সঙ্গতি নেই, আমি দরিদ্র। এই ডক্টর একজন উচ্চ শ্রেণীর সংস্কৃত স্কলার, এবং হিন্দুসম্প্রদায়কে তিনি ভালোবাসেন।

২০

১৪ উড লেন, শেফার্ড'স বুশ, লণ্ডন ডবলিউ
২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৬

আমি আনন্দের সঙ্গে আপনার সহৃদয় চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার করছি, ঐ চিঠির সঙ্গে আপনি ওরিয়েণ্টাল ব্যাঙ্ক করপোরেশনের উপর ১০১ পাউণ্ডের অর্ডার পাঠিয়েছেন। আপনি সর্বদা ঠিক উপযুক্ত সময়েই টাকা পাঠান। আপনি রাণী রাসমণির সরকারের সঙ্গে ব্যাপারটার এত সন্তোষজনক ব্যবস্থা করেছেন দেখে আমি উৎফুল্ল হয়েছি, আমাকে সংকটে ফেলে আমার সর্বনাশ করার জন্যে মহাদেব চ্যাটার্জির কারসাজি ও চক্রান্তও এর দ্বারা পরাস্ত হয়েছে। আমি নিশ্চিত যে এই ব্যক্তিটিই চুপেচাপে আপনার বন্ধুর কানে মন্ত্র পড়েছিল যাতে তিনি আপনাদের কাছ থেকে সরে পড়েন। এই লোকটিও এই ধরনের লোক না-থাকলে আমি ঠিক এই সময় কলকাতায় অবস্থান করছি।...

আপনি অবশ্যই বুঝতে পারছেন কী অশান্তি ও উদ্বেগে আমি জর্জরিত। বেশ বেশ আন্দাজ করতে পারছি, আপনার বিজ্ঞতার প্রতি, আপনার মানসিক শক্তির প্রতি ও নিঃস্বার্থ বন্ধুত্বের প্রতি আমার আস্থা না-থাকলে এতদিনে আমি পাগল হয়ে যেতাম। একথা হয়তো আমাকে শপথ করে বলতে হবে না যে, ঈশ্বরে আমার বিশ্বাস আছে, এবং তারপর বিশ্বাস আপনার উপর।

* মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে "পণ্ডিতবর থিওডোর গোল্ডস্টুকার" শীর্ষক কবিতা দ্রষ্টব্য।

২১

১৪ উড লেন, শেফার্ড'স বুশ, লণ্ডন ডবলিউ
৩ মার্চ ১৮৬৬

প্রিয় বন্ধু,

আপনি ১০১ পাউণ্ডের ড্রাফটসহ অনুগ্রহ করে যে চিঠি দিয়েছিলেন, তার প্রাপ্তিস্বীকার-পত্রটি পেয়েছেন কিনা বুঝতে পারছিনে। চিঠিটা যাতে মার্সাই মেলএ যায় সেই অভিপ্রায়ে লিখি, কিন্তু আমার লোকেরা সেটা ডাকে দিতে ভুলে যায়। সেইজন্যে সেটা গিয়েছে সাদাম্‌টন হয়ে, আশা করি অল্পদিনের মধ্যেই চিঠিটা আপনার কাছে পৌছবে।

সাদাম্‌টন হয়ে যে চিঠিটা গিয়েছে তাতে আমি আমার বলার সব কথাই বলেছি, এবং আশা করছি উত্তর দিতে আপনি বিলম্ব করবেন না। দিন যতই ফুরিয়ে আসছে, উদ্বেগ ততই বেড়ে চলেছে।

হাতের এই বিশ্রী লেখার জন্যে মার্জনা করবেন, আমার আঙুলগুলো এখন শক্ত হয়ে আছে। এইমাত্র আমি ঠাণ্ডাজলে স্নান করে এলাম, এখানকার এই আবহাওয়া সত্ত্বেও আমি রোজ এমন করি। স্নায়ুর উপর এটা একটা মারাত্মক পরীক্ষা।

ঈশ্বরের কৃপায় আমরা সকলে ভালো আছি। অচিরেই আপনার চিঠি পাব বলে ভরসা করি, শুভেচ্ছা-সহ আপনার বরাবরের

২২

১৪ উড লেন, শেফার্ড'স বুশ, লণ্ডন ডবলিউ
১৮ এপ্রিল ১৮৬৬

প্রিয় বন্ধু,

আপনার অনুগ্রহ-পত্রটি এবং ১৫১ পাউণ্ডের ড্রাফট ইত্যাদি পেয়েছি। আমি আপনাকে আবার বলছি যে, এটি বেশ উপযুক্ত সময়েই এসে পৌছেছে, কেননা বার-বার আপনাকে আমি লিখেছি যে, এ বছর লণ্ডনে বাস করা ভয়াবহ রকমের খরচ সাপেক্ষ, সবই খুব মহার্ঘ। এখানকার লোকেরা তামাশা করে বলে 'পুরনো বাসিন্দেরা বাজার এমন আক্রা কখনো হয়েছে বলে মনে

করতে পারেন না।' এখানে আমাদের অনেক টাকা লাগে, এমন কি, আমি যতটা ভেবেছিলাম তার চেয়েও বেশি।

বম্বাইয়ের ব্যাপারটি সম্বন্ধে আপনার অভিমত জানার জন্তে উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছি। কেননা, এতে যদি আপনি দেখেন যে আপনার কলকাতার বন্ধুটি আমাকে এই বিপন্ন অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে পারেন। আমি এ বিষয়ে কিছু চেষ্টা করছিনে। কিন্তু তিনি যদি কিছু না-করেন, তবে আমাদের কিন্তু আর সময় নষ্ট করা চলবে না। আরও ৪৫০ পাউণ্ডের জন্তে আপনাকে আবার বিরক্ত করতে হবে—আগামী নবেম্বর মাসের call-expenses ধ'রে অবশ্য। তার পর ডিসেম্বর মাসের প্রথম মেল্‌এ আমার যাবার জন্তেও টাকাও তো লাগবে।

দীর্ঘ চিঠি আজ লিখতে পারলাম না, বেশ ব্যস্ত আছি। কিন্তু পরের ডাকে লম্বা চিঠি দিতে পারব আশা করি। ইতিমধ্যে আপনার একান্ত অনুরাগী

২৩

১৪ উড লেন, শেফার্ড'স বুশ, লণ্ডন ডবলিউ
১০ মে ১৮৬৬

প্রিয় বন্ধু,

আমি বিশেষ উৎকণ্ঠার সঙ্গে আপনার চিঠি পাবার জন্তে অপেক্ষা করছি; কেননা বম্বাই থেকে টাকা ধার করা সম্পর্কে আমি আপনাকে যে পরিকল্পনা দিই সে সম্বন্ধে আপনার অভিমত জানার জন্তে আমি ব্যস্ত আছি। আমার মনে হচ্ছে, আপনি খুব ব্যস্ত আছেন বলেই চিঠির উত্তর দিতে পারেন নি। এ বিষয়ে আমার ব্যস্ততার জন্তে মার্জনা করবেন আশা করি। আমার ব্যস্ততার কারণ আরও এই যে, আপনার বন্ধুটি কতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে প্রস্তুত আমি তা জানিনে, এই জন্তে বুঝতেও পারছিনে আমাদেরই বা কীভাবে অগ্রসর হতে হবে।

আগামী জুলাইতে আমার ২০০ পাউণ্ড দরকার এবং আগস্টের ঐ সময়ে অনুরূপ অর্থই দরকার, আমার এ বাড়ি ছাড়তে হবে, অন্ত বাড়িতে যাওয়ার

ব্যবস্থাদি করতে হবে ; তার পরে 'গৃহাভিমুখে' যাত্রা করার জন্ত ও সেই সংক্রান্ত অন্যান্ত ব্যয়ের কথাও ভাবতে হবে। আমরা এইসব ব্যাপার মিটিয়ে উঠতে পারব বলে আপনি কি মনে করেন ?

বেচারা মনোমোহন তার বাবার মৃত্যু সংবাদ জেনেছে। তার এ আঘাত যদিও প্রত্যাশিত ছিল, তবুও এর তীব্রতা তার একটুও লঘু হয়ে লাগেনি। সে এখন তার ইন্‌এর (লিনকন'স) বেঞ্চারদের কাছে আবেদন করবে যেন পরবর্তী টার্মএ তাকে ব্যারিস্টার করা হয়, যাতে আগামী জুলাইতে সে ভারতবর্ষ অভিমুখে যাত্রা করতে পারে। ইউরোপ ত্যাগ করার খরচ বাবদ ৩০০ পাউণ্ড পাঠাবার জন্তে সে দ্বিজেন্দ্র ঠাকুরের কাছে টেলিগ্রাম করেছে। টেলিগ্রামের জন্তে তার খরচ হয়েছে ১৫ টাকা, বেচারার জন্তে আমি দুঃখিত।

আগামী নবেম্বর মাসে আমি ব্যারিস্টার হতে পারব বলে খুবই আশা করছি। এবং এ আশাও করছি যে, আপনি যাবতীয় ব্যাপারের এমন ব্যবস্থা করবেন, যেন আমার প্রবাসজীবনের অবশিষ্ট কয়েকটি মাস অর্থাৎ এই শেষ বৎসরটি ভালোভাবে কাটে ; এ আশা আপনার উপর করতে পারি কেননা আপনি আমার তত্ত্বাবধানের যাবতীয় ভার নিয়েছেন।

আবহাওয়া পরিবর্তনের দরুন সম্প্রতি আমার শরীর ভালো যাচ্ছে না, এই সংক্ষিপ্ত চিঠির জন্তে ক্ষমা করবেন বলে ভরসা করি।

শ্রীমতী দত্ত ও শিশুরা ভালো আছে। আপনার ও আপনার পরিবারস্থ সকলের কুশল কামনা করি।

২৪

১৪ উড লেন, শেফার্ড'স বুশ, লণ্ডন ডবলিউ
১০ জুন ১৮৬৬

প্রিয় বন্ধু

কিছুদিন হল আপনার চিঠি পাবার আনন্দ থেকে বঞ্চিত আছি, মনে হচ্ছে আপনি যথারীতি ব্যস্ত আছেন বলেই চিঠি লিখতে পারছেন না।

আপনি জেনে সুখী হবেন যে, আমি নয়টি টার্ম পূরণ করতে পেরেছি, এবং আগামী নবেম্বরে আমার ব্যারিস্টার হবার সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। অবশ্য প্রয়োজনীয় অর্থের সংগতি আমার যদি থাকে। ইন্‌এর স্টুয়ার্ড আমাকে

বলেছেন যে, তালিকায় আমার নাম উঠেছে, যে কটি টার্ম আমি রক্ষা করতে পারিনি তার দরুন দেয় টাকা আমাকে দিয়ে দিতে হবে, তাহলেই ধরে নেওয়া হবে যে টার্মগুলি আমি পালন করেছি। পরবর্তী টার্মএ আমার যাতে ডাক পড়ে তার জন্যে বেঞ্চারদের কাছে আবেদন করার অধিকার লাভের জন্য অক্টোবরের প্রথম দিকেই সব রকমের প্রাপ্য চুকিয়ে দেবার জন্যে আমাকে প্রস্তুত থাকতে হবে। আমার এ কথা বলা হয়তো অবান্তর যে, এখন সব কিছুই নির্ভর করছে আপনার উপরে এবং আপনার যে বন্ধুটি এ পর্যন্ত অনুগ্রহ করে আমাকে সাহায্য করে আসছেন তাঁর উপরে।

বম্বাইয়ের পরিকল্পনাটি সম্বন্ধে আপনার নীরবতা দেখে আমার খুব মনে হচ্ছে যে, আমাদের বন্ধুটি আমার পুরোপুরি গুছিয়ে নেবার উপযোগী যথেষ্ট টাকা অগ্রিম দিতে প্রস্তুত আছেন। সেজন্যে ওসম্বন্ধে আর ভাবব না। যে টাকা ধার দিয়েছেন, তার উপর আমার আরও প্রায় ১২০০ পাউণ্ড দরকার হবে, এর মধ্যে ঐ টার্মএ আমার ডাক পড়ার আগে আপনি অবিলম্বে ৫০০ পাউণ্ড পাঠাবেন, তার পরে আমি ইউরোপ ত্যাগ করতে যাতে পারি তার জন্যে ৪০০ পাউণ্ড পাঠাবেন, এবং আপনার হাতে ৩০০ বা ২০০ পাউণ্ড আমার জন্যে রাখবেন, আমি ফিরে গিয়েই যেন তা পাই; কেননা ওখানে পৌঁছেই পসার আরম্ভ করতে পারব এমন নাও হতে পারে। আমি বুঝতে পারছি এটা একটা খুবই মোটা-টাকার অঙ্ক, কিন্তু এছাড়া উপায় নেই। এই টাকার কিছু অংশ আপনি যদি পাঠিয়ে থাকেন, অনুগ্রহ ক'রে বাকিটাও এক্ষুনি পাঠিয়ে দিন, ঐ টাকা যাতে আগামী নবেম্বরের আগেই আমার কাছে পৌঁছে যায়।

আগ্রা ব্যাঙ্ক ফেল পড়ায় লণ্ডনে সর্বনাশ ও হাহাকার ছড়িয়ে পড়েছে। কয়েক সপ্তাহ আগে যদি ব্যাঙ্কটির এই দশা হত তাহলে আমাকেও ভুগতে হত, তাহলে আপনার পাঠানো ড্রাফ্‌ট (কিছু দিনের জন্যে অন্তত) রদ্দি কাগজ হয়ে পড়ত। এই রকমের একটা ব্যাঙ্ক এভাবে লাটে উঠবে তা কেউ কখনো কি ভাবতে পেরেছে? কিন্তু এখানকার স্টক এক্সচেঞ্জ সম্বন্ধে আপনার কোনো ধারণা নেই, কী রকম নোংরামি এখানে হয় তাও আপনার ধারণার বাইরে। বেচারা 'আগ্রা'কে ডাভিয়ে এখানকার অনেকে লাখ লাখ

টাকা করেছে বলে শুনছি। এ কাজ তারা কী কৌশলে করতে পারল তা আপনাকে বুঝিয়ে বলা আমার অসাধ্য। অনেক অবসরপ্রাপ্ত ভারতীয় পরিবার প্রায় পথে বসেছে। এই পরিণতির ফল নিঃসন্দেহে ওখানে বেশ মারাত্মক রকমের হয়েছে, কিন্তু আমি ঐকান্তিকভাবেই আশা করি যে, এ আঁচ আমাদের গায়ে লাগবে না। কিন্তু আমাকে যদি আগামী ডিসেম্বরের পরেও ইউরোপে থাকতে হয়, তাহলে আমি শেষ হয়ে যাব। এ বছর লণ্ডন এমনই ভয়াবহভাবে আক্রা।

কয়েক দিন আগে মনোমোহন ব্যারিস্টার হয়ে গিয়েছে, ওর বাবার মৃত্যু তাকে বেশ একটা ভালো সুযোগ দিয়েছে, এই ওজর সে দেখাতে পারছে, এবং সার্ ই. রায়ান তাকে সাহায্যও করেছেন। বেচারা মনোমোহনের জন্তে আমি দুঃখিত। আইন শিক্ষা করার সুযোগ সে পেল না; কিন্তু সে বুদ্ধিমান ছেলে, এবং নিঃসন্দেহেই সে এই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে চেষ্টা করবে। আগামী আগস্ট মাসে সে রওনা হচ্ছে। কাজে-কাজেই সে আমার সিনিয়র হবে, কিন্তু এটা আমার পক্ষে কিছু লোকসান নয়। আমি যদি তার সিনিয়র হতাম তাহলে তাকে কিছুটা সাহায্য করতে পারতাম। জি. এম. ঠাকুর লোকটা এমনই স্বার্থপর যে কাউকে এতটুকু সাহায্য করে না। লণ্ডনে একজনকে সে লিখেছে যে, সে নাকি রোজ ২০ পাউণ্ড করে রোজগার করে। এটা আমার বিশ্বাস হয় না, কেননা লোকটার মধ্যে সারবস্তু কিছু আছে বলে মনে করিনে। কিন্তু কীভাবে দস্ত করতে হয় তা সে জানে। সে কিছু রোজগার যে করেছে এতে সন্দেহ নেই, কেননা এখানে ভালো নেটিভ ব্যারিস্টারদের কিছু সুযোগ আছে। আমার দুঃখ এই যে আমাদের বাঙালী জাতের মধ্যে সে প্রথম ব্যারিস্টার হল, তার পরেই কিনা মনোমোহনের মতন একজন কাঁচা ছেলে। কিন্তু, বন্ধু, ধৈর্য ধরুন, আমি যদি একবার বেরিয়ে আসতে পারি, তাহলে আমরা দেখব কী করা যেতে পারে।

আপনার ভালো লাগতে পারে লণ্ডনের এমন-কোনো খবর দিতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আপনার আবেদন-সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আপনি যে শ্রম করে চলেছেন সে সংবাদ আমরা পেয়েছি।

একটি নতুন সংস্কৃত বইয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে মাত্র কয়েক দিন আগে স্যাটারডে রিভিয়্যুতে আপনার কথা বেশ ভালোভাবেই উল্লিখিত। ঐ রচনাটি আমাদের ভারতীয় কোনো পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

ক্ষেত্র (ড. ক্ষেত্রমোহন দত্ত) সম্বন্ধে আপনাকে দেবার মত কোনো খবর নেই। লণ্ডনের কোথাও সে বাস করছে বটে, কিন্তু বস্তুতপক্ষে আমাদের কাছ থেকে, এবং তার বন্ধুদের কাছ থেকে নিজেকে সে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। জানতে পেরেছি, যাকে বলে বিবাহের বাজার সেখানে সে ফাটকা খেলছে! অন্তত, একজন বৃদ্ধ ভারতীয় কর্নেল আমাকে এই রকমই বলেছেন, এঁর সঙ্গে আমার প্রায়ই দেখা হয় ; ক্ষেত্রর 'মনোনীতা' যিনি তাঁর বাবার কাছ থেকেই উনি এসব শুনেছেন। এটা একটা গোপন সংবাদ বলে জানবেন। এই ঘটনাটি যখন এইরূপ স্তরে আছে সেই সময়ে আপনি এটা জানুন তা হয়তো সে পছন্দ করবে না। সে একটা অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ।

ঈশ্বরের কৃপায় আমরা সকলে ভালো আছি। সাধারণ মনোযোগ দেওয়ার চেয়ে বেশি মনোযোগের সঙ্গে আইন পাঠ করছি, যাতে আমি পাস করে বেরিয়েও যেন একটা নির্বোধ হয়ে না-থাকি।

শীঘ্রই আপনার চিঠি পাবার আশা রাখি, আশা করি সবাই ঠিকঠাক আছে। আমাদের সহৃদয় শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধাসহ আপনার বরাবর যেমন তেমনি

২৫

১৪ উড লেন, শেফার্ড'স বুশ, লণ্ডন ডবলিউ

১৮ জুন ১৮৬৬

প্রিয় বন্ধু,

আপনার শেষ চিঠিটা পাবার পর থেকে আমার মনের অবস্থা এমন হয়েছে যা বর্ণনা করা সহজ নয়। আমার চিঠিটা ডাকে দেওয়ার কয়েক ঘণ্টা পরে আপনার চিঠিটা এল।

আমার আগের চিঠিটা নির্বিঘ্নে আপনার হাতে পৌঁছেছে বলে ভরসা করি, সেই চিঠি থেকে আপনি অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন যে, আপনি যে

টাকা সংগ্রহ করতে পারবেন তার থেকেও ছয় বা সাত হাজার টাকা বেশি আমার দরকার, এবং সেই টাকা আমি না-পেলে আমি ভারতবর্ষে যাত্রা করতেই পারব না, ইউরোপেই শেষ হয়ে যাব। এখন এ বিষয়ে কী করা যায়? আমি আমার সম্মুখে ধ্বংস ছাড়া কিছুই দেখছি নে।

আমি এ বিষয়ে সচেতন আছি যে, আমি বেশ মোটা টাকাই আপনার কাছ থেকে পেয়েছি, একজন লোকের পক্ষে—একজন ভদ্রলোকের পক্ষে—এই সময়ে ঐ সামান্য টাকায় স্ত্রী নিয়ে ও দুটি শিশুসন্তান নিয়ে ইংলণ্ডে বাস করা অসম্ভব।

আপনি জানেন, আমি যখন ভারতবর্ষ ত্যাগ করি তখন শ্রীমতী দত্তকে ও শিশুসন্তানদের রেখে আসি। আমি এরকম করি কেননা আমি জানতাম যে, পৃথিবীর এক প্রান্তের এই মহার্ঘ দেশে একটা পরিবার প্রতিপালন করার মতন ধনবান আমি নই। কিন্তু ঐ চ্যাটার্জি ও অন্যান্য ধড়িবাজেরা আমার স্ত্রীকে, বলতে গেলে, ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করে; আপনি বিশ্বাস করুন, তারা এমনটি করে আমাকে সর্বস্বান্ত করে দেবার জন্যেই। আমার মায়ের গহনাপত্র দিয়ে না-দিলে আমার জ্ঞাতি ভাইয়ের সঙ্গে আপস না-করতে আমি আমার স্ত্রীকে কয়েকবার নির্দেশ দিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু চ্যাটার্জি, ও অকৃতজ্ঞ ধূর্ত ঐ বৈদ্যনাথ চেয়েছিল ব্যাপারটা অন্যভাবে রফা হোক, সেইজন্যে তারা আমার স্ত্রীর হাত থেকে রেহাই চাইল। এই ঘৃণ্য চক্রান্তের উদ্দেশ্য বুঝতে পারছেন তো? আমার কী হল না-হল সেদিকে তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই, তারা খুশি হতে পারে এমন-একটা বন্দোবস্ত হলেই হল। কিন্তু এ ব্যাপার সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন। এখন প্রশ্ন হল এই—আমার দশা এখন কী হবে, আমাদের পরিণতি দাঁড়াবে কোথায়।

আপনার চিঠি পাওয়ার পরেই আমি বম্বাইয়ের বৃহৎ পার্শি সম্প্রদায় সম্বন্ধে পরামর্শের জন্যে দাদাভাই নওরোজির সঙ্গে দেখা করি। ইনি এখানকার একজন পার্শি বণিক ও লণ্ডন-ইণ্ডিয়ান সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট। মি. নওরোজি সমস্ত ব্যাপারটার উপর ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিলেন, এবং বললেন সারা বিশ্বের বণিক-মহলের বর্তমানের আর্থিক অবস্থার দরুন আমি যে প্রস্তাব করছি তেমন প্রস্তাবে কেউ মনোযোগই দেবে না। অর্থাৎ কিনা, আশাটা নিঃশেষ হল।

এখন, আপনি যদি রক্ষা না-করেন তাহলে আমি শেষ হয়ে গেলাম।

আপনি কল্পনা করতে পারবেন না আমার বেচারী স্ত্রী ও আমি কী রকম নিদ্রাহীন রজনী যাপন করে চলেছি, আমার অবস্থা ও আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলতে-বলতে রাত কেটে যাচ্ছে, অবশেষে আমরা এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, আমি একা চলে যাওয়াই ভালো হবে, এবং কয়েক মাস পরে আমার স্ত্রী আসবেন, তার মধ্যে আমি হয়তো আমার পেশাদারী কাজে একটু দাঁড়াতে পারব।

আমি জানিনে আপনি ঐ ১০০ পাউণ্ড ইতিমধ্যে পাঠিয়ে দিয়েছেন কিনা (আশা করি পাঠিয়েছেন)। যদি পাঠিয়ে থাকেন তাহলে আপনি আমাদের বন্ধুকে বুঝিয়ে বলে আরও ৩০০ পাউণ্ড আদায় করুন, এবং সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম ডাকে বা খুব দেরি হলে দ্বিতীয় ডাকে ঐ টাকা যাতে আমার কাছে পৌছয় সেইভাবে পাঠিয়ে দিন। তাহলে আমি তখন এই বাসাটা ছেড়ে দিতে পারব, ও অন্য কোথাও এর চেয়ে সস্তায় আরও কোনো-একটা পুরনো বাড়ি ভাড়া করতে পারব। ঐ ৩০০ পাউণ্ডে আমার ইন্‌এর খরচ ও আমি যতদিন এখানে আছি তার খরচ ফুরিয়ে যাবে। তাহলে আমাদের এখানে বাস করার দরুন আপনার কাছ থেকে আরও টাকা চেয়ে আপনাকে বিব্রত করতে হবে না। তাহলে এখান থেকে আমার যাবার খরচ লাগবে ২০০ পাউণ্ড, এবং আমার স্ত্রীর জন্য ব্যাঙ্কে ২০০ পাউণ্ড রাখব। হায়, এ টাকা আমাকে কে দেবে? আপনি যদি বিত্তবান হতেন, তাহলে আমার এই শোচনীয় অবস্থা হতনা, কেননা আমি আপনার হৃদয়ের মহত্ত্ব সম্বন্ধে অবহিত আছি। আপনি কি মনে করেন যতীন্দ্র ঠাকুরকে আমি কোনো চিঠি দিলে তার ভালো ফল হবে? তার পরে, আমি কলকাতায় ফিরে গেলে আমি আমার নিজের ঝঞ্ঝাট নিজেই পোয়াতে পারব। বিফল হব বলে ভয় পেলে চলবে কেন।

আশা করি সেপ্টেম্বর মাসে আপনি আমাকে ৩০০ পাউণ্ড পাঠাবেন। কেননা এই বাড়ি থেকে আমি বেরিয়ে পড়তে চাই, এই মাসেই বছরের শেষ কোয়ার্টার শেষ হয়। বাড়ির মালিকরা শক্ত-মেজাজের লোক, আমি যদি ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে বাড়িটা ছেড়ে না-দিতে পারি তাহলে তারা নিঃসন্দেহে

আমার বিরুদ্ধে ল্যাণ্ডলর্ডস অ্যাণ্ড টেনান্টস সংক্রান্ত বিলাতি আইন কড়া ভাবে প্রয়োগ করবে, কেননা আমি হচ্ছি বার্ষিক ভাড়াটে, বছর শেষ হবার পর যদি এক দিনও থাকি তাহলে তারা আরও বেশি ভাড়ায় আমাকে আরও এক বছর থাকতে বাধ্য করতে পারে।

যে ২০০ পাউণ্ড আমি পাব বলে রোজই প্রত্যাশায় আছি তা থেকে আমার গত তিন মাসের দেনা শোধ করে বাকিটায় আগামী সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চালাতে পারব ; এবং তার পরে আপনার বিল ও টাকা পাবার পরেই আমি গ্রেজ ইন্‌'এ বেঞ্চারদের কাছে দরখাস্ত করব আমার কল্‌এর জন্যে।

মনে রাখবেন, আমার প্রিয় ও একমাত্র বন্ধু, একবার আপনি আমাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। এখন আমাকে পরিহার করবেন না।

একজন দরিদ্র ব্যক্তিকে সাহায্য করার জন্য আপনার প্রচেষ্টার জন্য ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন, আমাদের মিলিত শ্রদ্ধাসহ।

পুনশ্চ। আমি আমার স্ত্রীকে বলি যে আমি যখন কলকাতায় ফিরে যাব, তখন আপনি আপনার গৃহে আমাকে ছোট একটা ঘর দেবেন এবং যথেষ্ট ভাত দেবেন যাতে দেহ ও আত্মা অবিচ্ছিন্ন রাখতে পারি।

২৬

১৪ উড লেন, শেফার্ড'স বুশ, লণ্ডন ডবলিউ

২৬ জুন ১৮৬৬

আমি বেশ ভালোভাবেই জানি যে, আপনি যদি বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন তাহলে কোনো কোনো লোক নিজেদের 'প্রকৃত ভবিষ্যৎদ্রষ্টা' বলে মনে করবে ; এবং আমাদের সেই দুর্দৈব নিয়ে বেশ হাস্যপরিহাস করবে ; কিন্তু আমি জানি আপনি ওসবের ঊর্ধ্বে এবং আপনার মনের বেশ জোর আছে। তার উপরেও কথা আছে, ওইসব নির্বোধ ও চিন্তা-শক্তিশূন্য জনমণ্ডলীকে কে পরোয়া করে ? আমার হয়ে যদি আপনি ও আমার বন্ধুরা এই ব্যাপারটার একটা সুরাহা করেন, তাহলে আমি ব্যারিস্টারি পাস করে একটা জমকালো পেশা নিয়ে নতুন জীবন আরম্ভ করব, এবং আমার এই দুর্বল পিঠের উপর আগার দেনা পর্বতপ্রমাণ

বোকা হয়ে আমাকে আর দমিয়ে রাখতে পারবে না।...

আমার নিজের ব্যাপার নিয়ে আমার ইচ্ছে-মত যা-খুশি করার অধিকার আমার আছে। কোনো বুদ্ধিমান লোক কখনোই বলবে না যে আমার নিজের সর্বনাশ করার জন্যে আপনি আমাকে সাহায্য করেছেন। একথা নিশ্চয় করে জানবেন যে, আমি যেভাবে জীবন আরম্ভ করব বলে আশা করছি সেই আশা পূরণের জন্যে আপনার সহযোগিতাকে কখনোই সর্বনাশের সহায়ক বলা যায় না। লক্ষ লক্ষ মানুষ যেমন জীবনে ঝুঁকি নেয়, আমিও সেই রকম নেব. তারপর আমার নিজের হৃদয় ও মনের বল আমাকে যদি সফল করে করবে, যদি বিফল করে, তবে তাই সই।...

আমার উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী যথেষ্ট টাকার সঙ্গতি আপনি যদি করতে পারেন, তাহলে তাড়াহুড়ো করে কিছু করবার দরকার হবে না, তাহলে দেশে ফিরে যাবার পর আমি দেখব চ্যাটার্জি সম্বন্ধে কী করা যায়। যদি কোনো প্রকৃত উপকারী বন্ধু আমাদের সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে আসেন তো ভালো; যদি না-আসেন তাহলে সম্পত্তি বেচে দিয়ে আপনি টাকার সঙ্গতি করবেন, অক্টোবর মাসে বা তার আগেই এ বিষয়ে আমার চূড়ান্ত নির্দেশ জানতে পারবেন।

২৭

আপনি জানেন, প্রিয় বিদ্যাসাগর, আপনি ছাড়া আমার আর কোনো বন্ধু নেই। আমি আমার স্ত্রী'কে ও দুইটি শিশুসন্তানকে পৃথিবীর এই এক অপরিচিত প্রান্তে রেখে যাচ্ছি। সমুদ্রযাত্রার পথে আমার যদি কিছু ঘটে, মনে রাখবেন তারা সাহায্য সমবেদনা ও সৌহার্দ্যের জন্যে আপনার কথাই মনে করবে। আমি বাধ্য হয়ে কিছু দেনা রেখে গেলাম।

২৮

৫ রু-ত্ত-মরিপাস, ভার্সাই, ফ্রান্স
৯ ডিসেম্বর ১৮৬৬

প্রিয় বন্ধু,

আমি গত মাসের ১৭ তারিখে ব্যারিস্টারি পাস করেছি এই সংবাদ

দিয়ে আপনাকে যে চিঠি দিয়েছি, আশা করি আপনি সে চিঠি পেয়েছেন। আমি কোনো চিঠি না-লিখে কয়েকটি ডাক ছেড়ে দিয়েছি, কেননা আমি তখন আপনার চিঠি ও আপনার প্রেরিত টাকার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। আমি এখন আমার পরিবার-সহ ফ্রান্সে আছি, কেননা ইংলণ্ডের চেয়ে কম খরচে এখানে চালানো যায়। এখন যে ডাক দ্রুতগতিতে আমাদের দিকে আসছে তা যদি টাকা বহন করে নিয়ে আসে তাহলে আমি এই জানুয়ারিতে যে বম্বে-স্টীমার ইংলণ্ড ত্যাগ করবে আমি তাতে রওনা হতে পারি বলে আশা করছি, এবং ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিকেই কলকাতায় পৌঁছে দেখব ভারতবর্ষের শীতকাল গত হয়েছে।

আমি কলকাতায় গিয়ে যতদিন নিজে একটু ভালোভাবে বসতে না-পারি ততদিন আমার পরিবারকে এখানে রেখে যাওয়াই সঙ্গত হবে বলে আমি মনে করেছি। ফ্রান্সে সংসার চালাতে খরচ অনেক কম; আপনি আমার জন্যে যতটা টাকা সংগ্রহ করতে পারবেন, তার চেয়েও বেশি টাকা না-হলে কিছুদিনের জন্যে অন্তত উপযুক্ত স্টাইলে আমি ব্যারিস্টার-হিসাবে জীবন আরম্ভ করতে পারব না। কিন্তু একক মানুষ হিসাবে আমি যে-কোনো জায়গায় ইচ্ছেমত যে-কোনো ভাবে বাস করতে পারব—কিন্তু স্ত্রী ও পুত্রকন্যা সঙ্গে থাকলে অবস্থাটা অন্যরকম হয়ে যাবে। আপনার কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, আপনি কখনোই এমন কল্পনাও করবেন না যে, আপনার উপদেশ আমি লঘুভাবে গ্রহণ করার উপযোগী। কিন্তু এই ব্যাপারে আমার মনে হয় যে, ইউরোপে জীবনধারণের ব্যয় খুব বেশি বলে আপনার ভুল ধারণা আছে। ব্যাপারটা আপনার কাছে যতই বিস্ময়কর মনে হোক, আমি আপনাকে বেশ জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে পৃথিবীর অনেক এলাকার চেয়ে ইউরোপ অনেক সস্তা জায়গা। আমি কলকাতায় পৌঁছে কোনো বাড়ির দোতলা ভাড়া নেব ভাবছি, তার নীচের তলায় অ্যাটর্নি'র বা অন্য কোনো আপিস থাকতে পারে, কয়েকটা কামরা বেশ ভদ্রভাবে সাজিয়ে নেব, এবং যতদিন মামলামোকদ্দমা আসতে আরম্ভ না-করে ততদিন একটা পাচক ও খিদমতগার নিয়ে কাটাব। শ্রীমতী দত্ত বেশ স্বচ্ছন্দেই মাসে ২৫০ বা ৩০০ টাকায় এখানে চালাতে পারবেন। আগামী শীতকাল পর্যন্ত

এইভাবে চলতে পারে ব'লে আমি ভেবেছি।

এর থেকেও জরুরি একটা বিষয়ের প্রতি আপনার মনোযোগ এবার আকর্ষণ করি। একথা আপনাকে বলা অবান্তর যে, আপনি আমার একমাত্র বন্ধু। আমি এখন দীর্ঘ একটা সমুদ্রযাত্রা করতে চলেছি। জীবন অনিশ্চিত। 'জীবনের মধ্যেই আমরা মৃত্যু নিয়ে আছি'। যদি আমার কিছু ঘটে, তাহলে আমার স্ত্রী ও শিশুদের দেখাশুনা করার জন্যে আপনি ছাড়া আর কেউ থাকবে না। আমার যা-কিছু আছে আপনি তার সব বিক্রি করে দেবেন, আমার ন্যায্য দেনাপত্র শোধ করে বাকি টাকা আমার স্ত্রীর কাছে এখানে পাঠিয়ে দেবেন এবং তাকে কী করতে হবে সেই উপদেশ তাকে দেবেন। আপনার ছোটভাইয়ের বিধবা ও পিতৃহীন তার শিশুদের প্রতি আপনার যতটা যত্ন নেওয়ার কথা, আমি আশা করি, তাদের প্রতি আপনি ততটাই মনোযোগী হবেন। যাদের আমি রেখে যাব আপনি হবেন তাদের সুহৃদ ও অভিভাবক।

আমার মনে হচ্ছে আপনি বোধ হয় জানেন না যে, আমার বই থেকে এখন মোটামুটি বেশ আয় হয়। এই আয় আরও বাড়ার কথা। যতদিন এই আয় থাকবে ততদিনের জন্যে আমি এখন সেই আয়ের একটা দানপত্র করতে চাই ম্যাদমোয়াজেল আঁরিয়াত্তা এলিজা শর্মিষ্ঠা দত্তের ও তার উত্তরাধিকারীদের নামে, এর যাবতীয় ব্যবস্থাদির ভার আপনার উপর এবং বর্তমানে আমাদের যে ভদ্রমহোদয়গণ আপনার সঙ্গে সংযুক্ত আছেন তাঁদের উপর ন্যস্ত করতে চাই—তাঁরাই হবেন এই দানপত্রের ট্রাস্টি—স্বত্বরক্ষক। এই সন্তানাদির যদি মৃত্যু ঘটে, তাহলে সমস্ত টাকা প্রাপ্য হবে মাস্টার ফ্রেডেরিক মাইকেল মিলটন দত্তের বা তার উত্তরাধিকারীর—উভয়েরই ঠিকানা হচ্ছে ফরাসী সাম্রাজ্যের ভার্সাই নগরী। দ্বিতীয় জনের মৃত্যু ঘটলে সমস্ত টাকা প্রাপ্য হবে আমার স্ত্রী এমিলিনা আঁরিয়াত্তা সোফিয়া দত্তের, এবং তাঁর মৃত্যুর পরে আমার অন্যান্য উত্তরাধিকারীর। কলকাতায় পৌঁছবার আগেই আমার মৃত্যু ঘটলে এই চিঠির ভিত্তিতেই দানপত্র স্থিরীকৃত হবে। আপনি ও অন্যান্য ট্রাস্টিরা এই টাকা আমার স্ত্রীর কাছে ফ্রান্সে পাঠাবেন উপরিউক্ত এইচ. ই. এস. দত্তের অথবা এফ. এম. এম. দত্তের

লেখাপড়ার জন্যে ব্যয়ের দরুন কিংবা তাঁর নিজের ব্যয়ের দরুন—অবস্থা যেমন দাঁড়াবে তদনুযায়ী এটা স্থির হবে।

এ সত্য আমি নিজের কাছ থেকেই লুকিয়ে রাখতে পারিনে যে, আমি একটা পেশা আরম্ভ করার জন্যে নিজেকে প্রায় ভিখারীর শামিল করে তুলেছি। এখন একমাত্র দেখার জিনিস হচ্ছে—এ বৃক্ষে কি ফল ফলিবে। কিন্তু হতাশার হাহাকার করে লাভ কী। আমি যদি একা হতাম তাহলে নির্ভয়ে আমি এগিয়ে যেতে পারতাম, কেননা প্রকৃতিতে আমি ভীরু নই। কিন্তু স্ত্রী ও শিশুসন্তান থাকা একটা গুরুতর ব্যাপার—কোনো সংকটে পড়লে যারা নাকি নিজেরা নিজেদের সামাল দিতে পারবে না।

এবার আপনার একটু বিরক্তির উদ্রেক করব, প্রিয় বন্ধু আমার। এই চিঠি পাওয়া মাত্রই শ্রীমতী দত্তকে আপনার ৫০ পাউণ্ড পাঠাতে হবে। কেননা যে টাকা আমি রেখে যাচ্ছি, আমার কলকাতায় পৌছানো পর্যন্ত তাতে তাঁর কুলাবে না। অনুগ্রহ করে 'দিসকঁতি ন্যাশনাল' বা ঐ ধরনের নামের ফরাসি প্রতিষ্ঠান মারফত পাঠাবেন, প্রাপক হবেন শ্রীমতী দত্ত, ৫ রু-দু-মরিপাস, ভার্সাই। রেজিস্ট্রি চিঠির সঙ্গে যদি ড্রাফ্‌ট পাঠান তাহলে নির্বিঘ্নে তিনি তা পেয়ে যাবেন। আমি যে রকম হিসেব করেছিলাম আমার ব্যয় দেখছি তার চেয়ে বেশি।

অতীতের আপনার সমস্ত সদাশয়তার জন্যে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং শীঘ্রই আপনার সঙ্গে করমর্দন করতে পারব বলে আশা করি। আপনার বরাবরের মত আপনার বিশ্বস্ত

পুনশ্চ ঃ আপনি যদি আই. সি. বোসকে যাবতীয় হিসাবের বই দাখিল করতে বলেন, তাহলে আপনি দেখে আশ্চর্য হবেন যে গত জুলাইতে যে ছয় মাস শেষ হয়েছে এর মধ্যে তারা প্রায় ১০০০৲ টাকা তুলেছে। ডাক্তার ক্ষেত্রমোহন দত্তকে যদি বিশ্বাস করতে হয়, তাহলে তাঁর মতে বঙ্গদেশের মানুষেরা 'নির্বোধ', কেননা আপনার অনুগত এই দাসের মতন এমন একটা 'ধড়িবাজ'কে তারা সাহায্য করেছে!! বিদায়! এটা একটা স্বস্তির কথা যে, সব বাঙালীই ক্ষেত্রমোহন দত্ত নয়।

৭ বেডফোর্ড প্লেস, লণ্ডন
রাসেল স্কোয়ার, ডবলিউ সি
১৯ নবেম্বর ১৮৬৬

২৯

প্রিয় বন্ধু,

আমি নিশ্চিত জানি যে, এই খবর জেনে আপনি অত্যন্তই পুলকিত হবেন— গ্রেজ ইন সোসাইটি গত রাত্রে আমাকে ব্যারিস্টার হিসেবে আমন্ত্রণ জানিয়েছে, অতএব অবশেষে আমি এখন ব্যারিস্টার-অ্যাট-ল। এ সবের জন্যেই আমি ঈশ্বরের কাছে ঋণী, এবং তাঁর পরেই আপনার কাছে; আমি আপনাকে নিশ্চিত ভাবে বলতে পারি যে, আমি চিরকাল আপনাকে আমার মহত্তম শুভানুধ্যায়ী ও প্রকৃততম বন্ধু রূপে স্মরণ করব। আপনি না-থাকলে আমার কী গতি হত।...

আমি ফ্রেঞ্চ স্টীমারে ইউরোপ থেকে রওনা হব বলে স্থির করেছি, আগামী ১৯ জানুয়ারী তারিখে এটি মার্সাই থেকে ছাড়বে। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম ডিসেম্বর মাসেই রওনা হব, কিন্তু শ্রীমতী দত্তকে ও শিশুসন্তানদের রেখে যাচ্ছি বলে ক্রিসমাস ও নববর্ষের দিনটা তাদের সঙ্গে কাটাতে চাই। ইংলণ্ডে আমার কাজ হয়ে গিয়েছে, শীঘ্রই ফ্রান্সে যাব ভাবছি, কেননা ওখানেই আমার পরিবারদের রেখে যাব।...

আমার খুব মনে হচ্ছে, আমার আগের চিঠিটা আপনাকে যেমন বিস্মিত করেছে, তেমনি আহত করেছে। এটা ঠিক যে, পাজিটা কিছু করে নি, কিন্তু তার জন্যে কোনো ধন্যবাদই তার প্রাপ্য নয়। গ্রেজ ইন'কে সে চিঠি লিখবে বলে মনস্থই করে ফেলেছিল, কিন্তু আমাদের সকলেরই ভাগ্য বলতে হবে, তার এই কুমতলব সম্বন্ধে ডবলিউ সি. ব্যানার্জি তাকে শাসানি দেন ও ভয় দেখান। ঐ লোকটির মত হীন দ্বিতীয় কোনো বঙ্গসন্তান আমি কখনো দেখিনি, এত নীচ, এত নৈতিকবলহীন, এত পরশ্রীকাতর। ও হচ্ছে একটা জঘন্য শয়তান।

আপনি যদি টাকা পাঠিয়ে থাকেন, আমার বিশ্বাস আপনি পাঠিয়েছেনই, তাহলে আমার এই চিঠির উত্তর আসা পর্যন্ত আমি আর ইউরোপে থাকছি নে। একটি দীর্ঘ সমুদ্র-যাত্রার ঝুঁকি আমাকে অচিরেই নিতে হচ্ছে। আপনি

জানেন, প্রিয় বিদ্যাসাগর, আপনি ছাড়া আমার কোনো বন্ধু নেই। আমি আমার স্ত্রী ও শিশুসন্তানদের রেখে যাচ্ছি পৃথিবীর এই এক অপরিচিত অঞ্চলে। আমার যাত্রাপথে আমার যদি কোনো অঘটন ঘটে, তাহলে, মনে রাখবেন, সাহায্য সান্ত্বনা ও বন্ধুত্বের জন্যে তারা আপনারই শরণাপন্ন হবে। আমি বাধ্য হয়ে কিছু দেনা রেখে যাচ্ছি। আমার জন্যে আপনার কী করতে হবে আমি তা ক্রমশ আপনাকে জানাব।

২০ নবেম্বর সোমবার আমি ওয়েস্টমিনিস্টারের কোর্ট অব কমন্ থেকে যাচ্ছি, ইংলিশ ব্যারিস্টারদের তালিকায় আমার নাম স্বাক্ষর করতে।··· আপনাকে জানাবার মত বিশেষ জরুরী কোনো সংবাদ নেই। সুতরাং চিঠিটা তাড়াতাড়ি এখানেই শেষ করি। আমি আমার নামের বানান বদল করেছি, এবং বিশুদ্ধ সংস্কৃত আদল গ্রহণ করেছি। আমার নাম তালিকাবদ্ধ হয়েছে এই ভাবে—ব্যারিস্টার মাইকেল মধুসূদন দত্ত (Datta) এস্কোয়ার। এখন ঐ অশিষ্ট 'Dutt' পরিহার করে ফেলবেন।

সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ ও সহৃদয় শুভেচ্ছা-সহ আমি আপনার প্রিয় বন্ধু ও একান্ত অনুগত।

৩০

১ স্পেন্স হোটেল [কলকাতা]
১১ এপ্রিল ১৮৬৭

প্রিয় বন্ধু,

আমি কিছুক্ষণের জন্যে স্টেশনে আটকে পড়েছিলাম, ঘরে ফিরে আসতে রাত প্রায় ৮॥ টা হয়। আজ সকালে আমি পণ্ডিতজির কাছে গিয়েছিলাম, তিনি বললেন আমার একমাত্র উপায় হচ্ছে আমাদের দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের কাছ থেকে যত বেশি সম্ভব সার্টিফিকেট জোগাড় করা। আমি তারপর ছুটে যাই দিগম্বরের কাছে, সে আমাকে পাঠাল রাজেন্দ্র মিত্রের কাছে, তাঁকে নিয়ে রাজা কালীকৃষ্ণের কাছে যাবার জন্যে। আজ বিকেলের দিকে রাজেন্দ্র যাবে বলে কথা দিয়েছেন। আমি তারপর আর. জি. ঘোষের[১]

---

১ রামগোপাল ঘোষ

সঙ্গে দেখা করে তাঁর কাছে থেকে একটি সার্টিফিকেট চাই। আগামী শনিবারে তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন। শম্ভুনাথ বলছেন যে, আমাদের শত্রুরা জজসাহেবদের কান ভাঙিয়েছে, সুতরাং বিষের উপযুক্ত কড়া হওয়া চাই তার প্রতিষেধক। তাঁর ইচ্ছে আপনি কলকাতায় আসুন। নিজের কথা আমি নিজে কী বলব বুঝতে পারছিনে। আমাদের কাগজপত্র নিয়ে আগামী সপ্তাহের প্রথম দিকেই আমাদের যেতে হবে, সামান্য সময়ও নষ্ট করা চলবে না। আপনি যদি একান্তই আসতে না-পারেন, তাহলে কেরত ডাকে আপনি আমার কাছে আমার একটা প্রশংসাপত্র পাঠিয়ে দিন। আমি চেষ্টা করে দেখব দিগম্বরকে নিয়ে আমি কী করতে পারি, যদিও (আপনি জানেন) আমি তাকে বিশেষ পছন্দ করি নে। সে অপকট বলে আমি মনে করি নে। শম্ভুনাথ বলেছেন, 'এ বিষয়ে না-জিতলে আর মান থাকবে না।' তিনি যদি ভালোমত সমর্থন পান তাহলে তিনি সফল হবেন বলে আশা পোষণ করেন।

শীঘ্রই আমার আর্থিক সংকটে পড়ার সম্ভাবনা। প্রত্যেক দিন গাড়ি ভাড়া বাবদ আমার অনেক খরচ হচ্ছে, ভৃত্যেরাও মার্চ মাসের মাইনের জন্যে তাগাদা দিচ্ছে। হোটেলের বিল্ এ মাসের শেষ অবধি ধরে রাখা যাবে। হা ঈশ্বর, আমার দশা কী হবে? যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কাছ থেকে প্রশংসাপত্র পেতে পারি কিনা তার চেষ্টায় বের হচ্ছি।

আপনার ক্লান্তিকর রেলযাত্রার পর কেমন বোধ করছেন জানাবেন। আপনার স্নেহপ্রবণ কিন্তু অসুখী ও হতভাগ্য এই ব্যক্তির উপর ভরসা করবেন।

পুনশ্চ। তাড়াহুড়োর জন্যে ক্ষমা করবেন তো। বেচারা মনু (আইন বিশারদ নয়, কিন্তু ব্যারিস্টার) এসব ব্যাপারে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে।

৩১ [১৮৬৭]

প্রিয় বিদ্,

আপনি অনেকটা ভালো আছেন জেনে সুখী হলাম। ইউরোপে পাঠাবার জন্যে অনুকূলের কাছ থেকে এক হাজার টাকা আপনি আমাকে সংগ্রহ করে

দিন। আপনার চারদিক যারা ঘিরে ধ'রে আছে আপনি যদি তাদের অনেকের মতন অবস্থ ও সাধারণ মানুষ হতেন তাহলে আমার ব্যাপারে আপনাকে জড়িয়ে পড়ার জন্তে আপনাকে অনুরোধ করতে দ্বিধা করতাম, বিশেষ করে যখন দেখছি বৃদ্ধ শ্রীশ যুদ্ধং দেহি ভাব গ্রহণ করেছে। কিন্তু আপনি বাঙালী হওয়া সত্ত্বেও আপনি মানুষ; সেই জন্তে আমার বিশ্বাস আমার স্থায় একজন বন্ধুর এই বিপৎকালে আপনি যে-কোনো ঝুঁকি নেবেন। আমি যখন আপনাকে প্রথম চিঠিটি লিখি তখন আমার অবস্থা যেমন মারাত্মক ছিল, আমার বেচারী স্ত্রীর অবস্থা এখন ঠিক সেই রকম, এবং আমি সম্পূর্ণই অসহায়। আমি এই কয় মাসে যা রোজগার করেছি তা হোটেলের লোকজনদের দিতেই খরচ হয়ে গিয়েছে, কেননা এখানে দেনাগ্রস্ত হয়ে থাকাটা পছন্দ করছিনে। এর অন্ততম কারণ হচ্ছে এখানে আমার মর্যাদা, এবং এজন্তে কিছুটা ত্যাগ স্বীকারও দরকার। আপনি যদি একজন সামান্ত লোক হতেন, তাহলে (আমি আবার বলছি) এইভাবে আপনাকে লিখতে দ্বিধা করতাম, কেননা আপনি বলতে পারতেন, 'বা, সে আভিজাত্য নিয়ে চলেছে, নিজের বোকামির জন্তে সে ফল ভোগ করুক।' কিন্তু আপনি প্রকৃতির একটি মহৎ দান, বাঙালী হওয়া সত্ত্বেও (যদি-না আমার ভুল হয়ে থাকে) আপনি আমার প্রতি কৃপাপরবশ হবেন ও সহানুভূতি জানাবেন। বোধহয় আমি কোনোরকম চিন্তা না-করেই চলেছি, এবং সবদিকের ভালোমত ব্যবস্থা করতে অক্ষম হয়েছি; কিন্তু আমার নির্বুদ্ধিতার জন্তে নির্দোষদের সাজা দেবেন না। আগামী ২৫ তারিখের ফরাসি ডাক ছাড়ার আগে আপনি যদি আমার জন্তে টাকা সংগ্রহ করে না-দেন, তাহলে ইউরোপে ওরা সকলে শেষ হয়ে যাবে।

এখন, প্রশ্ন হচ্ছে কাজটা আপনি কীভাবে করবেন। শুনুন, প্রিয় বন্ধু, অনুকূল ২০০০৲ টাকা ধার দিতে স্বীকৃত হয়েছেন। তাকে এক হাজার টাকা দিতে বলুন, বাকি টাকা দিয়ে আমরা শ্রীশকে শান্ত করার চেষ্টা করব। আপনি যদি বলেন তাহলে আমি নিজেই তাঁকে লিখতে পারি, এবং তাঁকে শান্ত করার চেষ্টা করতে পারি; সে কী করতে পারে? নাড়ালের রায়েদের যে-কোনো একজন আমাকে ইউরোপে পাঠাবেনই। ছ মাসের মধ্যে বা

তার আগেই আমার হাতে অনেক টাকা আসবে। তার উপর, আমার টেবিলের উপরেই এমন একটা মামলার নথিপত্র আছে, এর জন্যে আগামী মাসের প্রথম দিকেই আমি ২০০০৲ টাকা পাব। প্রিয় বিদ্, আপনি ও আমি অনেক বেপরোয়া কাজ করেছি, এর জন্যে অঘটন যা-কিছু ঘটেছে তাকে আমরা আমাদের উদার ও সহৃদয়তাজনিত ভুল বলেই স্বীকার করে সান্ত্বনা পেয়েছি। এর ফল কী হয়েছে? আপনি এযাবৎ সমস্ত বাঙলার মধ্যে মহত্তম বলে গণ্য হয়েছেন, সকলে আপনার সম্বন্ধে আনন্দোচ্ছল হৃদয়ে ও অশ্রুপূর্ণ লোচনে সাধুবাদ করে; এমন কি আমার সবচেয়ে বড় শত্রুও বলতে সাহস করে না যে আমি একজন খারাপ লোক। আপনাকে যে ভালোবাসে, আপনি ছাড়া যার কথা ভাববে এমন আর-কোনো বন্ধু যার নেই, আপনি তার দিকে একটু তাকান তাকে সাহায্য করুন। এ বিষয়ে সাক্ষাতে আপনার সঙ্গে কথা বলার সাহস আমার নেই, সেইজন্যে আমাকে আপনি যেন ডেকে পাঠাবেন না, কিন্তু সাহস ও উদ্যমের সঙ্গে কাজ করে যান, যার জন্যে হাজার হাজার লক্ষপতির চেয়েও আপনি সকলের কাছে প্রিয়তর হয়ে উঠেছেন, অধিক মাননীয় হয়েছেন, বেশি শ্রদ্ধার্হ হয়েছেন। আমি যেন প্রত্যাখ্যাত না-হই তা দেখবেন। অনুকূলকে লিখুন তিনি যেন হাজার টাকা পাঠান, যে দু হাজার তিনি আমাদের দেবেন বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আছেন তার অংশ হিসেবে এটা তিনি দিন; একজন সামান্য ও সাধারণ বাঙালীর মতন নানা অজুহাত দেখিয়ে বিনীতভাবে আমার আবেদন নামঞ্জুর করে যেন চিঠি দেবেন না। সব শেষে আমি আমার বন্ধু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, বর্তমান পরিস্থিতিতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের যেরূপ কাজ করা কর্তব্য তিনি যেন তদনুরূপ কার্য করেন।

আপনার চির স্নেহার্থী

৩২

স্পেন্স হোটেল

১৮৬৮

প্রিয় বিদ্,

আপনার শরীর ভালো নেই জেনে দুঃখিত আছি। আমিও শয্যাগত।

শ্রীশ সম্বন্ধে আমি কী বলতে পারি? আপনাকে আদালতে টেনে নিয়ে যাওয়ায় আপনি যদি মর্মাহত হন, অমন কাজ করতে হলে আমি পাগল হয়ে যাব। এস্ অতটা হৃদয়হীন হতে পারেই না। আপনি জানেন, আমার কোনো টাকাকড়ি নেই; আমার গলার জন্যে ও শারীরিক অসুস্থতার জন্যে গত নবেম্বর থেকে আমিও বিশেষ ঠিক নেই। আপনি কি মনে করেন না যে, অনুকূলকে বুঝিয়ে কিছু করানো যাবে? গত পনেরো দিন যাবৎ আমি ঘরের বার হচ্ছি নে, কবে আবার উঠে দাঁড়াতে পারব তা জানিনে! আমার প্রতি আপনার সদাশয়তার এই ব্যাপারটা যাঁরা পছন্দ করেন না তাঁরা আমার উচ্ছৃঙ্খল অমিতব্যয়িতা ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে আপনাকে অজস্র কথা বলে থাকতে পারেন; কিন্তু আপনাকে আমি বলতে পারি যে, কোনো অলৌকিক ব্যাপার না-ঘটলে কোনো মানুষের পক্ষে ৫০০০৲ টাকার দেনা শোধ করা, ভদ্রলোকের মত বাস করা, ইউরোপে স্ত্রী ও সন্তানদের বসবাস করার ব্যবস্থা ইত্যাদি করা অসম্ভব— এবং এসব কাজ তার নতুন পেশা আরম্ভ করার প্রথম বছরেই!

এই চিঠির মধ্যে একটু তিক্ততার ধ্বনির জন্যে আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি বিছানা থেকে এখন উঠতে পারছি (একটা শোচনীয় দুর্ঘটনার দরুন জ্বরে আক্রান্ত হয়ে আমি বিছানা নিয়েছিলাম), এখনও খুব বেদনা বোধ করছি। তার উপর, আমি শুনেছি যে, কোনো-কোনো লোক আমার বিরুদ্ধে আপনার মন বিষিয়ে দিতে চেষ্টা করছে। আপনি বুদ্ধিহীন নন— এই আমার সান্ত্বনা।

নীলকমলকে আমি নিজেই লিখব, তাকে আমার না-লেখার কোনো হেতু দেখছি নে, আগামী ছুটির মধ্যে আমরা কিছু টাকা সংগ্রহ করার জন্যে কেন চেষ্টা করব না, আমি তার কারণ বুঝিনে। বেদনাহত আপনার

পুনশ্চ॥ এমন লোকও আছে ভগবান যাদের একটা বিল-কালেক্টর সরকারের মতন হৃদয় দিয়েছেন। তারা টাকা বাঁচাবার জন্যে (তেমন সম্ভব হলে) তাদের স্ত্রীকন্যাদের নগ্ন রাখতেও পারে। এ ধরনের আমার বিরুদ্ধে আপনাকে অনেক কথা বলতে পারে; কিন্তু আপনি জানবেন, জনরব আমায় যতটা কৃতিত্বের কথা বলে আমি ততটা কৃতী নই।

৩৩

১ স্পেন্স হোটেল

প্রিয় বিদ্যাসাগর,

কয়েক মিনিট আগে আপনার চিঠি পেলাম, চিঠিটা পেয়ে খুব আঘাতও পেয়েছি। আপনি জানেন, পৃথিবীতে এমন কোনো কাজ নেই আপনার জন্যে আমি যা করতে দ্বিধা করব; অবশ্য অস্বস্তিকর বোঝা থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেবার জন্যে আপনি যে-কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ অবশ্যই করতে পারেন। ২১,০০০৲ টাকা দেবে. বলে শ্রীশ আমার কাছে চিঠি দিয়েছে। কিন্তু আপনি কি মনে করেন না যে, ঐ লোকটার টাকা দিয়ে দিতে পারি এমন যথেষ্ট টাকা অনুকূল আমাদের আগাম দিতে পারেন না? আমার সম্পত্তি বাঁধা রেখে—সম্পত্তির যাবতীয় আয় ভোগ করার অধিকার নাই? এই আয়ের ও তার প্রদত্ত টাকার মধ্যে যে পার্থক্য থাকবে তার উপরে আমি সুদ দেব? এইভাবে যদি বিষয়সম্পত্তি বাঁচাতে পারি পারলাম, নইলে তা নাহয় গেল। ছুটে গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করার খুব ইচ্ছে হচ্ছে। আগামী শনিবারে আপনার সঙ্গে দেখা করব। সস্নেহ শ্রদ্ধাসহ আপনার

৩৪

১ স্পেন্স হোটেল

১৭. ১০. ১৮৬৮

প্রিয় বিদ্,

আমি জানতে পারলাম 'স্মল'[১] এর ফেগান নাকি অবসর নিচ্ছেন, এবং তাঁর জায়গায় আসছেন লুই টমসন। আমার জন্যে আপনি কি আপনার 'প্রভুর' বন্ধু লেফ্‌টন্যান্ট গবর্নরকে এক লাইন লিখতে পারবেন? তাঁরা একজন ব্যারিস্টার চান, ঐ রকম কাজ পেলে আমি ও আমার পরিজন বেঁচে যাব। আপনি যদিও ব্রাহ্মণ, আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, আপনি সেই ক্রুদ্ধ দুর্বাশার বংশধর নন, এবং আমি কখনই বিশ্বাস করতে পারি না যে, আমার নির্বুদ্ধিতার জন্যে আপনি আমাকে ত্যাগ করবেন।

আপনার প্রিয় ও হতভাগ্য

১ স্মল কজ কোর্ট

৩৫

পণ্ডিতবর [১৮৭২]

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

শুনেছি লোকের মুখে পীড়িত আপনি
হে ঈশ্বরচন্দ্র! বঙ্গে বিধাতার বরে
বিদ্যার সাগর তুমি, তব সম মণি,
মলিনতা কেন কহ ঢাকে তার করে?
বিধির কি বিধি সূরি, বুঝিতে না পারি,
হেন ফুলে কীট কেন পশিবারে পারে?
করমনাশার স্রোত অপবিত্র বারি
ঢালি জাহ্নবীর গুণ কি হেতু নিবারে?
বঙ্গের সুচূড়ামণি করে হে তোমারে
সৃজিলা বিধাতা, তোমা জানে বঙ্গজনে,
কোন্ পীড়ারূপ অরি বাণাঘাতে পারে
বিঁধিতে, হে বঙ্গরত্ন, এ হেন রতনে?
যে পীড়া ধনুক ধরি হেন বাণ হানে
(রাক্ষসের রূপ ধরি), বুঝিতে কি পার,
বিদীর্ণ বঙ্গের হিয়া সে নিষ্ঠুর বাণে?
কবিপুত্র সহ মাতা কাঁদে বারম্বার।

৩৬

২২ নং বেনিয়াপুকুর রোড
এন্টালি, রবিবার
[১৮৭২]

প্রিয় বিদ্,

একটা ছোট মামলার ব্যাপারে আমাকে হাওড়ায় যেতে হয়েছিল, সেই জন্যে চিঠি লিখতে বা দেখা করতে গতকাল সময় পাই নি। আপনি আমার সবচেয়ে বড় উপকারী ব্যক্তি, এবং মহত্তম বন্ধু, আমার স্বার্থপরতার জন্যে আমাকে ক্ষমা

করবেন—আপনি যখন নিজেই নানাভাবে বিব্রত সেই সময়ে আমার ব্যাপার নিয়ে আপনাকে বিরক্ত করছি ; কিন্তু ঈশ্বর ভিন্ন আপনি আর কার উপর ভরসা রাখেন, আমাকে সাহায্য করবে এমন আর কেউ নেই। এখন আমার বেশির-ভাগ পাওনাদারই আপনার কথা শুনে আমার সুবিধা-অসুবিধার কথা বিবেচনা করে দেখতে রাজি হয়েছে ; ঝড়ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ গভীর এই সমুদ্রে দাঁড়িয়ে যেন তীরভূমি দেখতে পাচ্ছি, আমার এই সর্বনাশ থেকে রক্ষা করার জন্যে এ যেন একটা ইঙ্গিতের মত। আমি যখনই ভাবি যে সামান্য এই টাকার জন্যে আমার সর্বস্ব খোয়া যাবে এবং আমি অতলে ডুবব তখনই আমার সমস্ত হৃদয় জ্বলে পুড়ে ওঠে, সে টাকার অঙ্ক মাত্র ২০০০। আপনি আমার পুরাতন বন্ধু, আমার রক্ষক, আপনি কি আমাকে এইভাবে সর্বস্বান্ত হতে দেবেন ? আপনি যদি নাজীরের সঙ্গে দেখা করে, আপনার সদয় যুক্তি দিয়ে তাঁকে বোঝান যাতে তাঁর মনে আমার প্রতি তাঁর পুরাতন স্নেহ জাগ্রত হয়ে ওঠে, যে স্নেহ এখন লজ্জায় ও বেদনায় জর্জরিত হয়ে উঠেছে, আমার মনে হয় তিনি আপনার কথা ফেলতে পারবেন না। তাঁর কাছে ২০০০ টাকার মত পাওনা এমন-আর কী। আগামী মঙ্গলবার আমাকে তিনভাগ পাওনাদার ঠেকাতে হবে, আমার বাড়িওলা আর অপেক্ষা করতে রাজি না, ছোট-ছোট পাওনাদারেরা ছেঁকে ধরেই আছে। দু হাজার টাকা হলেই আমি বেঁচে যাই, আমি তৎক্ষণাৎ ছোট একটি বাড়িতে উঠে যেতে পারি, এবং বেশ কড়াকড়ি করে খরচপত্র কমিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করতে পারি। আগামীকাল সন্ধ্যার মধ্যে এই টাকা আমার না হলেই নয়। তা না হলে আমার অদৃষ্টে পলাতক হয়ে যাওয়া ছাড়া গতি নেই, কিংবা হয়তো তার চেয়ে আরও ভয়ঙ্কর-কিছু হয়ে যেতে পারে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আমার এই আবেদন আপনার কানে এক ভগ্নহৃদয় ব্যক্তির আর্তস্বরের মতই বাজবে।

সপ্রীতি অভিবাদন সহ
আপনার চিরকৃতজ্ঞ

৩৭

জজ কোর্ট

[১৮৭২]

প্রিয় বিদ্,

আপনার প্রসাদলাভের অভিপ্রায়ে আমি আপনার বিশিষ্ট সহকর্মী বাবু মতিলাল চৌধুরীকে নিয়ে আপনার গৃহে যাচ্ছি। আপনি একটু বদান্যতা অবশ্যই দেখাবেন, এবং এই অতিথির জন্যে এক বোতল শেরী আনিয়ে রাখবেন।

আপনার স্নেহধন্য

কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত

১ [১৮৫৯]

প্রিয় কেশববাবু

কয়েক সপ্তাহ আগে আমাদের বন্ধু যতুর মারফত আমি আপনাকে 'সুভদ্রা'র[১] প্রথম অঙ্ক পাঠিয়েছি। এবার দ্বিতীয় অঙ্ক পাঠালাম।

আপনাকে পরিষ্কার করে জানিয়ে রাখি, হে সহৃদয় বন্ধু, আমার এ নাটক মঞ্চের জন্যে লেখা নয়। এটা নিতান্তই একটা নাট্যকাব্য।

আমি কী ভাবে এগচ্ছি সে পরিকল্পনা সম্বন্ধে আমাকে দু-একটি কথা বলতে দিন্। অমিত্রাক্ষর ছন্দই প্রত্যেক ভাষার কবিতার পক্ষে যে সর্বোৎকৃষ্টভাবে উপযোগী এ কথা আপনার মত লোককে বলাই বাহুল্য। প্রকৃত কবিমাত্রেই অমিত্রাক্ষর ছন্দে কৃতকার্য হবে, যেমন মিত্রাক্ষরে সাফল্য লাভ করে বাজে কবি। পূর্বোক্তজনের চিন্তার গাম্ভীর্য ও সৌন্দর্য যেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, শেষোক্ত জনের ধ্বনিঝংকার তার মনের দৈন্য আড়াল করে রাখবে। তার উপর, প্রকৃত পক্ষেই যে মন উদাত্ত বাধানিষেধে যেন ম্রিয়মাণ হয়ে যেতে বাধ্য, সে বাধানিষেধ যে আকারে-প্রকারেই আসুক-না। চীন দেশে মেয়েদের পায়ে লোহার জুতো পরিয়ে রাখা হয়। তার পরিণাম কী? পঙ্গুতা।[২]

আমার এই কাব্য পড়ার সময়ে, আপনি লক্ষ করে দেখার চেষ্টা করবেন, প্রথমত কল্পনাশক্তি; দ্বিতীয়ত ভাষা—যার দ্বারা কল্পনা ও ভাবপ্রকাশ করা হয়েছে; তৃতীয়ত প্রতিটি পংক্তি—তার গতির স্বাচ্ছন্দ্যতা। সমগ্রভাবে মনের উপর কোনো রেখাপাত করল কিনা, তা লক্ষ করার জন্যে চেষ্টা করার দরকার নেই। ও-বিষয়টা দেখবে সময়— যাকে বলে কাল। উপরোক্ত বিষয় কয়টিতে আমি যদি কৃতকার্য হয়ে থাকি, অর্থাৎ, এ'তে যদি তেমন উত্তম কাব্যগুণ থেকে থাকে যা মার্জিত ও চোস্ত ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে, প্রতিটি ছত্র যদি শ্রুতি-মধুর হয়ে থাকে, তা হলে আমার জন্যে আমার বন্ধুদের আর চিন্তা করতে হবে না। বইটা জেগে উঠবেই ভেসে উঠবেই—আগামী কাল বা আগামী পরশু না হতে পারে, কম পক্ষে তিরিশ বছর বাদে। আপনার কাছে এবং সেই সঙ্গে আমার বিচক্ষণ বন্ধুদের দরবারে এটি দাখিল করে, আমি কেবল জানবার জন্যে

১ অসমাপ্ত। দ্র° 'সুভদ্রা-হরণ' চতুর্দশপদী কবিতাবলী, সংখ্যা ৪০

২ দ্র° 'মিত্রাক্ষর' চতুর্দশপদী কবিতাবলী, সংখ্যা ৯৭

ব্যাকুল যে, এঁতে কাব্য আছে কিনা, এবং সেই কাব্য প্রকাশিত হয়েছে কিনা কাব্যের উপযোগী ভাষায়।

এটা যে-ছন্দে লেখা তার ইংরেজি নাম হচ্ছে অ্যালেক্‌জান্ড্রাইন, অর্থাৎ বারো-মাত্রার চরণ। আমাদের ভাষায় দীর্ঘতম ছন্দ হচ্ছে চতুর্দশপদী পয়ার, কিন্তু সেটা হচ্ছে গ্রীক বা রোমান হেক্সামিটারের, অর্থাৎ ষট্‌পদী কবিতার মত, নাটকের পক্ষে তা বড়ই লম্বা ও ফাঁকালো। গ্রীক ও ল্যাটিন নাটক হেক্সামিটারে লেখা হয় না। আমাদের চতুর্দশপদী হচ্ছে আমাদের 'নির্ভীক' ছন্দ। আশা করি দু-এক দিনের মধ্যে এর নমুনা আপনার কাছে পাঠাতে পারব। আমি যখন প্রথম লিখতে আরম্ভ করলাম তখন আমার কান তার ধ্বনি মেনে নিতেই চাইল না, কিন্তু এখন আমি বাংলার সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য করে নিতে পেরেছি। অমিত্রাক্ষর ছন্দ, এবং তার ধ্বনিমাধুর্য ও সামর্থ্য দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। যে কাব্যিক ছাঁদে এই নাটকটি লেখা, তা যদি ভালোভাবে আবৃত্তি করা যায় তাহলে তা ঠিক তেমনই গদ্যের মতন শোনাবে ইংরেজি অমিত্রাক্ষর যেমন শোনায় ইংরেজি গদ্যের মতন, সেইসঙ্গে মধুর সংগীতময় আমেজের আভাস অবশ্য বহাল থাকে। আমার পছন্দের অতিরিক্ত 'অনুপ্রাস' ও 'যমক' আমি ব্যবহার করেছি; যাঁরা এখনো অমিত্রাক্ষরের সঙ্গে অপরিচিত তাঁদের কানে সুড়সুড়ি দেবার জন্যেই আমার এমন করা। আমার কথার উপর নির্ভর করুন, বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ অতি অপূর্ব হয়ে উঠবে, এজন্যে একটু সময় লাগতে পারে—এই মাত্র; যেমন হচ্ছে একালীন ইউরোপীয়দের ক্ষেত্রে; আমাদের দেশের ক্লাসিক লেখকদের সমকক্ষ আমরা হতে পারব, তাঁদের ছাড়িয়ে যদি যেতে নাও পারি। এখন আমাদের যা দরকার তা হচ্ছে এমন মানুষ যার আছে একাগ্রতা শ্রমশীলতা তেজ উদ্যম, এবং যার আছে মনের উদারতা—এই রকম মানুষই আমাদের ভাষাকে চমৎকারভাবে উন্নত করে তুলতে পারবে। এখন যদি আমাদের মধ্যে কোনো 'প্রতিভাসম্পন্ন' তেমন মানুষ না-থেকে থাকে, তাহলে ভবিষ্যৎকালে তার জন্যে পথ প্রস্তুত করে রাখি-না! আপনি কি স্যাকভিলে—লর্ড বাকহার্স্ট[১] এর নাম শুনেছেন যাঁর জন্ম ১৫২৭ সালে? এই

[১] Thomas Sackville Dorset : Lord Buckhurst ; (১৫৩৬-১৬০৮) ইংরেজ কবি ও ডিপ্লোমাট, তাঁর ঐ নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রথম ব্যবহৃত হয়। এঁর জন্মসন মধুসূদন ঠিক লেখেননি।

মহাপ্রাণ ভদ্রলোকের নাটক—যার নাম 'গরডোবাক'—Gordobuc—ইংরেজদের কাছে ছন্দের এমন একটা ছাঁদ উপস্থাপন করে যে ছন্দে লিখেছেন উইলিয়ম শেক্সপিয়র। আমার মটো হচ্ছে—'চালিয়ে যাও গোলা, বৎসগণ'! ভাব-প্রবণতায় যারা কুশলী, তারা আমাদের পোপ ভারতচন্দ্রের অনুকরণকারী, যিনি

কবিতাকে বানালেন যান্ত্রিক শিল্পই চোস্ত
প্রতিটি গায়ক-পাখি করে নেয় তাই কণ্ঠস্থ।

আমাদের তারা ভ্রূকুটি করতে পারে, আমাদের উপহাস করতে পারে, কিন্তু তাদের আমি বলি 'নিপাত যাও'।

হে আমার গ্যারিক[২], 'শর্মিষ্ঠা' নিয়ে কী রকম এগোচ্ছেন? আপনি কি 'পদ্মাবতী' দেখেছেন? শর্মিষ্ঠার পরবর্তী হিসেবে এটা কি চলবে?

যে অঙ্কটি পাঠালাম, সেটি পড়া হয়ে যাবার পর বাবু জে. এম. ঠাকুরকে দেবেন, এবং আমাদের সুযোগ্য ম্যানেজারকে। সেই প্রহসনটির কী হল, সেই 'ভগ্ন শিবমন্দির'[৩]? আন্তরিক শুভেচ্ছাসহ, প্রিয় কেশববাবু, একান্তভাবে আপনার

২ [১৮৫৯]

প্রিয় গাঙ্গুলি,

গত রবিবার আমি একেবারে হিন্দু বিষয়ে একটি নাটকের আর-একটি, সংক্ষিপ্তসার আপনার কাছে দাখিল করেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনি সেটি দেখেছেন। যদি দেখে থাকেন, বলুন, সেটি কি বেশ সুন্দর নয়? দুই রাত্রি ধরে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে টড'এর বিরাট গ্রন্থের পাতার পর পাতা উল্টিয়েছি, এবং শনিবার রাত ১টা নাগাদ কাব্যসরস্বতী প্রসন্ন হলেন! নাট্যকারের ধ্যানধারণা আপনি সম্যক্ উপলব্ধি করতে সক্ষম, সুতরাং কৃষ্ণকুমারীর প্রেমে আপনার মুগ্ধ হওয়া উচিত, আমি যেমন হয়েছি। ঈশ্বরের কৃপায় মতন মনে হচ্ছে, প্রেমপ্রণয়ের কী অপূর্ব বিয়োগান্তক নাটকই এটা হয়ে উঠবে! নাটকের পাত্রপাত্রীর যতদূর-সম্ভব সংক্ষিপ্ত তালিকা আমি তৈরি

২ David Garrick (১৭১৭-১৭৭৯) বিখ্যাত ইংরেজ অভিনেতা।

৩ পরে এর নামকরণ হয় 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'।

করে ফেলেছি, আমাদের ম্যানেজার কোনোরকম অজুহাত দেখাতে পারেন এমন ফাঁক আমি রাখিনি। একবার ভেবে দেখুন, একটা ঐতিহাসিক বিয়োগান্ত নাটকে কেবলমাত্র ৫ বা ৬ পুরুষচরিত্র এবং স্ত্রীচরিত্র কিন্তু ৪। স্ত্রীচরিত্র নিয়ে ছোটরাজা যদি কিন্তু-কিন্তু করেন, অনুগ্রহ করে তাঁকে বলবেন যে ঐ ৪ জনের মধ্যে আমি ৩ জনকে সংগ্রহ করে দেব।

সখে মাধব, আমি চাই আপনি সকলকে জাগিয়ে তুলুন। এটা অত্যন্ত লজ্জার কথা যে, বেলগাছিয়ার মত থিয়েটর একটা বাদুড়ের বাসা হয়ে থাকবে, কিংবা হয়ে থাকবে মানুষ-বেশী বাদুড়ের আখড়া! 'টেমপেস্ট'এর মাঝিমল্লারা যেমন বলেছে—

Heigh, My hearts: cheerly, cheerly, my hearts; yare, yare take in the top-sail; tend to the Master's whistle. Blow, till you burst thy wind, if room enough.

উৎফুল্ল হয়ে ওঠো, হে হৃদয়! ত্বরা কর, ত্বরা কর, সবচেয়ে উঁচু মাস্তলটা কর পাকড়াও; প্রভুর বংশীনিনাদের নির্দেশ অনুযায়ী চলো! বাজাও বাঁশি যতক্ষণ তোমার বুকের দম শেষ হয়ে না-যায়!

আপনারা সকলে এই প্লট যদি পছন্দ করেন তাহলে আমি শপথ করে বলছি, যদি তার আগেও না হয়, ছয় সপ্তাহের মধ্যে আমি নাটকটি শেষ করে দেব। কিন্তু, আপনাদেরও একটু তৎপর হতে হবে। দীঘা তেতলা আমার মনের মতন ভাল কিন্তু নয়।

আপনি যদি সংক্ষিপ্তসারটি দেখে না-থাকেন, যতীন্দ্রবাবুর কাছে চলে যান, তিনি তা আপনাকে দেখাবেন।

আপনাকে ও বন্ধু দীনু মিত্রকে আন্তরিক প্রীতি-শ্রদ্ধা সহ। আপনার একান্ত

পুনশ্চ। এই ট্র্যাজিডির সঙ্গে একটা প্রহসন আমাদের রাখতেই হবে। হে বন্ধু গ্যারিক, আপনাকে বলে রাখি যে, এই নাটক যদি রাত দুটো পর্যন্ত আমরা টেনে নিয়ে যাই তবে কেউ আপত্তি করবে না। প্রহসনটা বয়স্ক ব্যক্তিদের মনের সব গ্লানি হাসি দিয়ে ধুয়ে দেবে; কিন্তু ট্র্যাজিডিটা আমি যত ছোট করতে পারি তা করব।

৩ [১৮৫৯]

প্রিয় গাঙ্গুলি,

আমার এ চিঠি আরও আগে লেখা উচিত ছিল, কিন্তু মাঝে ছুটি পড়ে গেল, এঁতে সব কাজ দিন-দুইয়ের জন্যে স্থগিত হয়ে যায়।

আপনার প্রশংসায় আমি নিজেকে গর্বিত মনে করেছি। বাস্তবিকই, এঁতে আমার উৎসাহ এত উচ্চগ্রামে উঠে পড়েছিল যে আমি বসে কাজটা যে তক্ষুনি আরম্ভ করে দেব তেমন মনই আমার রইল না। কিন্তু ক্রমশ মাথা যখন ঠাণ্ডা হয়ে এল তখন ঐ উদ্দীপনা কিছুটা লাঘব হল।

আপনি একজন বিজ্ঞ বন্ধু, এ কথা আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন যে, ঠিক এই সময়ে আমি— যাকে নাকি বলা হয় ঝুঁকি নিয়ে কাজ করা, তেমন ভাবে— কোনো নাটক লেখায় হাত দেব এমন সময় আমার নেই। এখন আমি, রাবণের সেই সুযোগ্য পুত্র, ইন্দ্রজিৎ নামেই যে সাধারণত পরিচিত, সেই মেঘনাদের মৃত্যু নিয়ে একটি কাব্য লেখায় ব্যাপৃত আছি; আমার আইন-বিষয়ে অধ্যায়নও এখনই আবার আরম্ভ করতে হয়, আর দেরি করা চলে না, কেন না, বছরটা শেষ হয়ে আসছে, আগামী জানুয়ারিতে পরীক্ষায় বসার জন্যে আমার ডাক আসতে পারে। কিন্তু ছোটরাজা যদি তাঁর থিয়েটর পুনরায় খোলার বিষয়ে মনোস্থির করে থাকেন, তা হলে তাঁর জন্যে আমি আছি, আমার উপর তিনি নির্ভর করতে পারেন। আগামী রবিবারে আপনি এ বিষয়ে নিশ্চিতভাবে জেনে নিতে পারবেন, আশা করি সেইদিন আপনি তাঁর সঙ্গে ও যতীন্দ্র'র সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পাবেন। আপনি অকপটভাবে তাঁর প্রকৃত মনোবাসনার কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করবেন। একটা নাটক লিখে তা আমার ডেস্কে বন্দী রেখে পচতে দেওয়া কোনো কাজের কথা নয়। আগামী রবিবারে এই সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিত হয়ে নেবেন, এবং আপনার এই উদ্যোগের ফল কী হল তা আগামী সোমবার আমাকে জানাবেন। ছোটরাজা যদি একটি নাটক চান, আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি যে তিনি তা চান, তা হলে আপনাদের বয়স অনেক সপ্তাহ বাড়ার আগেই আপনারা পেয়ে যাবেন কৃষ্ণকুমারী।

মূল প্লটের ভিতরে একটা ছোট-প্লটের পরামর্শ আপনি দিয়েছেন, সেটা

মন্দ না। আপনার কোনো পরামর্শ খারাপ হতে পারে না, আপনি যে প্রাচীনকালের খ্যাতনামা রোমান অভিনেতা Rosciusএর ও ইংরেজ অভিনেতা গ্যারিকের অবতার স্বরূপ। কিন্তু এ'তে আরও দুইটি স্ত্রীচরিত্রের দরকার হবে। কৃষ্ণ[কুমারী]র কাহিনীটা বিয়োগান্তক, কিন্তু নাটকীয় ঘটনা এ'তে কম। এটাকে টেনে না-বাড়িয়ে, আমি বরঞ্চ এর সঙ্গে অভিনয়ের জন্যে একটা প্রহসন লিখব। কিন্তু প্রভুর হুকুম তালিম করাই আমার জীবনের মটো। সোমবারে আমাকে চিঠি দেবেন, মনে রাখবেন আমি আপনার স্নেহধন্য—

৪ [১৮৫৯]

প্রিয় গাঙ্গুলী,

আপনাকে ও যতীন্দ্রবাবুকে অশেষ ধন্যবাদ, আমি অবশ্য এটি ছেপে ফেলার ব্যাপারে বিশেষভাবে উদ্‌গ্রীব নই। এটাকে আমি গৌণ ব্যাপার বলে মনে করি। আমি যা চাই তা হচ্ছে এটা অভিনীত হোক, এবং আপনার মত সুযোগ্য অভিনেতা অভিনয় করুন। এটার অভিনয় হচ্ছে একটু পরীক্ষামূলক কাজ, সেইজন্যে যদি নানাভাবে অভিনেতাদের যোগ্যতা এর সঙ্গে যুক্ত না হয়, তাহলে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হবে বলে আশা করা যায় না।

আরও একটি বা দুইটি চরিত্র (পুরুষ) যুক্ত করে প্লটটা জটিল করে তুললে সমগ্র ব্যাপারটাই রীতিমত জটিল হয়ে উঠবে। আপনার মনে রাখতে হবে যে, এটা ঐতিহাসিক নাটক, এর মধ্যে যুদ্ধ ও রাজনৈতিক কথোপকথন আমদানি করলে দর্শকদের মধ্যের ও পাঠকদের মধ্যের যারা খেলো-রুচির কেবল তাদেরই একটু চমক দেওয়া যাবে। আরও দুটি স্ত্রীচরিত্র যুক্ত করার আমি পক্ষপাতী। জয়পুরের এই জয়সিংহের [জগৎসিংহের] এক প্রিয়পাত্রী উপপত্নী ছিল। টড এর নাম দিয়েছেন— 'এসেন্স অব ক্যামফর'— কর্পূরের নির্যাস। আমার মনে হয় আমরা এ'কে নিয়ে আসতে পারি, এবং তার ঈর্ষাকে বেশ কাজে লাগিয়ে নিতে পারি। আমাদের নায়িকার সারল্যের পাশাপাশি এর পরশ্রীকাতরতার কলাকৌশল বেশ ভালো খুলবে মনে হয়। এদের দুজনকে অবশ্য কখনো একত্র আনা হবে না। আমার আরও ইচ্ছা এ'কে দিয়ে কয়েকটা

দৃশ্য কোন কৌতুকাবহ করে তুলি—তার সঙ্গে থাকবে তার সখী।

নাটককারের মনের মধ্যে প্লটটা যেভাবে নড়ে-চড়ে বেড়ায়, এর সংক্ষিপ্তসার পড়ে কেউ সেই পরিপূর্ণ চেহারাটি পেতে পারেন না। কিন্তু আমি আপনাকে যেটি পাঠিয়েছি আপনি যদি সেটা মনোযোগ-সহকারে বিচার করে দেখেন তাহলে দেখবেন সম্রাজ্ঞী চরিত্রটি একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় চরিত্র, তপস্বিনীও তদ্রূপ। নারীচরিত্র নিয়ে আমাদের, 'ভারতীয় কবিদের', যেসব অসুবিধার মধ্যে কাজ করতে হয় সে সম্বন্ধে কয়েকটি মন্তব্য এখানে করছি—

নাটক ব্যাপারে ও সামাজিকভাবে উভয় দিক থেকেই ইউরোপীয় নারীর স্থান সম্পূর্ণ আলাদা। আমরা যদি একটি (যতই ধর্মপ্রাণা তিনি হোন) কোনো পুরুষের সঙ্গে একটি নারীর কথা বলাই, যে পুরুষ ঐ নারীর স্বামী ভ্রাতা বা পিতা নন, তাহলে দর্শকেরা হতবাক্ হয়ে যাবেন। আমার চারপাশে একটা বাধার প্রাচীর এই ভাবে বেষ্টিত আছে, আমি যার সীমা লঙ্ঘন করতে পারিনে। এর ফলে আমার প্লটকে সম্পূর্ণতা দেবার জন্যে আমাকে অনেক নারী-চরিত্র নিয়ে আসতে হবে। প্রিয় জি. (গ্যারিক), এ কথা আমার এখানে অকপটে বলে রাখা ভালো, এবং এর কিছুটা আপনিও অবশ্যই স্বীকার করেন যে, আমরা এশীয়রা আমাদের প্রতিবেশী ইউরোপীয়দের চেয়ে মানসিকতার দিক থেকে বেশি রোমান্টিক। শেক্সপীয়রের অপূর্ব নাটকগুলির কথা চিন্তা করুন। আপনি যদি মিডসামার নাইটস ড্রীম, রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট, এবং সম্ভবত আর দু-একটি নাটকের কথা বাদ দেন, তাহলে অন্য আর কোন্ নাটক রোমান্টিক আখ্যা পেতে পারে?—যে দিক থেকে শকুন্তলা রোমান্টিক, সেই দিক বিচার করে দেখলে? শ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় নাটকে জীবনের কঠোর বাস্তবতা, প্রগাঢ় লালসা, ও বীরত্বই প্রাধান্য পেয়েছে। আমাদের ক্ষেত্রে সবই কোমল, সবই রোমান্স। আমরা বাস্তবজগতের কথা ভুলে যাই, পরীরাজ্যেরই স্বপ্ন দেখি। আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত কোনো প্রতিভাধর ব্যক্তি নাটকের সামান্য উন্নতির জন্যে কিছু করেন নি। আমাদের নাটক হচ্ছে নাট্যকাব্য; আমাদের প্রাচীন ভাষা সম্বন্ধে যে বিদেশী ভদ্রলোক একজন সরলা মধ্যের গুণগ্রাহী ছিলেন, এমনকি সেই উইলসনও একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। শর্মিষ্ঠায় আমি নাটককারের পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে মাঝেমাঝেই কবির ভূমিকা

গ্রহণ করেছি। কাব্যিক সুষমার অন্বেষণে আমি বাস্তবতার কথা ভুলে গিয়েছি। এবার এই বর্তমানের নাটকে আমি আমার উপর কড়া নজর রাখব বলে স্থির করেছি। কাব্যলক্ষ্মীর সন্ধানে আমি এদিক-ওদিক চাইব না; যদি তাঁকে কখনো সামনা-সামনি পেয়ে যাই তবে অবশ্য তাঁকে তাড়িয়ে দেব না; এবং আমি বেশ আন্দাজ করতে পারছি যে মাঝেমাঝেই তাঁর সঙ্গে আমার নিরাপদেই দেখাসাক্ষাৎ হবে। চরিত্রেরা যাতে স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলে আমি তার জন্যে বিশেষ চেষ্টা করব, তাদের দিয়ে কবিতা আওড়াতে দেব না। পুডিং-এর স্বাদ কেমন তা কেবল চেখেই বলা চলে। আমি আশা করি প্রথম অঙ্কটি আমি এমন সময়ে পাঠাতে পারব যাতে আগামী রবিবারে আপনি তা যতীন্দ্র'র সঙ্গে একত্রে পাঠ করতে পারেন। এবং এর ভাষা সম্বন্ধে বলতে পারি, এটা এমন ভাষায় লেখা হবে যেমন উপদেশ দিয়েছেন জনসন[১], তিনি বলেছেন, "প্রত্যেক জাতিরই একটা স্টাইল যদি থেকে থাকে, আমার বিশ্বাস তা আছেই, সে জিনিস কিন্তু কখনো পুরাতন বা সেকেলে হয়ে যায় না; প্রত্যেক ভাষারই বাক্যবিন্যাসের উপযোগী সংগতি রীতিনীতি আছে যা সেই ভাষাতেই খাপ খায়; এ জিনিস থেকে যায় একই ভাবে, এর কোনো পরিবর্তন ঘটে না। জীবনের সাধারণ কথায়-বার্তায় এই স্টাইলই সম্ভবত প্রত্যাশিত—খুব মার্জিত ও পারিপাট্যমণ্ডিত না-করে এমন ভাষাই মানুষের বোধগম্য হয়।" এবং এই রকম ভাষার আশ্রয় নেবার জন্যে তিনি শেক্সপীয়রের প্রশংসা করেছেন। আমি এই উপদেশ অনুসারে কাজ করব ঠিক করেছি; অবশ্য যে-যে জায়গায় চিন্তা আপনা-আপনি খুব উচ্চমার্গে উঠে যাবে, এবং খুব গুরুগম্ভীর ভাষার দাবি জানাবে, সেসব জায়গায় কথা আলাদা, এবং এমন অবশ্য হবে নাটকের অত্যন্ত বিষাদময় স্থানেই।

আপনি যখন নাটকটি পড়তে বসবেন তখন, হে সজ্জন, আমার এই মন্তব্যগুলির কথা মনে রাখবেন। সেই সঙ্গে এই অনুনয়ও জানাব যে, আপনি যেন সহৃদয়তা ও পক্ষপাতশূন্যতার সঙ্গে আমাকে বিচার করেন। কোনো মানুষই অভ্রান্ত নয়, ভ্রান্তিশূন্য নয়; এবং আমি হচ্ছি সেইরকম মানুষ যে নাকি তার দোষত্রুটি দেখিয়ে দিলে বিন্দুমাত্র আঘাত পায় না, তা বন্ধুই দেখাক বা তা

১ Johnson (১৫৭২-১৬৩৭) ইংরেজ অভিনেতা নাট্যকার।

মেখাক কোনো শত্রু। এই ট্র্যাজিডি যদি সফল হয় তাহলে আমাদের জাতীয় নাট্যশালার ভিত্তিপ্রস্তর রূপে এটি বরাবর চিহ্নিত হয়ে থাকবে। এই দীর্ঘ পত্রের জন্যে মার্জনা করবেন, মনে রাখবেন, আমি আন্তরিকভাবে আপনার

পুনশ্চ। কেবলমাত্র স্বগতোক্তিতে অমিত্রাক্ষর? আপনি বলেন কী! এ নাটক কেবল অভিনয়ে ও সংলাপে পরিপূর্ণ থাকবে, অমিত্রাক্ষরের সুযোগ বেশি হবে না; কিন্তু এর সামান্য ব্যবহারে কেউ ব্যথিত হবে না, আশা করি।

৫ [১৮৬০]

প্রিয় গাঙ্গুলি,

প্রথম তিনটি অঙ্ক লেখা আমি যদিও শেষ করে ফেলেছি, আমি তার ফেয়ার কপি করার সময় করে উঠতে পারিনি। রচনা করার আনন্দের চেয়ে কপি করার ঝঞ্ঝাট অনেক বেশি। এইসঙ্গে প্রথম অঙ্ক পাঠালাম। ধনদাসের পাশাপাশি মদনিকা জুড়ির ভূমিকা নেবে। আশা করি, আমি নাটকের যে অংশ পাঠাচ্ছি তা আপনাকে ও আমাদের বন্ধুদের নিরাশ করবে না। দ্বিতীয় অঙ্ক আপনার কাছে অবশ্যই অনেক শান্ত ও গভীর বোধ হবে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি সবই মিলনান্ত-বিষাদান্তের যোগফল। আমি কোনো কবিতা এর মধ্যে যোগ করিনি, বলে রাখা ভালো। সোমবারের মধ্যে আমাকে জানাবেন এই অঙ্কটি আপনাদের কেমন লাগল। আপনি এর অংশ-বিশেষ ছেঁটে বাদ দিতে, এতে যোগ করতে, এর পরিবর্তন করতে, এবং অনুরূপ যা করার তা করতে পারেন। খুব তাড়াহুড়োর মধ্যে আপনার অনুরক্ত

৬ [১৮৬০]

প্রিয় গাঙ্গুলি,

এই নিন্। এটা তৃতীয় অঙ্ক। চতুর্থ অঙ্কও লেখা শেষ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু আপনার কাছে পাঠাবার আগে তা ফেয়ার কপি করে নিতে হবে।

যতীন্দ্রবাবু আমাকে লিখেছেন যে, ঠিক এই সময়েই তিনি নাটকটি পড়ার মতন সুস্থ নন্, এবং লিখেছেন যে, তিনি ষেটি ছোটরাজার হাতে সমর্পণ

করেছেন। কিন্তু ছোটরাজাকে আমি যতটা জানি তাতে মনে হচ্ছে যে, কেউ তাঁর পিছনে লেগে না-থাকলে তিনি ওটা উল্টেও দেখবেন না। এ কাজের ভার আপনাকে নিতে হবে, আপনাকে ও দীনুবাবুকে। আপনার সঙ্গে যাতে তিনি দৃশ্য-কয়টি পাঠ করেন তার জন্যে আপনি তাঁকে চাপ দেবেন। তা যদি না-করেন, তবে আমার এই পরিশ্রম বিফলে যাবে।

ছোটরাজা যদি প্রকৃতপক্ষেই তাঁর থিয়েটার নতুন করে চালু করতে চান, তা হলে অবিলম্বে এই পাণ্ডুলিপি তাঁর প্রেসে পাঠানো উচিত, তার পর আপনার সঙ্গে তিনি প্রুফ পাঠ করতে পারেন। আপনার যথাপূর্বং

পুনশ্চ। আমি ঠিক বুঝতে পারছিনে প্রকৃত ব্যাপারটা কী। আমার মনে হচ্ছে সবই পরিণত হবে কেবল ধোঁয়ায়।

৭ [১৮৬০]

প্রিয় গাঙ্গুলি,

এই নিন্ চতুর্থ অঙ্ক। বেলগাছিয়া এমেচার কোম্পানির একজন দীন সদস্য হিসেবে এর গৌরব বৃদ্ধির জন্যে আমার সাধ্যানুযায়ী আমার যা করার করে যাচ্ছি। অন্যান্য সদস্য যদি উৎসাহিত হয়ে না-ওঠেন, সেটা আমার দোষ নয়। এই হচ্ছে একটা নাটক—অন্য কোনো দিক থেকে এর মধ্যে যদি প্রশংসনীয় কিছু না-থাকে, অন্তত অভিনয়-উপযোগিতার দিক থেকে এ একেবারে পরিপূর্ণ। অল্পকালের মধ্যেই আমি শেষ অঙ্ক শেষ করব। এটা চূড়ান্ত বিয়োগান্তক হচ্ছে। বেচারী কৃষ্ণকুমারী মারা যাবে। তাড়াহুড়োর মধ্যে আপনার

৮

১লা সেপ্টেম্বর ১৮৬০

প্রিয় গাঙ্গুলি,

বেচারী কৃষ্ণকুমারীর উপাখ্যান পড়ার সময় আপনি শেক্সপীয়রের কথা যতটা চিন্তা করেছেন বলে মনে করেন, তার চেয়ে বেশি মনোনিবেশ করলে ভালো করতেন বলে আমার মনে হয়। আপনি যেসব ত্রুটির কথা উল্লেখ

করেছেন সেগুলি ত্রুটি অবশ্যই। কিন্তু এসব ত্রুটির উর্ধ্বে নিজেকে স্থাপন করার ভাগ্য প্রত্যেকের ঘটে না, এমনকি স্বয়ং শেক্সপীয়রও কোনো-কোনো ক্ষেত্রে তা করতে পারেননি। একজন প্রথম-শ্রেণীর অভিনেতা হিসেবে আপনি অবশ্যই একজন প্রথম-শ্রেণীর নাট্য-সমালোচক। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও মনে এ-কথা স্থান দেবেন না যে সারা বঙ্গদেশে এই নাটকের ত্রুটি ধরার যোগ্যতাসম্পন্ন তিনজন মানুষও আছেন।

'অভিনয়ের বৈচিত্র্য' বিষয়ে নিঃসন্দেহে বলতে পারি তেমন এ'তে বিশেষ কিছু নেই। কিন্তু মূল কাহিনীর মধ্যে ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত না-থাকাতে বৈচিত্র্যহীন করা ছাড়া আমার গতি ছিল না। অভিনয় সম্বন্ধে অনেক জানার ভান আমি করতে চাইনে, ওটা আপনার এলাকা। কিন্তু এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, মঞ্চে নাটকটি সফল হবে না— আপনার এ ধারণা ভুল। আমাদের হাতে যেসব অভিনেতা আছেন তাতে আমরা বিশেষ সাফল্য প্রত্যাশা করতে পারিনে; কিন্তু আমার মনে হয় এ পর্যন্ত যত নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে তাদের চেয়ে এ নাটক অনেক বেশি চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতে পারবে। আমাদের সব অভিনেতা যদি আপনার মত হতেন তা হলে আলাদা কথা। আমার সন্দেহ হয়, আমাদের নাটক যে ভাবে অভিনীত হয়েছে শেক্সপীয়রের বেশির ভাগ নাটকই প্রথম-প্রথম তার চেয়ে ভালোভাবে অভিনীত হয়নি। পুরুষচরিত্র সম্বন্ধে বলতে হয় আমাদের প্লটের এটা হচ্ছে আর-এক অসুবিধে। ইতিহাসে ঠিক যেমনটি পেয়েছি অবিকল সেইভাবেই জগৎসিংহকে চিত্রিত করার চেষ্টা করেছি— একটু নির্বোধ ও ভোগাসক্ত গোছের মানুষ; ভীমসিংহ একটু বিষণ্ণ ও চিন্তাশীল প্রকৃতির। অন্যান্য চরিত্র আমার উদ্ভাবিত, কিন্তু অন্যান্য প্রধান চরিত্রের সঙ্গে তাদের খাপ খাইয়ে নিতে হয়েছে। ধনদাস প্রসঙ্গে বলতে পারি আমি তাকে ইয়াগো'র[১] অবিকল অনুরূপ করার কথা কল্পনাও করিনি। আমাদের যা প্লট তাতে অমন চরিত্র খাপ খাবে না, এমনকি আমি যদি নতুন উদ্ভাবনও করতাম তাহলেও মানানসই হত না বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। বলেন্দ্রকে আমি গুরুগম্ভীর ও হাল্কা-মেজাজ উভয়ই করতে চেয়েছি, কিং জন[২]এর বাসটার্ড-

১ Yago : a character of Othelo.

২ শেক্সপীয়রের নাটক।

এর মত। ধনদাস হচ্ছে একজন সাধারণ দুর্বৃত্ত অবশ্যই, কিন্তু আপনি যদি সহায় হন[৩] তা হলে সে অপূর্ব হয়ে উঠবে।

স্ত্রীচরিত্র সম্বন্ধে বলতে পারি, এদের ক্ষেত্রে আমি আমার মেজাজে আছি, এবং আমি আশা করি আপনি এদের সবাইকে পছন্দ করবেন। রানা ভীমসিংহের মত হতভাগা রাজার ভার্যার বিষাদক্লিষ্ট ও গম্ভীর হওয়া উচিত ছাড়া গতি কী। আমার মনে হয় রাজকুমারীরা সকলেই বেশ মর্যাদাসম্পন্ন ও ধীরস্থির হয়েছে। মদনিকা কিন্তু আমার প্রিয়পাত্রী। যে মানুষকে পূর্বে কখনো দেখেনি তার প্রেমে কৃষ্ণকুমারীর আকৃষ্ট হওয়া, আমাদের প্রাচীন ইতিহাসে বা উপকথায় এ ব্যাপার অভিনব নয়। এ প্রসঙ্গে রুক্মিণীর কথা আপনার মনে পড়বেই, আমার মনে হচ্ছে নাটকেও এ প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে! আমি জানি যে স্ত্রী-অভিনেতা সংগ্রহ করা কঠিন কাজ; কিন্তু আমাদের যা আছে আমরা তা সম্যক্ ভাবে কাজে লাগাব। আমাদের এ দুর্ভাগ্যের প্রতিকার করার সাধ্য আমার নেই। একজন শিক্ষক হিসাবে আপনার উপর আমার অনেক ভরসা।

ভাষা আপনার পছন্দ হয়েছে জেনে আনন্দ পেলাম। অনুশীলন ও অভ্যাসের দ্বারাই সাবলীলতা অর্জন করা যায়; এবং আমি তো এখনও একজন শিক্ষানবীশ মাত্র। কিন্তু, মনে হচ্ছে, আমি একটি উন্নতিশীল জীব। এই নাটকটি বিয়োগান্তক, সেইজন্যে এর সূচনাতেই কোনো দৃশ্যে হাসিতামাশা কিছুতে দেব না বলে বদ্ধপরিকর হয়েই আমি এর সূত্রপাত করি; আমার মত সামান্য মানুষের মতে সে রকম করলে নাটকটির মূল প্রতিপাদ্যের সঙ্গে তা খাপ খেত না। কিন্তু কোনো সংলাপের মধ্যে যখনই কোনো চটুল কথা প্রয়োগ দরকার মনে করেছি তখনই তা করতে কসুর করিনি। সাহস করে একটা সমালোচনামূলক উক্তি আমি করতে পারি, তা হচ্ছে এই—কোনো ট্র্যাজিক নাটকে কোনো কমিক আমদানির চেষ্টা কখনো কোরো না। কিন্তু একটু খোশমেজাজ হবার সুযোগ যখনই ঘটবে তখন কোনো অপ্রধান দৃশ্যে তা প্রকাশ করতে অবহেলা কোরো না—এতে একটা সহনীয় ধরনের বৈচিত্র্য আসবে। আমার বিশ্বাস, শেক্সপীয়রের রীতিও এই। আপনি তাঁর গুরুতর

৩ কেশববাবু এই ভূমিকা নেন মধুসূদনের এই অভিপ্রায়।

ট্র্যাজিক নাটকগুলির মধ্যে তিনি চেষ্টাকৃত ভাবে কোনো কমিক আমদানি করেছেন, এমন কোনো নজির সম্ভবত পাবেন না। সে যাই হোক, আপনি নিজে ও আমাদের বন্ধু টেগোর যে-কোনো দৃশ্য যেজে-ঘষে একটু খুশির ঝলক তৈরি করে নিতে পারেন—অবশ্য যে জায়গায় এ রকম করার সুযোগ আছে। আমাকে আরো সুন্দরতর যাতে দেখায় তার জন্যে আমার বন্ধুদের প্রচেষ্টায় ত্রুটি ধরব, এমন অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি আমি নই।

একটি স্বগতোক্তি দিয়ে নাটকটি সূত্রপাত প্রসঙ্গে বলি—এটা বিশেষ ধর্তব্য ব্যাপার নয়। সামান্য একটু ব্যক্তিগত ধরণধারণ বিশেষ ক্ষতিকারক নয়; কিন্তু শপথ করছি, এমনটি পুনরায় আর করব না।

দোষহীনতা বা সম্পূর্ণ পূর্ণতা, হে বন্ধু, কেবলমাত্র লাভ করা যায় দীর্ঘকাল-ব্যাপী অভ্যাসে। সুতরাং এই সামান্য ব্যক্তিটির উপর বিষম কঠোর হবেন না। যদি সুযোগ পাই, তা হলে সম্ভবত আমি এর চেয়ে অনেক ভালোভাবেই নিজেকে প্রকাশ করতে পারব। আপনি যে সমগ্রভাবে নাটকটি পছন্দ করেছেন, এ'তে আমি সত্যিই খুব খুশি। আশা করি যতীন্দ্রবাবু ও আমাদের ম্যানেজার আপনার মতের সঙ্গে একমত। এই নাটকটির আপনি যে ধরনের সমালোচনা করেছেন, তা বেশ উচ্চমানের। এ ধরনের, যাকে বলা যায়, সৌন্দর্যমণ্ডিত মার্জিত ঝঞ্ঝা পৃথিবীর যে-কোনো নাটককারের তরী ডুবিয়ে দেবে, একমাত্র শেক্সপীয়রের ছাড়া, কিন্তু তাঁরও ক্ষতি ও ক্ষত কিছু হবেই।

দৃশ্যাবলী সম্বন্ধে কয়েকটি কথা— আমি ঘাতপ্রতিঘাতময় ও বৈচিত্র্যপূর্ণ দৃশ্য পছন্দ করি; এবং ফরাসিদের ধারণা অনুসারে একদল পাত্রপাত্রীদের বিদায় দিয়ে অন্যদলকে মঞ্চস্থ না-করা—এ ব্যাপারটার প্রতি আমার তেমন আস্থা নেই, তবুও আমি 'স্থানের ঐক্য' রক্ষা করতে চাই, এবং যতটা সম্ভব 'কালেরও'।

আপনার চিঠি আমার মন আশায় পূর্ণ করেছে। আমার ধারণা, আপনি ইচ্ছে করলে ছোটরাজাকে উৎসাহী করে তুলতে পারেন। যতীন্দ্রবাবু সম্বন্ধে বলতে পারি, তাঁর যা উৎসাহ-উদ্যম আছে তাতে তাঁকে পিছন থেকে ঠেলা দেওয়ার দরকার হবে না। এই দুই ভদ্রমহোদয় যদি ইচ্ছা করেন তাহলে তাঁরা আমাদের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একটি গৌরবময় যুগ সৃষ্টি করতে পারেন। তাঁরা কেবলমাত্র এই নাটককে কায়মনোপ্রাণে উৎসাহের যোগান দিন, তাহলেই

তাঁরা বিস্ময়কর ব্যাপার দেখতে পাবেন। তা যদি তাঁরা না-করেন তাহলে আমাদের কেবল মাথা কুটে বলতে হবে—'হায়, জন্মেছি একযুগ বড্ড আগায়!'

আমি আর-একটি লেখার দায়িত্ব নিতে সম্মত আছি, কিন্তু প্রথমে এটির অভিনয় হতে হবে। আমাদের হিন্দু-মুসলমান বিষয় নেওয়া উচিত। মুসলমানেরা আমাদের চেয়ে অনেক দুর্ধর্ষ জাতি, এজন্য মনের প্রবল উত্তেজনা ইত্যাদি প্রকাশের অপূর্ব সুযোগ এতে পাওয়া যাবে। আমাদের সমাজের নারীদের চেয়ে এদের নারী নানাবিধ চক্রান্ত থেকে একেবারে দূরে রক্ষিত।

হিজিবিজি করে এই লেখার জন্য মার্জনা চাই। আশা করি আপনি ব্যক্তিগত ও পরিবারগতভাবে কুশলে আছেন। আপনার একান্তভাবে

পুনশ্চ ১। আমি প্রারম্ভের স্বগতোক্তিটির পরিবর্তন করব, এটা অন্য কোনো জায়গায় বসাব।

পুনশ্চ ২। যতীন্দ্রবাবু এখনো ভুগছেন জেনে আমি দুঃখিত। আগামী কাল গিয়ে তাঁকে দেখে আসব ইচ্ছে আছে। আপনি এখনি লেখাটি সংশোধন করতে আরম্ভ করুন, মনঃপ্রাণে এই ইচ্ছে জানাই, আমি এমনই অধৈর্য হয়ে পড়েছি। এর পরে আমরা 'রিজিয়া'র প্রতি মনোযোগ দেব। আশা করি সে নাটকটি আপনার মনের মতন হবে! মুসলমান নামের প্রতি অনীহা পরিহার করতে হবে। আপনি যদি তেমন ইচ্ছে করেন আমি তাহলে টড থেকে অন্য কোনো বিষয় বাছাই করতে পারি। কিন্তু তার আগে আমাকে শেষ করে ফেলতে হবে আমার মেঘনাদ। এর জন্যে আমার কয়েক মাস সময় লাগবে।

[৯ সেপ্টেম্বর ১৮৬০]

৯

প্রিয় গাঙ্গুলি,

আপনি ভাববেন না যে, আমি কুঁড়েমি করে দিন কাটাচ্ছি। দুই দিন আগে কৃষ্ণকুমারী শেষ হয়েছে। আরম্ভ করি ৬ই আগস্ট, শেষ করি ৭ই সেপ্টেম্বর। এটা বেশ তড়িঘড়ি করে করা কাজ, তাই না হে বন্ধু! কিন্তু এই বাষ্পীয় ও অন্যান্য উত্তেজক শক্তির যুগে, মানুষকে সময়ের সঙ্গে পাল্লা

দিতে হবে। নাটকটি আমি শেষ করে ফেলেছি বটে, কিন্তু এটি আরও কয়েক দিনের মধ্যে পাচ্ছেন না। আমাকে এর একটা পরিচ্ছন্ন ও সাফ কপি করতে হবে, সেটা সত্যিই ক্লান্তিকর। ইতিমধ্যে জানান, আপনার চলছে কেমন। আমাদের ম্যানেজারের সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছে? ঐ লাখপতি ভদ্রলোক কী বলেন? ভাই কেশব, অকপটে বলি—বেলগাছিয়ায় কৃষ্ণকুমারী অভিনীত হচ্ছে তা দেখার জন্যে আমার সমস্ত হৃদয় উন্মুখ হয়ে আছে। এ কাজটা ছোট-রাজার করা উচিত। আপনি আগামীকালই এ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করবেনই—এই আমার বাসনা। দীনু মিত্রকে সঙ্গে নেবেন, এবং অতি সজ্জনের মতন তাঁর কাছে যাবেন। যতীন্দ্রবাবু যদি ভালো থাকেন, আশা করি তিনি ভালো আছেন, তাহলে তাঁকেও সঙ্গে নিন্। মনে রাখবেন, আমার প্রহসনটি নিয়ে আপনি একবার আমার ডানা ভেঙে দিয়েছেন[১]; আমি শপথ করে রাখছি, আপনি যদি পুনরায় অমন কৌশল প্রয়োগ করেন তাহলে আমি বঙ্গভাষা ছেড়ে দিয়ে হিব্রু ও চীনা ভাষায় বই লিখব! আপনি যদি ছোটরাজার সঙ্গে কাল দেখা করেন, এবং তিনি যদি নরম হওয়ার মত কোনো লক্ষণ প্রকাশ করেন, তাহলে আগামী সপ্তাহে, রবিবারে, বেলগাছিয়ায় আমরা মিলিত হতে পারি, আমি সেখানে গিয়ে উপস্থিত হব। ছোটরাজা যদি তাঁর ভ্রাতার অনুপস্থিতির বিষয়েই কথা বলতে থাকেন তাহলে তাঁকে এই কথা বলে চুপ করিয়ে দেবেন, বলবেন, 'চুপ করুন, হুজুর, আমরা জানি আপনি কোনো কাজ করতে ইচ্ছে করলে আপনার ভ্রাতা তাতে "না" বলেন না। এমন অর্থহীন যুক্তি আমাদের মতন মানুষ কখনো হজম করে না? হা! হা!!'

পঞ্চম অঙ্কটি আপনার ভালো লাগবে, এ কথা ভেবে আমি নিজেরই পিঠ চাপড়াচ্ছি। বেচারী কৃষ্ণকুমারী ছুরিকাঘাত করে বিছানায় লুটিয়ে পড়ায় আমার চোখ দিয়ে জল নেমে এল। এবং তার পর বেচারী রানীও মৃত্যুবরণ করল—সেটা অবশ্য নেপথ্যে। এই অঙ্কে তিনটি দৃশ্য আছে। আমার মনে হচ্ছে আমি যতটা চেয়েছিলাম নাটকটি তার চেয়ে লম্বা হয়ে গিয়েছে। তার জন্যে ভাববেন না। একটা ভালো নাটক একটু বেশি দীর্ঘ হয়ে যাওয়ায় কেউ ক্ষুণ্ণ হবে না। আর অধিক কী?—সংস্কৃতে আমরা যেমন বলি—কিমধিকং?

আন্তরিক শ্রদ্ধা-সহ, আপনার স্নেহধন্য।

১ প্রহসনটি অভিনীত হবার কথা সত্ত্বেও তা হয় নি।

১০ [১৮৬১]

প্রিয় গাঙ্গুলি,

এই নিন কৃষ্ণকুমারী—আপনার কৃষ্ণকুমারী. আমি এ'কে একালের শ্রেষ্ঠ অভিনেতার হাতে উৎসর্গ করলাম, এমন একজন ভদ্রজনকে যাঁর বন্ধুত্ব লাভ করে আমি গর্বিত ; যাঁর নম্রতা প্রফুল্লতা ও প্রতিভা তাঁকে তাঁর পরিচিত জনের কাছে প্রিয় করে তুলেছে। কখনো যদি আমাদের একটি জাতীয়-নাট্যশালা হয়, যদি ভবিষ্যৎকালের কোনো ঐতিহাসিক তার উত্থানের ও উন্নতির ইতিবৃত্ত লেখেন, তাহলে তিনি যেন আপনার নামের সঙ্গে আমার মত এই সামান্য ব্যক্তিটির নাম যুক্ত করেন। ঈশ্বর আপনার কল্যাণ করুন।

এবার উৎফুল্ল বালকের মত কাজে লেগে যান, এবং যতীন্দ্রবাবুকে লাগিয়ে দিন গানগুলো লিখতে। নাটকটির প্রতি তিনি অবশ্যই সুবিচার করতে পারবেন। আমার উপর নির্ভর করবেন না, কেননা আমি এখন বীরগাথাটির[১] মধ্যে আবার নিজেকে গভীরভাবে নিমগ্ন করতে চলেছি।

১ মেঘনাদবধকাব্য-রচনায়।

১১ ১৬ জানুয়ারি ১৮৬:

প্রিয় গাঙ্গুলি,

আপনার চিঠি ও তৎসহ প্রেরিত কাগজপত্রের জন্যে অনেক ধন্যবাদ। ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি—যা করেছেন তা চমৎকার! আমাদের বন্ধু জে. এম. টেগোরকে গানগুলি সম্বন্ধে লিখেছি। প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্ক ছাপার হরফে আছে।

আমার হঠাৎ খেয়াল হল যে, এ-নাটক যদি অভিনীতই হয়, তাহলে এক্ষুনি আপনাকে দলটি সংগঠন করে নিতে হয়, যে-দুটি অঙ্ক ছাপা হয়েছে তাই দিয়ে কাজ শুরু করে দেওয়া যায়। যতীন্দ্র'র ওখানে মহড়া করতে থাকুন, এবং তখনই স্থির করা যাবে টাউন থিয়েটরে এর অভিনয় হবে, অথবা বেলগাছিয়াতেই হবার কথা আমরা ঘোষণা করব। আমার অভিপ্রায় বেলগাছিয়া।

এবার, মাস্টার ধনদাস[২], আপনাকে সামান্য একটু উপদেশ দিতে অনুমতি করুন। ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের জন্যে জগৎসিংহ ভূমিকাটি স্থির করুন, তাহলেই

২ এই ভূমিকাটি কেশবচন্দ্র জানন, মধুসূদনের এই ইচ্ছা।

অনতিবিলম্বে বেলগাছিয়ায় স্থান পেয়ে যাবেন! তাঁর সঙ্গে আপনি এখন দেখা-সাক্ষাৎ করেন তো? আশা করি প্রিয়নাথ ভীমসিংহ ভূমিকাটি নেবে। দীনু হোক সত্যদাস। যদু বলেন্দ্র, শ্রীনাথ হোক অন্ত মন্ত্রী। ভালো কথা, আপনি কি মনে করেন কৃষ্ণকুমারী ভূমিকাটি কৃষ্ণধনকে মানাবে? কালীকে করুন মদনিকা, আপনার তত্ত্বাবধানে সে অবশ্যই ভালো করতে পারবে।

মেঘনাদের প্রথম পাঁচটি সর্গ প্রস্তুত, আপনার কপিটি শীঘ্রই আপনি পাবেন, আপনাকে পাঠানোর মত একটি কপি পাওয়া মাত্রই পাঠাব।

আশা করি আপনি সর্বাঙ্গীণ কুশলে আছেন, আপনাকে ও Buskinএর অন্যান্য ভ্রাতাদের শ্রদ্ধা সহ আপনার বরাবরের।

১২

মঙ্গলবার

প্রিয় গাঙ্গুলি, [১৮৬১]

লালদিঘির কিনারে আমাদের কাব্যিক সমাবেশের পর পরস্পরের সঙ্গে আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হয় নি। যাই হোক, আশা করি আপনি আপনার ছুটি বেশ উপভোগ করেছেন।

এখন, হে বয়স্ক বালক, কৃষ্ণকুমারীর কী অবস্থা? আমাদের বিদগ্ধ বান্ধব বাবু জে. এম. টেগোর কী করেছেন? তিনি কী করতে ইচ্ছা করেন? আমাদের ম্যানেজার কী বলেন? আমার মনে হচ্ছে, ভাই কেশব, নাট্য-ব্যাপারে আমাদের মধ্যে যে চমৎকার উদ্যম এসেছিল, আমরা যেন তা হারিয়ে ফেলছি। আমার বিষয়ে বলতে পারি— আমার অহমিকা মার্জনা করবেন— আমার মনে হয় আমার পক্ষে কিছু কৈফিয়ত আছে; বর্তমানে কাব্যকাননের আর-একটি শাখা আমাকে প্রলুব্ধ করে 'পুরাতন প্রণয়িনী'র কাছ থেকে বিচ্যুত করেছে। ভাবীকালের বিচারালয়ে আপনি কীভাবে জবাবদিহি করবেন?

কৃষ্ণকুমারী যদি আমার বন্ধুকে খুশি করে না-থাকে, আমি এখন তুলনামূলক ভাবে একটু হাল্কা আছি, আবার ঐ কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হলে কিছু মনে করব না। যাই হোক, যতটা পারেন সেসব সংবাদ দিন্।

বর্ষাকালে এর অভিনয় দেখতে হলে আমি আনন্দ পাব না, শীতের হাওয়া বেশ ভালোভাবেই বইতে আরম্ভ করেছে।

পাইকপাড়ার রাজারা যদি সরস্বতীর মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেবার জন্যেই বদ্ধপরিকর হয়ে থাকেন, আমার আশা আছে, এই বেচারী বাগ্‌দেবী বাবু যতীন্দ্রমোহন টেগোরের কাছে বন্ধুসুলভ বদান্যতা পাবেন।

সশ্রদ্ধ প্রীতিসহ, বিশ্বাস রাখবেন, আমি প্রকৃতপক্ষে আপনার।

বিবিধ ব্যক্তিকে লিখিত

যথা—

সম্পাদক, বেন্টলীজ মিসলেনী, লণ্ডন

কুচবিহারাধিপতি নরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ

মনোমোহন ঘোষ

ইতালী-রাজ ভিক্টর ইমান্যুয়েল

কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান-বিচারপতি

কলিকাতা
খিদিরপুর
অক্টোবর ১৮৪২

সম্পাদক, বেণ্টলীজ মিসলেনী, লণ্ডন

মহাশয়,

কোনো রকম শঙ্কা ও ভয় না-রেখেই এই অল্পবয়সীর এই সঙ্গে প্রেরিত রচনাটি আপনার পত্রিকার জন্ম পাঠাচ্ছি না। সাহিত্যিক খ্যাতি অর্জনে অভিলাষী এমন ব্যক্তিদের আপনারা যে উদারতার সঙ্গে উৎসাহ দান করেন তা জেনেই আপনার কাছে উপস্থিত হতে অনুপ্রাণিত হয়েছি। ঠিক এই সময়ে, মহাশয়, যশ আমার লক্ষ্য নয়, কেননা, এ বিষয়ে আমি সচেতন যে ও-জিনিসটি পাওয়ার আমি যোগ্য নই। আমার এখন যা প্রয়োজন তা হচ্ছে উৎসাহ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ব্রিটিশ জনসাধারণ উদার ও মহানুভব, তাঁরা সামান্ত বিদেশীকে ভগ্নোৎসাহ করে দেবেন না। আমি একজন হিন্দু—বঙ্গদেশের অধিবাসী, কলকাতার হিন্দু কলেজে ইংরেজি অধ্যয়ন করি। আমি এখন আঠারো বছর বয়সে পড়েছি, আপনাদের দেশের কবি কাউলির[১] ভাষায় 'জ্ঞান-অর্জনের দিক থেকে শিশু, কিন্তু বয়সে নয়'।

কলকাতা পুলিস
২৭ জানুয়ারি ১৮৬০

কুচবিহারাধিপতি নরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ

প্রিয় রাজা সাহেব,

'ইংলিশম্যান' পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপনে দেখলাম আপনার হাইনেস একজন ম্যাজিস্ট্রেট চেয়েছেন। ঐ কাজের জন্ম আমাকে একজন প্রার্থী হতে অনুমতি দিন। আপনি জানেন যে, কয়েক বৎসর যাবৎ আমি কলকাতা পুলিসের সঙ্গে যুক্ত আছি, এবং অপরাধমূলক বে-আইনী কার্যকলাপ সংক্রান্ত ব্যাপার সম্বন্ধে আমি বেশ ভালো মতই বুঝি।...আপনার মতন মহামহিমান্বিত ব্যক্তি অবশ্যই অনুধাবন করতে পারবেন যে, আমাকে যদি আপনার রাজ্যে যেতে হয় তাহলে

১ Abraham Cowley (1618-1667) ইংরেজ কবি

এখানে আমাকে আমার ভবিষ্যৎ-উন্নতি জাতীয় অনেক কিছুই ত্যাগ ক'রে যেতে হবে, সুতরাং আপনাদের দিক থেকে প্রস্তাব এমন লোভনীয় হওয়া আবশ্যক যাতে আমি প্রলুব্ধ হতে পারি।...আপনাকে এক বছরের মধ্যে আপনার সমগ্র রাজ্যে এমন-একটি পুলিস-বাহিনী গঠন করার দায়িত্ব নিতে আমি প্রস্তুত যার জন্যে আপনি ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের সাধুবাদ অর্জন করবেন।

মনোমোহন ঘোষকে লিখিত [লণ্ডন]

চিঠিগুলি ফরাসি ভাষায় লেখা, ইংরেজি অনুবাদ করেন স্বয়ং মনোমোহন ঘোষ ১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৬২

১

আমার খুবই বিষণ্ণ ও মনমরা বোধ হচ্ছে, এখানে আসা এস্তোকই এই রকম হচ্ছে, কিন্তু এই অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে হবে, বিশেষ করে এত তাড়াতাড়ি তোমরা দুজনেই যখন শহরের বাইরে চলেছ। এ কথা বলাই বাহুল্য যে তোমাদের দুজনের অভাব আমি তীব্রভাবে বোধ করব।

একসঙ্গেই বাস করি এমন-এক ভদ্রলোকের সঙ্গে গতকাল ট্রেনে চেপে শহরের বাইরে গিয়েছিলাম। প্রথমে গেলাম কিউগার্ডেন্সে, তার পরে রিচমণ্ডে, অবশেষে গেলাম কার্ডিনাল ওল্‌সের বিখ্যাত প্রাসাদ হ্যাম্পটন কোর্টে। তোমার কথা ও আমাদের প্রিয় সত্যেন্দ্রর[১] কথা খুব মনে হচ্ছিল। সেই মনোমুগ্ধকর দৃশ্যের বর্ণনা করা আমার পক্ষে অসাধ্য। আমার মনে হচ্ছিল যে, কী দুঃখের কথা, তোমরা লণ্ডন থেকে ছুটে বেরিয়ে গিয়ে এসব চমৎকার শোভা দেখে আস না। আমরা ছোটবেলায় যেসব নীরব ঐতিহাসিক বিষয় পড়েছি তার সঙ্গে রোমাণ্টিক বাস্তবতা যুক্ত করে দেয় এইসব জায়গা। হ্যাম্পটন কোর্টের আমি প্রেমে পড়ে গিয়েছি। এই ভয়ংকর আবহাওয়ার মধ্যেও যতটা প্রাচ্য হওয়া সম্ভব, এ হচ্ছে তাই। আমরা যাকে মহল বলি গৃহটি সেইরকম ভাগে ভাগ করা, প্রত্যেক ভাগে নিজস্ব একটি করে উঠোন আছে। চিত্রগুলি ও নকশা-করা সীলিংগুলি অপূর্ব।

আমার জীবন একঘেয়ে ঠেকছে, মন বড়ই খারাপ বোধ হচ্ছে। তোমাদের

১ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪২-১৯২৩)। দ্র° চতুর্দশপদী কবিতাবলী।

দুজনের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে আমি ব্যাকুল। অনুগ্রহ করে জানাও তোমাদের কাছাকাছি কোনো নিরালা সস্তা ও ছোট হোটেল আছে কিনা। তোমরা যে বর্তমান পরিবেশে নিজেদের ধীরে-ধীরে মানিয়ে নিচ্ছ, এ'তে আমি খুশি।

২ ১৪ নভেম্বর ১৮৬২

কাজ করে যাও বন্ধুগণ, সব রকম সম্মান অর্জন কর। আমরা সকলেই এখন আছি এই কাজের মধ্যেই। আমাদের তিন জন সম্বন্ধে সমগ্র দেশ প্রায় নিশ্চুপ, তবু আমি হলপ করে বলতে পারি আমাদের দেশবাসীর কাছে আমরা তিন জনে প্রায়ই আলোচনার বিষয় হয়ে উঠছি।

৩ ৮ জানুয়ারি ১৮৬৩

দু দিন ধরে লণ্ডন ভয়াবহভাবে কুয়াশাচ্ছন্ন। হা ঈশ্বর, কী অদ্ভুত এই দেশ! কিন্তু কবি যেমন বলেছেন 'সহ্য করাই হচ্ছে ভাগ্যকে জয় করা'। তুমি ও আমাদের ক্ষুদে বন্ধু ইন্দ্র[১] বেশ ভালো ভাবেই কাটাচ্ছ জেনে আমি খুশি। বন্ধুজন, মনে রেখো, আমাদের সমগ্র জাতির দৃষ্টি তোমাদের উপর নিবদ্ধ।

তোমার পূজ্যবাদ পিতৃদেবকে আমার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জানিও, এবং তাঁকে বোলো আমি যদি আমার আপন দেশে ফিরবার জন্যে বেঁচে থাকি, তাহলে তিনি যাঁকে এক সময়ে ভালোবাসতেন ও ছোটভাই বলে জ্ঞান করতেন তাঁর স্মৃতির কোনো অসম্মান হয় এমন কাজ না-করার জন্যে আমি প্রয়াস করে যাব— আমি আমার পিতার কথা বলছি। এবার বিদায়। তুমি যদি চাও তাহলে তোমার শেক্সপীয়র-পাঠে আমি তোমাকে সাহায্য করার চেষ্টা করব; তাঁর বিখ্যাত নাটক সম্বন্ধে আমি মাঝেমাঝেই তোমাকে প্রশ্নোত্তর পাঠাতে পারব। আমাকে জানাও কোন্‌গুলি নিয়ে তুমি এখন পড়াশুনা করছ।

ইতালী-রাজ ভিক্টর ইমান্যুয়েল'কে লিখিত

১২ রু-দ্যু-শ্যাতিয়ায়স, ভার্সাই
৫ মে ১৮৬৫

মহাশয়,

একজন সামান্য কবিতা-কার, নিজেকে যে কবি-নামে চিহ্নিত করতে ভরসা

১ সত্যেন্দ্র

পায় না, যার জন্ম গঙ্গার উপকূলে, ইতালীর কবিতার জনকের যে প্রগাঢ় গুণগ্রাহী সেই ব্যক্তি আপনার রাজ-পদপ্রান্তে এই চিঠির সঙ্গে একটি প্রাচ্য ক্ষুদ্র কুসুম-সদৃশ একটি বাংলা সনেট প্রেরণের অধিকার গ্রহণ করল, মহামতি দান্তের সমাধিবেদী সজ্জিত করার জন্য যে মাল্য রচিত হবে তার মধ্যে এই কুসুমটি যুক্ত হয় এই তার কামনা।

রাজা-সমীপে দীন সেবক
মাইকেল মধুসূদন দত্ত

দান্তের ষষ্ঠশত জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রেরিত। চতুর্দশপদী কবিতাবলীর 'কবি দান্তে' দ্রষ্টব্য। ইতালীয় ভাষায় লিখিত উক্ত পত্রের উত্তরে ইতালী-রাজ তাঁর সচিব মারফত তাঁর অভিমত জানান 'It will be a ring which will connect the orient with the occident.'

মাননীয় স্যার্ বার্নেস পিকক কে. টি.
প্রধান-বিচারপতি বরাবরেষু

১ স্পেন্স হোটেল
কলকাতা ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৭

মাননীয় মহাশয়,

গ্রে'জ ইন্'এর মর্যাদাসম্পন্ন ও পুরাতন সোসাইটি কর্তৃক ব্যারিস্টার খেতাব পাওয়ার সম্মানে সম্মানিত হয়ে আমি হাইকোর্টের একজন অ্যাডভোকেট রূপে স্বীকৃতিলাভের জন্যে আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করি।

১৮৬২ সালে আমি মাইকেলমাস টার্মের ছাত্র রূপে ভরতি হই, এবং ১৮৬৬ সালে মাইকেলমাস টার্মে ব্যারিস্টার রূপে গণ্য হই। শারীরিক অসুস্থতার দরুণ কিছুকাল আমাকে বাধ্য হয়ে ইউরোপে কাটাতে হয়, এজন্য সতেরোটি টার্ম আমি অধ্যয়নরত ছাত্র হিসাবে ছিলাম। রীত্যনুসারে আমি আমার টার্মের সংখ্যা স্থির করেছিলাম [illegible]। আমার সমগ্র শিক্ষা-কালে আমি সাধারণ সভায় যোগদান করি এবং আমাদের ইন্'এর একজন ব্যারিস্টারের সঙ্গে অধ্যয়ন করি।

আপনার একান্ত অনুগত সেবক
মাইকেল মধুসূদন দত্ত

মূল বঙ্গভাষায় লিখিত

যথা—

মনোমোহন ঘোষের জননী

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর

কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

রামদাস সেন

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

মনোমোহন ঘোষের জননীকে লিখিত

শ্রীচরণকমলেষু, [লণ্ডন ১৮৬৩ মে ?]

জেঠামহাশয়ের স্বর্গপ্রাপ্তি-সংবাদে যে কি পর্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি তাহা পত্রে লেখা বাহুল্য। সংবাদ পাইবা মাত্রেই আমার স্ত্রী ও আমি প্রিয়বর মনোমোহনের বাসায় যাইয়া তাঁহাকে এ বাটিতে আনিয়া সাধ্যানুসারে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টায় আছি; আপনি তন্নিমিত্তে উৎকণ্ঠিতা হইবেন না। আপনি পরম জ্ঞানবতী, সুতরাং ইহা কখনই আপনার নিকট অবিদিত নহে যে, এরূপ তীক্ষ্ণ শর-স্বরূপ শোক এ সংসারে সর্বদাই মানবকুলের হৃদয় বিদ্ধন করে। পিতৃচরণ-দর্শন-সুখ প্রিয়বর যে আর এ পৃথিবীতে লাভ করিতে পারিবেন না, ইহাতে তিনি ক্ষুণ্ণমান। এ দাসেরও আশালতা ছিন্ন হইল। ভাবিয়াছিলাম, যে, কৃতকার্য হইয়া দুই ভাই একত্রে দেশে ফিরিয়া যাইব এবং আমি কিঞ্চিৎকালের নিমিত্ত নির্বাণ স্নেহাগ্নি পুনর্বার প্রজ্বলিত করিব। কিন্তু এ আশায় জলাঞ্জলি দিতে হইল। এক্ষণে আপনি স্মরণপথে রাখিয়া আশীর্বাদ করিলে চরিতার্থ হইব। প্রিয়বর তারপথে কলিকাতায় যে সংবাদ পাঠাইয়াছেন, তাহা বোধকরি পাইয়া থাকিবেন। তিনি এদেশ হইতে অতি ত্বরায় ফিরিয়া যাইবার চেষ্টায় আছেন। যতদিন এখানে থাকেন, তাঁহার মনের বেদনা লঘুতর করিতে কোনোমতেই অমনোযোগী হইব না।

নিবেদনমিতি

আশীর্বাদাকাঙ্ক্ষী দাস মধুসূদন দত্ত

মান্যবর বাবু যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয় সমীপেষু

বিনয় পুরঃসর নিবেদনমেতৎ [১৮৫৯]

যে উদ্দেশে তিলোত্তমার সৃষ্টি হয়, তাহা সফল হইল, দেবরাজ ইন্দ্র তাহাকে পূর্বস্বগুণে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই আদর্শের অনুকরণে আমি এই অভিনব কাব্য আপনাকে সমর্পণ করিলাম। মহাশয় যদি অনুগ্রহ করিয়া ইহাকে আশ্রয় দেন তাহা হইলে আমি আমার এ পরিশ্রম সার্থক বোধ করিব।

যে ছন্দোবন্ধে এই কাব্য প্রণীত হইল, তদ্বিষয়ে আমার কোনো কথাই বলা বাহুল্য; কেননা এরূপ পরীক্ষা-বৃক্ষের ফল সদ্যঃ পরিণত হয় না। তথাপি

আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, এমন কোনো সময় অবশ্যই উপস্থিত হইবেক, যখন এ দেশে সর্বসাধারণ জনগণ ভগবতী বাগ্দেবীর চরণ হইতে মিত্রাক্ষরস্বরূপ নিগড় ভগ্ন দেখিয়া চরিতার্থ হইবেন। কিন্তু হয়তো সে শুভকালে এ কাব্য-রচয়িতা এতাদৃশী ঘোরতর মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকিবেক যে, কি ধিক্কার কি ধন্যবাদ কিছুই তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবেক না।

সে যাহা হউক, এ কাব্য আপনার নিকটে সর্বদা সমাদৃত থাকিবেক ; যেহেতু, মহাশয়ের পাণ্ডিত্য গুণগ্রাহকতা এবং বন্ধুতা-গুণে আমি কী পর্যন্ত উপকৃত হইয়াছি এবং হইবারও প্রত্যাশা করি, ইহা তাহার এক প্রধান অভিজ্ঞান-স্বরূপ। আক্ষেপের বিষয় এই যে, মহাশয় আমার প্রতি যেরূপ স্নেহভাব প্রকাশ করেন, আমার এমন কোনো গুণ নাই যদ্দ্বারা আমি উঁহার যোগ্য হইতে পারি। ইতি গ্রন্থকারস্য।

উৎসর্গপত্র। 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'

মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়, [১৮৬১]

আমি এই অভিনব কাব্য আপনাকে সমর্পণ করিতেছি। আপনি আধুনিক বঙ্গদেশীয় নট-কুল-শিরোমণি ; ইহার দোষগুণ আপনার কাছে কিছু অবিদিত থাকিবেক না। বিশেষতঃ, আমার এই বাঞ্ছা যে ভবিষ্যতে এ দেশীয় পণ্ডিত-সম্প্রদায় জানিতে পারেন যে আপনার সদৃশ দর্শন-কাব্য-বিশারদ একজন মহোদয় ব্যক্তি মাদৃশ জনের প্রতি অকৃত্রিম সৌহার্দ প্রকাশ করিতেন।

আমাদিগের পরমাত্মীয় রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ মহাশয় অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়াতে, দর্শন-কাব্যের উন্নতি বিষয়ে যে কতদূর ক্ষতি হইয়াছে তাহা দর্শন-কাব্যপ্রিয় মহাশয়গণের অবিদিত নহে। আমি এই ভরসা করি যে মৃত রাজা-মহাশয় যে সুবীজ রোপিত করিয়া গিয়াছেন তাহার বৃদ্ধি বিষয়ে অন্যান্য মহাশয়েরা যত্নবান্ হন। এই কাব্য-বিষয়ে উক্ত রাজা-মহাশয় আমাকে যে কতদূর উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন তাহা মনে পড়িলে ইচ্ছা হয় না যে আর এ পথের পথিক হই। হায়! বিধাতা এ বঙ্গভূমির প্রতি কেন প্রতিকূলতা প্রকাশ করিলেন?

এ কাব্যেও আমি সঙ্গীত ব্যতীত পদ্যরচনা পরিত্যাগ করিয়াছি। অমিত্রাক্ষর পদ্যই নাটকে উপযুক্ত পদ্য; কিন্তু অমিত্রাক্ষর পদ্য এখনও এতদূর পর্য্যন্ত প্রচলিত হয় নাই যে তাহা সাহসপূর্ব্বক নাটকের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া সাধারণ জনগণের মনোরঞ্জন করিতে পারি। তথাচ ইহাও বক্তব্য যে আমাদিগের সুমিষ্ট মাতৃভাষার রঙ্গভূমিতে গদ্য অতীব সুশ্রাব্য হয়। এমনকি, বোধ করি অন্য কোনো ভাষায় তদ্রূপ হওয়া কঠিন। যাহা হউক, এ অভিনব কাব্য আপনার এবং অন্যান্য গুণগ্রাহী মহোদয়গণ সমীপে আদরণীয় হইলে পরিশ্রম সফল বোধ করিব ইতি। গ্রন্থকারস্য নিবেদনমিতি

উৎসর্গপত্র। 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'

রামদাস সেনকে লিখিত

মহাশয়, [১৮৬১]

যদ্যপিও আপনার সহিত সাক্ষাৎদর্শন নাই, তথাপি আপনকার যে দেশীয় ভাষার উপর নিতান্ত অনুরাগ এবং এ লেখকের প্রতিও যে স্নেহ সম্বলিত যৎকিঞ্চিৎ অনুগ্রহ আছে, তাহা সে লোকমুখে সর্ব্বদাই শুনিয়া থাকে। সেই হেতুই এ ব্যক্তি মহাশয়কে আপনার বর্ত্তমান দুরবস্থা এই ভরসায় জানাইতেছে যে, যদিও আপনি তাহাকে এ বিপদরূপ রাহুগ্রাস হইতে মুক্ত করিতে অসম্মত হন, তবুও এ আবেদনপত্র তাহার পক্ষে অবমাননার কারণ হইবে না। 'যাজ্ঞা মোঘা বরমধি গুণে নাধমে লব্ধকামা'। ইতি

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় সমীপেষু

৬ লাউডন স্ট্রীট, চৌরঙ্গী

ইং সন ১৮৭১ সাল।

প্রিয়বর,

প্রায় চারি বৎসর হইল, আমি শারীরিক পীড়িত হইয়া, এমনকি ৩।৩ মাস স্বকর্ম্মে হস্তনিক্ষেপ করিতে অশক্ত হইয়াছিলাম, সময়াতিপাতার্থে উরূপাবস্থের গুণধাম কবিগুরুর জগবিখ্যাত ঈলিয়াস নামক কাব্য সদাসর্ব্বদা পাঠ করিতাম।

পাঠের সময়ে মনে এইরূপ ভাব উদয় হইল যে, এ অপূর্ব কাব্যখানির ইতিবৃত্ত স্বদেশীয় ইংলণ্ড-ভাষানভিজ্ঞ-জনগণের গোচরার্থে মাতৃভাষায় লিখি। লিখিত পুস্তকখানি চারি বৎসর মুদ্রণালয়ে পড়িয়া ছিল; এমন সময় পাই নাই যে ইহাকে প্রকাশি। একস্থলে কয়েকখানি কাপির কাগজ হারাইয়া গিয়াছে (৩র্থ পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে); সেটুকুও সময়াভাব প্রযুক্ত পুনরায় রচিয়া দিতে পারিলাম না। বোধ হয়, এতদিনের পর জনসমূহ সমীপে আমি হাস্তাস্পদ হইতে চলিলাম। কিন্তু তুমি ও তোমার সদৃশ বিজ্ঞতম মহোদয়েরা এবং অন্যান্ত পাঠকগণ উপরিউক্ত কারণটি মনে করিয়া পুস্তকখানি গ্রহণ করিলে ইহার শোধনার্থে ভবিষ্যতে কোনো ত্রুটি হইবে না। এবং অবশিষ্ট অংশও অতি-শীঘ্র প্রকাশ করিতে যত্নবান হইব।

এ বঙ্গদেশে যে তোমার অতি শুভক্ষণে জন্ম, তাহার কোনোই সন্দেহ নাই; কেন না, তোমার পরিশ্রমে মাতৃভাষার দিন-দিন উন্নতি হইতেছে। পরমেশ্বর তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন, এই প্রার্থনা করি। যে শিলায় তুমি, ভাই, কীর্তিস্তম্ভ নির্মিতেছ, তাহা কালও বিনষ্ট করিতে অক্ষম।

মহাকাব্যরচয়িতাকুলের মধ্যে ঈলিয়াস-রচয়িতা কবি সর্বোপরিশ্রেষ্ঠ, ইহা সকলেই জানেন। আমাদিগের রামায়ণ ও মহাভারত রামচন্দ্রের ও পঞ্চপাণ্ডবের জীবনচরিত মাত্র; তবে কুমারসম্ভব, শিশুপালবধ, কিরাতার্জুনীয়ম্ ও নৈষধ ইত্যাদি কাব্য উরূপাখণ্ডের অলংকারশাস্ত্রগুরু আরিস্তাতালীসের মতে মহাকাব্য বটে, কিন্তু ঈলিয়াসের নিকট এসকল কাব্য কোথায়? দুঃখের বিষয় এই যে, এ লেখকের দোষে বঙ্গজনগণ কবিপিতার মাহাত্ম্যতা ও দেবোপম শক্তির বোধ হয় প্রায় কিছুই বুঝিতে পারিবেন না। যদি আমি মেঘরূপে এ চন্দ্রিমার বিভারাশি স্থানে-স্থানে ও সময়ে-সময়ে অজ্ঞতা-তিমিরে গ্রাস করি, তবুও আমার মার্জনার্থে এই একমাত্র কারণ রহিল যে সুকোমলা মাতৃমাষার প্রতি আমার এতদূর অনুরাগ যে, তাহাকে এ অলংকারখানি না-দিয়া থাকিতে পারি না।

কাব্যখানি পাঠ করিলে টের পাইবে যে আমি কবিগুরুর মহাকাব্যের অবিকল অনুবাদ করি নাই, তাহা করিতে হইলে অনেক পরিশ্রম হইত, এবং সে পরিশ্রমও যে সর্বতোভাবে আনন্দোৎপাদনী করিত, এ বিষয়ে আমার সংশয় আছে। স্থানে-স্থানে এই গ্রন্থের অনেকাংশ পরিত্যক্ত ও স্থানে-স্থানে অনেকাংশ

পরিবর্তিত হইয়াছে। বিদেশীয় একখানি কাব্য দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া আপন গোত্রে আনা সহজ ব্যাপার নহে, কারণ তাহার মানসিক ও শারীরিক ক্ষেত্র হইতে পর-বংশের চিহ্ন ও ভাব সমুদায় দূরীভূত করিতে হয়। এ দুরূহ ব্রতে যে আমি কতদূর পর্যন্ত কৃতকার্য হইয়াছি এবং হইব, তাহা বলিতে পারি না।

শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত

উৎসর্গপত্র। 'হেক্টর-বধ'

মাইকেল মধুসূদন দত্ত
জীবনের সময়সূচী

১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি (১২৩০ বঙ্গাব্দের ১২ মাঘ) শনিবার যশোহর জেলার সাগরদাঁড়িতে কবতক্ষতীরে মধুসূদনের জন্ম। পিতা রাজনারায়ণ দত্ত, মাতা জাহ্নবী।

১৮৩৭ থেকে ১৮৪২— গ্রাম্য পাঠশালায় পাঠ শেষ করে কলকাতায় আগমন, খিদিরপুরের ইংরেজি স্কুলে পাঠ, তার পরে হিন্দু কলেজে প্রবেশ।

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৯ ফেব্রুয়ারি খ্রীষ্টধর্মগ্রহণ ও পর বৎসর বিশপস্ কলেজে প্রবেশ।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ গমন ও সেখানে মেল অরফ্যান অ্যাসাইলমের শিক্ষকতা আরম্ভ, ঐ সময়ে রেবেকার সঙ্গে বিবাহ।

১৮৫২ সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের হাইস্কুল বিভাগে শিক্ষকতা প্রাপ্তি। ১৮৫৪ সালে Anglo Saxon and the Hindu প্রচার-পুস্তিকা প্রকাশ।

১৮৫৫ সালের শেষাশেষি নাগাদ রেবেকার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ, হেনরিয়েটাকে পত্নীত্বে গ্রহণ।

১৮৫৬ সালের ২ ফেব্রুয়ারি মাদ্রাজ থেকে কলকাতা প্রত্যাবর্তন ; কলকাতা পুলিস কোর্টের প্রধান-কেরানির পদ লাভ ও পরে দ্বিভাষিকের পদে উন্নীত।

১৮৫৮ থেকে ১৮৬১ রত্নাবলীর অনুবাদ, শর্মিষ্ঠা, একেই কি বলে সভ্যতা ও বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ, পদ্মাবতী নাটক, তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য, মেঘনাদবধ কাব্য, কৃষ্ণকুমারী নাটক, ব্রজাঙ্গনা কাব্য প্রকাশ।

১৮৬১ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি কালীপ্রসন্ন সিংহের গৃহে কবি-সংবর্ধনা।

১৮৬২ জানুয়ারি 'হিন্দু পেট্রিয়ট'এর সম্পাদনা-ভার গ্রহণ।

১৮৬২ বীরাঙ্গনা কাব্য প্রকাশ।

১৮৬২ সালের ৯ জুন ব্যারিস্টারি পড়ার জন্ম য়ুরোপযাত্রা। ১৮৬৩ সালে সন্তানদের নিয়ে হেনরিয়েটার স্বামীর নিকট য়ুরোপ গমন। অর্থকষ্ট। সপরিবারে লণ্ডন ত্যাগ করে মধুসূদনের ফ্রান্সের ভার্সাইএ আগমন।

১৮৬৪ সালের ২৮ অগস্ট ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রেরিত অর্থের প্রথম কিস্তি প্রাপ্তি।

১৮৬৫ সালের শেষভাগে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন ও আইন-অধ্যয়ন পুনরারম্ভ।

১৮৬৬ সালের ১ অগস্ট চতুর্দশপদী কবিতাবলী প্রকাশ। এই বৎসরের শেষের দিকে (১৭ নবেম্বর) গ্রেজ ইন থেকে ব্যারিস্টারি পাস।

১৮৬৭ সালের ৫ জানুয়ারি য়ুরোপ থেকে ভারত-অভিমুখে যাত্রা ও ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ার দিকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন।

১৮৬৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি কলকাতা হাইকোর্টে প্রবেশের জন্ম আবেদন, ৩ মে অনুমতি লাভ।

১৮৬৯ সালের মে মাসে পুত্রকন্যাসহ হেনরিয়েটার য়ুরোপ থেকে কলকাতা আগমন।

১৮৭০ সালের জুন মাসে ব্যারিস্টারি ত্যাগ করে সুপ্রীমকোর্টের আপীল-পরীক্ষকের চাকুরি গ্রহণ।

১৮৭১ সালের ১ সেপ্টেম্বর 'হেকটর-বধ' প্রকাশ।

১৮৭২ সালের প্রথম দিকে পঞ্চকোট রাজ্যের চাকুরি গ্রহণ, ঐ বৎসর শেষ দিকে ঐ কর্ম ত্যাগ।

১৮৭৩ সালে 'মায়াকানন' রচনা, 'বিষ না ধনুর্গুণ' নাটক রচনা আরম্ভ, এটি আর শেষ করা যায় নি।

১৮৭৩ সালের ২৯ জুন পরলোকগমন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত-রচিত গ্রন্থাবলী

বাংলা ॥

শর্মিষ্ঠা নাটক। জানুয়ারী ১৮৫৯
একেই বলে কি সভ্যতা ?। ১৮৬০
বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ। ১৮৬০
পদ্মাবতী নাটক। ১৮৬০
তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য। মে ১৮৬০
মেঘনাদবধ কাব্য। ১৮৬১
ব্রজাঙ্গনা কাব্য। জুলাই ১৮৬১
কৃষ্ণকুমারী নাটক। ১৮৬১
বীরাঙ্গনা কাব্য। ১৮৬২
চতুর্দশপদী কবিতাবলী। অগস্ট ১৮৬৬
হেক্টর-বধ। সেপ্টেম্বর ১৮৭১
মায়াকানন। ১৮৭৪

ইংরেজি ॥

The Captive Ladie. Madras 1849

The Anglo Saxon and the Hindu (Lecture 1) Madras, 1854

Ratnavali : A Drama in four acts, translated from the Bengali, 1858.

Sermistha, A Drama in five acts, translated from the Bengali by the Author, 1859

Nil Durpun, or the Indigo Planting Mirror, A Drama, trans. from the Bengali by A Native. With an Introduction by the Rev. J. Long., 1861

গৌরদাস বসাক। মাইকেল মধুসূদনের বাল্যসুহৃদ; হিন্দু-কলেজের সহাধ্যায়ী।

১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে বড়বাজারের বিখ্যাত বসাক-পরিবারে গৌরদাসের জন্ম। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে এগারো বৎসর বয়সে তিনি হিন্দু-কলেজে ভরতি হন। এর বছর তিন পরে, ১৮৪০ সনে, মধুসূদনের সংস্পর্শে তিনি আসেন, অচিরেই তা নিবিড় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। আনুমানিক ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট-পদে বৃত হন। অনেক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গৌরদাসের নিবিড় সম্পর্ক ছিল। সেকালের রঙ্গালয়-আন্দোলনের সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল। মধুসূদনের প্রতি তাঁর এতই অনুরাগ ছিল, এবং মধুসূদনের প্রতিভা সম্বন্ধে এতটাই শ্রদ্ধা তাঁর ছিল যে, তিনি তাঁর এই বন্ধুটির জীবনী রচনার জন্যে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। মধুসূদনের মৃত্যুর প্রায় ২৭ বছর পরে ইনি ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে সংস্কৃত কলেজে ও পরে হিন্দু কলেজে তিনি অধ্যয়ন করেন, তখন মধুসূদনের সহপাঠী হন। মধুসূদন খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করায় ভূদেবেরও নাকি মতিগতি সেইদিকে গিয়েছিল, কিন্তু পিতার শাসনে সব ঠিক হয়ে যায়। তিনি শিক্ষকতা দিয়ে জীবন আরম্ভ করেন, তার পর অতিরিক্ত স্কুলপরিদর্শক ও পরে বঙ্গের ডিরেক্টর অব পাবলিক ইন্সট্রাকশন হন। অনেক গ্রন্থ ইনি রচনা করেছেন এবং 'এডুকেশন গেজেট' পত্রের সম্পাদকতা করেছেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ইনি লোকান্তরিত হন।

রাজনারায়ণ বসু। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার দক্ষিণে অবস্থিত বোড়াল গ্রামে জন্ম। শৈশবকাল থেকেই ইনি বিদ্যানুরাগী। ষোলো বছর বয়সে ইনি হিন্দু-কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গৃহে মুনশির নিকট পারস্যভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করেন। পরে, ১৮৫১ সালে মেদিনীপুর গবর্নমেণ্ট স্কুলে হেডমাস্টার নিযুক্ত হন। ইনি মধুসূদনের একজন অন্তরঙ্গ সুহৃদ্। উভয়ের প্রতি উভয়ের অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। রাজনারায়ণ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন, এবং এই ধর্ম

প্রচারের জন্ত অনেক উদ্যোগ করেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে দেওঘরে ইনি লোকান্তরিত হন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বঙ্গদেশের আবালবৃদ্ধবনিতার পরিচিত স্বনামখ্যাত পণ্ডিত। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার (পরে মেদিনীপুরের অন্তর্ভুক্ত) বীরসিংহ গ্রামে এঁর জন্ম। এঁর তুল্য পণ্ডিত ও সমাজসংস্কারক খুব কমই আছেন। সংক্ষেপে এঁর বিষয় কিছু লেখা দুরূহ, কেননা তাঁর জীবন বহুবিধ কর্মের রঙ্গশালা-বিশেষ ছিল। দুইটি চতুর্দশপদী কবিতায় ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতি মধুসূদন তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন দেশাচারের নিষ্ঠাবান্ অনুরাগী, মধুসূদন হয়েছিলেন বিধর্মী; তবুও মধুসূদনের প্রতি ঈশ্বরচন্দ্রের অনুরাগ এইটেই প্রমাণ করে যে, মধুসূদনের প্রতিভা ঈশ্বরচন্দ্র হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন, তিনি স্বয়ং প্রতিভার অধিকারী ছিলেন বলেই আর-এক প্রতিভাকে এত কাছে থেকেও ধরতে পারেন, এঁকে বলা যায় ঈশ্বরচন্দ্রের দ্বিতীয় প্রতিভা। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লোকান্তরিত হন।

কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। আনুমানিক ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার বাগবাজারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নাট্যবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। কি বাংলা কি ইংরেজি নাটক অভিনয় সম্বন্ধে অনেকেই এঁর পরামর্শ নিতেন। তিনি নিজেও একজন সুদক্ষ অভিনেতা ছিলেন, বেলগাছিয়া রঙ্গালয়ের সঙ্গে ইনি যুক্ত ছিলেন। মধুসূদনের নাটকে বিদূষকের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, নাটক সম্বন্ধে মধুসূদনকে অনেক পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন। ইনি সরকারি দপ্তরে দায়িত্বপূর্ণ কাজ করে পেন্সন গ্রহণ করেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে পরিণতবয়সে ইনি লোকান্তরিত হন।

নির্দেশিকা